

সামবেদীয়া
তবলকারোপনিষৎ
বা

কেনোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎ-
কৃত-পদভাষ্যসমেতা

মূল, অন্বয়মুখী-ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ সহ ।

সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীতুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

[তৃতীয় সংস্করণ]

প্রকাশক—

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার,

২১১ বামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

১৩৪১ সাল ।

श्रीमो वकाशनाथ मखर

कलिकातु

१२१५ वि नः वायाप्रकर लेन, "वि, पि, एम्स् प्रेसे"

श्रीआशुतोष मजूमदार कतुक मुद्रित ।

আভাস

উপনিষৎপর্যায়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় কেনোপনিষৎ প্রকাশিত হইল। উপনিষৎ-মাত্রই ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশক ; সুতরাং কেনোপনিষদের প্রতিপাত্ত বিষয়ও তাহা হইতে পৃথক্ নহে। মোহাক্র জীবগণ স্বভাবতঃই বিনশ্বর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অনায়া-পদার্থে আয়া-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, ক্রবসতা পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না ; তাহার ফলে জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু, এইকপে অনবরত অনর্থময় দুঃখধারা ভোগ করিতে থাকে, এবং দিন দিন পরিবর্তমান, আসক্তি-সুরার উন্মাদময়ী বাসনায় অধীর হইয়া, সুদীর্ঘ সংসার-পথে অগ্রসর হইতে থাকে ; কিছুতেই পরম শান্তিময় বিবেক-দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। তাহাদের সেই প্রগাঢ় মোহাক্রকার বিধ্বস্ত করিয়া বিবেক-সূর্য্য সমুন্মেষিত করণ, সংসারাক্র জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরসঞ্চিত 'আমি, আমার' বুদ্ধি নিরসনপূর্ব্বক পরমাত্মার দিকে উন্মুখী-করণ এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহও উপনিষৎ শাস্ত্রের অপরিহার্য্য প্রতিপাত্ত মধ্য পুরিগণিত।

এই কেনোপনিষদে চারিটি মাত্র খণ্ড বা অংশ সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—সকল সর্কশক্তি পরমেশ্বরই সর্কজগতের একমাত্র পরিচালক ও প্রবর্তক ; তাঁহান প্রেরণার প্রেরিত হইয়াই মন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হয় ; কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিতে পারে না ; চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না, এবং মনও চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না,—তিনি অবাঙ্মনসগোচর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ডে কথিত হইয়াছে,—যাহারা মনে করে, ব্রহ্মকে জানিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে জানে নাই ; আর যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন,—নিগুণ, নিরূপাধি ও অনন্ত ব্রহ্মকে আমার অল্পশক্তি বুদ্ধি কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না, সুতরাং তিনি আমাদের পক্ষে এখনও অবিদিত বা অপরিজ্ঞাতই বটে।

পরিচ্ছিন্ন যে-কোন মূর্ত্ত বস্তুকে আরাধনা করা যায়, তাহা ব্রহ্মের বিভূতি বটে, কিন্তু উহাই অনন্ত ব্রহ্মের পূর্ণ রূপ নহে ; সুতরাং তদারাধনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে

মুক্তিলাভ হয় না। আর ঐহারা প্রতিনিয়ত প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই ব্রহ্মশক্তি দেখিতে পান, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ব্রহ্মকে কণক্ষিৎরূপে জানিতে পারেন, এবং সেই বিজ্ঞানের ফলেই তাঁহারা দেহত্যাগের পর পরম মুক্তিলাভে অধিকারী হন। ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে,—একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবাসুর-সংগ্রামে পরমেশ্বর-রূপায় অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা যে ঈশ্বর-রূপারই একমাত্র ফল, তাহা না বুঝিয়া সকলে একত্র সমাসীন হইলেন, এবং বিজয়-লব্ধ অভিমানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া নিরতিশয় গর্ভ অশুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময়, পরমেশ্বর দেবগণের অজ্ঞান-কৃত মিথ্যাভিমানের অপনয়নার্থ অদূরে একটি রমণীয় জ্যোতিঃরূপে আবির্ভূত হইলেন। বায়ু প্রভৃতি সকলেই ঠাকিত হইয়া একে একে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন; কিন্তু কেহই আত্ম-শক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র নিকটে গমন করিবামাত্র, সেই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি রমণীয় রমণীরূপ আবির্ভূত হইল। ঐ রমণীই হৈমবতী 'উমা' নামে প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—সেই হৈমবতী উমা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রশোভন ছলে বলিতে লাগিলেন,—এই যে, তোমরা অসুরগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ, ইহা তোমাদের নিজ শক্তির কার্য নহে, সর্জনিত্বা, সর্জনশক্তি পরমেশ্বরেরই রূপার ফল। তোমরা নিজে জানিও, তিনিই স্বীয় শক্তি-সংযোগে তোমাদের দ্বারা এই অসুরবিজয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণারই তোমরা যস্ত্রের মত কার্য করিয়াছ ও করিতেছ। অতএব, তোমরা মিথ্যা-মোহকৃত বিজয়-লব্ধ অভিমান বা গর্ভ পরিত্যাগ কর।

এইরূপে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলেই বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ স্বসযাজে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, এবং দেবরাজ সর্কোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মচিন্তা, এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায় বা সাধনীভূত তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের নির্দেশ ও সে সকলের ফলকথন দ্বারা উপনিষৎ সমাপ্ত, ইত্যাদি।

भाष्य-भूमिका

केनेषितमित्याद्योपनिषत् परब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमशाध्यायशारम्भः प्रागेतस्यां कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि, समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्य उपासनानि उक्तानि कर्माङ्ग-सामविषयाणि च । अनन्तरं गायत्रिसामविषयं दर्शनं वंशान्तमुक्तं कार्यम् । सर्वमेतद्व्यथोक्तं कर्म च ज्ञानं सम्यग्गुणितं निष्कामस्य भुम्बोः सद्बुद्ध्यर्थं भवति ; सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केवलानि श्रोतानि श्रुतानि च कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति । स्वाभाविक्या ह्यशान्तीयया प्रवृत्त्या पश्चादिस्वावरान्ताधोगतिः स्यात् । “अथैतयोः पथोर्न कश्चिरेण-चन तानीमानि क्षुद्राणि अस्फुदावर्तनीनि भूतानि भवन्ति । जायन्त-म्रियन्त इत्येतत् तृतीयं स्थानम् ।” इति श्रुतेः । “प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीक्षुः” इति मन्त्र-वर्णाद्विशुद्धसत्त्वस्य तु निष्कामश्रेय वाचादनित्राः साध्यासाधनसम्पत्त्या इहकृतां पूर्व-कृताद्वा संस्कावविशेषोद्भवान् विवक्तव्य प्रत्यगाश्रयविषया जिज्ञासा प्रवर्तते । तदेतद् वस्तु प्रश्नप्रतिपत्तिलक्षणया श्रुत्या प्रदर्शयते—केनेषितमित्याद्युक्त्वा ।

कार्तिके चोक्तम्—“पवाक्षि खानि व्यतृणत् स्वयंभुस्तस्यां पवाङ् पशुति नासुराग्नन् । कश्चिद् क्षीवः प्रत्यगाश्रयानैमिषदावत्तच्छ्रवमृतमिच्छन्” इत्यादि । “परीक्ष्य लोकान् कश्चिदान् वाङ्मणे निन्देदमावासास्तु कृतं कृतेन ।” “तद्विज्ञानार्थं स षुक्मेवाभिगच्छेत् समिपानिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” इत्याद्याथर्वणे च । एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगाश्रयविषयं विज्ञानं श्रेयं मनुं विज्ञातुं सामर्थ्यमुपपद्यते ; नाश्रया । एतस्मात् प्रत्यगाश्रय-ब्रह्मविज्ञानात् संसाववाजमज्जनं कामकर्मप्रवृत्ति-कारणमशेषतो निवर्तते ; “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपगतः” इति मन्त्रवर्णात्, “तरति शोकमाश्रयि” इति, “भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते षासु कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ।

कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत् सिध्यतीति चेत्, न, वाजसनेयके तस्य अश्रयकारणत्व-वचनात् । “जाया मे श्यात्” इति प्रसूता “पुत्रेणायं लोको जय्या, नात्नेन कर्मणा । कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः” इत्याद्यनोह्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वमुक्तं वाजसनेयके । तत्रैव च पावित्राजाविधाने हेतुरक्तः—“किं प्रजया करिष्यामो येषां नोह्यमायाह्यं लोकः ।” इति । तत्रायं हेतुर्धः—

প্রজ্ঞা-কর্ম-তৎসংযুক্তবিদ্যাভির্মানুষ্য-পিতৃ-দেব-লোকত্রয়সাধনৈঃ অনাত্মলোকপ্রতি-
পত্তি-কারণৈঃ কিং কবিষ্ণামঃ । ন চাত্মাকং লোকত্রয়মনিত্যং সাধনসাধ্যমিষ্টং
যেষামাত্মাকং স্বাভাবিকোহজোহজরোহমৃতোহভয়ো ন বদ্ধতে কর্মণা নো কনীয়া-
ন্নিত্যশ্চ লোক ইষ্টঃ । স চ নিত্যাত্মাবিদ্যানিবৃত্তিবিাতিরেকেণ অত্রসাধননিপ্পাত্তঃ ।
তস্মাৎ প্রত্যগাত্ম-ব্রহ্মবিজ্ঞানপূর্বকঃ সর্কেষণাসন্ন্যাস এব কর্তব্য ইতি ।

কর্মসহভাবিত্ববিরোধাচ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞানশ্চ । নহ্যপাত্তকারকফলভেদ-
বিজ্ঞানেন কর্মণা প্রত্যস্মিতসর্কভেদদর্শনশ্চ প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিষয়শ্চ সহভাবিত্ব-
মুপপত্ততে । বস্তুপ্রাধাত্তে সতি অপকযুক্তত্বাদব্রহ্মবিজ্ঞানশ্চ । তস্মাৎ দৃষ্টাদৃষ্টেভ্যো
বাহ্যসাধনসাধ্যোভ্যো বিবর্ত্তশ্চ প্রত্যগাত্মবিষয়াব্রহ্মজিজ্ঞাসেয়ং কেনেঘিতমিত্যাদি-
শ্রুত্যা প্রদর্শাতে । শিষ্টিাচার্য্যাপ্রশ্নপ্রতিবচনকপেণ কৃত্বনন্ত সূক্ষবস্তুবিষয়ত্বাৎ
সুখপ্রতিপত্তিকারণং ভবতি, কেবলতর্কাগম্যত্বঞ্চ দর্শিতং ভবতি ; “নৈষা তর্কেণ
মতিরপনেয়া” ইতি শ্রুতেশ্চ, “আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ” “আচার্য্যাক্যোব বিদ্যা
বিদিতা সাধিষ্টং প্রাপৎ” ইতি, “তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিনিয়-
মাচ্চ । কাশ্চিদ্গুরুং ব্রহ্মনিষ্টং বিধিবত্পেত্য প্রত্যগাত্মবিষয়াদত্তত্র শরণমপশ্চন্ন-
ভয়ং নিত্যং শিবমুচলমিচ্ছন্ পপ্রচ্ছেতি কল্পাতে,—কেনেঘিতমিত্যাদি ।

অতঃপর, পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক কেনোপনিষৎ বলিতে হইবে
বলিয়া নবম অধ্যায় (১) আরম্ভ হইয়াছে । ইতঃপূর্বেই সমস্ত কর্ম-
বিধি সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে, কর্মসংশ্লিষ্ট প্রাণোপাসনা এবং
কর্মাঙ্গ সামোপাসনাও উক্ত হইয়াছে । তাহার পর ‘গায়ত্রী’ সাম-
সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করিতে হইবে, তাহা এবং শিষ্টি-পরম্পরাগত
ঋষিবংশ পন্যান্ত যাহা যাহা বলা আবশ্যিক, তৎসমস্তই কথিত
হইয়াছে । বুঝিতে হইবে, পূর্বোক্ত জ্ঞান, কর্ম সমস্তই যথাযথ-
রূপে অনুষ্ঠিত হইলে নিকাম মুমুক্শু ব্যক্তির চিত্তশক্তি উৎপাদন করে ;
কিন্তু, আত্মজ্ঞান-বিমুখ সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতি-
শাস্ত্রোক্ত কর্মসমূহ দক্ষিণ পথে (ধূমাদি মার্গে) গতি ও পুনরাবৃত্তি

(১) তলবকার ব্রাহ্মণের প্রথম আট অধ্যায়ে কর্ম ও কর্মাঙ্গ উপাসনার কথা বলা
হইয়াছে, নবম অধ্যায় হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে ; এইজন্য নবম অধ্যায় হইতে
ব্রাহ্মণভাগ উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়াছে ।

অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণপ্রবাহ সম্পাদন করে। আর যে সকল কৰ্ম শাস্ত্রবিহিত নহে—কেবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কৰ্মের ফলে পশু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর জন্ম পর্যন্ত অধোগতি লাভ হয়। নিম্নলিখিত শ্রুতিসমূহ এবিষয়ে প্রমাণ,—[যাহারা স্বাভাবিক অনুরাগের বশে কৰ্ম করে] “তাহারা দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণ, এই দুই পথের এক পথেও গমন করে না; তাহারা অসংকদাবর্তী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণশীল এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপ (কৃমি-কীট প্রভৃতি) জন্মধারণ করিয়া থাকে। ইহাই ‘জায়স্ব-ম্রিয়স্ব’ নামক তৃতীয় স্থান।” আর “জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ প্রাণীই পিতৃযান ও দেবযান অতিক্রম করিয়া অতি কষ্টকর গতি প্রাপ্ত হইয়াছে” এই মন্ত্র ইহাতে জানা যায় যে, যাহারা বিশুদ্ধচিত্ত ও নিকাম, এবং ঐহিক বা পারলৌকিক শুভ সংস্কার প্রবুদ্ধ হওয়ায় সাধ্যসাধনময় অনিত্য বাহ্য ভোগ-সাধনে বিরক্ত হইয়াছেন, কেবল তাহাদের পক্ষেই আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ই “কেনেষিতম্” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রশ্ন-প্রতিবচনচ্ছলে উপগম্য হইতেছে।

কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—‘যেহেতু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহিমুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন (অথবা হিংসা করিয়াছেন), সেই হেতু ইন্দ্রিয়গণ কেবল বাহ্য বস্তুই দর্শন করে,—অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অতি অল্পলংঘক ধীর ব্যক্তিই মুক্তির ইচ্ছায় চক্ষু পরাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তমুখ করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছেন’ ইত্যাদি। অথর্ববেদীয় উপনিষদেও আছে—‘কৰ্মলব্ধ স্বর্গাদি লোকসকল পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা কৰ্ম-ফলের অনিত্যতা অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে, এবং ক্রিয়া দ্বারা অকৃত—নিত্যস্বরূপ মোক্ষ লাভ করা যায় না, বুদ্ধিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে।’ ‘সেই শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জগা বেদজ্ঞ

ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবে' ইত্যাদি। উক্ত প্রকারে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলেই আত্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রবণ, মনন ও উপলক্ষি করিবার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, নচেৎ হয় না এবং এই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ফলেই কামনা ও কামনা-প্রণোদিত কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু এবং সংসার-বীজ অজ্ঞান বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। 'যে লোক (সর্বত্র) একত্ব দর্শন করে, তাহার সেই অবস্থায় শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ? (কিছুই থাকে না)। এই মন্ত্র এবং 'আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শোক অতিক্রম করে', 'সেই পরাবর (পর-ব্রহ্মাদিও যাহা অপেক্ষা অবর বা নিকৃষ্ট) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি (অহঙ্কার) ছিঁড়িয়া যায়, সমস্ত সংশয় বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং কৰ্ম্মসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ঐ কথা প্রমাণিত হয়।

যদি বল, কৰ্ম্মসহকৃত জ্ঞান হইতেও ত এই বিষয় (মুক্তি) সিদ্ধ হইতে পারে? না—হইতে পারে না; কারণ, যজুর্বেদীয় বাজ-সনেয় উপনিষদে কৰ্ম্ম-সহিত জ্ঞানের অন্য প্রকার ফল উক্ত হইয়াছে, —প্রথমে 'আমার পত্নী হউক' এই কথা আরম্ভ করিয়া 'পুলু দ্বারাই এই বর্তমান লোক জয় করণ যাইতে পারে, অপর কৰ্ম্মদ্বারা নহে; আবার কৰ্ম্মদ্বারাই পিতৃলোক জয় করা যাইতে পারে, এবং বিছা-দ্বারা দেবলোক লাভ করা যাইতে পারে' এইরূপে সেই স্থলে কৰ্ম্মসহকৃত জ্ঞানকে লোকত্রয়-লাভেরই কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু আত্মলাভের কারণ বলা হয় নাই। সেই ধাজসনেয় ব্রাহ্মণেই পুনশ্চ সন্ন্যাস-বিধানের এই হেতু বলা হইয়াছে—'আমরা সেই প্রজা (সন্তানের) দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট আত্ম-লোক লব্ধ হইবে না?' ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রজা, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম-সংযুক্ত বিদ্যা এই তিনটি যথাক্রমে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেব-লোক প্রাপ্তির সাধন বা উপায়, কিন্তু সাধ্য-সাধনবিশিষ্ট অনিত্য এই লোকত্রয় আমাদের অভীষ্ট নহে। আমাদের আত্মা, জরা-মরণ-

বর্জিত, অমৃত ও সর্বভয়-রহিত, নিত্যস্বভাব ; সেই আত্মা কোন কর্মদ্বারা বুদ্ধি-হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। অতএব, পূর্বোক্ত লোকত্রয়-সাধনীভূত কর্ম দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের অভীষ্ট সেই আত্মলোক অবিছানিরতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্পন্ন হইবার যোগ্য নহে ; অতএব, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানপূর্বক সর্ববাসনা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করাই অবশ্য কর্তব্য।

জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বোধ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধীও বটে। এই কারণেই আত্মজ্ঞানের সহিত কৰ্ম্মবিধির সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান হইতে পারে না। কেননা, কৰ্ম্মানুষ্ঠানে কর্তৃ-কৰ্ম্মাদি কারক-ভেদ এবং স্বর্গ-লোকাদি ফলভেদ জ্ঞাত থাকা আবশ্যিক হয় ; আর আত্মবিষয়ক জ্ঞানে সেই সমস্ত ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দেয় ; সুতরাং তদুভয়ের একত্র (একই পুরুষে) অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানটি বস্তুপ্রধান, অর্থাৎ বস্তুর সত্যতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ; উহাতে কৰ্ত্তার কিছুমাত্র স্নাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য নাই*। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্বপ্রকার বাহ্য সাধন ও বাহ্য ফল-ভোগে যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্মই 'কেনেষিতম্' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রদর্শিত হইতেছে। শাস্ত্রপ্রতি-পাদ্য এই বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম—সহজে বুদ্ধিগম্য হয় না ; এই দুর্লভ বিষয়টিকে অনায়াসে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্ম শিষ্য ও আচার্য্যের প্রশ্ন-প্রত্যুত্তরচ্ছলে নিরূপিত করা হইয়াছে। আর এই বিষয়টি যে, কেবল শুদ্ধ তর্কের অগম্য, তাহাও এই আখ্যায়িকাদ্বারা বিজ্ঞাপিত

* তাৎপৰ্য্য, সাধারণতঃ জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, আর ক্রিয়ামাত্রেই পুরুষতন্ত্র বা কৰ্ত্তার অধীন হইয়া থাকে। কেননা, সন্নিহিত বস্তুর সহিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই তদ্বিষয়ে সত্য-মিথ্যা একটা জ্ঞান হইবেই হইবে ; জ্ঞাতা শত চেষ্টায়ও তাহার বাধা দিতে সমর্থ হয় না, এই কারণে জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র বলে। কিন্তু, ক্রিয়াসম্বন্ধে সেই নিয়ম নাই ; কৰ্ত্তা ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন, ইচ্ছা না করিলে না করিতেও পারেন, কিংবা অন্য রূপও করিতে পারেন ; এই জন্ম ক্রিয়াকে কৰ্ত্তৃতন্ত্র বলে।

করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘এই আত্মবিষয়া বুদ্ধি (আত্মজ্ঞান) তর্কদ্বারা লাভ করা যায় না ; অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কদ্বারা এই আত্মজ্ঞান অপনীত করিবে না, ‘পুরুষ, উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিলেই (ব্রহ্মকে) জানিতে পারে’, ‘বিদ্যা আচার্য্য হইতে লব্ধ হইলেই উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত করায়’ ইত্যাদি। ভগবান্ও বলিয়াছেন— [হে অর্জুন !] ‘অতএব, তুমি গুরুর সমীপে প্রণিপাত দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও’ ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও পূর্বেবক্ত নিয়ম সমর্থিত হইতেছে। অতএব, যুমুক্ষু ব্যক্তি পরমাত্মজ্ঞান ভিন্ন আর কৃত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া যথাবিধি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্বভয়-হর, নিত্যকল্যাণময়, অচল আশ্রয় লাভের আশায়ই যে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত বাক্য হইতে কল্পনা করা যাইতে পারে।

সামবেদীয়া
তলবকারোপনিষৎ
বা
কেনোপনিষৎ

শাকর-ভাষ্য-সমেতা ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলি
ন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি । সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্ত
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎস্ব ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তৈ ময়ি সন্তু
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ।

শান্তিপাঠঃ ।

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রি
সমূহ রক্ষি বা পুষ্টি লাভ করুক । উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আম
নিকট প্রতিভাত হউক ; আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস বা অস্বীকার
করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করে
তাহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাহার সর্বদা অপ্রত্যাখ্য
(নিয়ত সংস্কৃত) বিদ্যমান থাকুক । আর আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষ
প্রোক্ত ধর্মসমূহ প্রকাশিত হউক ॥

কেনেধিতং পততি প্রেধিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ।

কেনেধিতাং বাচমিমাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো য়নন্তি ॥১॥

স্বতন্ত্র ইচ্ছামাত্রেনৈব মন-আদিপ্রেষয়িত্বম্, ইত্যশ্চ অর্থশ্চ প্রদর্শনার্থম্ “কেনে-
ষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ” ইতি বিশেষণদ্বয়মুপপত্ততে ।

ননু স্বতন্ত্র মনঃ স্ববিষয়ে স্বয়ং পততীতি প্রসিদ্ধম্ ; তত্র কথং প্রশ্ন উপপত্তত
ইতি ? উচ্যতে ।—যদি স্বতন্ত্র মনঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ে শ্ৰাৎ, তর্হি সর্বশ্চ অনিষ্ট-
চিন্তনং ন শ্ৰাৎ, অনর্থং চ জানন্ সঙ্কল্পয়তি, অত্যাগ্রহঃখে চ কার্যো বার্যমাণমপি
প্রবর্তত এব মনঃ । তস্মাদযুক্ত এব কেনেষিতমিত্যাদিপ্রশ্নঃ । কেন প্রাণো
যুক্তো নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্ প্রৈপ্রতি গচ্ছন্তি স্বব্যাপারং প্রতি । প্রথম ইতি প্রাণ-
বিশেষণং শ্ৰাৎ, তৎপূর্বকত্বাৎ সর্বেন্দ্রিয়প্রবর্তীনাং । কেন ইষিতাং বাচয়িমাং
শব্দলক্ষণাৎ বদন্তি লৌকিকাঃ । তুথাক্ষুঃ শ্রোত্রং চ ষ্ঠে ষ্ঠে বিষয়ে ক উ দেবো
গোতনবান্ যুক্তি নিযুক্তে প্রেরয়তি ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :

মন কাহার অভিলষিত ও কাহাদ্বারা প্রেষিত হইয়া অর্থাৎ
কাহার ইচ্ছায় নিয়োজিত হইয়া স্বকার্য্যভিমুখে যাইতেছে । ‘ইষ’
ধাতুর অর্থ আভীক্ষ্য (পোনঃপুন্), গতি ও ইচ্ছা । তন্মধ্যে আভীক্ষ্য
ও গত্যাথের এখানে সম্ভব নাই ; কাজেই এখানে ইচ্ছার্থক ‘ইষ’
ধাতুর প্রয়োগ বুঝিতে হইবে । ‘প্রেষিতম্’ পদটিও ইচ্ছার্থক ‘ইষ’
ধাতু হইতে ‘প্র’ উপসর্গ-যোগে নিপ্পন্ন হইয়াছে । এখানে উহার
অর্থ—নিয়োগ করা । শ্রুতিতে ‘ইষিতম্’ না বলিয়া যদি কেবল
‘প্রেষিতম্’ই বলা হইত, তাহা হইলে প্রেষয়িতা ও প্রেষণ সম্বন্ধে
বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য পুনশ্চ আকাঙ্ক্ষা হইত, অর্থাৎ মন
যাহার প্রেষণে থাকিত হয়, সেই প্রেষয়িতা কে, এবং তাহার
প্রেষণই বা কি প্রকার ?—ইহা জানিবার জন্য ও উৎসুক্য থাকিয়া
যাইত ; কিন্তু ‘ইষিতং’ বিশেষণেই সেই বিশেষার্থ নির্দ্ধারিত হওয়ায়
তদ্বিসয়ক বিশেষ্যাকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি ঐরূপ অর্থবিশেষ নিরূপণ করাই
শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ‘ইষিতম্’ পদেই যখন সেই
অভিপ্রায় অবধারিত হইল, তখন আর ‘প্রেষিতম্’ বিশেষণ প্রয়োগ

করা উচিত হয় না ; বিশেষতঃ, শব্দের আধিক্য থাকিলে যখন অর্থেরও আধিক্য থাকা যুক্তিসিদ্ধ, তখন ঐরূপ অর্থও প্রতীত হইতে পারে যে, যিনি [আমাদেরই মত] স্বীয় ইচ্ছা, চেষ্টা বা বাক্যদ্বারা মনকে প্রेषিত করেন, তিনি কে ? না ; প্রশ্ন-সামর্থ্যেই ঐরূপ প্রতীতি হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত প্রশ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, কোন লোক যেন ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিভূত, অনিত্য দেহাদিতে বিরক্ত (বৈরাগ্য-প্রাপ্ত) হইয়া দেহাদির অতিরিক্ত একটি কূটস্থ নিত্য বস্তুর অন্বেষণে ঐরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে উক্ত-প্রকার প্রতীতিমূলক প্রশ্ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়াদি-সজ্বাতময় এই দেহ যে, ইচ্ছা, চেষ্টা ও বাক্য দ্বারা মনকে প্রেরণ করে, ইহা সর্বজন-বিদিত এবং প্রশ্ন-কর্তাও নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ প্রশ্নের উত্থাপন একেবারেই অর্থহীন—নিশ্চয়োজন হইয়া পড়ে । ভাল, ঐরূপ বলিলেও 'প্রেষিত' শব্দের ত কোনই অর্থ-বিশেষ প্রদর্শিত হইল না ? না,—এ প্রশ্নও যুক্তিযুক্ত হইল না ; কারণ, যে লোকের মনে মনের প্রেষণ ও 'প্রেষয়িতা' সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যমান আছে, তাহার পক্ষে সংশয়-ভঞ্জনার্থ 'প্রেষয়িতা' পদের সার্থকতা প্রদর্শন করা যাইতে পারে । অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিময় এই দেহই 'প্রেষয়িতা' বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ ; বস্তুতঃ সেই দেহই কি মনেরও প্রেরক ? না ; তদতিরিক্ত, এমন স্বতন্ত্র (স্বাধীন) কেহ আছেন, যাহার ইচ্ছামাত্রে মন প্রভৃতির প্রেষণকার্য অনায়াসে সম্পাদিত হয় ; এইরূপ বিশেষাভি-প্রায়-বিজ্ঞাপনার্থই 'ইষিত' ও 'প্রেষিত' বিশেষণ দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে ।

জিজ্ঞাসা করি,—মনই স্বয়ং স্বাধীনভাবে স্ববিষয়ে গমন করে, ইহাই ত লোকপ্রসিদ্ধ ; তবে আর ঐরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, এ প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে,—মন যদি নিজের প্রবৃত্তি ও

নিবৃত্তিতে স্বাধীন হইত, তাহা হইলে কাহারও কখন অনিষ্ট-চিন্তা আসিতে পারিত না ; অথচ মন জানিয়া শুনিয়াও অনর্থ (অনিষ্ট) চিন্তা করিয়া থাকে ; বাধা সত্ত্বেও মন অতি প্রচণ্ড দুঃখকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; [মন স্বাধীন হইলে একরূপ হইত না] । অতএব, 'কেন ইষিতম্' ইত্যাদি প্রশ্ন যুক্তি-যুক্তই বটে ।

প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত (প্রেরিত) হইয়া গমন করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্য সম্পাদন করে ? [পঞ্চবৃত্তি] 'প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমোৎপন্ন ; এই কারণে প্রাণকে 'প্রথম' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । সাধারণ লোক সকল কাহার প্রেরিত শব্দ উচ্চারণ করে ? এবং কোন্ দেবতা (দ্যুতিমান) চক্ষুঃ ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্যে প্রেরণ করেন ? ॥১॥

শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণশ্চ প্রাণঃ ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাশ্মাল্লোকাদমৃত্য ভবন্তি ॥২॥

ব্যাখ্যা ।

যৎ (যঃ) শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্, (কার্য-প্রবর্তক-হেতু), মনসঃ মনঃ (মনন-প্রয়োজকম্) বাচঃ ই বাচম্ (বাকু), সঃ দেবঃ উ (অপি) প্রাণশ্চ প্রাণঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ, [শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম বিদিত্বা] অতিমুচ্য (শ্রোত্রাদিষু আত্মবুদ্ধিং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ (ধীমন্তঃ) জ্ঞান্যাং লোকাং প্রেত্যা (মৃত্য) অমৃত্যঃ (অমরণ-ধর্ম্মাণঃ) ভবন্তি ॥২॥

অনুবাদ ।

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র (কার্য-প্রবর্তক), মনের মন, বাক্যেরও বাক্য ; তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃস্বরূপ ; এই হেতু পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অমৃত্য লাভ করেন অর্থাৎ অমর হন ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এবং পৃষ্টবতে যোগ্যায় আহ গুরুঃ, শৃণু ত্বৎ যৎ পৃচ্ছসি,—মনআদিকরণ-

जातश्च को देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता, कवणं वा प्रेरयतीति । श्रोत्रश्च श्रोत्रम्, शृणोत्यनेनेति श्रोत्रम्—शब्दश्च श्रवणं प्रति कवणं शब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्रमिन्द्रियम्, तश्च श्रोत्रं सः, यस्मिन् पृष्ठः—चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो यनक्तीति । असावेव विशिष्टः श्रोत्रादीनि नियुक्त इति वक्तव्ये—नश्चेतदनुकपं प्रतिवचनं—श्रोत्रश्च श्रोत्रमिति । नैष दोषः ; तश्च अन्तर्थाविशेषानवगमात् । यदि हि श्रोत्रादिव्यापारव्यतिविक्रमेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्तो अवगम्येत श्रोत्रादि-प्रयोजकं, तदिदमनुकपं प्रतिवचनं स्यात् । न हि श्रोत्रादीनां प्रयोजकं स्वव्यापारविशिष्टं लवित्रादिवत् अधिगम्यते । श्रोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेण आलोचन-संकल्पाध्यवसायलक्षणेन फलावसानलिङ्गेन अवगम्यते । अस्ति 'हि श्रोत्रादिभिरसंहतः, यत्प्रयोजनप्रयुक्तः श्रोत्रादि-कलापो गृहादिवत् इति, संहतानां पवार्थत्वात् अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोजकत्वात् । तस्मात् अमुकपमेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्रश्च श्रोत्रमित्यादि ।

कः पुनरत्र पदार्थः 'श्रोत्रश्च श्रोत्रम्' इत्यादेः ? न ह्यत्र श्रोत्रश्च श्रोत्रान्तर्वे-
गार्थः—यथा प्रकाशश्च प्रकाशान्तर्वेग । नैष दोषः । अयमत्र पदार्थः,—श्रोत्र-
तावत् स्वविषयव्यञ्जनसमर्थं दृष्टम्, तच्च स्वविषयव्यञ्जनसामर्थ्यात् श्रोत्रश्च चैतन्ने ह्यात्
ज्योतिषि नित्येऽसंहते सर्वास्तुवे सति भवति, नासति, इत्यतः श्रोत्रश्च
श्रोत्रमित्याद्यपपद्यते । तथा च श्रुत्यास्तुवाणि,—'आत्मानैवायं ज्योतिवासे', 'तश्च
भासा सर्कमिदं विभाति,' 'येन ह्ययंस्तुपति तेजसेदः' इत्यादीनि । 'यदादित्य-
गतं तेजो जगत्समयतेऽथिलम् ॥' 'क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भ्रूत,'
इत्यादि गीतासु । काठके च,—'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्' इति ।
श्रोत्राद्येव सर्कशाब्दत्वं चेतनमिति प्रसिद्धम्, तदिह निवर्तयते । अस्ति किमपि
विद्वद्बुद्धिगम्यं सर्कान्तवत्तमं कूटस्थमज्जवमृतमभयमज्जं श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि,
तत्सामर्थ्य-निमित्तमिति प्रतिवचनम्, शब्दार्थश्चापपद्यते एव ।

तथा मनसोऽस्तुःकवणश्च मनः । न ह्यस्तुःकवणमस्तुर्वेगं चैतन्ने ज्योतिषा दीपितं
स्वविषयसंकल्पाध्यवसायादिसमर्थं स्यात् । तस्मान्नसोऽपि मन इति । इह बुद्धिमनसौ
एकीकृत्य निर्देशः 'मनसः' इति ।

यदाचो ह वाचम् ;—यच्छब्दो यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सर्कैः सम्बध्यते । यस्मात्
श्रोत्रश्च श्रोत्रम्, यस्मान्नसो मन इत्येवम् । वाचो ह वाचमिति द्वितीया प्रथमात्वेन

বিপরিণম্যতে ; প্রাণশ্চ প্রাণ ইক্তির্দর্শনাৎ । বাচো হ বাচমিত্যেতদমুরোধেন প্রাণশ্চ
প্রাণমিতি কস্মাদ্বিতীয়ৈব ন ক্রীরতে ? ন ; বহু নামমুরোধশ্চ যুক্তত্বাৎ বাচমিত্যশ্চ
বাগিত্যেতাভদ্ বক্তব্যম্, 'স উ প্রাণশ্চ প্রাণঃ' ইতি শব্দদ্বয়ানুরোধেন ; এবং হি
বহু নামমুরোধো যুক্তঃ কৃতঃ শ্চাৎ । পৃষ্টং চ বস্তু প্রথমম্বেব নির্দেষ্টুং যুক্তম্ । স যন্তয়া
পৃষ্টঃ প্রাণশ্চ প্রাণাখ্যবৃত্তিবিশেষশ্চ প্রাণঃ, তৎকৃতং হি প্রাণশ্চ প্রাণনসামর্থ্যম্ ।
ন হ্যাত্মনা অনপিষ্ঠিতশ্চ প্রাণনমুপপদ্যতে । 'কো হেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ
আকাশ আনন্দো ন শ্চাৎ' 'উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যানং প্রত্যগশ্চতি,' ইত্যাদি-
শ্রুতিভ্যঃ । ইহাপি চ বক্ষ্যতে—'যেন . প্রাণঃ প্রণীয়ন্তে ; তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি,'
ইতি । শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রস্তুত্বৈব ঘ্রাণপ্রাণশ্চ নহু যুক্তং গ্রহণম্ ? সত্যমেবম্ ;
প্রাণগ্রহণেনৈব তু ঘ্রাণপ্রাণশ্চ গ্রহণং কৃতম্,—এবং মনুতে শ্রুতিঃ । সর্কশ্চৈব
করণকলাপশ্চ যদর্থপ্রযুক্তা প্রবৃত্তিস্তদব্রহ্মেতি প্রকরণার্থো বিবক্ষিতঃ ।

তথা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, রূপপ্রকাশকশ্চ চক্ষুষো যদ্রূপগ্রহণসামর্থ্যম্, তৎ আত্মচেতন্যা-
ধিষ্ঠিতশ্চৈব, অতশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ । শ্রুত্বঃ পৃষ্টার্থশ্চ জ্ঞাতুমিষ্টত্বাৎ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদি-
লক্ষণং যথোক্তং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বেতি অধ্যাহ্নিয়তে । 'অমৃতা ভবন্তি' ইতি ফলশ্রুতেশ্চ ;
জ্ঞানাদ্ভ্যমৃতত্বং প্রাপ্যতে ; 'জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে' ইতি সামর্থ্যাৎ শ্রোত্রাদিকরণকলাপ-
মুক্ত্বিত্বা—শ্রোত্রাদৌ হ্যাত্মভাবং কৃত্বা তদুপাধিঃ সন্ তদাত্মনা জায়তে ম্রিয়তে
সংসরতি চ । অতঃ শ্রোত্রাদেঃ শ্রোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্ম আত্মেতি বিদিত্বা অতিমুচ্য
শ্রোত্রাত্মভাবং পরিত্যজ্য যে শ্রোত্রাত্মভাবং পরিত্যজন্তি, তে ধীরা ধীমন্তঃ ।
নহি বিশিষ্টধীমন্তস্তথৈব শ্রোত্রাত্মভাবঃ শক্যঃ পরিত্যক্তুং । প্রেত্য—ব্যাবৃত্য
অস্মাল্লোকাঃ পুত্রমিত্রকলত্রবন্ধুষ্ণু . মমাহংভাবসংব্যবহারলক্ষণাৎ ত্যক্তসর্কেষণা
ভূত্বত্যাৰ্থঃ । অমৃতা অমরণধর্ম্মাণো ভবন্তি । 'ন কুর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ', 'পরাঞ্চি খানি ব্যত্নং,' 'আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ব-
মিচ্ছন্,' 'যদা সর্কেষ প্রমুচ্যন্তে,' 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'—ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।
অথবা অতিমুচ্য ইত্যনেনৈব এষণাত্যাগশ্চ সিদ্ধত্বাৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য
অস্মাচ্ছরীরাৎ প্রেত্য মৃত্বত্যাৰ্থঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপে প্রশ্নকারী উপযুক্ত শিষ্যকে গুরু বলিলেন,—তুমি যে
মনপ্রভৃতি করণ বা ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরয়িতা ও

প্রেরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ, [তাহার উত্তর বলিতেছি] শ্রবণ কর । যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ যাহা শব্দ শ্রবণের করণ বা উপায়, শব্দাভিব্যঞ্জক সেই ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র । কোন্ দেবতা চক্ষুঃ ও শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে নিযুক্ত করে ?—এই বলিয়া তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তিনি সেই শ্রোত্রেরও শ্রোত্র ।

ভাল, প্রশ্ন ছিল, কোন্ দেবতা চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতির প্রেরণ করে ? তদুত্তরে বলা উচিত ছিল—‘এবংবিধ অমুক পুরুষ শ্রোত্রাদিকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করে ।’ কিন্তু তাঁহা না বলিয়া, শ্রোত্রের শ্রোত্র বলায় ত প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর হইল না ? না,—এ দোষ হয় না ; কারণ, সেই প্রেরয়িতার অন্য প্রকার এমন কোনও বিশেষ ধর্মই জানিতে পারা যায় না, যাহাদ্বারা দাতাদি-প্রযোক্তার (দা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যিনি ছেদনাদি কার্য করেন, তাঁহার) ঞায় (১) তাঁহারও স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে । শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতাকে যদি শ্রোত্রাদির ব্যাপার (কার্য) ব্যতিরেকে তাঁহার নিজের কোনও ব্যাপার দ্বারা পরিচিত করান যাইতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐরূপ অননুরূপ বা বিসদৃশ উত্তর প্রদান দোষাবহ হইত ; কিন্তু শ্রোত্রাদির প্রেরয়িতা কাষ্ঠাদির ছেদনকর্তার মত কখনও স্কৃত কোনও ব্যাপার সহযোগে অনুভূত হন না ; পুরুষ সংহত (অবয়ব-সহযোগে উৎপন্ন) শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহ আলোচনা, সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়রূপ (নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিবৃত্তিরূপ) যে সকল কার্য সম্পাদন

(১) তাৎপর্য,—দাত্র অর্থ—দা ।—কোন লোক যখন দা দ্বারা কিছু ছেদন করিতে থাকে, তখন দা ও ছেদনকর্তা, উভয়েব পৃথক পৃথক ব্যাপার বা চেষ্টা হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বৃক্ষেব ছেদনোপযোগী যে দাত্র-সংযোগ, তাহাই তাহাব নিজস্ব ব্যাপার ; আর দাত্রের যে উদ্যম ও অবনমন অর্থাৎ একবার উঠান, আবার ফেলান প্রভৃতি চেষ্টা, তাহা ছেদনকারীর ব্যাপার । এখানে যেরূপ দুইটি পৃথক পৃথক ব্যাপার দৃষ্ট হয় এবং সেই ব্যাপার দ্বারা ছেদনকারীবও বিশেষ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর, ত্রক্ষে সেরূপ ব্যাপার দ্বারা পরিচয়প্রদান সম্ভবপর হয় না ; কারণ শ্রোত্রাদিব ব্যাপার ছাড়া তাঁহার নিজের কোনই ব্যাপার জানা যায় না । এই কাবণে শুধু ‘শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্’ ভিন্ন অন্যপ্রকার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয় না ।

করে, সেই সকল ব্যাপাঙ্কর দ্বারাই তৎপ্রয়োক্তা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হয় (২) । অতএব 'শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্' ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বচন অনুরূপই হইয়াছে ।

জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে 'শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্' ইত্যাদি পদগুলির অর্থ হইবে কিরূপ ?—প্রকাশময় একটি প্রদীপের দ্বারা যেরূপ প্রকাশময় অপর প্রদীপের কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ একটি শ্রোত্রেরও অপর শ্রোত্রের দ্বারা কিছুই উপকার হইতে পারে না ? না,—এরূপ দোষও এখানে সম্ভাবিত হয় না । 'শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্' ইত্যাদি পদগুলির অর্থ এইরূপ,—শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাধারণতঃ স্ববিষয় (শব্দ) গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায় ; কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবয়ব) সর্ববাস্তুরশ্চ আত্ম-জ্যোতিঃ বিद्यমান থাকিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেই বিষয়াভিব্যঞ্জন-সামর্থ্য থাকে, নচেৎ থাকে না । অতএব, শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রকাশক বলিয়াই তাঁহাকে 'শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' বলা সম্ভব হইতে পারে । 'এই পুরুষ (মনুষ্যাদি) আত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশানুরূপ কার্য করিয়া থাকে', 'এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়', 'সূর্য্য ষাঁহার তেজে প্রদীপ্ত

(২) তাৎপৰ্য্য,—সংহত অর্থ—অবয়ব-সংঘাতে বা সমষ্টিতে নিশ্চিত । যেমন গৃহ, আসন, বসন প্রভৃতি । এরূপ একটি সাধাবণ নিয়ম আছে যে, যেকিছু সংহত শব্দার্থ, তৎসমস্তই পবার্থ বা অপবের অধীন (অঙ্গ) । গৃহাদি সংহত পরার্থই ইহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত । ইন্দ্রিয়-সমূহও সংহত, সুতবাং সে সকলও পরার্থ বা অপর পদার্থের অধীন । সেই অপর পদার্থটিও সংহত হইলে সেও পবার্থ হইবে, তাহা হইলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে (যেরূপ তর্কেব শেষ হয় না, তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে) । কাজেই সেই অপব পদার্থটিকে অসংহতই স্বীকার করিয়া লইতে হয় । সেই অসংহত পদার্থ নিরবয়ব ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না । এই কাবধেই ইন্দ্রিয়াদির বাপ্যার দর্শনে তৎপ্রবর্তক ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমিত হয় । এই নিয়মের অনুকূলে সাধ্যকারী বলিয়াছেন—“সংঘাত-পরার্থহাৎ ।” অর্থাৎ যে হেতু সংঘাত মাত্রই পরার্থ, অতএব অসংহত একটি পব পদার্থ আছে, বুঝিতে হয় ।

আরও একটি নিয়ম এই যে,—“অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা ।” অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ভিন্ন কোন অচেতনেরই প্রবৃত্তি বা কাৰ্য্য হইতে পাবে না ; যেমন অশ্বাদি পরিচালিত রথ প্রকৃতি । ইন্দ্রিয়-সমূহও অচেতন, সুতবাং সে সকলের প্রবৃত্তিতেও চেতনের সাহায্য থাকা আবশ্যিক ; ইন্দ্রিয়-প্রবর্তক সেই চেতনই ব্রহ্ম । একপেও তাহার অনুমান করা যাইতে পারে ।

হইয়া তাপ দিতেছে', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 'আদিত্যগত যে তেজ এই সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে [তাহা আমার তেজঃ], হে ভারত, ক্ষেত্রী (শরীরার্থিতা—আত্মাও) সেইরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে' "ইত্যাদি গীতা-বাক্যও উক্তবিধ অর্থের প্রমাণ । 'তিনি (পরমেশ্বর) মনেরও মিতা এবং চেতনেরও চেতন', ইত্যাদি কঠোপনিষদীয় বাক্যও পূর্বোক্ত অর্থেরই দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে । অভিপ্রায় এই যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ই আত্ম-স্বরূপ চেতন বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ; 'শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রম্' বাক্যে লোকসিদ্ধ সেই ভ্রান্ত ধারণাই দূরীকৃত করা হইয়াছে;—অর্থাৎ কেবল জ্ঞানিগণের বুদ্ধিগম্য, সকলের অন্তরস্থ, কূটস্থ, সর্বভয়-নিবারক ও জরামরণবর্জিত এমন কোন একটি বস্তু আছে, যাহার সাহায্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয় । এইরূপে শ্রুতি-প্রদত্ত প্রতিধ্বনি ও [আমাদের ব্যাখ্যাত উক্তপ্রকার] শব্দার্থ উভয়ই সঙ্গত হয় ।

তিনি [যেমন শ্রোত্রের শ্রোত্র, তেমনি] মনেরও—অন্তঃকরণেরও মন, কেন না, সেই আত্ম-চেতন-জ্যোতিতে দীপ্তিযুক্ত না হইলে অন্তঃকরণরূপী মন স্ববিষয়ে স্কল্ল বা অধ্যবসায়াদি কার্য করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণে তিনি (পরমেশ্বর) মনেরও মন । 'বুদ্ধি ও মন উভয়কে এক করিয়া 'মনসঃ' বলা হইয়াছে ।

'যদ্বাচো হ বাচম্' এই স্থলে 'যৎ' শব্দটি 'যস্মাৎ' অর্থে (হেতুর্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং শ্রোত্রাদির সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে । অর্থ এইরূপ,—যেহেতু শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং যেহেতু মনেরও মন । আর 'প্রাণশ্চ প্রাণঃ' এই স্থলে 'প্রাণ' শব্দটি প্রথমান্ত থাকায় 'বাচো হ বাচম্' এই 'বাচম্' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তিটিকে প্রথমা বিভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে । অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, 'বাচো হ বাচম্' এই দ্বিতীয়ার অনুরোধে 'প্রাণশ্চ প্রাণম্' স্থলেই প্রথমাটিকে

দ্বিতীয়াতে পরিণত করা হয় না কেন ? না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, বলর অনুরোধে একটির পরিবর্তন করাই যুক্তি-সিদ্ধ ; বিশেষতঃ অত্রত্য 'প্রাণ' শব্দ এবং 'স উ প্রাণস্য প্রাণঃ', এই দুইটি প্রথমান্ত 'প্রাণ' শব্দের অনুরোধে একমাত্র 'বাচম্' শব্দেরই দ্বিতীয়ার পরিবর্তন দ্বারা 'বাক্যের বাক্য' (বাচো হ বাক্) এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয় । বিশেষতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমা দ্বারা উত্তর দেওয়াই সমীচীন । অভিপ্রায় এই যে,—'তুমি যে প্রাণের প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ, তাঁহার সাহায্যেই এই প্রাণ-বৃত্তির কর্মশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে । কেননা, আত্মার অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কখনও প্রাণব্যাপার হইতে পারে না' । 'অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,—'যদি আনন্দস্বরূপ এই আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা বাঁচিত, আর কেই বা প্রাণধারণ করিত', 'তিনিই প্রাণকে উদ্ধগামী করান, এবং অপান বায়ুকে অধোগামী করান' ইত্যাদি । আর এখানেও কথিত হইবে যে,— 'যাহার দ্বারা প্রাণ প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও' । অতএব, 'প্রাণ' শব্দের বিভক্তির পরিবর্তন না করিয়া 'বাচম্' শব্দেরই বিভক্তির পরিবর্তন করা যুক্তিসঙ্গত । ভাল কথা, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে 'প্রাণ' শব্দে ঙ্রাণেন্দ্রিয়েরই গ্রহণ করা সঙ্গত [প্রাণবায়ুর গ্রহণ অপ্রাসঙ্গিক] ? হাঁ, সত্য কথা ; কিন্তু শ্রুতি মনে করেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ (করণসমূহ) যাহার জন্ম স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই সেই ব্রহ্ম ; ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত অর্থ ; অতএব, প্রাণ গ্রহণেই ঙ্রাণেন্দ্রিয়েরও গ্রহণ সাধিত হইয়াছে । তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃ, অর্থাৎ চক্ষুর যে রূপপ্রকাশন সামর্থ্য, তাহাও আত্মচেতনের অধিষ্ঠানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; অতএব, তিনি চক্ষুরও চক্ষুঃস্বরূপ ।

যিনি যে বিষয়ে প্রশ্ন করেন, নিশ্চয়ই সেই বিষয়টি জানিবার

জগৎ তাঁহার ইচ্ছা থাকে । অতএব, একটি 'জ্ঞান' ক্রিয়া উহা করিয়া এইরূপ অর্থ করিতে হয়—শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া'; বিশেষতঃ জ্ঞান ব্যতীত যখন অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয় না, অথচ ফলোন্মেষের সময় অমৃতত্ব লাভের কথা আছে, তখন ঐরূপ অর্থ করাই সম্ভব । ইহার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকেরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে আত্মভাব স্থাপন করিয়া, সেই সমস্ত উপাধি-সহযোগে জন্ম-মরণাত্মক সংসার লাভ করে । অতএব, যে সকল পুরুষ শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিয়া শ্রোত্র 'প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বগে আত্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, তাহারাই যথার্থ ধীমান্—'সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ; বস্তুতঃ বিশেষ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই শ্রোত্রাদিতে 'আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না । সেই সকল ধীমান্ পুরুষেরা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া—পুল, মিন, কলত্র ও বন্ধুজনে 'আমি', 'আমার' প্রভৃতি ব্যবহার ত্যাগ করিয় — অর্থাৎ সর্বপ্রকার বাসনা বিসর্জন করিয়া, অমৃতত্ব লাভ করেন (অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন) । 'কোন ঋষি ধন, সন্তান ও কৰ্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না'—'কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন', 'পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে বহিমুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন', 'অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের ইচ্ছায় বাহ্য দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন', 'যখন [সমস্ত বাসনা] পরিত্যক্ত হয়', 'এই অবস্থায়ই ব্রহ্ম লাভ করেন' ইত্যাদি শক্তি হইতেও উক্ত অভিপ্রায় প্রমাণিত হয় । অথবা 'অতিমুচ্য' কথায়ই বাসনা-পরিত্যাগ অর্থ লব্ধ হওয়ায় 'প্রেতা' শব্দে এই দেহ হইতে প্রয়াণ করিয়া—মরিয়া, এইরূপ অর্থ করিতে হয় ॥ ২ ॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ ।

ন বিদ্যো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ ৩ ॥

অন্যদেব তদ্বিদিভাদথো অবিদিভাদধি ।

ইতি শুশ্রম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) চক্ষুঃ ন গচ্ছতি, বাক্ ন গচ্ছতি, মনঃ নো (ন গচ্ছতি) ।
[বয়ং] [তৎ] ন বিদ্যঃ (জানীমঃ), যথা এতৎ (ব্রহ্ম) অনুশিষ্যাৎ (শিষ্যায়
উপদেশেৎ), [তৎ অপি] ন বিজানীমঃ । তৎ (ব্রহ্ম) বিদিভাদ (বিদিক্রিয়াকর্ষভূতাৎ
স্থলাৎ বস্তুনঃ) অথৎ (পৃথক্) এব । অবিদিভাদ (স্মৃশ্চাৎ অজ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ)
অথো (অপি) অধি (উপরি—অথৎ, পৃথক্ এব) । যে নঃ (অস্মভ্যম্) তৎ
(ব্রহ্মতত্ত্বম্) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবস্তুঃ), [তেষাং] পূর্বেষাম্ [আচার্য্যানাম্] ইতি
(এবং বচনম্) [বয়ং] শুশ্রম (শ্রুতবস্তুঃ) ॥ ৩:৪ ॥

অনুবাদ ।

সেখানে (ব্রহ্মে) চক্ষুঃ যায় না, বাক্য গমন করে না, মনও স্মৃতি পায় না ;
আমরা তাঁহাকে জানি না, এবং আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্যগণকে যেক্রমে
উপদেশ দেন, তাহাও বুঝি না । তিনি বিদিত (অথাৎ স্থল বস্তু) হইতে পৃথক্
এবং স্মৃ বস্তু হইতেও পৃথক্ । যাহারা আমাদের নিকট এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা
করিয়াছেন সেই পূর্বাচার্য্যগণের নিকট এই কথা শুনিয়াছি ॥ ৩ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

বস্মাৎ শ্রোত্রাদেবুপি শ্রোত্রাণ্যভূতং ব্রহ্ম, অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি চক্ষু-
র্গচ্ছতি, স্বাত্মনি গমনাসম্ভবাৎ । তথা ন বাগ্ গচ্ছতি । বাচা হি শব্দ উচ্চার্য-
মাণোহভিধেয়ং প্রকাশয়তি যদা, তদাহভিধেয়ং প্রতি বাগ্ গচ্ছতীত্যুচ্যতে । তস্ম
চ শব্দস্ত তন্নির্কর্তৃকস্ত চ করণস্ত আত্মা ব্রহ্ম, অতো ন বাগ্ গচ্ছতি । যথাহগ্নির্দাহকঃ
প্রকাশকশ্চাপি সন্ নহি আত্মানং প্রকাশয়তি দহতি চ, তদ্বৎ । নো মনঃ, মনশ্চা-
গ্রস্ত সঙ্কল্পয়িত্ব অধ্যবসায়িত্ব চ সৎ আত্মানং সঙ্কল্পয়তি অধ্যবস্তুতি চ । তস্মাপি
ব্রহ্ম আত্মেতি । ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনো বিজ্ঞানম্ ; তদগোচরত্বাৎ ন বিদ্যস্তদ্
ব্রহ্ম—ঈদৃশমিতি ; অতো ন বিজানীমঃ—যথা যেন প্রকারেণ এতদব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ
উপদেশেৎ—শিষ্যায় ইত্যভিপ্রায়ঃ । যদ্বি করণগোচরং তদত্মৈ উপদেষ্টুং শক্যং
জাতিগুণক্রিয়াবিশেষণৈঃ । ন তজ্জাত্যাদিবিশেষণবদ্ ব্রহ্ম । তস্মাৎ বিষমং
শিষ্যানুপদেশেন প্রত্যায়য়িতুমিতি ।

উপদেশে তদর্থগ্রহণে চ যত্নাতিশয়কর্তব্যতাং দর্শয়তি,—“ন বিদ্বঃ” ইত্যাদি ।
অত্যন্তমেবোপদেশপ্রকারপ্রত্যাখ্যানে প্রাপ্তে তদপবাদোহয়মুচ্যতে,—সত্যমেবং
প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈর্ন পরঃ প্রত্যায়িত্বুং শক্যঃ ; আগমেন তু শক্যত এব
প্রত্যায়িত্বুং । তদুপদেশার্থমাগমমাহ—অনুদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতা-
দধীতি । অনুদেব পৃথগেব তৎ, যৎ প্রকৃতং শ্রোত্রাদীনাং শ্রোত্রাদীত্বুক্তমবিষয়শ্চ
তেষাম্ ।—তৎ বিদিতাং অনুদেব তি,—বিদিতং নাম যদ্বিদিক্রিয়য়া অতি-
শয়েনাপ্তং, তদ্বিদিক্রিয়াক্ষভূতং কচিৎ কিঞ্চিৎ কশ্চিদ্ বিদিতং শ্রাদিতি
সর্বমেব ব্যাকৃতং তদ্ বিদিভমেব, তস্মাদনুদেবেত্যর্থঃ । অবিদিতমজ্ঞাতং তর্হীতি
প্রাপ্তে আহ,—অথো অপি অবিদিতাং বিদিতবিপবীতাং অব্যাকৃতাং
অবিদ্যালক্ষণাং ব্যাকৃতবীজাং—অধীতি উপর্যার্থে ; লক্ষণয়া অনুদিত্যর্থঃ ।

যদ্বি ধস্মাদধি উপবি ভবতি, তস্মাদনুদিতি প্রসিদ্ধম্ ; যদ্বিদিতম্, তদন্ন
মর্ত্যং ছঃখঅকং চেতি হেয়ম । তস্মাদ্বিদিতা দনুদ ব্রহ্মেত্যুক্তে তু অহেয়ত্বমুক্তং
শ্রাৎ । তথ্য অবিদিতা দধীত্বুক্তেহনুপাদেয়ত্বমুক্তং শ্রাৎ । কার্যার্থং হি কাবণমনুৎ
অনুেন উপাদীর্ষতে ; অতশ্চ ন বেদিতুরনুশ্নৈ প্রয়োজনায় অনুদুপাদেয়ং ভবতীতোব
বিদিতা বিদিতাভ্যামনুদিতি হেযোপাদেয়প্রতিষেধেন স্বায়নঃ * অনুএকবিষয়া
জিজ্ঞাসা শিষ্যশ্চ নিবর্তিতা শ্রাৎ । ন হনুশ্চ স্বায়নো বিদিতাভ্যামনুদ্ব বস্তুন
সম্ভবতীত্যায়া ব্রহ্মেত্যেষ বাক্যার্থঃ । ‘অয়মায়া ব্রহ্ম’ ‘য আয়া অপহঁতপাপ্যা’
‘যৎ সাক্ষাদপরোক্সাদ ব্রহ্ম ।’ ‘য আয়া সর্কাস্তবঃ’ ইত্যাদিশ্রুত্যস্তবেভ্যশ্চ ইত্যেৎ
সর্কাস্তবঃ সর্কবিশেষরহিতশ্চ চিন্মাত্রজ্যোতিষো ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকশ্চ বাক্যার্থশ্চ
আচার্যোপদেশপরম্পরয়া প্রাপ্তমাহ—ইতি শুশ্রমেত্যাদি । ব্রহ্ম চৈবমাচার্যোপ-
দেশপরম্পরয়া এব অধিগন্তব্যম্—ন তর্কতঃ, প্রবচন-মেধা-বহুশ্রুততপোযজ্ঞাদিভ্যশ্চ ।
ইত্যেবং শুশ্রম শ্রুতবস্তো বয়ং পূর্কেষামাচার্যাণাং বচনম্ । যে আচার্যা নোহস্মভ্যং
তদ্ ব্রহ্ম ব্যাচচক্ষিবে ব্যাখ্যাতবস্তো যিম্পষ্টং কথিতবস্তুঃ, তেষামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু ব্রহ্ম শ্রোত্রাদিরও শ্রোত্রাদি-স্বরূপ, অতএব, তদ্বিষয়ে
চক্ষুর গতি নাই ; কেননা, নিজের উপর নিজের ক্রিয়া হয় না ও
হইতে পারে না । সেইরূপ বাক্যও তদ্বিষয়ে যায় না ; কারণ,

উচ্চারিত শব্দে যখন কোন বস্তু প্রকাশ করে, তখনই বাগিন্দ্রিয় অভিধেয়ের (যাহা শব্দের মুখ্য অর্থ, তাহার) প্রতি গমন করে বলিয়া ব্যবহার করা হয়। ব্রহ্ম যখন সেই শব্দের ও শব্দ-সম্পাদক ইন্দ্রিয়ের আত্মভূত, তখন তদ্বিষয়ে তাহার গমন অসম্ভব। অগ্নি যেরূপ স্বয়ং দাহক এবং প্রকাশক হইয়াও আপনাকে দগ্ধ ও প্রকাশিত করিতে পারে না, সেইরূপ শব্দও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ব্রহ্ম মনেরও আত্মস্বরূপ; অতএব মন অন্য বিষয়ে সংকল্প ও অধ্যাক্ষয় করিতে পারিলেও ব্রহ্মবিষয়ে তাহা করিতে সমর্থ হয় না। কোন বিষয় জানিতে হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মনের সাঁহায্যেই জানিতে হয়; ব্রহ্ম যখন সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে 'ঈদৃশ' (এই প্রকার) বলিয়া জানিতে পারি না। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে 'ঈদৃশ' বলিয়া শিষ্ণের নিকট বিশেষ্যাকারে নির্দেশ করিতে পারা যায় না; কেননা, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাকেই তদীয় জাতি (মনুষ্ট্বাদি) গুণ (শুক্রাদি) ও ক্রিয়া (গমনাদি) দ্বারা বিশেষিত করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়; ব্রহ্ম যখন সেই জাত্যাদি বিশেষ্য ধর্মের অত্যন্ত অভাব, তখন তাঁহাকে শিষ্ণগণের নিকট বিশেষ্য করিয়া প্রতীতি-গম্য করান অসম্ভব।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করিতে এবং উপদিষ্টার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যে, নিরতিশয়-যত্নের আবশ্যিকতা, তাহাই 'ন বিদ্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্বেবক্ত বাক্যে বুঝা গিয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ব একেবারেই উপদেশের অযোগ্য; এখন আবার তাহারই অপবাদ বা বিশেষ বিধান কথিত হইতেছে,—সত্য বটে, পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রতীতিগম্য করান যায় না; কিন্তু আগম বা শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা তাঁহার প্রতীতি করান যাইতে পারে। এতদর্থে 'অন্যদেব তদ্বিদিদিতাদধো অবিদিদিতাদধি' ইত্যাদি আগম-প্রমাণ

নির্দেশ করিতেছেন,—শ্রোত্রাদির শ্রোত্রাদিস্বরূপ যে ব্রহ্ম শ্রোত্রাদির
 অবিষয়ীভূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদিত
 হইতে পৃথক্ বা অন্য । বিদিত অর্থ 'যাহা বিদি-ক্রিয়া—বেদন বা
 জ্ঞান দ্বারা সম্যগ্রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়' অর্থাৎ বিদি ক্রিয়ার কন্ম-
 ভূত বস্তুই কোন সময়ে কোন লোকের বিদিত হইয়া থাকে ; অতএব
 বুদ্ধিতে হইবে, নাম-রূপ-সম্পন্ন স্তূল বস্তুই 'বিদিত' পদে অভিহিত
 হয়, তিনি সেই বিদিত হইতে ভিন্ন । তাহা হইলে তিনি অবিদিত
 অর্থাৎ জ্ঞানের, অতীত—এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে ; তাহাতে
 বলিতেছেন যে, তিনি অবিদিত, অর্থাৎ বিদিতের বিপরীত এবং
 ব্যাকৃত-স্তূল জগতের বীজস্বরূপ অব্যাকৃত অবিদ্যা হইতেও অধি—
 উপরে অর্থাৎ পৃথক্ । 'অধি' অর্থ—উপরে, তাহার আবার লক্ষণা-
 লক্ক অর্থ—অন্য বা পৃথক্ । কেননা, যে বস্তু ঠাহার উপরিস্থিত, সেই
 বস্তু নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে ।

যে বস্তু বিদিত বা বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই অল্প
 (পরিত্যক্ত) মর্ত্য (বিনাশশীল) ও দুঃখাত্মক ; অতএব তৎসমস্তই
 হেয় (পরিত্যাজ্য) ; ব্রহ্মক, তদ্বিপরীত (বিদিত হইতে ভিন্ন)
 বলায় তাঁহার অহেয়ত্ব উক্ত হইল এবং অবিদিত হইতে ভিন্ন বলায়
 তাঁহার অনুপাদেয়ত্বও (অপ্রাপ্যত্বও) কথিত হইল । সাধারণতঃ
 দেখা যায়, কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একে রূপের কারণ বা
 সাধনের গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বেদিতা (জ্ঞাতা)
 কখনই অন্য প্রয়োজনে অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না ; অর্থাৎ
 তিনি পরপ্রয়োজনের অধীন নহেন । অতএব, আত্মাকে বিদিত ও
 অবিদিত হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করায়, তাঁহার হেয়োপাদেয়ত্বও
 প্রতিষিদ্ধ হইল ; ইহার ফলে আত্মাতিরিক্ত ব্রহ্ম বিষয়ে যে শিষ্যের
 জিজ্ঞাসা সম্ভাবিত ছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল । আত্মা ভিন্ন
 কোন পদার্থই বিদিত ও অবিদিত হইতে অন্য হইতে পারে না ।

অতএব বিদিতাবিদিত তিন্ন আত্মার ব্রহ্মভাব প্রতিপাদনই উক্ত বাক্যের অভিপ্রেত ; অর্থাৎ এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ । ‘যিনি নিষ্পাপ আত্মস্বরূপ’, ‘যিনি (আত্মা) সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘যে আত্মা সকলের অন্তরস্থিত’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ ।

এবংবিধ সর্বাত্মক ও সর্বপ্রকার বিশেষ-ধর্মরহিত শুদ্ধ চৈতন্যের ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উক্তরূপ বাক্যার্থে যে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, তাহা স্মরণের উদ্দেশে ‘ইতি শুশ্রুম’ কথার নির্দেশ করিয়াছেন । ইহার অভিপ্রায় এই যে; আচার্য্যগণের উপদেশপরম্পরা হুইতেই উক্ত-প্রকার ব্রহ্মতত্ত্ব পরিষ্কৃত হওয়া যায় ; কিন্তু কেবল তর্ক (শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিচার) দ্বারা তাহাকে জানা যায় না এবং কেবল প্রবচন (শাস্ত্রব্যাখ্যা), মেধা (স্বীয় প্রতিভা), বলতর শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারাও তাহাকে অবগত হওয়া যায় না । যে সকল পূর্ববা-চায্য আমাদের সমীপে এই ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল পূর্ববাচায্যগণের নিকট আমরা উক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি ॥৩৪॥

যদ্বাচানভ্যাদিতং বেন বাগভ্যুগতে ।

তদেব ব্রহ্ম ভ্বং বিন্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা :

যৎ (এক) বাচা অনভ্যাদিতং (অপ্রকাশিতং) বেন (ব্রহ্মণা) বাক্ অভ্যুগতে (প্রকাশ্যে প্রযজ্যতে) তৎ এব ব্রহ্ম ভ্বং বিন্ধি (বিজানীহি) । যৎ ইদং (উপাধি-ভেদসম্বন্ধে শবীরশবীর্যাদিকপঃ বস্তু) [লোকাঃ] উপাসতে ; ইদং [ব্রহ্ম] ন ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইন না, পরন্তু যাহার সাহায্যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু লোকে যাহাকে ‘ইদম্’ (বিভিন্নরূপ-বিশিষ্ট) বলিয়া উপাসনা করে, তাহা (জড়বস্তু) প্রকৃত ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

‘অতদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি’ ইত্যনেন বাক্যেন আত্মা ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে শ্রোতুরাশঙ্কা জাতা—তৎ কথং নু আত্মা ব্রহ্ম ? আত্মা হি নামাধি-

कृतः कर्षणापासने च संसारी कर्षोपासने वा साधनमनुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान् स्वर्गं वा प्राप्नुमिच्छति ; तं तस्मादग्रे उपाश्रौ विष्णुरीश्वरं इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुमर्हति, न त्वात्मा ; लोकप्रत्ययविरोधात् । यथा अग्रे तार्किका ईश्वरादग्रे आत्मा इत्याचक्षते ; तथा कर्षिणः “अमुं यजामुं यज” इति अग्रे एव देवता उपासते । तस्माद्युक्तं यद्विदितमुपाश्रुम्, तद् ब्रह्म भवेत्, ततोऽग्रे उपासक इति । तामेता-माशक्षां शिष्यलिङ्गेन उपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा आह—मैवम् शक्तिष्ठाः यच्छेतन्मात्र-सक्तकं वाचा—वागिति जिह्वाम्लादिषु अष्टसु स्थानेषु, विषक्तम् आग्नेयं वर्णानाम् अभिव्यञ्जकं करणं वर्णाश्च अर्थसङ्केतपरिच्छिन्नाः एतावन्त एवङ्क्रमप्रयुक्ता इति, एवं तदभिव्यञ्ज्यः शक्तः पदं वागित्याच्यते । “अकारो वै सर्वा वाक्, सैषा स्पर्शा-न्तःश्लोष्मभिर्यज्यामाना ब्रह्मी नानारूपा भवति” इति श्रुतेः । मितममितं स्वरः सत्यानृते एव विकारो यश्चाः, तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया करणगुणवत्या अनर्थादितम् अप्रकाशितम् अनर्थाक्तम् ; येन ब्रह्मणा विवक्षितेऽर्थे सकरणा वाक् अर्थात्तत्—चैतन्मज्योतिषा प्रकाशते प्रयुज्यते इत्येतत् । “यद्वाचो ह वाक्” इत्युक्तम् ; “वदन् वाक्”, “यो वाचमन्तरो यमन्ति” इत्यादि च वाजसनेयके । “या वाक् पुरुषेषु, सा घोषेषु प्रतिष्ठिता, कश्चित् तां वेद ब्राह्मणः” इति प्रश्नमुपाश्रु प्रतिवचनमुक्तम्,—“सा वाक्, यथा स्वप्ने भाषते” इति । सा हि वक्तृर्कृत्स्नित्या वाक् चैतन्मज्योतिःस्वरूपा । “नृ हि वक्तृर्कृत्स्निक्विपरिलोपो विद्यते” इति श्रुतेः । तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहद्वाद् ब्रह्मेति विद्वि विजानीहि इत् । यैर्वागाद्यापाधिभिः ‘वाचो ह वाक्’, ‘ऋषिर्ऋषिः’, ‘श्रोत्रश्च श्रोत्रम्’, ‘मनसो मनः’, ‘कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियन्ता, प्रधासिता’, ‘विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म’ इत्येवमादयः संव्यवहारा असंव्यवहार्ये निर्विशेषे परे सामेव ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते, तान् व्यादग्रे आत्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्मं विद्वीति, एव-शक्तार्थः । नेदं ब्रह्म, यदिदम् इत्युपाधिभेदविशिष्टम् अनाद्येश्वरादि उपासते ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्म इत् विद्वीत्यात्तेऽपि नेदं ब्रह्म इति अर्थात्तानोऽब्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थमग्रे ब्रह्मबुद्धिपरिसंख्यानार्थं वा ॥ ५ ॥

भाष्यानुवादः ।

‘अग्रेदेव तद्विदित्वात्तथा’ इत्यादि श्रुति द्वारा प्रतिपादित इत्याहं ये, आत्मा ओ ब्रह्म एकै वस्तु ; एह उपदेश श्रवणे श्रोतार

হৃদয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক হইবে কিরূপে : কেননা, কৰ্ম্ম ও উপাসনায়' অধিকারী সংসারী পুরুষই আত্ম-শব্দ-বাচ্য ; সেই সংসারী আত্মা বিহিত কৰ্ম্ম বা উপাসনারূপ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাদিদেবত্ব, কিংবা স্বর্গাদিভোগস্থান পাইতে ইচ্ছুক হয়, (কিন্তু স্ব-স্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করে না) । উক্তপ্রকার লোক-ব্যবহার অনুসারে বুঝা যায় যে, উপাসক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র বা প্রাণ ইহারাই উপাস্ত ব্রহ্ম হইতে পারেন, কিন্তু আত্মা কখনই উপাস্ত হইতে পারেন না ; তাহা হইলে, উহা লোক-ব্যবহারের বিরুদ্ধ হয় । অপর তार्কিকগণও বলিয়া থাকেন যে, আত্মা ঈশ্বর হইতে অন্য এবং কৰ্ম্মমীমাংসকগণও 'অমুক দেবতার আরাধনা কর', 'অমুক দেবতার আরাধনা কর', এইরূপ উপদেশ দ্বারা পৃথক বা আত্মাতিরিক্ত দেবতারই আরাধনা করিতে বলিয়া থাকেন । অতএব যাহা বিদিত (অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত), তাহাই উপাস্ত এবং সেই উপাস্তই ব্রহ্ম । অবিদিত পদার্থ উপাস্তও হয় না, এবং তাহার ব্রহ্মত্বও নাই ; সুতরাং উপাস্ত ও উপাসক পরস্পর ভিন্ন । শিষ্যের ইঙ্গিতেই হউক, কিংবা বাক্যপ্রয়োগেই হউক, এইরূপ আশঙ্কা বৃদ্ধিতে পারিয়া, গুরুস্থানীয় শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন যে, না,—তুমি এক্ষণে আশঙ্কা করিও না ।

যিনি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, তিনি বাগিন্দ্রিয় ও তদভিব্যঙ্গ্য শব্দ দ্বারা অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হন না । এখানে 'বাক্' অর্থে জিহ্বামূলাদি আটটি স্থানে সংস্কৃত বর্ণাভিব্যঞ্জক আণ্বেয় (অগ্নিদৈবতক) ইন্দ্রিয় এবং তদভিব্যক্ত বর্ণসমূহ, এই উভয়ই বৃদ্ধিতে হইবে । এই 'বর্ণ' অর্থেও অর্থ-বোধনে সঙ্কেতিত এবং বিশেষ বিশেষ ক্রম ও সংখ্যায়ুক্ত শব্দময় পদ বৃদ্ধিতে হইবে । শ্রুতি বলিয়াছেন,—অ-কারই সমস্ত বাক্যের মূল ; সেই অ-কাররূপা বাক্ স্পর্শ, অস্ত্রঃস্থ ও উশ্ব বর্ণরূপে বিভিন্নপ্রকার বহু রূপ ধারণ করে । মিত (নিয়ত-পাদ শব্দ

প্রভৃতি), অমিত (অনিয়ত-পাদ যজুঃপ্রভৃতি), স্বর (গেষ—সাম), দৃষ্টি (প্রত্যক্ষানুসারে বিষয়নির্দেশ করা), অনৃত (অসত্য বচন), এই সকল যাহার বিকার, এবং বাগিন্দ্রিয় যাহার করণ বা কার্যসাধন, পুরুষনিষ্ঠ সেই বাক্শক্তিই প্রথানে 'বাক্' শব্দে অভিহিত হইয়াছে (৩) । উক্তপ্রকার বাক্ যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু সেই নিত্যচৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রেরণায় ঐ বাক্ (বাগিন্দ্রিয় ও শব্দ) উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রকাশ' পায় । পূর্বেই ঐশোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, 'যিনি বাক্যরূপে বাক্যস্বরূপ, এবং শব্দ সম্পাদন করেন বলিয়া 'বাক্' শব্দে কথিত হন', 'যিনি অভ্যন্তরে

(৩) তাৎপর্য্য,—“অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুবঃ কথঃ শিরস্তথা । জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নানিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ ॥” ইতোতেষু আকাশপ্রদেশেষু আশ্রিতমিতি, অনেন আকাশোপাদানত্বং সূচিতম্ । আগ্নেয়মিতি অগ্নিদৈবতাকমিত্যর্থঃ । ন কেবলং করণং বাক্ উচ্যতে, বর্ণাশ্চ উচ্যন্তে ইত্যাহ—“বর্ণাশ্চৈতি ।” তদুক্তম্—“যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থপ্রতিপাদকাঃ । বর্ণাঃ স্তজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ ॥” ইতি ॥ ‘গৌঃ ইতি পদম্—গকারৌকার-বিসর্জনীয়-এবংক্রমবিণেষাবচ্ছিন্নম্’ ইতি নীমাংসকাদ্যনুসারেণোক্তম্ । ফোটাভিনোহনু-সারেণাহ—“তদভিব্যক্ত্য” ইতি । স্ফুট্যাতে—বাজাতে বর্ণৈরিত্তি ফোটাঃ—পদাদিবুদ্ধিপ্রমাণকঃ । * * * “অ-কারঃ” ইতি অকারপ্রধানোঙ্কারোপলক্ষিতা ফোটাণা চিচ্ছক্তিঃ সর্বা বাক্ । সৈষা স্পর্শান্তঃস্থোপভিব্যক্ত্যমানা । ‘কাদযো/মারনানাঃ—স্পশাঃ, য-র-ল-বাঃ—অন্তঃস্থাঃ ; শ-ম-স-হাঃ—উন্মাদঃ, তৈঃ ক্রমবিণেষাবচ্ছিন্নৈর্ব্যজ্যমানা নানারূপা বিবর্ততে । মিতম্=ঋগাদি; পাদাবমান-নিয়তাক্ষরত্বাৎ । অমিতম্=গজুরাদি, অনিয়তাক্ষরপাদবসনত্বাৎ । স্বরঃ=সাম, গীতিপ্রাধান্যত্বাৎ । সত্যম্=ঋগাদৃষ্টার্থবচনম্ । অনৃতম্=তদবিপরীতম্ । কথম্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) গুণঃ (উপনর্জনম্) যজ্ঞাঃ, সা করণগুণবতী, পুরুষেষু চেতনেষু বা বাক্শক্তিঃ, সা ঘোষেষু বর্ণেষু প্রতিষ্ঠিতা, তদভিব্যক্ত্যাদিত্যর্থঃ । (আনন্দগিরিঃ) ।

ইহার স্মার্য্য এইরূপ,—উদরস্থ অগ্নি বা উত্তাপ প্রথমে উদরিক বায়ুতে আঘাত করে, পরে সেই প্রতিহত বায়ু জিহ্বামূল প্রভৃতি আটটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া বিভিন্নাকার ধ্বনি উৎপাদন করে ; সেই ধ্বনিই জিহ্বামূলীয়, কথ্য প্রভৃতি বর্ণসংজ্ঞায় অভিহিত হয় । শব্দোচ্চারণে অগ্নির সহায়তা থাকায় এবং “অগ্নিঃ বাগ্ ভূহা মুখং প্রাবিশৎ ।” অর্থাৎ অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখবিববে প্রবেশ করিয়াছিলেন—এই শ্রুতি অনুসারে বাগিন্দ্রিয়কে আগ্নেয় বা অগ্নিদৈবতক বলা হয় । কন্যমীমাংসক জৈমিনির মতে প্রত্যেক শব্দই নিত্য ; সেই নিত্য শব্দের নামান্তর ফোটা’ । তিনি বলেন, কেবলই বর্ণময় শব্দে অর্থ-প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । কারণ, কথ্য প্রভৃতি বর্ণসমুদয় অনিত্য—উচ্চারণের পরই নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পদ বা শব্দরূপে কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না । পরন্তু, এক একটি বর্ণের উচ্চারণে অনুরূপ নিত্য ফোটা অভিব্যক্ত হয় এবং তাহার দ্বারাই সঙ্কেতিত অর্থের বোধ হয় । ফোটা শব্দ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত এবং অর্থের অভিব্যক্তক হয় ।

থাকিয়া বাক্যের সংযমন বা পরিচালন করেন' ইত্যাদি। 'পুরুষ-
গত যে বাক্যশক্তি তাহা ঘোষেও (বর্ণেও) অবস্থিত আছে ; কোন
ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম-নিষ্ঠ) তাহা জানিতে পারেন ? এইরূপে প্রশ্ন উত্থাপন
করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে; 'যাহার প্রভাবে স্বপ্নাবস্থায়ও
কথা হয়, তাহাই প্রকৃত বাক্য । বল্লার সেই উক্তিই (বচন) নিত্য-
চৈতন্যরূপা বাক্য । বল্লার বক্তৃতা (বাক্য) কখনও বিলুপ্ত হয় না'
এই শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে প্রমাণ । তুমি জানিও, তিনিই আত্মস্বরূপ,
এবং নিরতিশয় (সর্ববাধিক), বৃহত্ত্ব-নিবন্ধন . ব্রহ্ম । অভিপ্রায় এই
যে, সর্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের অবিষয়, নির্বিবেশেষ, পরব্রহ্মেও
যে সকল উপাধি দ্বারা বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র,
মনের মন, এবং কর্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা, বিজ্ঞান
ও আনন্দ প্রভৃতি ব্যবহার আরোপিত হইয়া থাকে, সেই সকল
উপাধি অপনীত করিয়া প্রকৃত আত্মাকেই নির্বিবেশেষ ব্রহ্ম বলিয়া
জানিবে । ইহাই 'তৎ এব' এই 'এব' শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে ।
'ইদম্' রূপে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধিবিশিষ্টরূপে যে অনাত্ম
ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যান করা হয়, ইহা প্রকৃত ব্রহ্ম নহে (৪) ।

তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, এই কথা বলার পরও
উক্তার্থের দৃষ্টীকরণার্থ 'নেদং ব্রহ্ম' ('ইহা ব্রহ্ম নহে) বলিয়া অনাত্ম
বস্তুর অব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । অথবা আত্মাতেই ব্রহ্মবুদ্ধি
করণার্থ, কিংবা আত্মভিন্ন পদার্থে ব্রহ্মবুদ্ধি-নিবৃত্ত্যর্থ, ঐরূপ পুনরুক্তি
করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

(৪) তাৎপর্য্য,—'ইদম্' বা 'ইহা' বলিলেই নাম-রূপাদিবিশিষ্ট সম্মুখস্থ জড়বস্তুর প্রতীতি
হয়, যাহার নাম-রূপাদি কোনই বিশেষ ধর্ম নাহি, তাহাকে 'ইদং' বলা যায় না । এই কারণে
শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহাকে "ইদম্" বলিয়া নামরূপাদিবিশিষ্টরূপে আরাধনা করা হয়, সেই
জড়ভাগের ব্রহ্মত্ব নাই ; কিন্তু এ কথায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের যে, সেখানেও অস্তিত্ব আছে,
তাহার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই ।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহ্মনো অতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

ব্যাখ্যা ।

[জনঃ] মনসা যৎ ন মনুতে (সঙ্কল্পয়তি, সম্যক্, নিশ্চিনোতি), যেন মনঃ মতম্ (বিষয়ীকৃতম্) [ইতি ব্রহ্মবিদঃ] আহঃ (কথয়ন্তি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।

যাহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, এবং ব্রহ্মবিদগণ মনকেও যাহার মত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত (উদ্ভাসিত) বলেন, তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ; কিন্তু যাহাকে “ইদম্” বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যন্মনসা ন মনুতে । মন ইত্যন্তঃকরণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে । মনুতে অনেনেতি মনঃ সৰ্বকরণসাধারণম্, সৰ্ববিষয়ব্যাপকত্বাৎ “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সৰ্বং মন এব” ইতি শ্রুতেঃ । কামাদিবৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা যচ্চৈতন্যজ্যোতির্মনসোহবভাসকং ন মনুতে—ন সঙ্কল্পয়তি, নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ, মনসোহবভাসকত্বেন নিয়ন্তৃত্বাৎ । সৰ্ববিষয়ং প্রতি প্রত্যগেবেতি স্বাত্মনি ন প্রবর্ততেহন্তঃকরণম্ । অস্তঃস্থেন হি ‘চৈতন্য-জ্যোতিষা অবভাসিতস্য মনসো মননসামর্থ্যম্ ; তেন সবৃত্তিকং মনো যেন ব্রহ্মণা মতং বিষয়ীকৃতং ব্যাপ্তমাহঃ কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ । তস্মাৎ তদেব মনস আত্মানং প্রত্যক্চৈতন্যিতারং ব্রহ্ম বিদ্ধি । নেদমিত্যাदि পূর্ববৎ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকে কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট মনের দ্বারা মনঃপ্রকাশক চৈতন্য-জ্যোতিকে মনন—সংকল্প করিতে পারে না, এবং নিশ্চিতরূপে ধারণাও করিতে পারে না ; কারণ, সেই ব্রহ্মজ্যোতিই মনের উদ্ভাসক ও পরিচালক, সুতরাং সর্ববিষয়ে আত্ম-রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, এই কারণে মনও স্বস্বরূপ আত্মাতে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না । বিশেষতঃ অভ্যন্তরস্থ চৈতন্য-জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইলেই মনের মনন-সামর্থ্য (চিন্তাশক্তি)

সমুৎপন্ন হয় ; এই কারণে ব্রহ্মবিদগণ বৃত্তিসম্পন্ন মনকে যাহার দ্বারা মত—বিষয়ীকৃত, অর্থাৎ ব্যাপ্ত (আয়ত্ত) বলিয়া নির্দেশ করেন, মনেরও চৈতন্য-সম্পাদক সেই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও । ‘নেদম্’ ইত্যাদির অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

এখানে বুদ্ধি ও মনকে এক করিয়া নির্দেশ করায় ‘মনঃ’ শব্দে অন্তঃকরণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । যাহার দ্বারা মনন বা চিন্তা করা হয়, তাহার নাম মনঃ ; সূত্রাত্তি শব্দটি সমস্ত করণবাচক (ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও বোধক) ন ‘কামনা, সংকল্প (মানস চিন্তা), বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি (অসহিষ্ণুতা), হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধিবৃত্তি), ভী (ভয়), এ সমস্তই মন অর্থাৎ মনের বৃত্তি—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কামনাদি বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকেই ‘মনঃ’ বলা হয় ; সূত্রাত্তি এখানে ‘মনঃ’ শব্দের বিশেষার্থ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ অর্থ অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

• যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্বি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

[লোকঃ] চক্ষুষা যৎ ন পশ্যতি (বিষয়ীকরোতি) ; যেন (চৈতন্যাজ্যোতিষা) চক্ষুংষি পশ্যতি, তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।

লোকে যাহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না ; যাহার দ্বারা চক্ষুকে দর্শন করে । তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইত্যাদি পূর্বের গ্রায় ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি ন বিষয়ীকরোতি অন্তঃকরণবৃত্তিসংযুক্তেন লোকঃ, যেন চক্ষুংষি অন্তঃকরণবৃত্তিভেদভিন্নাঃ চক্ষুর্ত্তীঃ পশ্যতি—চৈতন্যাজ্যোতিষা বিষয়ীকরোতি ব্যাপ্নোতি । তদেবেত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকে অন্তঃকরণসংযুক্ত চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি চক্ষুর বিষয় হন না ; বিভিন্নপ্রকার অন্তঃকরণবৃত্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ চক্ষুর বৃত্তিসকল যাহার দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ লোকে যে আত্মচৈতন্যজ্যোতির সাহায্যে চাক্ষুষ বৃত্তি সকলও অনুভব করিতে পারে, অপরাংশ পূর্বের মত ॥ ৬ ॥

যচ্ছোত্রেন ন শৃণোতি, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম ভুং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।

[লোকঃ] শ্রোত্রেন (কর্ণেন) যৎ ন শৃণোতি, যেন চ ইদং শ্রোত্রং শ্রুতং (বিষয়ীকৃতম্ ভবতি), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।

লোকে যাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না ; এই শ্রোত্র যাহার দ্বারা শ্রুত হয়, অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয় ; অপরাংশ পূর্বের মত ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যৎ শ্রোত্রেন ন শৃণোতি দিগ্‌দেবতাধিষ্ঠিতেন আকাশকার্য্যেণ মনোবৃত্তি-সংযুক্তেন ন বিষয়ীকরোতি লোকঃ, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ; যৎ প্রসিদ্ধং চৈতন্যজ্যোতিষা বিষয়ীকৃতম্ ; তদেবেত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকসকল দিগ্‌দেবতা-পরিচালিত, আকাশ-সমুৎপন্ন ও মনো-বৃত্তিবিশিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা যাঁহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না, অর্থাৎ যিনি শ্রবণের অবিষয় (৫) পরন্তু এই প্রসিদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয় যে

(৫) তাৎপৰ্য্য—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটি পরিচালক দেবতা আছে ; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকল দেবতাধিষ্ঠিত না হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না । শ্রোত্রের দেবতা দিক ; এই কারণে শ্রোত্রের দিগ্‌দেবতাধিষ্ঠিত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহার পর, কোন ইন্দ্রিয়ই মনোবৃত্তির সহিত সম্মিলিত না হইলে, নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না ; এই কারণে ‘মনোবৃত্তিবিশিষ্ট’ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন হয় ; এই কারণে এখানে শ্রোত্রকে ‘আকাশ-সমুৎপন্ন’ (আকাশ-কার্য্যেণ) বলা হইয়াছে ।

আত্মচৈতন্য-জ্যোতিতে শ্রুত অর্থাৎ বিষয়ীকৃত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, অপরাংশ পূর্বের মত ॥ ৭ ॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

ব্যাখ্যা ।

[লোকঃ] প্রাণেন (ঘ্রাণেন) যৎ ন প্রাণিতি (ন বিষয়ীকরোতি), যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে (প্রের্যতে), তৎ এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।

লোকে প্রাণ দ্বারা (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণও (ঘ্রাণও) [স্ববিষয়ে] প্রেরিত হয় । তাঁহাকেই—ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

যৎ প্রাণেন ঘ্রাণেন পার্থিবেন নাসিকাপুটান্তরবস্থিতেন অন্তঃকরণপ্রাণবৃত্তিভ্যাং সহিতেন যৎ ন প্রাণিতি গন্ধবৎ ন বিষয়ীকরোতি ; যেন চৈতন্যজ্যোতিষা অবভাষ্যত্বেন স্ববিষয়ং প্রতি প্রাণঃ প্রণীয়তে । তদেবেত্যাদি সর্বং সমানম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ

কেনোপনিষৎপদভাষ্যে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ ।

নাসারন্ধ্রে অবস্থিত ও পার্থিব (পৃথিবী হইতে সমুৎপন্ন) প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্তঃকরণবৃত্তি ও পরিস্পন্দাত্মক প্রাণবৃত্তিসংযুক্ত হইয়াও যাঁহাকে গন্ধের মত অনুভব করিতে পারে না ; পরন্তু প্রাণ যে আত্মচৈতন্যজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া স্ববিষয়ে প্রেরিত হয় ; তাঁহাকেই—ইত্যাদি পূর্বের মত ॥ ৮ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে প্রথম খণ্ড ।

केनोपनिषद् ।

द्वितीयः खण्डः ।

यदि मन्यसे सुवेदेति दद्रमेवापि (१)

नूनं त्वं वेथ ब्रह्मणो रूपम् ।

यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु

मीमांशुमेव ते मन्ये विदितम् ॥ १ ॥

व्याख्या ।

यदि मन्यसे सुवेद इति, [तर्हि] नूनं त्वं ब्रह्मणः रूपम् (स्वरूपम्) दद्रम् (अन्नम्) एव अपि वेथ (जानीषे) । त्वम् [भूतेषु] अस्य (ब्रह्मणः) यत् (रूपम्) [वेथ], [तत् अन्नं वेथ] । नु (अथवा) [त्वं] देवेषु अस्य (ब्रह्मणः) यत् (रूपम्) [वेथ], [तत् अपि अन्नम् एव वेथ] । [यत् एवम्; तस्मात्] ते (तव) विदितम् [ब्रह्म]; अथ (अत्रापि) मीमांशुम् (विचार्यम्) एव [मन्ये अहमिति शेषः] ॥

अनुवाद ।

तुमि यदि मने कर—आमि ब्रह्मेव स्वरूप उन्नमकपे जानियाछि, ताहा हईले जानिओ वे, सेई रूपटि निश्चितई दद्र (अन्न) । [केनना] ब्रह्मेव ये (भूत-भौतिक) रूप अथवा देवतारूप, सेई उन्नमई (अन्न); अतएव, आमि (आचार्या) मने करि, तोमार (शिष्ये) परिज्जात ब्रह्म-स्वरूपटि एखनओ मीमांशु, अर्थात् विचार ओ तर्क द्वारा एखनओ बुझिते, वाकि आहे ॥ १ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

एवं हेयोपादेय-विपरीतः त्वम् आत्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्यः 'अहमेव ब्रह्म' इति सूत्रं वेद 'अहम्' इति मा गृहीयादित्याशक्त्या आचार्याः शिष्यबुद्धिविचालनार्थं वदीत्याह । ननु ईष्टैव सुवेदाहमिति निश्चिता प्रतिपत्तिः । सत्यम्, ईष्टा निश्चिता प्रतिपत्तिः न हि सुवेदाहमिति । यद्धि वेद्यं वस्तु विषयीभवति, तत् सूत्रं वेदितुं शक्यम्, दाहमिव दग्धम् अग्नेर्दग्धः, न तु अग्नेः स्वरूपमेव । सर्वस्य हि वेदितुः

स्वात्मा ब्रह्मेति सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोऽर्थः । इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्न-
प्रतिवचनोक्त्या “श्रोत्रं श्रोत्रम्” इत्याद्या । “यद्वाचान्नादितम्” इति च
विशेषतोऽवधारितम् । ब्रह्मविद्सम्प्रदायनिश्चयशेखरः—“अत्र देव तद्विदित्वा दत्तो,
अविदित्वा दधि” इति ; उपनिषत्सु उपसंहरिष्यति च “अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञात-
मविज्ञानताम्” इति । तस्माद्युक्तमेव शिष्यश्च सुवेदेति बुद्धिं निराकर्तुम् । न
हि वेदिता वेदितुर्वेदितुं शक्यः अग्निर्दग्धुरिव दग्धुमग्नेः । न चात्रो वेदिता
ब्रह्मणोऽस्ति, यत्र वेद्यमत्राद् ब्रह्म । “नात्र दतोऽस्ति विज्ञातृ” इत्यत्रो विज्ञाता
प्रतिषिध्यते । तस्मात् सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति प्रतिपत्तिमिथैव । तस्माद्युक्तमेवाह
आचार्यो यदीत्यादि । यदि कदाचित् अत्र से—सु वेदेति—सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति ।
कदाचिद् यथाशक्तं दुर्बिज्ञेयमपि क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित् प्रतिपद्यते, कश्चि-
नेति साशक्तमाह यदीत्यादि । दृष्टं च “य एवोऽस्मिन् पुरुषो दृश्यते, एष आद्येति
होवाच, एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म” इत्याहुः प्राजापत्यः पण्डितोऽपि असुरराट्
विवोचनः स्वभावदोषवशात् अनुपपद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीरमात्रेति प्रति-
पन्नः । तथेन्द्रो देवराट् सकृद्विद्विर्ब्रह्म चा प्रतिपद्यमानः स्वभावदोषकर्मपेक्षा
चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान् । लोकेऽपि एकस्माद्गुरोः
शुभ्रतां कश्चिदवथावत् प्रतिपद्यते, कश्चिदवथावत्, कश्चिद् विपरीतं, कश्चित् न
प्रतिपद्यते, किमु ब्रह्मवामतीन्द्रियमायुतद्वम् । क ॥

अत्र हि विप्रतिपन्नाः सदसद्वादिनस्तार्किकाः सर्के । तस्मादविदितं ब्रह्मेति
सुनिश्चितोक्तमपि विषमप्रतिपत्तिहाद् यदि मन्त्रस इत्यादि साशक्तं वचनं युक्त-
मेवाह आचार्यश्च । ख ॥

दत्तम् अन्नमेवापि नूनं त्वं वेत्थि जानीषे ब्रह्मणो रूपम् । किमनेकानि ब्रह्मणो
रूपाणि महान्तुर्भूतानि च ?—येनाह दत्तमेवेत्यादि ? वीटम् । अनेकानि हि नाम-
रूपोपाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपानि, न स्वतः । स्वतस्तु “अशक्यमस्पर्शमरूपमव्ययं
तथारसं नित्यमगन्धवत् यत्” इति शब्दादिभिः सह रूपानि प्रतिविद्यन्ते । ननु
येनैव धर्मेण यत् रूप्यते, तदेव तत्र स्वरूपम्, इति ब्रह्मणोऽपि येन विशेषेण
निरूपणम्, तदेव तत्र स्वरूपं श्रां, अत उच्यते,—चैतन्यं, पृथिव्यादीनामत्र-
तमश्च सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न भवति । तथा श्रोत्रादीनामन्तःकरणश्च च
धर्मो न भवतीति । ब्रह्मणो रूपमिति, ब्रह्म रूप्यते चैतनेन । तथा चोक्तम्—

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” “বিজ্ঞানঘনমেব,” “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম,” “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,” ইতি চ ব্রহ্মণো রূপং নির্দিষ্টং শ্রুতিষু । সত্যমেবম্, তথাপি তদন্তঃকরণ-দেহে-
 স্ক্রিয়োপাধিদ্বারেণৈব বিজ্ঞানাংশৈর্নির্দিষ্টতে তদনুকারণিত্বাদেহাদি-বুদ্ধি-সঙ্কোচ-
 ছেদাদিষু নাশেষু চ, ন স্বতঃ । স্বতস্ত—“অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞান-
 তাম্” ইতি স্থিতং ভবিষ্যতি । যদশ্চ ব্রহ্মণো রূপমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । ন
 কেবলমধ্যাত্মোপাধি-পরিচ্ছিন্নশ্চ অশ্চ ব্রহ্মণো রূপং ত্বম্ অল্পং বেথ ; যদপ্যধিদৈবতো-
 পাধিপরিচ্ছিন্নশ্চ অশ্চ ব্রহ্মণো রূপং দেবেষু বেথং ত্বম্, তদপি নুনং দ্রবমেব বেথ ইতি
 মন্ত্বেহম্ । যদধ্যাত্মম্, যদধিদৈবম্, তদপি চ দেবেষুপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ দ্রবত্বাৎ ন
 নিবর্ততে, যত্রুৎপাদিস্বতঃপাধিবিশেষঃ শাস্ত্রমনস্তমেকমবৈতং ভূমাখ্যং নিত্যং
 ব্রহ্ম, ন তং স্তবেণমিত্যভিপ্রায়ঃ । যত এবম্, অগ নু—তস্মাৎ মন্ত্বে অগ্নাপি
 মীমাংস্যাং বিচার্যামেব তে তব ব্রহ্ম । এতন্মাচার্যোক্তঃ শিষ্য একান্তে উপবিষ্টঃ
 সমাহিতঃ সন্ যথোক্তমাচার্যেণ আগমমর্থতো বিচার্য, তর্কতশ্চ নির্দার্য, স্বানুভবং
 কৃত্বা, আচার্যসক্কাশমুপগম্যোবাচ—মন্ত্বেহমগেদানীং বিদিতং ব্রহ্মেতি ॥৯৥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আচার্য্য পূর্বেক্লপপ্রকারে উপদেশ দিলেন যে, ‘হেয় (যাহা পরি-
 ত্যাগের যোগ্য) ও উপাদেয় (যাহা গ্রহণের যোগ্য), এই উভয়বিধ
 ভাবরহিত তুমি অর্থাৎ তোমার আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ ।’ শিষ্য উক্ত
 উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন,—আমিই, যে ব্রহ্ম, ইহা
 উত্তমরূপে বুঝিয়াছি । পাছে ‘অহং’পদে আমাকেই বুঝিয়া থাকে,
 আচার্য্য এই আশঙ্কায় শিষ্যের বুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত করিবার
 উদ্দেশ্যে ‘যদি মনে কর’ ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন । ভাল, “অহং স্তবেদ”
 (আমি উত্তমরূপে বুঝিয়াছি) এইরূপ নিশ্চিত বা নিঃসন্দেহ জ্ঞান ত
 অভিমত বা প্রার্থনীয়ই বটে, তবে আশঙ্কা কেন ? হ্যাঁ, ঐরূপ
 জ্ঞান অভিমতই সত্য ; কিন্তু “অহং স্তবেদ” এই বুদ্ধি ত আর সেইরূপ
 নিশ্চিত বুদ্ধি (অনুভব) নহে । কেননা, অগ্নি যেরূপ স্বীয় দাহযোগ্য
 বস্তুকেই দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আপনাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়
 না, সেইরূপ যে বস্তু জ্ঞান-যোগ্য, জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, জ্ঞাতা ব্যক্তি

সেই বস্তুকেই উত্তমরূপে জানিতে পারে ; কিন্তু নিজের স্বরূপকে কখনই জানিতে পারে না । সমস্ত বেদিতার (জ্ঞাতৃত্বাত্মক) আত্মাই যে ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের নিশ্চিত বা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত । এই কেনোপনিষদেও 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' ইত্যাদি প্রশ্ন-প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এবং 'যিনি বাক্যের বিষয় হন না' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই আবার বিশেষভাবে অবধারিত হইয়াছে । এ বিষয়ে ব্রহ্মবিৎ-সম্প্রদায়ের যাহা নিশ্চয় (স্থির বিশ্বাস), তাহাও 'যিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক' ইত্যাদি বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে । ইতঃপর, 'বিশেষজ্ঞদিগের নিকট' তিনি অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত' ইত্যাদি বাক্যেও ঐ কথাই উপসংহার করা হইয়াছে । অতএব, শিষ্যের তাদৃশ স্বেদন-বুদ্ধি অপনোদন করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে । কারণ, অগ্নি যেমন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, তেমনি বেদিতার বেদিতাও জ্ঞানগ্রাহ হইতে পারে না । ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোনও বেদিতা নাই, ব্রহ্ম যাহার বেদ হইতে পারেন । 'ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন বিজ্ঞাতা নাই,' এই শ্রুতিও ব্রহ্মাতিরিক্ত বেদিতার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । অতএব, 'আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি' এইরূপ বুদ্ধি নিশ্চয়ই মিথ্যা । অতএব, 'কখনও যদি তুমি মনে কর যে, আমি ব্রহ্মকে সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়াছি,—'আচার্য্যের এই 'যদি' শব্দোক্ত আশঙ্কা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । নির্দোষ ও স্বেদনা (ধারণা-শক্তি-সম্পন্ন) কোনও ব্যক্তি দুর্নিবৃত্ত বিষয়ও গ্রহণ করিয়া কখন কখন বুঝিতে পারে, কখনও বা বুঝিতে পারে না ; এই কারণেই 'যদি' ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা সূচিত হইয়াছে । দেখাও গিয়াছে, প্রজাপতি বলিয়াছিলেন,—'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই অমৃত, অভয় (সর্বভয়-নিবারক) এবং ইহাই ব্রহ্ম ।'

অম্বররাজ বিরোচন পণ্ডিত হইয়াও স্বীয় স্বভাব-দোষে

(রাজস-প্রকৃতি বশতঃ) প্রজাপতি-প্রদত্ত উক্ত উপদেশের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিপরীতার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন— শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন । অথচ দেবরাজ ইন্দ্র একবার, দুইবার, তিনবার পর্য্যন্ত প্রজাপতির উপদেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু স্বাভাবিক দোষরাশি বিদূরিত হইলে পর প্রজাপতির প্রথমকথিত ব্রহ্মতত্ত্বই চতুর্থবারের উপদেশে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ব্যবহার-ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই গুরুর নিকট বহু শিষ্য যুগপৎ একরূপ উপদেশ গ্রহণ করিলেও 'তন্মধ্যে কেহ বিকৃতভাবে উপদিষ্টার্থ গ্রহণ করে, কেহ যথাযথভাবে গ্রহণ করে, কেহ বা বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, আবার কেহ বা একেবারেই গ্রহণ করিতে পারে না । সাধারণ লোক-ব্যবহারেই যখন এইরূপ পার্থক্য ঘটে, তখন অলৌকিক আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর কথা কি ? ক ॥

সদসদ্বাদী তार्কিকগণ এ বিষয়ে 'বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ কোন কোন তार्কিক বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সৎ—নিত্য ও পরলোকভাগী । আবার কোন কোন তार्কিক বলিয়া থাকেন যে, না—আত্মা অসৎ—অনিত্য ও দেহপাতেই বিনষ্ট হয় । এইরূপে তार्কিক পণ্ডিতগণের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে । 'অতএব, 'ব্রহ্ম বিদিত নহেন', ইহা সুনিশ্চিত হইলেও প্রকৃতার্থ-গ্রহণে বাধা থাকায় আচার্য্যের পক্ষে 'আশঙ্ক্য-সহকারে 'যদি মনে কর' বলা সঙ্গত হইয়াছে । খ ॥

তুমি ব্রহ্মের যে রূপটি জানিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই দ্রুত । দ্রুত অর্থ 'অল্প বা ক্ষুদ্র' । ভাল, তাহা হইলে ব্রহ্মের কি ছোট-বড় বহুতর রূপ আছে, যাহাতে তুমি 'দ্রুত' (অল্প) রূপের কথা বলিতেছ ? হ্যাঁ—অনেক রূপই আছে ; ব্রহ্মের নাম-রূপময় উপাধিকৃত রূপ বহুতর, কিন্তু তাঁহার সেই সকল রূপ স্বাভাবিক নহে । বাস্তবিক পক্ষে 'তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বর্জিত, এবং অব্যয় (নির্বিকার) ও

নিত্য' এই শ্রুতিদ্বারা তাঁহার স্বরূপতঃ রূপ (আকৃতি) ও রূপ-
রসাদি ধর্ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । গ ॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ধর্মের দ্বারা যাহাকে নিরূপিত বা পরি-
চিত করা হয়, তাহাই তাহার রূপ বা স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া
থাকে ; সুতরাং যে বিশেষ ধর্মের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন, তাহাই
তাঁহার স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ? চৈতন্য পদার্থটি পৃথিব্যাদি
পঞ্চভূতের বা পঞ্চভূত-বিকারের, অথবা তন্মধ্যে যে.কোন একটিরও
ধর্ম নহে, এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের কিংবা অন্তঃকরণেরও ধর্ম নহে ;
অথচ চৈতন্য একমাত্র ব্রহ্মেরই ধর্ম,—ব্রহ্ম ঐ চৈতন্য দ্বারাই নিরূপিত
বা পরিচিত হন ; অতএব, চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়
নাই কেন ? বক্ষ্যমাণ শ্রুতি-সমূহেও ঐরূপই ব্রহ্মস্বরূপ উক্ত হইয়াছে,
—‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান (চৈতন্য) ও আনন্দস্বরূপ’, ‘(ব্রহ্ম) কেবলই
বিজ্ঞানময়’, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, ‘ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ’
ইত্যাদি । হ্যা, যদিও এ কথা সত্য বটে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে,
দেহেন্দ্রিয়াদির ছেদ, ভেদ, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ প্রভৃতি অবস্থায়
আত্মা আপনাকেও যেন তদবস্থাপন্নই মনে করে ; এই কারণে
দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি সহযোগে বিজ্ঞানাди-শব্দে তাঁহার নির্দেশ
করা হয় মাত্র; বস্তুতঃ উহা তাঁহার স্বরূপ নহে । বাস্তবিক পক্ষে
‘বিজ্ঞদিগের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট
বিজ্ঞাত’ এই বাক্যেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ, নিরূপিত হইবে ।
পূর্বকথিত ‘রূপ’ শব্দের সহিত “যৎ যশ্চ” কথার সম্বন্ধ আছে ;—
অর্থাৎ এই ব্রহ্মের যাহা রূপ ; তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম উপাধি
পরিচ্ছিন্নরূপে যে ব্রহ্মরূপ জানিয়াছ, কেবল যে তাহাই অল্প, এরূপ
নহে ; পরম্ব দেবতামধ্যেও যে অধিদৈবত-রূপে ব্রহ্মরূপ অবগত
হইয়াছ, আমি মনে করি, তাহাও তুমি অল্পই জানিয়াছ, অর্থাৎ
ব্রহ্মের যে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত রূপ, তদুভয়ই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ;

সুতরাং দ্রব্র বা অল্প দোষ-নির্মুক্ত, নহে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম সর্ববিধ উপাধি-বর্জিত, শান্ত, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয় ভূমা (পরম মহৎ) ও নিত্য ; তাঁহাকে সহজে অবগত হওয়া যায় না ; যেহেতু তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপ এমনই দুষ্কেষ্য । অতএব আমি মনে করি, উক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হোমার পক্ষে এখনও মীমাংসা—বিচার-যোগ্যই রহিয়াছে, [অতএব বিচার দ্বারা বুঝিতে সচেষ্ট হও] । শিষ্য পূর্বোক্ত প্রকারে আচার্য্যোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সমাহিতচিত্তে নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া, আচার্য্যের উপদিষ্ট কথার অর্থ বিচার কুরিয়া এবং তর্কের দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নির্ধারণ কুরিয়া—অধিকন্তু, ঐ কথার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম কুরিয়া আচার্য্য-সমীপে গমনপূর্বক বলিলেন,—‘আমি মনে করি, এখন ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি’ । ৯ ॥ ১ ॥

নাহং মন্ত্বে স্তবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।

যো নস্তদবেদ তদবেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ১০ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা :

অহং [ব্রহ্ম] স্তবেদ (স্তুত্ব বেদ্বি) ইতি ন মন্ত্বে । ন বেদ, ইতি চ নো (ন) বেদ । নঃ (অস্মাকং মধ্যে) বঃ (জনঃ) তৎ—‘নো ন বেদ, বেদ চ ইতি’ [বচনম্] বেদ (বেত্তি), [সঃ] তৎ (এক) বেদ ॥

অনুবাদ :

আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি এরূপ মনে করি না, এবং [একেবারেই] জানি না, এরূপও মনে করি না । আমাদের মধ্যে যে জন এই ‘জানি ও জানি না’ কথার ভাব বুঝিতে পারে, সেই জনই ব্রহ্মকেও জানিতে পারে ॥ ১০ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কথামিতি ? শৃণুত ;—নাহং মন্ত্বে স্তবেদেতি, নৈবাহং মন্ত্বে স্তবেদ ব্রহ্মেতি । নৈব তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্ম ? ইত্যুক্তে আহ—নো ন বেদেতি বেদ চ । বেদ চেতি চশব্দাৎ ন বেদ চ ।

ননু বিপ্রতিষিদ্ধম্,—নাহং মন্ত্বে স্তবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চেতি । যদি ন মন্ত্বে—স্তবেদেতি, কথং মন্ত্বে বেদ চেতি ? অথ মন্ত্বে—বেদেবেতি,

কথং ন মন্তসে—সুবেদেতি ? একং বস্তু যেন জায়তে, তেনৈব তদেব বস্তু ন সু-
বিজ্ঞায়ত ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং সংশয়-বিপর্যায়ৌ বর্জয়িত্বা । ন চ ব্রহ্ম সংশয়িত্বেন
জ্ঞেয়ম্, বিপরীত্বেন বেতি নিয়ন্তুং শক্যম্ । সংশয়-বিপর্যায়ৌ হি সর্বত্রানর্থকরত্বে-
নৈব প্রসিদ্ধৌ ।

এবমাচার্যেণ বিচাল্যমানোইপি শিষ্যো ন বিচচাল । “অন্তদেব তদ্বিদিতাদথো
অবিদিতাদধি” ইত্যাচার্যোক্তাগম-সম্প্রদায়বলাৎ উপপত্ত্যানুভববলাচ্চ, জগজ্জ চ—
ব্রহ্মবিদ্যায়াং দৃঢ়নিশ্চয়তাং দশয়ন্নাশুনঃ । কথমিতি ? উচ্যতে,—যো যঃ কশ্চিৎ
নোহস্মাকং সত্রহ্মচারিণাং মধ্যে তৎ—মহত্বং বচনং তত্ত্বতো বেদং, সঃ তদ্ ব্রহ্ম বেদ ।
কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যত আহ,—নো ন বেদেতি বেদ চেতি । যদেব “অন্তদেব
তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি” ইত্যাক্রম, তদেব বস্তু অনুমানানুভবাত্যাং সংযোজ্য
নিশ্চিতং বাক্যান্তরেণ ‘নো ন বেদেতি বেদ চ’ ইত্যবোচনাচার্যাবুদ্ধিসংবাদার্থম্,
মন্দবুদ্ধিগ্রহণব্যপোহার্থঞ্চ । তথা চ গর্জিতমুপপন্নং ভবতি,—‘যো নস্তদেদ’
ইতি ॥ ১০ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যদি বল, কি প্রকার ? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর,—আমি
ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়াছি, ইহা কখনই মনে করি না । তবে কি
তুমি ব্রহ্মকে বুঝিতে পার নাই ? গুরুর এই প্রশ্নোত্তরে শিষ্য বলিলেন,
আমি যে একেবারেই বুঝি না, তাহাও নহে । মূলের “বেদ চ” এই
‘চ’ শব্দে “ন বেদ চ” অর্থাৎ জানি না, এইরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে ।

ভাল, আমি মনে করি,—‘ব্রহ্মকে জানি না, অথচ জানি’, এরূপ
কথা ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ? কেননা, যদি মনে কর, ব্রহ্মকে জানি না,
তবে আবার জানি, বলিয়া মনে কর কিরূপে ? পক্ষান্তরে, ব্রহ্মকে
যদি জানিয়াই থাক, তবে ‘জানি’ বলিয়াই মনে কর না কেন ? যে
ব্যক্তি যে বস্তু জানে, সেই ব্যক্তিরই যে, আবার সেই বস্তু অবিজ্ঞাত
থাকা, ইহা সংশয় ও বিপর্যয় (ভ্রম) ভিন্ন উপপন্ন হইতে পারে না,
প্রত্যুত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয় । আর ব্রহ্মকে যে, সংশয়িত বা বিপরীত-
ভাবেই জানিতে হইবে, এরূপও কোন নিয়ম করা যাইতে পারে

না ; বিশেষতঃ, সংশয় ও বিপর্যয়-জ্ঞান সর্বত্রই অনর্থকর বলিয়া প্রসিদ্ধ । [অতএব, উক্ত জ্ঞানকে সংশয় বা বিপর্যয় (ভ্রম) বলা যাইতে পারে না] (৬) .

শিষ্য আচার্য্যকর্তৃক উক্তরূপে বিক্ষোভিত হইয়াও নিজের দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে বিচলিত হইল না ; পরন্তু, আচার্য্যোক্ত 'তিনি বিদিত হইতে পৃথক্ এবং অবিদিত হইতে পৃথক্' এই সাম্প্রদায়িক বাক্যানুসারে এবং যুক্তিযুক্ত অনুভবানুসারেও ব্রহ্মবিদ্যায় নিজের স্থিরতর ধারণা জ্ঞাপনার্থ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । কি প্রকার ? বলা যাইতেছে,—আমরা যে সকলে একত্র বেদাধ্যয়ন করি, সেই আমাদের মধ্যে যে কেহ ঐ কথা'র অর্থ বুঝিতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেই লোকই ব্রহ্মকে জানিতে পারে । ঐ কথাটি যে কি, তাহাই "নো ন বেদেতি বেদ চ" বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্বে আচার্য্যকর্তৃক "অগ্ৰদেব তৎ বিদিতাৎ অথো, অবিদিতাৎ অধি", এই বাক্যে যে তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে এবং শিষ্য নিজেও যে সেই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাহাই "নো ন বেদ" ইত্যাদি বাক্যে অনুমান ও অনুভূতি-সহযোগে প্রকাশ করিলেন ; আর মন্দমতি লোকেরা যে, ঐ তত্ত্ব-গ্রহণে, অসমর্থ, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন । অতএব, 'আমাদের মধ্যে যে জানে' ইত্যাদি বাক্যে যে অভিমান ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয় নাই ॥ ১০ ॥ ২ ॥

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যখন নিগূর্ণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্কিংশে, তখন তাহা কখনই ঘটপটাদি বস্তুর দ্বারা জ্ঞানগমা হইতে পারে না . সুতরাং আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানি না, কথা সঙ্গত হইয়াছে । পুনশ্চ, ব্রহ্মই যখন আত্মরূপে (জীবভাবে) সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, অথচ আত্মা কাহারই নিকট অপ্রত্যক্ষ বা অবিজ্ঞাত থাকে না, সকলেই আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্মকে একেবারেই জানি না, বলা যায় না । অতএব 'তাহাকে জানি না, এমন নহে' বলাও অসঙ্গত হয় নাই ।

ব্যাখ্যা ।

[ব্রহ্ম] যশ্চ অমতম্ (অবিজ্ঞাতম্), তশ্চ মতম্ (সম্যক্ জ্ঞাতম্) । [ব্রহ্ম] যশ্চ মতম্ (বিদিতম্ ইতি নিশ্চয়ঃ), সঃ [ব্রহ্ম] ন বেদ (ন জানাতি) । [যশ্চাৎ] বিজ্ঞানতাম্ (সম্যক্ বিদিতবতাৎ সমীপে) । [ব্রহ্ম] অবিজ্ঞাতম্, অবিজ্ঞানতাম্ (অসম্যগ্দর্শিনাম্ এব) বিজ্ঞাতম্ [ভবতি] ॥

অনুবাদ ।

যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি নু, বস্তুতঃ সে-ই তাঁহাকে জানে ; আর যে মনে করে, ব্রহ্মকে জানি, বস্তুতঃ সে তাঁহাকে জানে না । [কারণ], বিজ্ঞ জনেরা তাঁহাকে অবিজ্ঞাত বলিয়া জানেন, আর অজ্ঞ জনেরাই তাঁহাকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে করে ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

শিষ্যাচার্যসংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্ত্য স্মেন রূপেণ শ্রুতিঃ সমস্তসংবাদনিবৃত্তমর্থমেব বোধয়তি—যশ্চামতমিত্যাদিন্য । যশ্চ ব্রহ্মবিদঃ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ অবিদিতং ব্রহ্মেতি মতম্—অভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়ঃ, তশ্চ মতং জ্ঞাতং সম্যগ্ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ । যশ্চ পুনঃ মতং জ্ঞাতম্—বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, ন বেদৈব সঃ ন ব্রহ্ম বিজানাতি সঃ । বিদ্বদবিদ্বষোঃ যথোক্তৌ পক্ষৌ অবধারণয়তি,—অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতামিতি, অবিজ্ঞাতম্ অমতম্ অবিদিতমেব ব্রহ্ম বিজ্ঞানতাৎ সম্যগ্ বিদিতবতামিত্যেতৎ । বিজ্ঞাতং বিদিতং ব্রহ্ম অবিজ্ঞানতাম্ অসম্যগ্দর্শিনাম্ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষেব আত্মদর্শিনামিত্যর্থঃ ; নতু অত্যন্তমেব অব্যুৎপন্নবুদ্ধীনাং । ন হি তেষাং ‘বিজ্ঞাতমস্মাভিব্রহ্মেতি’ মতির্ভবতি । ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধ্যুপাধিষু আত্মদর্শিনাং তু ব্রহ্মোপাধি-বিবেকানুপলম্বাৎ, বুদ্ধ্যাভ্যুপাধেচ্চ বিজ্ঞাতত্বাৎ বিদিতং ব্রহ্মেতু্যপপত্ততে ভ্রান্তিরিতি, অতোহসম্যগ্দর্শনং পূর্বপক্ষত্বেন উপশ্রুতে—বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতামিতি । অথবা হেতুর্থ উক্তরাঙ্কৌহবিজ্ঞাতমিত্যাदिঃ ॥ ১১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

শ্রুতি এখন গুরু-শিষ্যভাবে উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ রূপেই (শ্রুতিরূপেই) পূর্বোক্ত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন,—ব্রহ্ম অমত—বিদিত বা বিজ্ঞাত নহে, ইহা যে ব্রহ্মবিদের মত—অভিপ্রায় বা নিশ্চয়, বস্তুতঃ ব্রহ্ম তাঁহারই মত অর্থাৎ সম্যক্ পরিজ্ঞাত ।

পরন্তু, ব্রহ্ম যাহার মত, অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি,' এইরূপ যাহার মনে নিশ্চয় হয়, সে লোক নিশ্চয়ই জানে না ; অর্থাৎ সে লোক নিশ্চয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সম্বন্ধে যে দুইটি পক্ষ কথিত হইল, এখন তাহাই অবধারণ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা ব্রহ্মকে সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাদের নিকট ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অবিদিত (বলিয়া মনে হয়) ; আর যাহারা অবিজ্ঞানৎ অর্থাৎ সম্যগজ্ঞান-রহিত, তাহাদের নিকটই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত (বলিয়া প্রতিভাত হন)। যাহারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করে (তদতিরিক্ত আত্মা জানে না), তাহারাই এখানে 'অবিজ্ঞানৎ' (অজ্ঞ) শব্দে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে অব্যাপন্নবুদ্ধি লোকগণ নহে। কেননা, তাহাদের মনে 'আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি,' এরূপ বুদ্ধি কখনও উৎপন্ন হয় না। আত্মার উপাধি—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাহারা আত্মত্ব দর্শন করে, তাহারা কখনই ব্রহ্মকে উপাধি-বিযুক্তভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না, পক্ষান্তরে ব্রহ্মোপাধিভূত বুদ্ধি প্রভৃতিকেই বুঝিতে পারে, এবং সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানেই ব্রহ্মকে বিজ্ঞাত বা বিদিত বলিয়া মনে করে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে এরূপ বিদিতত্বভ্রান্তি নিতান্তই সম্ভবপর (৩)। সেই কারণে, অসম্যগদর্শনোল্লেখের পূর্বে

(৩) তাৎপৰ্য্য,—যে বস্তু কোনকপ আত্মত্ব আছে, কিংবা ভাল মন্দ গুণ আছে, বাক্য সেই বস্তুই স্বরূপনিকপণে সমর্থ হয়, এবং মনও সেই বস্তুই চিন্তা বা ধ্যান করিতে সক্ষম হয় ; কিন্তু যাহার কোনরূপ আত্মত্ব বা গুণ নাই—কেনলই নিকিশেষ-স্বরূপ, বাক্য তাহার স্বরূপনির্দেশে অসমর্থ হইয়া এবং মনও তাহার স্বরূপনিকপণে অকৃতকাৰ্য্য হইয়া, ফিরিয়া আসে। ব্রহ্মও স্বভাবতঃ নিবাক্য, নিঃশব্দ ও নিকিশেষ ; সুতরাং বাক্য, মন, উভয়ই তন্নিরূপণে কাতব হইয়া প্রতাবৃত্ত হয়। তাই প্রতি বলিয়াছেন,—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” অর্থাৎ, মন নিজে স্বপ্রকাশ নহে, ব্রহ্মের প্রকাশে প্রকাশমান হইয়াই অপরকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপর আবার মনের বৃত্তি বা প্রকাশশক্তি পরিচ্ছিন্ন ; মন যতই ব্রহ্মবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকে, ততই তাহার মহত্ব বা অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ আমার জ্ঞেয় বা আয়ত্ত করিবার যোগ্য নহে। কাজেই বিজ্ঞানের। ব্রহ্মকে 'অবিদিত'ই মনে করেন। আর অজ্ঞ লোকের। প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা

“বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্” বাক্যে সম্যগ্দর্শনের উল্লেখ করা সঙ্গত হইয়াছে । অথবা, উক্ত শ্লোকের পূর্বার্কে যে “যস্যামতম্” প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্য “অবিজ্ঞাতম্”-ইত্যাদি উত্তরার্কে হেতুরূপে উপগম্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥১১॥৩॥

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে ।

আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যা বিন্দতেহমৃতম্ ॥১২॥৪॥

ব্যাখ্যা ।

[ব্রহ্ম যদা] প্রতিবোধবিদিতম্ (প্রত্যেক-বোধে জ্ঞাতম্) [ভবতি ; তদা] [তৎ] মতম্ (সম্যগ্দর্শনম্) [ভবতীতি শেষঃ] । [তস্যাং] অমৃতত্বম্ (মোক্ষম্) হি বিন্দতে (লভতে) । [তদেব বিভজ্য দর্শয়তি],—আত্মনা (জীবাশ্বরূপজ্ঞানে) বীর্যম্ (অণিমাণৈশ্বর্যম্) বিন্দতে, বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) অমৃতম্ (মোক্ষম্) বিন্দতে ॥

অনুবাদ ।

যিনি প্রত্যেক জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিতে পাবেন, তিনিই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করেন । বিশেষ এই যে, কেবল জীবাশ্বার জ্ঞানে বীর্য, অর্থাৎ অণিমাণি শ্রীশ্বর্য লাভ করেন, আর বিদ্যা বা পরমাত্ম-জ্ঞানে মুক্তি লাভ করেন ॥১২ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

‘অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্’ ইত্যবধৃতম্ । যদি এক অত্যন্তমেব অবিজ্ঞাতম্, লৌকিকানাং ব্রহ্মবিদ্যাং চাবিশেষঃ প্রাপ্তঃ । ‘অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্’ ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধম্ । কথং তু তৎ একম্ সম্যগ্বিদিতং ভবতীত্যেবমর্থমাহ—প্রতিবোধবিদিতম্,—বোধঃ বোধঃ প্রতি বিদিতম্ । বোধশব্দেন বোদ্ধাঃ প্রত্যয়া উচ্যন্তে । সর্বৈ প্রত্যয়া বিষয়ীভবন্তি যত্র, স আত্মা সর্ববোধান্ প্রতিবুধ্যতে,—সর্বপ্রত্যয়দর্শী চিহ্নস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নাত্মং দ্বারমন্তরা-
অনো বিজ্ঞানায় । অতঃ প্রত্যয়-প্রত্যগায়তর্যা বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতম্,

না করিয়া, তাহারই বুদ্ধি প্রভৃতি কোন একটি উপাধিকে ব্রহ্মজ্ঞানে চিন্তা করে, এবং তাহা জানিয়াই ব্রহ্মকে জানিয়াছি মনে করে ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ঐরূপ ব্রহ্ম (বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি) বিদিতই বটে । এইরূপে প্রতিবোধিত ‘বিদিত’ ও ‘অবিদিত’ উভয় কথারই নামঞ্জম হইয় ।

तत् सम्यग्दर्शनमित्यर्थः । सर्वप्रत्यय-दर्शित्वे चोपजननापायवर्जित-दृक्स्वरूपता-
नित्यत्वं विशुद्धस्वरूपत्वमाशुद्धं निर्विशेषतैकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत् ;
लक्षणभेदाभावात् व्योम इव घट-गिरिगुहादिषु । विदिताविदिताभ्यामशुद्धं ब्रह्मेति
आगमवाक्यार्थं एवं परिशुद्धं एवोपसंस्तुतो भवति । “दृष्टेर्दृष्टो, श्रुतेः श्रोता,
मतेर्मन्ता, विज्ञातेर्विज्ञाता” इति हि श्रुत्यस्तुतम् ।

यदा पुनरबोध-क्रियाकर्तेति बोधक्रिया-लक्षणेन तत्कर्तारं विजानातीति
बोधलक्षणेन विदितम्—प्रतिबोध-विदितमिति व्याख्यायते । यथा यो वृक्षशाखा-
श्चालयति, स वायुरिति, तद्वत् । तदा बोध-क्रियाशक्तिमान् आत्मा द्रष्टव्यम्, न बोध-
स्वरूप एव । बोधस्तु जायते विनशति च । यदा बोधो जायते, तदा बोधक्रियया
सविशेषः । यदा बोधो नशति, तदा नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः । तत्रैव
मति, विक्रियाशक्तः सावयवोऽनित्योऽशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुं शक्यन्ते ।

यदपि काणादानाम् आशु-मनःसंयोगज्ञो बोध आशुनि समवेति, अत आशुनि
बोद्धव्यम्, न तु विक्रियाशक्त आत्मा ; द्रव्यमात्रस्तु भवति, घट इव रागसमवायी ।
अशुनि पक्षेऽपि, अचेतनं द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”, “प्रज्ञानं
ब्रह्म” इत्याद्याः श्रुत्यो वाधिताः स्याः । आशुनो निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात्
नित्यसंयुक्तत्वाच्च मनसः श्रुत्यापत्ति-निरमानुपपत्तिः अपरिहार्या श्रात् । संसर्ग-
धर्मित्वं चाशुनः श्रुति-श्रुति-श्रायविरुद्धं क्लृप्तं श्रात् । “असंज्ञो न हि संज्ज्ञते”,
“असंज्ञं सर्वभूत्” इति हि श्रुति-श्रुती द्वे ; श्रायश्च,—शुणवद् शुणवता संसृज्यते,
नातुल्यजातीयम् । अतो निशुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केनचिदपि अतुल्या-
जातीयेन संसृज्यते इत्येतत् श्रायविरुद्धं भवेत् । तस्मात् नित्यालुप्तविज्ञानस्वरूप-
ज्ञेयातिरात्मा ब्रह्म, इत्येतमर्थः सर्वबोध-बोद्धव्ये आशुनः सिध्यति, नाशुथा । तस्मात्
“प्रतिबोध-विदितं मतम्” इति यथाव्याख्यातार्थार्थोऽस्माभिः ।

यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध-विदितमित्यशु वाक्यशु अर्थो वर्णयते । तत्र
भवति—सोपाधिकत्वे आशुनो बुद्ध्यापाधिस्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्य आशुना
आशुनं वेत्तीति संव्यवहारः । “आशुशेवाशुनं पशुति,” “स्वयमेवाशुनाशुनं
वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम” इति । न तु निरुपाधिकशुशुन एकत्वे स्वसंवेद्यता पर-
संवेद्यता वा संभवति । संवेदनस्वरूपत्वात् संवेदनाशुशुरापेक्षा च न संभवति, यथा
प्रकाशशु प्रकाशाशुशुरापेक्षया न संभवः, तद्वत् । बोद्धपक्षे,—स्वसंवेद्यताशुशु

क्षणभङ्गस्य निराश्रयकत्वञ्च विज्ञानञ्च श्रुत्वा । “न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्”, “नित्यं विभूय सर्वागतम्”, “स वा एष महानज आत्मा अजरोऽमरोऽमृतोऽभयः” इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन् । यत् पुनः ‘प्रतिबोध’ शब्देन—निनिमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्तश्चेत्यर्थं परिकल्पयन्ति । सकृद्विज्ञानं प्रतिबोधइत्यपरे ॥ निनिमित्तः सनिमित्तः सकृदा असकृदा प्रतिबोध एव हि सः ।

अमृतत्वमरणभावञ्च स्वप्नवस्थानञ्च मोक्षञ्च हि यस्माद्विन्दते लभते यथोक्ताञ्च प्रतिबोधाञ्च प्रतिबोध-विदितान्काञ्च, तस्माञ्च प्रतिबोध-विदितमेव मतमित्याभिप्रायः । बोधश्च हि प्रत्यागाद्यविषयकञ्च मतममृतत्वे हेतुः । न ह्यात्मनोऽनात्मत्वममृतत्वं भवति । आत्मत्वादनात्मत्वञ्च निनिमित्तमेव । एवं मर्त्यात्त्वमात्मनो यदविद्यया अनात्मत्व-प्रतिपत्तिः ।

कथञ्च पुनर्यथोक्त्या आत्मविद्यया अमृतत्वं विन्दते ? इत्यत आह ;—आत्मना स्वप्नेन स्वरूपेण विन्दते लभते, वीर्याञ्च बलञ्च सामर्थ्यात् । धनसहायमज्ज्ञोऽधितपोऽयोगकृतञ्च वीर्याञ्च मृत्युञ्च न शक्नोत्याभिभूयितुम् अनित्यवस्तुकृतत्वात् ; ‘आत्मविद्याकृतञ्च तु वीर्यामात्मनैव विन्दते, नात्रेनेति, अतोऽनन्तसाधनत्वात् आत्म-विद्यावीर्याञ्च, तदेव वीर्याञ्च मृत्युञ्च शक्नोत्याभिभूयितुम् । यत् एवमात्म-विद्याकृतञ्च वीर्यामात्मनैव विन्दते, अतो विद्यया आत्मविषयया विन्दतेऽमृतम् अमृतत्वम् । “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” इत्याश्रयणे । अतः समर्थो हेतुः,—“अमृतत्वं हि विन्दते” इति ॥ १२ ॥ ४ ॥

भाष्यानुवादः ।

विशेषज्ञदिगेर निकटं ब्रह्म ये विज्ञात नहे, इहा पूर्वेवै निर्णीतं हईयाछे । एखन ब्रह्मव्या एहै ये, ब्रह्म यदि एकान्तुहै अविज्ञात हन, अर्थात् काहाराँ निकटहै परिज्ञात मा हन, ताहा हईले त साधारण लोके ओ ब्रह्मज्ञे किछुमात्र विशेष वा पार्थक्य थाके ना ? आर ‘विशेषज्ञदिगेर तिनि अविज्ञात,’ एहै कथागुलिओ परस्पर-विरुद्ध ; अर्थात्, षिनि विशेषज्ञ, तिनि यदि ब्रह्मकेहै ना जानेन, तवे आर ताहार विशेषज्ञता कि रहिल ? भाल, सेहै ब्रह्मके कि उपाये सम्यग्रूपे जाना याइते पारे ? इहार उतरे बलितेछेन,—

তিনি প্রতিবোধে বিদিত হন । 'বোধ' শব্দে বৌদ্ধ প্রত্যয়, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে বুঝায় ; অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিই আত্মার বিষয়ীভূত বা আত্ম-প্রকাশ্য হয় ; সুতরাং ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই সেই আত্মা প্রকাশকরূপে বিদ্যমান আছেন ; অতএব, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী ও একমাত্র চৈতন্যরূপী আত্মা বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত একীভাবে পরিচ্ছাদিত হন, এবং উক্তপ্রকার বোধই সেই পরিচ্ছাদনের একমাত্র দ্বার বা উপায় । অতএব বুদ্ধিতে হইবে, যে সময় সর্ববোধের সাক্ষিরূপে আত্মাকে জানিতে পারে 'যায়', সেই সময়ই তদ্বিষয়ে সম্যক্ 'জ্ঞান' উপস্থিত হয় । আত্মার 'সর্ববোধ-দর্শিত্ব' জানিলেই তাঁহার যে উৎপত্তি ও ধ্বংসরাহিত্য, নিত্য জ্ঞানস্বরূপতা, বিশুদ্ধতা এবং সর্বভূতে নিবিশেষ ও একরূপে অবস্থিতি, তাহাও প্রমাণিত (পরিচ্ছাদিত) হয় । কারণ, ঘট ও গিরিগুহাদি উপাধিগত আকাশ যেমন 'আপার্ততঃ' বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও বিভিন্ন চিহ্ন (লক্ষণ) না থাকায় স্বরূপতঃ একরূপ, তেমনি বিভিন্ন উপাধিগত আত্মাও স্বরূপতঃ একরূপ । শক্তির তাৎপর্য এইকপ যে, তিনি বিদিত ও নহেন, অবিদিতও নহেন—তিনি তদুভয় স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ফলতঃ এই শক্তির এইকপ অর্থ হইলেই বিশুদ্ধ আত্মা তত্ত্বনিরূপণের উপসংহার সিদ্ধ হইতে পারে । অন্য শক্তিও তাহাকে 'দৃষ্টির দ্রুতা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের মননকর্তা এবং বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।"

কেহ কেহ 'প্রতিবোধ বিদিতম্' কথাটির এইরূপ অর্থ করেন যে, লোক-ব্যবহারে দৃষ্ট হয়,—'যাহা দ্বারা বৃক্ষের শাখা স্পন্দিত বা কম্পিত হইতেছে, তাহার নাম বায়ু' ; এইরূপে স্পন্দন-ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর পরিচয় প্রদান করা হয় বলিয়া, যেমন স্পন্দন-ক্রিয়াই বায়ুর লক্ষণ হইয়া থাকে, তেমনি আত্মাই বোধ-ক্রিয়ার কর্তা, সুতরাং এই বোধ-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা তৎকর্তা আত্মাকেও জানা যাইতে পারে ।

অতএব, 'প্রতিবোধ-বিদিত্ব' কথার অর্থ—বোধ বা জ্ঞান-ক্রিয়ারূপ লক্ষণ দ্বারা (ব্রহ্ম) বিদিত হন। এ পক্ষে বুঝা যায় যে, আত্মা কিন্তু বোধ-ক্রিয়া সমুৎপাদনে শক্তিমান বা সমর্থ বটে ; কিন্তু স্বয়ং বোধস্বরূপ নহে,—জড় পদার্থ। উক্ত বোধ-ক্রিয়া যখন উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন বুদ্ধিতে হইবে, যে সময় ঐ বোধ-ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়, আত্মা তখনই সেই বোধ-ক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া সবিশেষভাব প্রাপ্ত হন, আর যখন সেই বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বোধহীন আত্মা একটি জড় দ্রব্যরূপে পর্যায়সিত হন, এবং পূর্বোক্ত বোধরূপ বিশেষ ধর্মটি না থাকায় নির্বিশেষভাব লাভ করেন। অতএব, এই মতে, আত্মার সবিকারত্ব, সাবয়বত্ব, অনিত্যত্ব ও অবিশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, সে সকলের আর পরিহার করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

আর যে, কণাদমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন,—আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবার পর আত্মাতে যে বোধ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেই আত্মার বোধত্ব ঘটে ; কিন্তু আত্মা স্বয়ং বিকারী নহেন। খট-দ্রব্যো যেরূপ লৌহিত্য গুণ সমবেত বা সঙ্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতেও বোধগুণ সমবেত হয় মতি ; কিন্তু তাহা দ্বারা আত্মার বিকার ঘটে না ইত্যাদি। এই পক্ষেও ব্রহ্মের অচেতন দ্রব্যরূপতাই প্রমাণিত হয়,—চেতনত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহার ফলে ব্রহ্ম-স্বরূপ-বোধক 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বাধিত বা বিরুদ্ধার্থ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু আত্মা যখন নিরবয়ব, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ থাকা সম্ভব হয় না (সূত্রোং মনের সহিত তাহার একদেশের সঙ্গতও ঘটিতে পারে না)। বিশেষতঃ মনের সহিত তাহার সর্বদাই সঙ্গত থাকায় স্মৃতি বা স্মরণ-জ্ঞানের যে পারম্পর্য বা পর পর হইবার নিয়ম আছে, সেই নিয়মও কিছুতেই রক্ষা পায় না। শ্রুতি, স্মৃতি ও গায় বা যুক্তি দ্বারা আত্মার যে সংসর্গ-

ধর্মিত্ব বা সঙ্গিত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে আত্মাকে বোধ-বিশিষ্ট বলায় সেই সংসর্গ-ধর্মই কল্পিত হইয়া পড়ে। ‘আত্মা অসঙ্গ, অতএব কুত্রাপি সংসক্ত হন না’ এই শ্রুতি, ‘তিনি সর্ব জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু জগতে আসক্ত নহেন’ এই স্মৃতি এবং ‘গুণযুক্ত বস্তুই গুণযুক্ত অপর বস্তুর সহিত সম্মিলিত হয়, বিজাতীয় বস্তুর পরস্পর মিলিত হয় না ও হইতে পারে না’ এই প্রকার যুক্তি দ্বারাও সবি-শেষ মনের সহিত নির্বিশেষ আত্মার সংসর্গ বা সম্বন্ধ-কল্পনা বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, আত্মাকে ‘সর্ববোধ-সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিলেই তাহার মিত্য নির্বিকার, জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মভাব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইতে পারে, প্রকারান্তরে হইতে পারে না। অতএব, “প্রতিবোধ-বিদিতং মতম্” কথার আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রেত অর্থ।

আবার কেহ কেহ যে, ‘প্রতিবোধ’ শব্দে স্বসংবেদিতা অর্থ করিয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রেও আত্মার সোপাধিকভাব গ্রহণপূর্বক আত্মার সহিত তদুপাধি বুদ্ধ্যাদির প্রভেদ কল্পনা করিয়া ‘আত্মা আত্মাকে জানে’, এইরূপ ভেদ ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; [উপাধিক ভেদ স্বীকার না করিলে, বেদ্য-বেদিত্বভাবই হইতে পারে না] এই উপাধিক ভাবেই ‘আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করে’ ‘হে পুরুষোত্তম (ক্রমঃ)! তুমি নিজেই নিজকে জান’ ইত্যাদি ভেদ-ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারে ; কিন্তু আত্মা যদি উপাধিরহিত এক হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার স্বসংবেদিতা বা পরসংবেদিতা, কিছুই সম্ভবপর হয় না ; এবং সংবেদনস্বরূপ আত্মার অপর সংবেদন বা জ্ঞানেরও অপেক্ষা বা আবশ্যক হইতে পারে না। দেখা যায়, প্রকাশ-ময় দীপাদি বস্তুগুলি কখনই অপর প্রকাশের অপেক্ষা করে না। আর বৌদ্ধমতানুসারে স্বসংবেদিতা স্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের ক্ষণভঙ্গুরত্ব (ক্ষণিকত্ব) ও অসত্যতা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ

‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না ; কারণ বিজ্ঞান পদার্থটি অবিনাশী’, ‘নিত্য, বিভু ও সর্বগত’, ‘সেই আত্মা মহান, জরা, জন্ম, মরণ ও ভয় রহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের অর্থও বাধিত বা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর কেহ কেহ সুযুপ্ত ব্যক্তির বোধের গায় নির্নিমিত্ত (অহেতুক) বোধকে ‘প্রতিবোধ’ শব্দের অর্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। আবার অপব্যাপরে বলিয়াছেন যে, ‘প্রতিবোধ’ শব্দের অর্থ—সকল বিজ্ঞান, অর্থাৎ মোক্ষলাভের কারণীভূত জ্ঞান। সে যাহা হউক ; বিজ্ঞানসন্নিমিত্তই হউক আর নির্নিমিত্তই হউক, এবং একবারই হউক, বা অনেকবারই হউক, ফলতঃ উহা ‘প্রতিবোধ’ ভিন্ন আর কিছুই নহে। * [সূত্রাং ঐ কথা লইয়া আর আলোচনা করা অনাবশ্যক]। যেহেতু মুমুক্শুগণ প্রতিবোধে জায়মান আত্মানুভূতি হইতে অমৃতত্ব, অমরত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিতরূপে মোক্ষ লাভ করেন, অতএব প্রতিবোধে আত্মানুভূতি করাই প্রকৃত মত, অর্থাৎ যথার্থ বিজ্ঞান। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা প্রত্যেক বোধেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানই উক্ত অমৃতত্ব লাভে হেতু ; কেননা, আত্মার যে অমৃতত্ব, তাহা আত্মারই স্বরূপ,—আত্মা হইতে পৃথক নহে,

* তাৎপর্য্য,—বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি স্বয়ং অচেতন জড়পদার্থ, কিন্তু কাচের গায় স্বচ্ছ ও প্রতিবিশ্বগ্রহণে সমর্থ। বুদ্ধি নিজে অচেতন অপ্রকাশ হইলেও আত্মার প্রতিবিশ্ব-পাশত উজ্জ্বল ও পরপ্রকাশে সমর্থ হয়। যখনই ঘট-পটাদি কোনও বিষয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি হয়, তখনই তাহাতে আত্মচৈতন্যের প্রতিবিশ্বন বা অভিব্যক্তি হয়, বুদ্ধিতে হইবে। আত্ম-প্রতিবিশ্বযুক্ত উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিকেই ‘বোধ’ শব্দে অভিহিত করা হয়। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক বোধে অর্থাৎ ঘট-পটাদি-বিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতেই প্রকাশকরূপে আত্মচৈতন্যরূপী ব্রহ্মের সম্ভাব দর্শন করিয়া থাকেন ; এবং ইহাই অতি সুগম পন্থা। তাই শ্রুতি “প্রতিবোধ-বিদিতম্” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গায়মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে ; মনের সহিত সংযোগ হইলে তাহাতে জ্ঞান জন্মে ; আবার সেই মনোযোগ নষ্ট হইলেই আত্মা অগ্নিহীন অঙ্গারের গায় জ্ঞানহীন, অপ্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই এইমতে আত্মার শ্রুতিসম্মত জ্ঞানরূপতা সিদ্ধ হয় না। বৌদ্ধমতে জ্ঞানকে স্বসংবেদ্য অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলা হয় সত্য, কিন্তু ঐ জ্ঞানও ক্ষণভঙ্গুর (ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী), সূত্রাং অনিত্য। অতএব সেই মতেও শ্রুতি-সিদ্ধ জ্ঞানরূপী ব্রহ্মের নিত্যতা প্রমাণিত হয় না। অগ্ন্যাগ্ন মতেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা, নিত্যতা ও চৈতন্যরূপ সিদ্ধ হয় না ; এই কারণেই আচার্য্য ঐ সকল ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া শ্রুতিসম্মত পৃথক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূতরাং আত্মার অমৃতত্ব লাভ ফলতঃ নির্নিমিত্তই হইতেছে । এইরূপ আত্মার মর্ত্যত্বও (মরণশীলত্বও) অবিদ্যা দ্বারা অনাত্মত্ব-লাভ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

জিজ্ঞাসা করি, আত্ম-বিষয়ক বিদ্যা দ্বারা যে অমৃতত্ব-লাভ হয়, তাহার প্রণালী কিরূপ ? তদুত্তরে বলিতেছেন, মুমুক্শুব্যক্তি আত্মার স্বরূপপরিজ্ঞানে বল অর্থাৎ অমৃতত্ব-লাভের অনুরূপ সামর্থ্য লাভ করেন ; কিন্তু ধনসম্পৎ, মন্ত্র, ওষধি, তপস্যা ও যোগ দ্বারা যে, বীৰ্য্য (সামর্থ্য) লব্ধ হয়, তাহা কখনই মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, ঐরূপ সামর্থ্য অনিত্য বস্তু হইতেই লব্ধ, অভিপ্রায় এই যে, অনিত্য বস্তুসমূহ স্বয়ং মৃত্যুভয়ে কালক্রমে—বিনাশশীল ; সূতরাং তৎকৃত সামর্থ্য আর মৃত্যু-ভয় নিবারণ করিবে কিরূপে ? পরন্তু, আত্ম-জ্ঞান-লব্ধ সামর্থ্যটি সাক্ষাৎ আত্ম-প্রসূত অপর কোনও বাহ্য বস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করে না ; এই কারণে সেই আত্ম-বিদ্যা-সমুৎপাদিত বীৰ্য্যই মৃত্যুভয়-নিবারণে সমর্থ হয় । যেহেতু আত্ম-বিদ্যালব্ধ বীৰ্য্যই অমৃতত্ব সমুৎপাদনে সমর্থ ; অতএব এই আত্ম-বিষয়ক বিদ্যা দ্বারাই প্রকৃত অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করা যায় । অথর্ববেদীয় উপনিষদেও কথিত আছে যে, ‘বলহীন (আত্ম-বিদ্যালব্ধশক্তিহীন) পুরুষ এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না ।’ অতএব, শ্রুতি-কথিত “অমৃতত্বং হি বিন্দতে” এই হেতুটি উপযুক্তই হইয়াছে ॥১২।৪॥ “

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ।*

ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ

প্রেত্যাশ্মাল্লোকাদমৃত্যু ভবন্তি ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

* যদ্যপি সর্বত্র মূলগ্রন্থেষু “নচেদবেদীৎ” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি ভাষ্যে ‘নচেদিহাবেদীৎ’ ইতি প্রতীক-দর্শনাৎ মূলেহপি তাদৃশ এব পাঠঃ পরিগৃহীতঃ ।

व्याख्या ।

[मनुष्यः] इह (अग्निं लोके) चेत् (यदि) अवेदीत् (यथोक्तम् आत्मानं विदितवान्), अथ (तदा तत्र), सत्यम् (सद्भावः—परमार्थता) अस्ति (भवति) । इह चेत् [तत् ब्रह्म] न अवेदीत्, [तदा] महती विनष्टिः (विनाशः—जन्म-मरणादिप्रवाहः) [भवति] । [तस्मात्] धीराः (धीमन्तः) भूतेषु भूतेषु (सर्गभूतेषु) [एकम् आत्तत्त्वम्] विचित्य (विज्ञाय साक्षात्कृत्य), अस्मात् लोकात् प्रेत्य (व्यावृत्य) अमृताः भवन्ति (ब्रह्मैव भवन्तीति भावः) ॥

अनुवादः ।

मनुष्य यदि इह लोके ब्रह्मस्वरूप उपलब्धि करिते পারে, তাঁহা হইলে তাহার 'সত্য' লাভ হইতে পারে; আর যদি ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তবে মহৎ অনিষ্ট হয়। জানিগণ প্রত্যেক ভূতে এক ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কষ্টা খলু সুর-নর-তির্য্যক্-প্রেতাदिषु संसार-दुःखबहलेषु प्राणिनिकायेषु जन्म-जरा-मरण-रोगादिसं प्राप्तिरज्जानात् ; अत ईहैव चेत् मनुष्योऽधिकृतः समर्थः सन् यदि अवेदीत् आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदितवान् यथोक्तेन प्रकारेण । अथ तदस्ति सत्यम्—मनुष्यजन्ममृत्स्मिन् अविनाशोऽर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यात् विद्यते । न चेदिह अवेदीदिति । न चेदिह जीवन्मृत्युः अधिकृतः अवेदीत्—न विदितवान्, तदा महती दीर्घा अनन्ता विनष्टिर्विनाशनं जन्मजरामरणादि-प्रवक्ता-विच्छेद लक्षणा संसारगतिः । तस्मादेवं गुण-दोषो विजानन्तो ब्राह्मणाः भूतेषु भूतेषु सर्गभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एकमात्तत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य ममाहंभावलक्षणात् अविद्यारूपात् अस्मात् लोकात् उपरम्य सर्वात्मिकत्वभावम् अद्वैतम् आपन्नाः सन्तः अमृता भवन्ति ब्रह्मैव, भवन्तीत्यर्थः । “स यो ह वै तत् परं ब्रह्म वेद, ब्रह्मैव भवति” इति श्रुतेः ॥ १३ ॥ ५ ॥

इति श्रीमत्परमहंस-परिव्राजकाचार्य-श्रीमच्छकुरभगवत्पादकृतौ

केनोपनिषत्पदभाष्ये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই সংসারে জীবগণ অজ্ঞানবশতঃ সুর, নর, পশু, পক্ষী ও প্রেত-প্রভৃতি দুঃখ-প্রচুর প্রাণিদেহ ধারণপূর্বক কষ্টকর জন্ম, জরা, মরণ ও রোগাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় । অতএব, অধিকারী মনুষ্য যদি শক্তিমান হইয়া পূর্বেবক্ত আত্মাকে উক্ত প্রকারে যথাযথভাবে জানিতে পারে, তাহা হইলে এই মনুষ্যজন্মেই তাহার সত্য লাভ হয় । এখানে 'সত্য' অর্থে—অবিনাশ (মৃত্যু-অতিক্রম), অথবা অর্থবত্তা (জীবনের সফলতা), কিংবা সদ্ভাব (যথার্থ সত্যতা), অথবা পরমার্থতা বুঝিতে হইবে । আয় মনুষ্য অধিকারী হইয়াও যদি জীবদবস্থায় আত্মাকে জানিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী বিনাশ, অর্থাৎ জন্ম-জরা-মরণাদি-প্রবাহময় সংসার-প্রাপ্তি হইয়া থাকে । এই কারণেই উক্ত প্রকার গুণ ও দোষে অভিজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ সুরীগণ 'সর্বদেহতে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা' সাক্ষাৎকার করিয়া 'আমি আমার' ভাবপূর্ণ অবিজ্ঞাময় ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন । অনন্তর সেই আত্মিকত্ব-দর্শনের ফলে অদ্বৈত ও আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন । সেই যে ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানে, সে নিজেও ব্রহ্মই হইয়া পড়ে' এই শ্রুতিই কথিত বিষয়ে প্রমাণ ॥ ১৩ ॥ ৫ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্-ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

কেনোপনিষৎ ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে,
তশ্চ হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োইস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।

ব্রহ্ম হ (কিল) দেবেভ্যঃ (দেবহিতার্থম্) বিজিগ্যে (জয়ং লক্ষবৎ অর্থাৎ দেবানাম্ অসুরাণাং চ সংগ্রামে জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেত্ত্বূন্ অসুরান্ জিত্বা দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রার্থচ্ছৎ) । তশ্চ ব্রহ্মণঃ হ বিজয়ে দেবাঃ অমহীয়ন্ত (মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ) । তে (দেবাঃ) [তৎ অজানন্তঃ] ঐক্ষন্ত (ঈক্ষিতবন্তঃ—) অস্মাকম্ এব অয়ং বিজয়ং, অস্মাকম্ এব অয়ং মহিমা চ ইতি ॥

অনুবাদ ।

ব্রহ্ম একদা ঐশ্বরিক-নিয়ম-লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে দেবহিতার্থে পরাজিত করেন; সেই ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবগণ (নিজেদের জয় মনে করিয়া) গৌরব বোধ করিয়াছিলেন, তাহারা মনে করিয়াছিলেন, এই বিজয় এবং মহিমা আমাদেরই,—অণ্ডের নহে ॥ ১৪ ॥ ১ ॥]

শাকরভাষ্যম্ ।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে । “অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্” ইত্যাদিশ্রবণাৎ বৃদন্তি, তদ্বিজ্ঞাতং প্রমাণৈঃ, যন্মাস্তি, তদবিজ্ঞাতং শশবিষাণকল্প-মত্যন্তমেবাসৎ দৃষ্টম্ । তথৈদং ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসদেবেতি মন্দবুদ্ধীনাং ব্যামোহো মাভূদিতি, তদর্থেষুমাখ্যায়িকা আরভ্যতে । তদেব হি ব্রহ্ম সর্বপ্রকারেণ প্রশান্ত, দেবানামপি পরোদেবঃ ; ঈশ্বরাণামপি ঈশ্বরো হুর্বিজ্ঞেয়ঃ, দেবানাং জয়হেতুঃ অসুরাণাং পরাজয়হেতুঃ ; তৎ কথং নাস্তীতি, এতশ্চ অর্থশ্চ অনুকূলানি হুঁতরাণি বচাংসি দৃশ্যন্তে । অথবা ব্রহ্ম-বিজ্ঞায়াঃ স্তুতয়ে । কথম্ ? ব্রহ্ম-বিজ্ঞানাং হি অগ্ন্যা-

দয়ো দেবানাং শ্রেষ্ঠত্বং জগুঃ, ততোহপি অতিতরামিহ ইতি । অথবা দুর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, ইত্যেতৎ প্রদর্শ্যতে ;—যেন অগ্ন্যাদয়োহতিতেজসোহপি ক্লেশেনৈব ব্রহ্ম বিদিতবন্তঃ, তথেক্তো দেবানামীশ্বরোহপি সন্ ইতি বক্ষ্যমাণোপনিষদ্বিধিপরং বা সর্বং ব্রহ্মবিদ্যাব্যতিরেকেণ, প্রাণিনাং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাণ্ডভিমানো মিথ্যা, ইত্যেতদর্শনার্থং বা আখ্যায়িকা । যথা দেবানাং জঘ্নাণ্ডভিমানস্তদ্বদিতি ।

ব্রহ্ম যথোক্তলক্ষণং পরং হ কিল দেবেভ্যোহর্থায়, বিজিগ্যে জয়ং লব্ধবৎ, দেবানামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামেহসুরান্ জিত্বা জগদরাতীন্ ঈশ্বরসেতুভেত্ত্বান্ দেবেভ্যো জয়ং তৎফলং চ প্রাপচ্ছৎ জগতঃ স্থেয়ে । তস্ম হ কিল ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবাঃ অগ্ন্যা-দয়ঃ অমহীয়ন্তু—মহিমানং প্রাপ্তবন্তঃ, ত্বিদা আত্ম-সংস্থ প্রত্যগাত্মন ঈশ্বরশ্চ সর্বজ্ঞশ্চ সর্বক্রিয়াফলসংযোজয়িতুঃ প্রাণিনাং সর্বশক্তেঃ জগতঃ স্থিতিং চিকীর্ষোঃ অয়ং জয়ো মহিমা চ, ইত্যজানন্তুস্তে দেবা ঐক্ষন্ত—ঈক্ষিতবন্তঃ অগ্ন্যাদিষ্বরূপ-পরিচ্ছিন্নাত্মকৃতঃ অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা অগ্নিবাষিদ্ধত্বাদি-লক্ষণো জয়ফলভূতোহস্মাভিরনুভূয়তে, নাস্মৎপ্রত্যগাত্মভূর্তেশ্বরকৃতঃ, ইত্যেবং মিথ্যাভিমানলক্ষণবতাম্ ॥১৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম বস্তু বিজ্ঞদিগের অবিজ্ঞাত, আর অজ্ঞদিগের নিকট বিজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত হয় । [এখন কথা হইতেছে এই যে,] সাধারণতঃ দেখা যায়, যে বস্তু আছে, অর্থাৎ সম্ভাবান্, তাহাই প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত হয় ; আর যাহা নাই—শশ-বিষাণের ন্যায় একেবারেই অসৎ, তাহাই অবিজ্ঞাত থাকে । এতদনুসারে মন্দমতি লোকের মনে শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মও যখন অবিজ্ঞাত, তখন নিশ্চয়ই তিনিও শশ-বিষাণেরই মত অসৎ—অবস্তু । মন্দমতিগণের উক্ত আশঙ্কা (ভ্রম) অপনয়নার্থ বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে,—

দুর্জ্ঞেয় সেই ব্রহ্মই যখন সর্ব জগতের সর্বতোভাবে শাসনকর্তা, দেবগণেরও পরদেবতা, অপরাপর ঈশ্বরদিগেরও (শক্তিশালিগণেরও) ঈশ্বর (প্রভু), দেবগণের বিজয়প্রদ এবং অসুরগণের পরাজয়-

কারী, তখন তিনি নাই কি প্রকারে?—অবশ্যই আছেন। এই খণ্ডের পরবর্তী বাক্যসমূহেও এই তত্ত্বেরই বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

অথবা ব্রহ্মবিচারই স্তুতির জন্য এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে; কেননা, ব্রহ্ম-জ্ঞানের বলেই ইন্দ্রাদি দেবগণ অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্মবিচার ফলেই দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

অথবা এই আখ্যায়িকায় ব্রহ্মের দুর্বিবজ্জয়তা প্রদর্শিত হইতেছে। কারণ, অতিতেজা অগ্নিপ্রভৃতি দেবতারাও অতি ক্রেশেই ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। অধিক কি, ইন্দ্র দেবপতি হইয়াও ক্রেশেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। অতএব, উপনিষৎ-পদবাচ্য-ব্রহ্মবিজ্ঞা-বিধানার্থ, কিংবা ব্রহ্মবিজ্ঞাই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন প্রাণিগণের যে, কর্তৃত্বাদি অভিমান আছে, তৎসমস্তই মিথ্যা, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

পূর্বোক্ত-লক্ষণান্বিত পরব্রহ্ম একসময় দেবগণের নিমিত্ত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবাসুর-সংগ্রামে জগতের পরম শত্রু এবং ঐশ্বরিক নিয়মের উল্লঙ্ঘনকারী অসুরগণকে জগতের রক্ষার জন্য পরাজিত করিয়া, দেবগণকে জয় ও জয়ফল প্রদান করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই বিজয় যে আত্ম-গত (অন্তর্যামী), সর্বব্যাপী, সর্বব্রহ্ম, সর্বশক্তি, প্রাণিগণের সর্বক্রিয়ার ফলপ্রদ, এবং জগতের স্থিতি-চিকীর্ষু পরমেশ্বরেরই বিজয়, তাহা না জানিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মহিমা (গর্ব) অনুভব করিতেছিলেন। অগ্নি প্রভৃতি পরিচ্ছিন্নরূপধারী সেই দেবগণ বুঝিয়াছিলেন,—আমাদেরই এই মহিমা অর্থাৎ বিজয়-গৌরব; এই কারণেই আমরা অগ্নিত্ব, বায়ুত্ব ও ইন্দ্রত্বাদি রূপ বিজয়-ফল অনুভব করিতেছি; কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ

পরমেশ্বররূপে এই বিজয় নহে । তাঁহারা এইরূপ মিথ্যা অভিমান বোধ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥ ১ ॥

তদ্বৈষাং বিজ্ঞেহ তেভ্যো হ প্রাহুর্ভূব ।

তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।

[ব্রহ্ম] হ এষাম্ (দেবানাম্) তৎ (ঈশ্বর-মহিম-বিষয়ে মিথ্যেক্ষণম্) বিজ্ঞেহী (বিজ্ঞাতবৎ) । তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) হ [ব্রহ্ম] প্রাহুর্ভূব । তৎ (প্রাহুর্ভূতং ব্রহ্ম দৃষ্টা অপি) ইদং যক্ষম্ (পূজ্যং মহতম্) কিম্ ইতি [তে] ন ব্যজানত (ন বিজ্ঞাতবন্তঃ) ॥

অনুবাদ ।

ব্রহ্ম দেবগণের সেই মিথ্যাজ্ঞান বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন । তিনি দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু দেবগণ ঐ আবির্ভূত রূপ দর্শন করিয়াও এই মহৎ পূজনীয় মূর্তিটি যে কি, তাহা বুদ্ধিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

এবং মিথ্যাভিমানক্ষণবতাং তৎ হ কিলৈষাং মিথ্যেক্ষণং বিজ্ঞেহী বিজ্ঞাতবদ্ ব্রহ্ম ; সর্বেক্ষিত্ব হি তৎ সর্বভূত-করণপ্রয়োক্ত্বাং দেবানাঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানমুপলভ্য মৈবাস্বরবদেবা মিথ্যাভিমানাং পরাভবেয়ুরিতি তদনুকম্পয়া দেবান্ মিথ্যাভিমানা-পনোদনেন অনুগ্রহীয়াম্, ইতি তেভ্যো দেবেভ্যো হ কিল অর্থাৎ প্রাহুর্ভূব— স্বযোগমাহা ত্বানির্দ্বিতেন মেত্যত্বেন বিদ্বানপনীয়েন রূপেণ দেবানামিন্দ্রিয়গোচরে প্রাহুর্ভূব । তৎ প্রাহুর্ভূতং ব্রহ্ম ন ব্যজানত—নৈব বিজ্ঞাতবস্তো দেবাঃ,— কিমিদং যক্ষং মহতমিতি ॥ ১৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্ম দেবগণের সেই ভ্রান্ত-চিন্তা জানিতে পারিয়াছিলেন ; কারণ, তিনি সর্বভূতের ইন্দ্রিয়-বর্গের পরিচালন করেন বলিয়া সর্বদর্শী । তিনি দেবগণের পূর্বোক্তপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রান্তি) বুদ্ধিতে পারিয়া চিন্তা করিলেন যে, দেবগণও অস্বরগণেরই মত মিথ্যাভিमानে বিমুগ্ধ না হউক, দেবগণের মিথ্যাভিমান অপনোদন করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিব ; এইরূপ স্থির করিয়া সেই দেবগণের

হিতার্থ তিনি সেখানে আবির্ভূত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় অদ্ভুত যোগ-প্রভাবে বিরচিত বিস্ময়কর-রূপে দেবগণের দৃষ্টি-গোচরে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু দেবগণ সেই প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মরূপটি দেখিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, এই মহৎ বিস্ময়কর পূজনীয় রূপটি কি ? ১৫ ॥ ২ ॥

তেহগ্নিমক্রবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি ।

কিমেতদ্ যক্ষমিতি । তথেতি ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।

তে (দেবাঃ) অগ্নিম্ অক্রবন্ (উক্রবন্তঃ)—হে জাতবেদঃ (সর্গজ্ঞকল্প, স্বম্) এতৎ (অগ্নিদৃশ্যেচনস্বম্) বিজানীহি (বিশেষকঃ বুদাস্ব) কিম এতৎ যক্ষম্ ইতি । [অগ্নিঃ] তথা (এবম্ অস্ব) ইতি । কহা তৎ অভ্যদ্রবৎ, ইত্যাতবেদঃ সম্বন্ধঃ ॥

অনুবাদ ।

সেই দেবগণ অগ্নিকে বলিয়াছিলেন, হে জাতবেদঃ—অগ্নে ! সমীপস্থ এই যক্ষাট কি পদার্থ, তুমি [বাইয়া] তাহা অবগত হও । অগ্নিও তথাস্ত্ব বলিয়া [তাহার দিকে ধাবিত হইলেন] ॥ ১৬ ॥ ৩ ॥

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোহসীতি ।

অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

[অগ্নিঃ] তৎ (যক্ষম্), অভ্যদ্রবৎ (প্রতিগতবান্) । [যক্ষম্] তম্ (অগ্নিম্) অভ্যবদৎ (প্রতীভাষত) [ত্বম্ । কঃ অসি ইতি ? অহম্ অগ্নিঃ (অগ্রং নয়তীতি) বৈ (প্রসিদ্ধঃ) অস্মি ইতি, জাতবেদাঃ (জাতান্ উৎপন্নান্ বেত্তীতি) বৈ (অপি) অহম্ অস্মি ইতি [অগ্নিঃ] অব্রবীৎ ॥

অনুবাদ ।

অগ্নিইব সেই যক্ষসমীপে উপস্থিত হইলেন ; যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে ? অগ্নি বলিলেন—আমি অগ্নি ও জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৭ ॥ ৪ ॥]

তস্মিন্‌স্থয়ি কিং বীর্যমিতি । অপীদং সৰ্বং দহেয়ম্,
যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ১৮॥৫ ॥

ব্যাখ্যা ।

[যক্ষ্ম্ অবাচং] তস্মিন্‌ (এবং প্রসিদ্ধগুণ-নামবতি) স্থয়ি কিং বীর্যম্
(শক্তিঃ) অস্তি ইতি ? [অগ্নিঃ অববীৎ] পৃথিব্যাম্ ইদম্ (স্থাবরাদি) যৎ [অস্তি],
ইদং সৰ্বম্ অপি দহেয়ম্ ইতি ॥

অনুবাদ ।

[যক্ষ্ম্ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন] তোমার সামর্থ্য কি প্রকার ? [অগ্নি বলি-
লেন] এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, আমি তৎসমস্তই দগ্ধ করিতে
পারি ॥ ১৮ ॥ ৫ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদহেতি । তদুপপ্রেয়ায় । সৰ্ব্বজবেন
তন্ন শশাক দগ্ধম্ । স তত এব নিববৃতে; নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুম্, বাদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১৯ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

এতৎ দহ হাত [উক্তা] [যক্ষ্ম্] তস্মৈ (তস্মৈ অভিমানবতঃ অগ্নেঃ পুরতঃ)
[একম্] তৃণং নিদধৌ (স্থাপিতবৎ) । [অগ্নিঃ] সৰ্ব্বজবেন (সৰ্ব্বোৎসাহকৃতেন
বেগেন) তৎ (তৃণম্) উপপ্রেয়ায় (তৎসমীপং গতবান্) । তৎ [তু] দগ্ধম্ ন শশাক
(সমর্থো নাভূৎ) । সঃ (অগ্নিঃ) ততঃ (যক্ষ্মাৎ) এব নিববৃতে (নিবৃত্তঃ বভূব)
[প্রত্যাগতশ্চ দেবান্ অববীৎ—] যৎ এতৎ যক্ষ্মম্, এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অহং ন
অশকম্ (শক্তঃ নাভবম্) ॥

অনুবাদ ।

“এইটি দগ্ধ কর” বলিয়া এক সেই অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন
করিলেন । অগ্নিও উৎসাহ সহকারে সত্বর তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু
তৃণটি দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন,
এবং দেবগণকে বলিলেন, এই যক্ষ্ম যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ॥১৯॥৬॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তে তদজানস্তো দেবাঃ সান্তর্ভয়াঃ তদ্বিজিজ্ঞাসবঃ অগ্নিম্ অগ্রগামিনং
জাতবেদসং সৰ্ব্বজ্ঞকল্পম্ অক্রবন্ উক্তবন্তঃ—হে জাতবেদঃ এতৎ অগ্নদগোচরম্

যক্ষং বিজানৌহি বিশেষতো বৃধ্যস্ব, ত্বং নস্তেজস্বী, কিমেতৎ যক্ষমিতি । তথাস্তি
ইতি তদ যক্ষম্ অভি অদ্রবৎ, তৎ প্রতি গতবান্ অগ্নিঃ । তৎ চ গতবস্তং পিপৃচ্ছিষুং
তৎসমীপে অপ্রগল্ভত্বাৎ তুষ্ণীভূতং তৎ যক্ষম্ অভ্যবদৎ অগ্নিং প্রত্যভাষত—
কোহসীতি । এবং ব্রহ্মণা পৃষ্ঠোহগ্নিঃ অত্রবীৎ—অগ্নিঃ বৈ অগ্নিনা মাহং প্রসিদ্ধঃ,
জাতবেদা ইতি চ, নামদ্বয়েন প্রসিদ্ধতয়া আত্মানং প্লাঘয়ন্ । ইত্যেবমুক্তবস্তং ব্রহ্ম
অবোচৎ—তস্মিন্ এবং প্রসিদ্ধগুণনামবতি ত্বয়ি কিং বীর্য্যং সামর্থ্যম্ ইতি ?
সোহত্রবীৎ—ইদং জগৎ সৰ্ব্বং দহেয়ং, ভস্মীকুর্য্যাম্—যদিদং স্থাবরাদি পৃথিব্যাম্
ইতি । পৃথিব্যাম্ ইত্যপ লক্ষণার্থম্ ; যতঃ অন্তরিক্ষস্থমপি দহত এবাগ্নিনা । তস্মৈ
এবমভিমানবতে ব্রহ্ম ত্বং নিদর্শো পুরোহগ্নেঃ স্থাপিতবৎ । ব্রহ্মণা 'এতৎ ত্বণমাত্রং
মমাগ্রতোদহ—ন চেদসি দগ্নুং সমর্থঃ, মুঞ্চ দগ্নুং ত্বাভিমানং সৰ্ব্বত্র', ইত্যুক্তঃ তৎ
ত্বণমুপপ্রেয়ায় ত্বণসমীপং গতবান্ সৰ্ব্বজবেন সৰ্ব্বোৎসাহকৃতেন বেগেন, গত্বা তৎ
ন শশাক নাশকং দগ্নু ম্ । স জাতবেদাঃ ত্বং দগ্নু মশক্তো ব্রীড়িতো হতপ্রতিষ্ঠঃ
তত এব যক্ষাদেব তুষ্ণীং দেবান্ প্রতি নিববৃতে নিবৃত্তঃ প্রতিগতবান্ নৈতৎ যক্ষম্
অশকৎ শক্তবান্ অহং বিজ্ঞাতুং বিশেষতঃ—যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১৬, ৩—১৯, ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই দেবগণ দৃশ্যমান যক্ষের তদ্ব বৃষ্টিতে না পারিয়া মনে মনে
ভীত হইয়া, তাঁহার তদ্ব জানিবার ইচ্ছায় সর্বলজ্জপ্রায় এবং সকলের
অগ্রগামী অগ্নিকে বলিলেন—হে জাতবেদঃ ! আমাদের মধ্যে তুমিই
একমাত্র তেজস্বী ; অতএব আমাদের সন্নিহিত এই যক্ষটি কে, তাহা
তুমি বিশেষ করিয়া অবগত হও, অর্থাৎ তুমিই উহার সংবাদ জানিয়া
আইস । অগ্নি 'তথাস্তি' বলিয়া সেই যক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন ।
অগ্নি তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, অনুদ্রতভাবে তুষ্ণীভূত হইয়া
রহিলেন । তখন সেই যক্ষ অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন—
তুমি কে ? অগ্নিদেব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, দুইটি প্রসিদ্ধ নামে
আত্মপ্লাঘা-খ্যাপন-পুরঃসর বলিলেন—আমি জাতবেদাঃ ও অগ্নি নামে
প্রসিদ্ধ । ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ত এবংবিধ গুণ ও
নামান্বিত ; তোমার বীর্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য কিরূপ ? অগ্নি বলিলেন—

এই পৃথিবীতে স্থাবরাদি যে কিছু পদার্থ আছে, সেই সমস্তকে আমি ভস্মীভূত করিতে পারি । [যেহেতু অগ্নি দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ বস্তু-নিচয়ও ভস্মীভূত হয়, অতএব পৃথিবী পদটি অন্তরিক্ষেরও উপলক্ষণ বা বোধক বুঝিতে হইবে] । ব্রহ্ম তাদৃশ অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটি মাত্র তৃণ স্থাপন-পূর্বক বলিলেন,—হে অগ্নে ! তুমি আমার সম্মুখে এই তৃণটি দগ্ধ কর । যদি এই তৃণ-দাহে সমর্থ না হও, তবে নিজের দগ্ধত্বাভিমান (আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি, এইরূপ গর্ব) পরিত্যাগ কর । অগ্নিদেব ব্রহ্মের আদেশানুসারে সম্পূর্ণ বেগ ও উৎসাহ সহকারে সেই তৃণসমীপে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তিনি সেই তৃণটিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না । জাতবেদা অগ্নি সেই তৃণ-দাহে অশক্ত হইলেন, এবং লজ্জিত ও প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হইয়া মৌনিভাবে যক্ষের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—এই যক্ষ, 'যে কি পদার্থ, তাহা আমি বিশেষভাবে অবগত হইতে পারিলাম না । ১৬, ৩—১৯, ৬ ॥

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষ-
মিতি । তথেতি ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।

অথ (অনন্তরম্) । দেবীঃ] বায়ুম্ অব্রুবন্—হে বায়ো, কিম্ এতৎ যক্ষম্,
ইতি এতৎ বিজানীহি । তথা (এবমস্তু) ইতি [বায়ুঃ অত্রবীদিতি শেষঃ] ॥

অনুবাদ ।

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো ! তুমি জানিয়া আইস—এই
যক্ষটি কে ? বায়ু বলিলেন—তাহাই হউক ॥ ২০ ॥ ৭ ॥

তদভ্যদ্রবৎ ; তমভ্যবদৎ—কোহসীতি । বায়ুর্বা অহমস্মী-
ত্যত্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ২১ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।

[বায়ুশ্চ] তৎ (যক্ষম্) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) অদ্রবৎ । [যক্ষৎ চ] তম্ (বায়ুম্)

অভ্যবদৎ (পপ্রচ্ছ)—[ত্বম্] কঃ অসি । বায়ুঃ বৈ অহম্ অস্মি ইতি, মাতরিখা^১
বৈ অহম্ অস্মি ইতি চ [বায়ুঃ] অব্রবীৎ ॥

অনুবাদ ।

বায়ু সেই যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন । যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—তুমি কে ? বায়ু বলিলেন—আমি বায়ু, আমি মাতরিখা ॥২১॥৮॥

তস্মিন্‌স্বয়ি কিং বীৰ্য্যমিতি ? অপীদৎ সৰ্ব্বমাদদীয়ম্ * —
যদিদৎ পৃথিব্যামিতি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।

তস্মিন্‌ স্বয়ি কিং বীৰ্য্যম্ ইতি • [যক্ষম্ অবোচৎ] । [বায়ুঃ অব্রবীৎ]—ইদং
সৰ্ব্বম্ অপি আদদীয়ম্ (আদদীয় গৃহীয়াম্)—যৎ ইদং পৃথিব্যাম্ ইতি ॥

অনুবাদ ।

সেই যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতাদৃশ তোমার বীৰ্য্য বা ক্ষমতা কি
প্রকার ? বায়ু বলিলেন, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি তৎসমস্তই আদানু
অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারি ॥ ২২ ॥ ৯ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বৈতি । তদুপপ্রেয়ায় ।
সৰ্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্ । স তত এব নিববৃতে ;
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ২৩ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।

[যক্ষং চ] তস্মৈ (বায়বে) তৃণং নিদধৌ এতৎ আদৎস্ব ইতি । [বায়ুঃ]
তৎ (তৃণম্) উপপ্রেয়ায় । সৰ্ব্বজবেন তৎ ন শশাক আদাতুম্ । সঃ (বায়ুঃ)
ততঃ (যক্ষাৎ) এব নিববৃতে, ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং যৎ এতৎ
যক্ষম্ ইতি ॥

অনুবাদ ।

যক্ষ তাদৃশ শক্তি-গম্বিত বায়ুর নিকট একটি তৃণ রক্ষা করিয়া বলিলেন—
তুমি ইহা গ্রহণ কর । বায়ু সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ বল ও উৎসাহ
প্রয়োগেও তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন দেবগণের নিকট

‘প্রত্যাবৃত্ত হইয়য়া বলিলেন—এই যক্ষ যে কে, তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥ ২৩ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অথ বায়ুমিতি । অথ অনন্তরং বায়ুমক্রবন্—হে বায়ো এতদ্বিজানীহি ইত্যাদি-
সমানার্থং পূর্বেণ । বানাৎ—গমনাৎ, গন্ধনাদ্ বা বায়ুঃ । মাতরি অন্তরিক্ষে স্বয়তীতি
মাতরিখ্যা । ইদং সর্বমপি আদদীয় গৃহীয়াম । যদিদং পৃথিব্যামিত্যাди সমান-
মেব ॥ ২০, ৭ ॥ ২১, ৮ ॥ ২২, ৯ ॥ ২৩, ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর, দেবগণ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো ! তুমি এই যক্ষকে
জানিয়া আইস, ইত্যাদি আর সমস্তই পূর্বশক্তি অর্থের অনুরূপ ।
‘বা’ ধাতুর অর্থ গমন অথবা গন্ধগ্রহণ ; বায়ু সেই কার্য করে বলিয়া
‘বায়ু’ এবং অন্তরিক্ষে বিচরণ করে বলিয়া ‘মাতরিখ্যা’ সংজ্ঞায়
‘অন্তিহিত হইয় । এই পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই
আমি গ্রহণ করিতে পারি ইত্যাদি অগাণ্ড অংশের অর্থ পূর্বের
মত ॥ ২০, ৭—২৩, ১০ ॥

অথেন্দ্রমক্রবন্, মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষ-
মিতি । তথেন্ তদভ্যদ্রবৎ । তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ২৪ ॥ ১১ ॥

ব্যাক্য ।

অথ (অনন্তরম্) [দেবাঃ] ইন্দ্রম্ অক্রবন্—হে মঘবন্ (পূজাশালিন্ ইন্দ্র) !
কিম এতৎ যক্ষম্ ইতি, এতৎ বিজানীহি । [ইন্দ্রঃ চ] তথা (এবম্ অন্ত) ইতি
[উক্তা] তৎ (যক্ষম) অভ্যদ্রবৎ । ! এক্স তু] তস্মাৎ (সমীপবর্তিনঃ ইন্দ্রাৎ)
তিরোদধে (অন্তহিতম্ অভূৎ) ॥

অনুবাদ ।

অনন্তর, দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে পূজ্য ইন্দ্র ! এই যক্ষটি কে,
তাহা তুমি জানিয়া আইস । ইন্দ্রও ‘তথাস্ত’ বলিয়া যক্ষাভিমুখে গমন করিলেন,
কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তহিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ ১১ ।

स तस्मिन्नेवाकाशे द्वियमाङ्गाम् बहुशोभमानाम्
हैमवतीम् । तां होवाच किमेतद् यक्षमिति ॥ २५ ॥ १२ ॥

इति तृतीयः खण्डः ।

व्याख्या ।

सः (इन्द्रः) तस्मिन् एव आकाशे द्वियम् (स्त्रीरूपां) बहुशोभमानां हैमवतीं
(हेमकृताभरणवतीम् इव ; हिमवतः तनयां वा) उमाम् (दुर्गरूपेण प्रादुर्भूताम्)
[यक्ष-वृत्तास्त-ज्जापनसमर्थां मत्वा] अङ्गाम्, तां ह (स्फुटम्) उवाच किम् एतं
यक्षम् इति ॥

अनुवाद ।

सेई अशुवरिक्के बहुविध शोभासम्पन्नं, एवं येन हेमाभरणे भूषित, अथवा
हिमालय-दुहिता उमाके स्त्रीरूपे आविर्भूत देधिया यक्षेर वृत्तास्त ज्जापने
समर्थ मने करिया, देवराज इन्द्र तँहार समीपे गमन करिलेन, 'एवं तँहाके
जिह्जासा करिलेन, এই यक्षटी के ? २५ ॥ १२ ॥]

इति तृतीयः खण्डः ।

शाङ्करभाष्यम् ॥

अथेन्द्रमिति । अथेन्द्रमक्रवन्—मघवन् एतद्विजानीहि इत्यादि पूर्ववत् । इन्द्रः
परमेश्वरो मघवन्, बलवद्वा, तथेति तदत्र्यद्रवत्, तस्मात् इन्द्रात् आशु-समीपं गतां
तद् ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम्, इन्द्रश्च इन्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निराकर्तव्य इति,
अतः संवादमात्रमपि नादात् ब्रह्म इन्द्राय । तद् यक्षं तस्मिन् आकाशे आकाशप्रदेशे
आश्वानं दर्शयित्वा तिरोभूतम्, इन्द्रश्च ब्रह्मगस्तिरोधानकाले तस्मिन्नाकाशे आसीत्, स
इन्द्रः तस्मिन् एव आकाशे तद्गृह्णा, किं तद् यक्षमिति ध्यायन्, न निवृत्तेऽग्यादिवत्,
तश्च इन्द्रश्च यक्षे भक्तिं वृत्त्वा विष्ठा उमा रूपिणी प्रादुर्भूत् स्त्रीरूपा । स इन्द्रः ताम्
उमां बहुशोभमानां सर्केषां हि शोभमानानां शोभनतमां विष्ठां, तदा बहु-
शोभमानमिति विशेषणमुपपन्नं भवति । हैमवतीं हेमकृताभरणवतीमिव
बहुशोभमानामित्यर्थः । अथवा उमैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव
सर्कज्जेन क्षिप्रेण सह वर्द्धत इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामुपज्जगाम । इन्द्रः

তাং হ উমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ—ক্রহি কিমেতদর্শয়িষ্য। তিরোভূতং
যক্ষমিতি ॥২৪।১১॥২৫।১২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ

কেনোপনিষৎপদভাষ্যে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—হে মঘবন্! ইহা জানিয়া
আইস; ইত্যাদি পূর্ববৎ। ‘ইন্দ্র’ অর্থ পরমেশ্বর, এবং ‘মঘবন্’ অর্থ
বলবান্। মঘবা ইন্দ্র ‘তথাস্তু’ বলিয়া যক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন।
ইন্দ্রের ঈশ্বরত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্ম
ইন্দ্রের সহিত কথা পর্যালু বলিলেন না। সেই যক্ষণ্ণে আকাশ-প্রদেশে
আপনাকে প্রকটিত করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, এবং যক্ষরূপী
ব্রহ্মের অন্তর্ধানকালে ইন্দ্র যে আকাশ-প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন, ইন্দ্র
তখনও সেই আকাশ-প্রদেশেই অবস্থিত রহিলেন এবং সেই যক্ষটি
কে, ইহা ধ্যান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্নি প্রভৃতির গায় সে স্থান
হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে
উমারূপা তদ্বিছা স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সর্বাধিক শোভা-
সম্পন্ন এই উমা আমার প্রার্থিত বিষয়ের উত্তর দানে সমর্থ হইবেন,
মনে করিয়া ইন্দ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা
করিলেন,—বল, এই যে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইল, সেই যক্ষ
কে? এখানে উমা অর্থ বিছা; হৈমবতী অর্থ যেন হেমাভরণ-
সম্পন্ন, অথবা সর্বদ্বন্দ্ব মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা, হিমালয়স্থতা—
ভগবতী; উভয় অর্থেই ‘বহু-শোভমানা’ ও উত্তরদানে সামর্থ্য সুসঙ্গত
হয় ॥ ২৪, ১১। ২৫, ১২ ॥

ইতি কেনোপনিষদ্বাষ্যানুবাদে তৃতীয় খণ্ড ।

কেনোপনিষৎ ।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

সী ব্রহ্মেতি হোবাচ * । ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্ব-
মিতি, ততো হৈব বিদাঙ্ককার ব্রহ্মেতি ॥ ২৬ । ১ ॥

ব্যাখ্যা ।

সী (হৈমবতী) হ উবাচ—[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি । ব্রহ্মণঃ বৈ বিজয়ে যুগ্ম
এতৎ (এবম্) মহীয়ধ্বম্ (মহিমানং প্রাপ্নুথ) ইতি ততঃ (তদ্বাক্যাৎ) হ এব
[এতৎ] ব্রহ্ম ইতি বিদাঙ্ককার ইতি শেষঃ ॥

অনুবাদ ।

সেই উমা ইন্দ্রকে বলিলেন—ইনি ব্রহ্ম ; ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা এইরূপে মহিমা
লাভ করিতেছ । অনন্তর ইন্দ্র ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন ॥২৬॥১॥

শাকরভাষ্যম্ ।

সী ব্রহ্মেতি হোবাচ । হ কিল ব্রহ্মণঃ বৈ ঈশ্বরশ্চৈব বিজয়ে ঈশ্বরেণৈব জিতা
অসুরাঃ, যুগ্ম তত্র নিমিত্তমাত্রম্ । তশ্চৈব বিজয়ে যুগ্ম মহীয়ধ্বং মহিমানং
প্রাপ্নুথ । এতদ্বিতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্ । মিথ্যাভিমানস্ত যুগ্মাকময়ম্—অস্মাক-
মেবায়ং বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি । ততঃ তস্মাৎ উমাবাক্যাৎ হ এব
বিদাঙ্ককার ব্রহ্মেতি ইন্দ্রঃ অবধারণাৎ ততো হৈবেতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ॥ ২৬ । ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই উমা বলিলেন,—উহা ব্রহ্ম, এবং এই বিজয় নিশ্চয়ই সেই
ব্রহ্মকৃত, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরই অসুন্নগণকে পরাজিত
করিয়াছেন, তোমরা তাহাতে নিমিত্তমাত্র । তাঁহার বিজয়েই তোমরা
এবংবিধ মহিমা অনুভব করিতেছ । ফলতঃ, ‘আমাদেরই এই বিজয়’,
‘আমাদেরই এই মহিমা’ এইরূপ তোমাদের যে অভিমান, ইহা মিথ্যা—
অজ্ঞানকৃত । সেই উমা-বাক্য হইতেই ইন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ
যক্ষটি ব্রহ্ম ; কিন্তু, স্ববুদ্ধি-বলে বুঝিতে সমর্থ হন নাই ॥ ২৬ । ১ ॥

কটিক্সসী ইতি পদং ন দৃশ্যতে ।

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্ দেবান্ যদগ্নি-
বায়ুরিন্দ্রঃ, তে হেনম্নেদিষ্ঠং পম্পশুস্তে হেনং প্রথমো বিদাঞ্চ-
কার ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।

যৎ (যস্মাৎ) অগ্নিঃ, বায়ুঃ, ইন্দ্রঃ, তে হি এনং (এতং ব্রহ্ম) নেদিষ্ঠম্
(অস্তিকতমং) পম্পশুঃ (বিদিতবস্তুঃ), [যস্মাৎ চ] তে হি প্রথমঃ (প্রথমাঃ
সন্তুঃ) এনং (এতং) ব্রহ্ম ইতি বিদাঞ্চকার (বিদাঞ্চকুঃ—বিজ্ঞাতবস্তুঃ) ।
তস্মাৎ (হেতোঃ) এতে বৈ দেবাঃ (স্মর্যাদিয়ঃ), অগ্নান্ দেবান্ অতিতরাম্
(অতিশেরতে) ইব (এব) ॥

অনুবাদ ।

যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এই দেবতাত্রয় নেদিষ্ঠ (সমীপবর্তী) এই
ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কথোপকথনের দ্বারা তাঁহার সন্নিহিত হইতে
সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাঁহারাই প্রথম বা প্রধানরূপে উহাকে ব্রহ্ম
বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা অত্র সকল দেবতাকে গুণাদি দ্বারা
অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ২৭ । ২ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যস্মাৎ অগ্নিবায়ুইন্দ্রা এতে দেবা ব্রহ্মণঃ সংবাদ-দর্শনাদিনা সামীপ্যমুপগতাঃ,
তস্মাৎ ঐশ্বর্য্যগুণৈঃ অতিতরামিব শক্তিগুণাদি-মহাভাগ্যৈঃ অগ্নান্ দেবান্ অতি-
তরাম্ অতিশয়েন শেরত ইব এতে দেবাঃ । ইবশকোহনর্থকোহবধারণার্থো বা । যৎ
অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ তে হি দেবা যস্মাৎ এনং ব্রহ্ম নেদিষ্ঠম্ অস্তিকতমং প্রিয়তমং
পম্পশুঃ স্পৃষ্টবস্তো যথোক্তৈঃ ব্রহ্মণঃ সংবাদাদিপ্রকারৈঃ ; তে হি যস্মাচ্চ হেতোঃ
এনং ব্রহ্ম প্রথমঃ—প্রথমাঃ প্রধানাঃ সন্তু ইতোতদ্ বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চকুরিত্যে-
তদ্ ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । °

যেহেতু অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এই দেবতাত্রয় কথোপকথন প্রভৃতি
দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ঐশ্বর্য্য-গুণে
অর্থাৎ শক্তি, গুণ ও মহিমা প্রভৃতি সৌভাগ্যে তাঁহারা অপরাপর
দেবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যে প্রাধান্য

লাভ করিয়াছিলেন । শ্রুতির 'ইব' শব্দটি অর্থহীন ; আর যদি সার্থক হয়, তাহা হইলে উহা অবধারণার্থক (নিশ্চয়ার্থক) বুদ্ধিতে হইবে । যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র এই দেবতাগণ নিতান্ত নিকটবর্তী বা প্রিয়তম ব্রহ্মকে পূর্বোক্তপ্রকার কথোপকথনাদি দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাঁহারাই প্রধানতমরূপে ঐ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন [সেই কারণে তাঁহারা অপরাপর দেবতার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন] ॥ ২৭ । ২ ॥

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্য়ান্ দেৱান্ ; স হেনম্বেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হেনৎ প্রথমো বিদাঙ্ককার ব্রহ্মেতি ॥ ২৮ ॥ ৩

ব্যাখ্যা ।

সঃ (ইন্দ্রঃ) হি (যতঃ) এনৎ নেদিষ্ঠম্ (সন্নিহিতম্) [ব্রহ্ম] পস্পর্শ, হি (যতঃ) সঃ প্রথমঃ (প্রধানঃ সন্) এনৎ (এতৎ ব্রহ্মম্) ব্রহ্ম ইতি বিদাঙ্ককার, তস্মাৎ ইন্দ্রঃ বৈ অন্যান্ দেৱান্ অতিতরাম্ (অতিশেতে) ইব (এব) ॥

অনুবাদ ।

যেহেতু ইন্দ্রই সেই সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন অর্থাৎ জানিয়াছিলেন, এবং প্রথমে ঐ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যস্মাৎ অগ্নিবাযু অপি ইন্দ্রবাক্যাদেব বিদাঙ্কক্রতুঃ, ইন্দ্রেণ হি উমাবাক্যং প্রথমং শ্রুতং ব্রহ্মেতি, অতঃ তস্মাদ্ বৈ ইন্দ্রঃ অতিতরাম্ অতিশয়েন শেতে ইব অন্যান্ দেৱান্, স হেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, যস্মাৎ স হেনৎ প্রথমো বিদাঙ্ককার ব্রহ্মেতি উক্তার্থং বাক্যম্ ॥ ২৮ ॥ ৩

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু অগ্নি এবং বায়ু উভয়েই ইন্দ্র-বাক্য হইতে [ঐ তত্ত্ব] অবগত হইয়াছিলেন—কেননা, ইন্দ্রই প্রথমে উমা-বাক্য হইতে ঐ ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, যেহেতু ইন্দ্র ঐ সন্নিহিত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু ইন্দ্রই প্রথমে উহার ব্রহ্মত্ব বুদ্ধিয়া-

ছিলেন, সেই কারণে তিনি অপরাপর দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অপরাংশ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥২৮॥৩॥

তশ্চৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যতো ব্যদ্যতদ্ আ, ইতীন্-
শ্রমীমিষদ্ আ ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২৯ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

তশ্চ (ব্রহ্মণঃ) এষঃ আদেশঃ (উপমোপদেশঃ—) যৎ এতৎ বিদ্যতঃ (তড়িতঃ) ব্যদ্যতৎ, (বিদ্যোতনং কৃতবৎ—অর্থাৎ বিদ্যোতনম্), আ (ইব— তদিব) ইতি, [যচ্ চক্ষুঃ] শ্রমীমিষৎ (নিমেষং কৃতবৎ) আ (ইব) ইৎ (চ, তদিব চ ইত্যর্থঃ) । ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়কমিদমুপমানপ্রদর্শনম্) ॥

অনুবাদ ।

সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ এই,—এই যে বিদ্যাতের স্মরণ এবং এই যে চক্ষুর নিমেষ, ব্রহ্মের বিকাশ ও প্রতীতি তদনুরূপ । ইহা দেবতা বিদ্যাতের সাদৃশ্যমূলক প্রদত্ত হওয়ায়, ‘অধিদৈবত’ নামে প্রসিদ্ধ ॥২৯॥৪॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তশ্চ প্রকৃতশ্চ ব্রহ্মণঃ এষঃ আদেশঃ উপমোপদেশঃ । নিরুপমশ্চ ব্রহ্মণো যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোহয়মাদেশ ইত্যুচ্যতে । কিং তৎ ? যদেতৎ প্রসিদ্ধং লোকে বিদ্যতঃ ব্যদ্যতৎ বিদ্যোতনং কৃতবদিত্তি, এতদনুরূপপল্লমিতি বিদ্যতো বিদ্যোতনমিতি কল্প্যতে । আ—ইতু্যপমার্থে । বিদ্যতো বিদ্যোতনমিবেত্যর্থঃ । “যথা সক্রদ্বিদ্যতম্” ইতি শ্রুত্যস্তরে চ দর্শনাৎ । বিদ্যদিব হি সক্রদান্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতং ব্রহ্ম দেবেভ্যঃ । অথবা বিদ্যতঃ ‘তেজঃ’ ইত্যধ্যাহার্যম্ । ব্যদ্যতৎ বিদ্যোতিতবৎ, ‘আ ইব । বিদ্যতস্তেজঃ সক্রৎ বিদ্যোতিতবদিব ইত্যর্ভি-
প্রায়ঃ । ইতিশক আদেশপ্রতিনির্দেশার্থঃ—ইত্যয়মাদেশ ইতি । ইচ্ছদঃ সমুচ্চয়ার্থঃ । অয়ং চাপরস্তশ্চাদেশঃ । কোহসৌ ? শ্রমীমিষৎ । যথা চক্ষুঃ শ্রমীমিষৎ নিমেষং কৃতবৎ । স্বার্থে নিচ্ । উপমার্থ এব আকারঃ । চক্ষুষো বিষয়ং প্রতি প্রকাশতিরো-
ভাব ইব চেত্যর্থঃ ইতি অধিদৈবতম্—দেবতাবিষয়ং ব্রহ্মণ উপমানদর্শনম্ ॥২৯॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্ম সম্বন্ধে সাদৃশ্যমূলক আদেশ এইরূপ,—
নিরুপম বা উপমারহিত ব্রহ্মকে যে উপমা দ্বারা নির্দেশ করা,

তাহার নাম আদেশ । সেই আদেশটি কি প্রকার ? [তাহা কথিত হইতেছে—] লোকে বিদ্যাতের আলোক যে প্রকার, ব্রহ্মও সেই প্রকার । ব্রহ্ম একবার বিদ্যাপ্রকাশের গায় [প্রকাশ পান]—এই শ্রুতিতেও তাহার ঐরূপ প্রকাশই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ব্রহ্মও বিদ্যাতের গায় একবার মাত্র দেবগণের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন । অথবা, বিদ্যাপ্রকাশের পর একটি ‘তেজঃ’ পদ যোগ করিতে হইবে । “বিদ্যাপ্রকাশ”—প্রকাশ পাইয়াছিলেন । “আ” অর্থ—‘সাদৃশ্য’ । ইহার সম্মিলিত অর্থ এইরূপ,— তিনি যেন বৈদ্যাতিক তেজের মত একবার প্রকাশ পাইয়াছিলেন । শ্রুত্যানুসারে ‘ইতি’ শব্দের অর্থ আদেশের প্রতিনির্দেশ, অর্থাৎ ইহাই সেই আদেশ । ‘ইৎ’ শব্দের অর্থ সমুচ্চয় (একই বস্তুর সহিত বহুর সম্বন্ধ-সূচক) । অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে এই আর একটি আদেশঃ; সেই আদেশটি কি ? না, চক্ষুর যেরূপ নিমেষ করে, সেইরূপ । ‘আ’ শব্দটি উপমার্থক । অভিপ্রায় এই যে, রূপাদি বিষয়ে চক্ষুর যেরূপ প্রকাশ-তিরোভাব, ব্রহ্মের প্রকাশ এবং তিরোভাবও তদ্রূপ । দেবতা-বিষয়ে উপমান (সাদৃশ্য) প্রদর্শিত হওয়ায় ব্রহ্মের এই আদেশকে ‘অধিদৈবত’ আদেশ বা উপদেশ বলা হয় ॥২৯৪॥

অথাধ্যাত্মম্ । যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোহনেন চৈতদুপ-
স্মরত্যভীক্ষুং সঙ্কল্পঃ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।

অণ (অনস্তুরম্) অধ্যাত্মম্ (প্রত্যগাত্মবিষয়কঃ আদেশঃ উচ্যতে—) । মনঃ
যৎ এতৎ (ব্রহ্ম) গচ্ছতি (বিষয়ীকরোতি) ইব, [ন তু বিষয়ীকরোতি] ।
মনেন (মনসা) এতৎ (ব্রহ্ম) অভীক্ষুং (ভূশম্, নিরস্তুরং বা) উপস্মরতি [সাধক
ইতি শেফুঃ] । এষঃ এব [ব্রহ্মবিষয়কঃ] সঙ্কল্পঃ ॥

অনুবাদ ।

অনস্তুর ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাত্ম আদেশ উক্ত হইতেছে,—মন এই ব্রহ্মের নিকট

যেন গমনই করে (বস্তুতঃ তাঁহার নিকট যাইতে পারে না) । সাধক এই মনের দ্বারা নিরন্তর অতিশয়রূপে ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া থাকেন । ব্রহ্ম-বিষয়ে এই প্রকার মানস চিন্তা (সংকল্প) করিতে হয় ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অথ অনন্তরম্ অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্ম-বিষয় আদেশ উচ্যতে,—যদেতৎ গচ্ছতীব চ মনঃ এতদ্ ব্রহ্ম চৌকত ইব বিষয়ীকরোতীব । যচ্চ'অনেন মনসা এতদ্ ব্রহ্ম উপস্মরতি সমীপতঃ স্মরতি সাধকঃ, অতীক্লং ভূশম্, সংকল্পশ্চ মনসো ব্রহ্ম-বিষয়ঃ, মনউপাধিক্'ত্বাঙ্কি মনসঃ সঙ্কল্পস্মৃত্যাদি-প্রত্যয়েঃ অভিব্যক্ত্যতে ব্রহ্ম বিষয়ীক্রিয়মাণুন্মিব । অতঃ স এষ ব্রহ্মণোহৃধ্যাত্মাদেশঃ । বিদ্যান্নিমেষণবৎ অধিদৈবতং দ্রুতপ্রকাশনধর্ম্মি, অধ্যাত্মং চ মনঃপ্রত্যয়-সমকাল্যভিব্যক্তি ধর্ম্মি ইত্যেয আদেশঃ । এবমাদিশ্চামানং হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদেশোপদেশঃ । নহি নিক্রুপাধিকমেব ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিভিঃ আকলয়িতুং শক্যম্ ॥ ৩০ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যগাত্মবিষয়ে আদেশ (উপদেশ) কথিত হইতেছে,—এই যে মন ব্রহ্মকে যেন বিষয়ীকৃত করে, অর্থাৎ ধরে ধরে বলিয়াই যেন বোধ হয় ; সাধক ব্যক্তি এই মনের দ্বারা ব্রহ্মকে সন্নিহিত ভাবে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন । মনই ব্রহ্মের উপাধি, মনের সংকল্প ও স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যয় বা জ্ঞানের দ্বারা ই ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন, অর্থাৎ বিজ্ঞাতবৎ হন ; এই কারণে মনে মনে ব্রহ্ম-বিষয়েই সংকল্প বা ঐরূপ চিন্তা করিতে হয় ; ইহাই ব্রহ্মসম্বন্ধে অধ্যাত্ম আদেশ । অধিদৈবত আদেশে বলা হইয়াছে, বিদ্যৎ ও নিমেষের গায় আত্ম-প্রকাশও অতি দ্রুত বা ক্ষণমাত্রস্থায়ী ; আর অধ্যাত্ম উপদেশে মনোবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অভিব্যক্তি উক্ত হইল ; ইহাই উভয় আদেশের মধ্যে বিশেষ । ব্রহ্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও উক্তপ্রকার আদেশে মন্দমতি ব্যক্তিবর্গেরও বুদ্ধিগম্য হইতে পারেন ; এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ আদেশ উপদিষ্ট হইল ; নচেৎ মন্দমতি

লোকেরা নিরুপাধিক ব্রহ্মকে কখনই বুদ্ধি-গম্য করিতে সমর্থ হইত না ॥৩০॥৫॥ *

তদ্ব তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ । স য এতদেবং
বেদ, অভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঙ্কন্তি ॥৩১॥৬॥

ব্যাখ্যা ।

তৎ (ব্রহ্ম) হ (কিল) তদ্বনম্ (তস্ম প্রাণিজাতস্ম বনম্—সেব্যং সম্বজনীয়ম্)
নাম (প্রখ্যাতম্) । [তস্মাৎ ব্রহ্ম] 'তদ্বনম্' ইতি উপাসিতব্যম্ । সঃ যঃ
(কশ্চিৎ) এতৎ (যথোক্তং ব্রহ্ম) । এরম্ (যথোক্তগুণকম্) বেদ (উপাস্তে),
এনম্ (উপাসকম্) হ (কিল) সর্বাণি ভূতানি অভিসংবাঙ্কন্তি ('প্রার্থয়ন্তে) ॥

অনুবাদ ।

পূর্বে ব্রহ্মই প্রাণিগণের বন, অর্থাৎ ভজনীয় ; এই কারণে 'তদ্বন' বলিয়াই
তাহার উপাসনা করিবে । যে কোন লোক তাঁহাকে কথিতপ্রকার গুণ ও নামানু-
সারে অবগত হয়, সমস্ত ভূতই তাঁহার নিকট [অভীষ্ট] প্রার্থনা করে ॥৩১॥৬॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বনং নাম ; তস্ম বনং তদ্বনং তস্ম প্রাণিজাতস্ম
প্রত্যগানুভূতত্বাৎ বনং বননীয়ং সম্বজনীয়ম্ । অতঃ তদ্বনং নাম—প্রখ্যাতং
ব্রহ্ম তদ্বনমিতি যতঃ, তস্মাৎ 'তদ্বনম্' ইত্যনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং
চিস্তনীয়মিতি । অনেন নাম্না উপাসকস্ম ফলমাহ—স যঃ কশ্চিৎ এতদ্যথোক্তং
ব্রহ্ম এবং যথোক্তগুণং বেদ উপাস্তে ; অভি হ এনম্ উপাসকং সর্বাণি ভূতানি
অভিসংবাঙ্কন্তি হ প্রার্থয়ন্তে এব, যথা ব্রহ্ম ॥ ৩১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অপিচ, সেই ব্রহ্মই 'তদ্বন' নামে প্রসিদ্ধ ; অর্থাৎ 'তৎ' অর্থ—
তাহার (প্রাণিগণের), এবং বন অর্থ—ভজনীয় (সেব্য) ; ব্রহ্ম সমস্ত

* তাৎপর্য, আমার মন উক্তপ্রকারে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এইরূপে
চিন্তা করিবার যে উপদেশ, তাহাই অধ্যাত্ম উপদেশ । আমার মানস সংকল্প নিরস্তর ব্রহ্ম-বিষয়ে
প্রবৃত্ত হইক ; যে লোক এইরূপ ধ্যান করে, তাহার নিকট আনুভূত ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন । অভি-
প্রায় এই যে, মনই ব্রহ্মের উপাধি বা অভিব্যক্তিস্থান ; মানস সংকল্পের উৎকর্ষানুসারে ব্রহ্মের
অভিব্যক্তির উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে ।

প্রাণীরই আত্মস্বরূপ ; সুতরাং তিনি সকলেরই সেব্য । যেহেতু ব্রহ্ম সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহার গুণ-ব্যঞ্জক 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যিক । এই নামে উপাসনা করিলে উপাসকের যে ফল লভ হয়, তাহা কথিত হইতেছে,—যে কোন লোক পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে যথোক্ত গুণসম্পন্নরূপে অবগত হয়, লোক-সমূহ ব্রহ্মের নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাঁহার নিকটও সেইরূপই নিজ নিজ অভীষ্ট ফল প্রার্থনা করে ॥ ৩১ । ৬ ॥

উপনিষদং ভো ব্রহ্মীতি, উক্তা তু উপনিষৎ । ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমক্রমেতি ॥ ৩২ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।

[এবম্ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ আচার্য্যম্ উবাচ—] ভোঃ (ভগবন্) উপনিষদম্ (বেদরহস্যম্) ব্রহ্মী (মহিমিত্যি শেষঃ) ইতি । [শিষ্যে এধম্ উক্তবতি সতি আচার্য্য আহ—] তে (তুভ্যম্) উপনিষৎ উক্তা (অভিহিতা) । [কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ—] ব্রাহ্মীম্ (ব্রহ্মবিষয়াম্) বাব (এব) উপনিষদং তে (তুভ্যম্) অক্রম ইতি ॥

অনুবাদ ।

শিষ্য ঐরূপ উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—] ভগবন্ ! [আমাকে] উপনিষৎ (রহস্যবিদ্যা) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন । [আচার্য্য বলিলেন—] আমি তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি । সেই উপনিষৎ কি ? নহ,— ব্রহ্মবিষয়েই আমি তোমাকে উপনিষৎ (রহস্য) বলিয়াছি ॥ ৩২ ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এবমনুশিষ্টঃ শিষ্য আচার্য্যমুবাচ—উপনিষদং রহস্যং যচ্চিস্ত্যম্, ভো ভগবন্ ব্রহ্মীতি, এবমুক্তবতি শিষ্যে আহ আচার্য্যঃ,—উক্তা অভিহিতা তে তব উপনিষৎ । কা পুনঃ সা ? ইত্যাহ,—ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইয়ং ব্রাহ্মী, তাং পরমাত্ম-বিষয়ত্বাৎ অতীতবিজ্ঞানশ্চ । বাব এব, তে উপনিষদম্ অক্রম ইতি উক্তামেব পরমাত্ম-বিষয়ানুপনিষদম্ অক্রম ইত্যবধারণতি উক্তরার্থম্ । পরমাত্মবিষয়ানুপনিষদং শ্রুতবত উপনিষদং ভো ব্রহ্মীতি পৃচ্ছতঃ শিষ্যশ্চ কোহতিপ্রায়ঃ ? যদি তাবৎ শ্রুতশ্রুতার্থশ্চ প্রশ্নঃ কৃতঃ ততঃ পিষ্টপেষণবৎ পুনরুক্তোহনর্থকঃ প্রশ্নঃ

श्रा० । अथ नावशेषोक्तोपनिषत् श्रा० ; ततस्तथाः कलवचनेन उपसंख्यानं न
युक्तः—“प्रेत्याश्वात् लोकान्मृता भवन्ति” इति । तस्याहुक्तोपनिषच्छेषविषयो-
हपि प्रश्नोद्गुपपन्न एव अनवशेषितत्वात् । कस्तुर्हि अभिप्रायः प्रष्टुरिति ?
उच्यते,—किं पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनास्तुरापेक्षा ? अथ
निरपेक्षैव ? सापेक्षा चेत् ; अपेक्षितविषयानुपनिषदं ब्रूहि । अथ निरपेक्षा
चेत् ; अवधारणं पिप्ललादिबन्ध “नातः परमस्तीति” एवमभिप्रायः । एतद्गुपपन्न-
माचार्याश्च अवधारणवचनम् “उक्ता त उपनिषत्” इति ।

ननु नावधारणमिदम्, यतोऽहंशुद्धव्यमित्याह,—“तैश्च तपो दमः” इत्यादि ।
सत्यां वक्तव्यमुच्यते आचार्येण, ननु उक्तोपनिषच्छेषतया, तत्सहकारिसाधनास्तुरा-
भिप्रायेण वा । किन्तु ब्रह्मविद्याप्राप्त्युपायाभिप्रायेण, वेदसुदक्षैश्च सह पाठेन
समीकरणात् तपःप्रभृतीनाम् । न हि वेदानां शिक्षाज्ञानां च साक्षाद्ब्रह्मविद्या-
शेषत्वम्, तत्सहकारिसाधनत्वं वा । सहपठितानामपि यथायोगं विभक्त्य-विनियोगः
श्रादिति चेत् ; यथा सूक्त-वाक्यानुमन्त्रण-मन्त्राणां यथादेवतत्वं विभागः, तथा तपोदम-
कर्म-सत्यादीनामपि ब्रह्मविद्याशेषत्वम्, तत्सहकारि-साधनत्वं वेति कल्प्यते ।
वेदानां तदज्ञानां चार्थप्रकाशकत्वेन कर्माश्रयानोपायत्वम्, इत्येवं ह्ययं
विभागो युज्यते अर्थसम्बन्धोपपत्तिसामर्थ्यादिति चेत् ? न,—अयुक्तेः ;—न ह्ययं
विभागो घटनां प्राङ्गति ; न हि सर्वाक्रिया-कारक-फलभेद-बुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्म-
विद्यायाः शेषापेक्षा, सहकारिसाधनसम्बन्धो वा युज्यते ; सर्वाविषय-व्यावृत्तप्रत्यगाश्र-
विषयनिष्ठत्वात् ब्रह्मविद्यायास्तत्फलश्च च निःश्रेयसश्च ; • “मोक्षमिच्छन् सदा कर्म
त्याजेदेव समाधनम् । त्याजेतेव हि तज्ज्जेयं त्यक्तुः प्रत्यक् परं पदम् ॥”
इति । तस्यां कर्मणां सहकारित्वम्, कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानश्च उपपद्यते ।
ततोऽहंशुदेव सूक्तवाक्यानुमन्त्रणवद्विधायोगं विभाग इति । तस्यां अव-
धारणार्थं तैव प्रश्न-प्रतिवचनश्च उपपद्यते । एतावत्येवेत्यम् उपनिषच्छेष-
अनुनिरपेक्षा अमृतत्वाय ॥ ७२ ॥ १ ॥

भाष्यानुवादः ।

शिष्येण एतेषु उपदेशं लभ्यते करिष्या आचार्यके बलिभेन—
भगवन् ! ये उपनिषत् (ब्रह्मविद्या) चिन्तां करिष्येते ह्येव, तां
आमाके बलुन । शिष्येण एते कथारं परं आचार्यं बलिभेन, तेषामाके

ত উপনিষৎ বলা হইয়াছে । সেই উপনিষৎ কি ? না,—ব্রাহ্মী—
 ব্রহ্মসম্বন্ধিনী ; কেননা পূর্বকথিত বিজ্ঞান (বিদ্যা) পরমাত্ম-
 বিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব, নিশ্চয়ই জানিবে, আমি
 তোমাকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ (রহস্যবিদ্যা)
 বলিয়াছি । পূর্বোক্ত বিজ্ঞান যে ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে,
 ইহা দৃঢ়ীকরণার্থ পুনশ্চ “অক্রম বাব” (নিশ্চয়ই বলা হইয়াছে) বলিয়া
 অবধারণ করিলেন । ভাল কথা, শিষ্য যদি পরমাত্ম-বিষয়ক উপনিষৎ
 নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, “উপনিষদং ব্রহ্মি” বলিয়া
 পুনর্বার প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায় কি ? আর যদি শ্রুত বিষয়েই প্রশ্ন
 হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরুক্ত এই প্রশ্নটি পিষ্ট-পেষণবৎ সম্পূর্ণ
 নিরর্থক হইয়া পড়ে । আর যদি বল, পূর্বে যে উপনিষৎ উক্ত
 হইয়াছে তাহা সাবশেষ (অসম্পূর্ণ), অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে আরও বলিবার
 আছে, তাহা হইলেও পরবর্তী শ্রুতিতে ‘ইহলোক হইতে প্রয়াণের
 পর তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন’ এইরূপ ফলোল্লেখপূর্বক উপনিষদের
 উপসংহার করা সম্ভব হইতে পারে না । অতএব, পূর্বোক্ত
 উপনিষদেরই অবশিষ্ট বা অনুক্ত বিষয়ে প্রশ্নকল্পনাও যুক্তিসঙ্গত
 হয় না ; কারণ পূর্বোক্ত উপনিষৎ সম্বন্ধে আরও যে কিছু বক্তব্য বা
 অবশিষ্ট আছে, তাহা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না । জিজ্ঞাসা হইতে
 পারে যে, তাহা হইলে প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় কি ? হ্যাঁ, বলা যাইতেছে,
 —শিষ্যের অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্বে যে উপনিষৎ উক্ত হইয়াছে,
 তাহাতে আরও কোন সহকারী সাধনের অপেক্ষা আছে কি না ?—
 যদি সহকারী সাধনের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে, সেই অপেক্ষিত
 সাধন সহকারে উপনিষৎ বলুন ; আর যদি অন্য সাধনের অপেক্ষা
 না থাকে, তাহা হইলেও পিগ্নলাদ মুনি যেমন বলিয়াছিলেন—“নাতঃ
 পরমস্তি” অর্থাৎ ইহার পর আর কিছুই বক্তব্য নাই, তেমনি
 আপনিঃ উহার নিরপেক্ষ নিষ্কারণ করিয়া বলুন । শিষ্যের এবংবিধ

অভিপ্রায় গ্রহণ করিলেই আচার্যের—“উক্তা তে উপনিষৎ,” অর্থাৎ আমি ত তোমাকে উপনিষৎ বলিয়াছি, এইরূপ সাবধারণোক্তিও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে ।

ভাল, উক্ত বাক্যটি ত অবধারণ-বাক্য নহে ? কেননা, “তস্মৈ তপো-দমঃ” ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যে অণু কথাই বলা হইবে ? হাঁ, আচার্য্য-কর্তৃক অপরাপর বিষয়ই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উক্ত বিচার অবশিষ্ট অংশ বা সহকারী সাধনান্তর নিরূপণের অভিপ্রায়ে উহা উক্ত হয় নাই; পরন্তু, ব্রহ্মবিজ্ঞা-লাভের উপায় কখনাভিপ্রায়েই উহা উক্ত হইয়াছে । এই কারণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত বেদ ও বেদাঙ্গ-পাঠের সহিত ঐ তপঃপ্রভৃতির নির্দেশ করা হইয়াছে । বেদ ও শিক্ষা প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহও * সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই ব্রহ্মবিচার অঙ্গ বা সহকারী সাধন নহে (‘উহারা ব্রহ্মবিজ্ঞালাভের সহায় বা উপায় মাত্র) ।

আশঙ্কা হইতে পারে যে; যদিও তপঃপ্রভৃতি সাধনসমূহ বেদ ও বেদাঙ্গের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, তথাপি যোগ্যতানুসারে ঐ সকলের ত পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ হইতে পারে ?—অর্থাৎ সূক্তবাক্য, অনুমন্ত্র (এক প্রকার বেদাংশ) ও মন্ত্র, এ সকল সহপঠিত হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কার্যে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি তপঃ, দমঃ ও সত্য প্রভৃতি সাধনগুলি বেদাদির সহিত একত্র পঠিত থাকিলেও যোগ্যতানুসারে উহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বা ব্রহ্ম-বিচার সহকারী সাধনত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং বেদ ও বেদাঙ্গসমূহ তদর্থ প্রকাশ করে বলিয়া, উহাদেরও কর্মোপযোগী

বেদাঙ্গ ছয়প্রকার—“শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণঃ নিকন্তুং ছন্দসাং চিত্তিঃ ।

জ্যোতিষায়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥”

অর্থাৎ শিক্ষা—বর্ণাদি উচ্চারণ-বিধায়ক শাস্ত্র ; কল্পঃ—শ্রৌত কথ্যানুষ্ঠানে নিয়ম-প্রকাশক শাস্ত্র ; ব্যাকরণম্—শব্দশাস্ত্র ; নিকন্তুম্—বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-প্রকাশক শাস্ত্র ; ছন্দসাং চিত্তিঃ—ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিষায়নম্—কর্ম্মযোগ্যকাল-নিরূপক জ্যোতিষশাস্ত্র, এই ছয় প্রকার শাস্ত্র বৈদিক জ্ঞানলাভে সাহায্য করে বলিয়া বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয় ।

ঋত্বিজ্ঞান-সাধন কল্পনা করিতে পারা যায় ; সুতরাং এইরূপে উভয়েরই পৃথক পৃথক বিভাগ যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে । বিশেষতঃ এই প্রকার বিভাগে বিভিন্নার্থ-প্রদর্শনেও কি কোন ব্যাঘাত ঘটে না ? না,—এরূপ বিভাগ-কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ; কেননা, উক্তপ্রকার বিভাগ প্রকৃত ঘটনার (বর্ণনীয় বিষয়ের) অনুগামী বা অনুকূল হয় না ; কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞা যখন ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফল-বিষয়ক সর্ববিধ ভেদবুদ্ধি নিবারিত করিয়া দেয়, তখন সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞার আর কোনরূপ অঙ্গের অপেক্ষা কিংবা সহকারী সাধনান্তরের সম্বন্ধ থাকিওঁ সঙ্গত হইতে পারে না । ‘বিশেষতঃ সর্ববিষয়-বিমুক্ত, পরমাত্ম-বোধনেই ব্রহ্মবিজ্ঞার পরিসমাপ্তি বা তাৎপর্য এবং ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল—নিঃশ্রেয়সও (মোক্ষও) তদ্রূপ । ‘মোক্ষলাভেচ্ছ ব্যক্তি কৰ্ম ও কৰ্মসাধন অবশ্য ত্যাগ করিবে ; ত্যাগ করিলেই ত্যাগকর্তা স্বীয় পরমাত্মতার জানিতে পারে’ এই বাক্যই উক্তার্থে প্রমাণ । কৰ্মসমূহ কখনই ব্রহ্মবিজ্ঞার সহকারী বা অঙ্গরূপে অপেক্ষিত হইতে পারে না । অতএব এখানে সূক্তবাক্য ও অনুমন্ত্রণের গায় যোগ্যতানুসারে বিভাগকল্পনা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না ; এইজন্যই প্রশ্ন ও তৎপ্রতিবচনে উক্তরূপ অবধারণার্থতাই সুসঙ্গত হয় । এপর্যন্ত যাহা কথিত হইল, তাহাই ‘মুক্তিলাভের সাধনীভূত উপনিষৎ ; ইহাতে অণু কোনও সাধনের অপেক্ষা নাই ॥৩২।৭॥

তস্মৈ তপো দমঃ কৰ্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সৰ্ব্বাঙ্গানি
সত্যমায়তনম্ ॥ ৩৩ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।

তপঃ (কায়েচ্ছিন্নমনসাং নিগ্রহঃ), দমঃ (ইচ্ছিয়সংযমঃ), কৰ্ম্ম (নিকামম্, অগ্নিহোত্রাদি চ), বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ), সৰ্ব্বাঙ্গানি (নিকাদীনি), ইতি (অন্বদপি), তস্মৈ (ভক্তাঃ উপনিষদঃ) প্রতিষ্ঠা (পাদৌ ইব) । যদ্বা, তপআদীনি এব প্রতিষ্ঠা পাদস্থানীয়ানি, বেদাঃ পুনঃ সৰ্ব্বাঙ্গানি অপবাদস্থানীয়াঃ । (ভেষু হি সংস্থ

ब्राह्मी उपनिषद् प्रतिष्ठिति प्रवर्तते ; एतानि तप-आदीनि ब्रह्मविद्याः प्राप्त्यापायभूतानि इत्यर्थः) । सत्यम् आगतनम् (तस्याः आश्रयभूतम्) ॥

अनुवादः ।

देह, इन्द्रियं ओ मनसो निग्रहरूपं तपश्चा, इन्द्रिय-संघमरूपं दम, नित्यं ओ निकायं कर्म, ऋक् प्रकृति वेद, शिक्षाशास्त्रं प्रकृति वेदाङ्ग, एवं एहि जातीय अपरापर साधनसमूहो मेहि पूर्वोक्त उपनिषदो प्रतिष्ठा (प्राप्तिरुपाय), एवं सत्यनिष्ठा ताहार आगतन अर्थां आश्रयस्थान ॥ ७७ ॥ ८ ॥

शाङ्करभाष्यम् ।

यामिमां ब्राह्मीमुपनिषदं तरांग्रेहक्रमेति, तस्मै तस्या उक्त्वाया उपनिषदः प्राप्त्यापायभूतानि तपआदीनि । तपः कायेन्द्रिय-मनसां समाधानम् । दम उपशमः । कर्म अग्निहोत्रादि । एतैर्हि संस्कृत्य सुबुद्धिद्वारा तद्विज्ञानोपपत्तिर्दृष्टा । दृष्टा ह्युदितकलावशोक्तेऽपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिः विपरीतप्रतिपत्तिश्च, यथेन्द्र-विरोचनप्रकृतीनाम् । तस्यादिह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृतसंबुद्धेः ज्ञानं समुपगच्छते यथाश्रुतम्,—“यश्च देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरो । तस्मैते कथिता हर्थाः प्रकाशस्ते महात्मनः” इति मन्त्रवर्गां । “ज्ञानमुपगच्छते पुंसां क्रयां पापश्च कर्मणः” इति च सूतेः । इतिशब्द उपलक्षणत्वप्रदर्शनार्थः । इति एवमाश्रयदपि ज्ञानोपपत्तेरुपकारकम्—“अमानिद्वदन्तिद्वम्” इत्याद्युपदर्शितं भवति । प्रतिष्ठा.पादो—पादाविवाशाः ; तेषु हि संस्र प्रतिष्ठिति ब्रह्मविद्या—प्रवर्तते पद्यामिव पूरुषः । वेदाश्चत्वारः ; सर्वाणि चाङ्गानि शिक्षादीनि षट् ; कर्म-ज्ञानप्रकाशकत्वां वेदानाम्, तद्रक्षणार्थत्वादङ्गानां प्रतिष्ठात्वम् ।—अथवा, प्रतिष्ठा-शक्य पादरूपकर्मनार्थत्वां वेदानां इतराणि सर्वाङ्गानि शिरआदीनि । अग्निं पक्के शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्याम् । अग्निं हि गृहीतेहङ्गानि गृहीतांतेव भवन्ति, तदायत्तत्वादङ्गानाम् । सत्यम् आगतनं यत्र तिष्ठत्युपनिषद्, तदायत्तनम् । सत्यमिति अर्थायिताहकौटिल्यां वाचनःकायानाम् । तेषु आश्रयति विद्या, येहमार्याविनः साधवः, नासुरप्रकृतिषु मायाविषु ; “न येषु जिह्मन्तं न माया च” इति सूतेः । तस्यां सत्यमागतनमिति कल्याते । तपआदिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तिं सत्यां पुनरागतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयद्वजापनार्थम् । “अश्वमेधसहस्रं सत्यं तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्रात् सत्यमेकं विशिष्यते” इति सूतेः ॥७७॥८॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[আচার্য্য বলিলেন]—তোমার নিকট এই যে ব্রহ্মবিদ্যা কথিত হইল, নিম্নলিখিত তপঃ প্রভৃতি ধর্ম্মই তাহার প্রাপ্তির উপায় । তপঃ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের স্থিরতাসম্পাদন । দম—উপশম, অর্থাৎ বিষয়পরায়ুখতা । কর্ম্ম—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি । এই সকলের দ্বারা পরিমার্জিত হইলে, মনের সত্ত্বশুদ্ধি হয় ; তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায় । পক্ষান্তরে, বুদ্ধিগত কল্মষ (পাপ) বিদূরিত না হইলে, উপদেশসত্ত্বেও ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে । ইন্দ্র ও বিরোচনপ্রভৃতি জিজ্ঞাসুগণই এ বিষয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত । [ইন্দ্র ও বিরোচনের কথা পূর্বেই কথিত আছে ।] অতএব ইহ জন্মেই হউক, আর অতীত বহু জন্মেই হউক, তপস্যা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই "যথাশ্রুত জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । 'দেবতার প্রতি যাঁহার পরমা ভক্তি থাকে, এবং দেবতার গায় গুরুতেও যাঁহার পরা ভক্তি থাকে, এই সমস্ত কথিত বিষয় সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায় বা প্রতিভাত হয়' এই মন্ত্র এবং 'কর্ম্মানুষ্ঠানে পাপক্ষয় হইলে পুরুষের তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়' এই স্মৃতিবাক্যও কথিত বিষয়ে প্রমাণ ।" মূলের 'ইতি' শব্দটি উপলক্ষণার্থ ; তাহার ফলে এবংবিধ অমানিত্ব, অদস্তিত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মগুলিও যে ব্রহ্মবিদ্যার উপকারক বা সহায় হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইল । 'প্রতিষ্ঠা' অর্থ পাদ । মনুষ্য যেরূপ পদের উপর ভর করিয়া কার্য্য করে, সেইরূপ উল্লিখিত তপস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেই ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত বা প্রবৃত্ত হয় ; অতএব উক্ত তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্ম-বিদ্যার পাদসদৃশ । ঋক্ প্রভৃতি চারি বেদ এবং শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গই কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রতিপাদক ; এই কারণে বেদ ও বেদানুকূল অঙ্গসকল ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতির কারণ হয় । অথবা 'প্রতিষ্ঠা' শব্দেই যখন পাদরূপ অর্থ প্রতিপাদিত

হইয়াছে,—তখন বেদসমূহকে মস্তকাদি অপরাপর অঙ্গস্থানীয় বলা
যাইতে পারে। এই পক্ষে ‘বেদ’ শব্দেই শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের গ্রহণ
বুঝিতে হইবে। কেননা, অঙ্গসমূহ যখন প্রধানেরই অনুগত, তখন
প্রধানের গ্রহণ করিলেই তদনুগত বিরয়সমূহও স্বতঃই গৃহীত হইয়া
যায়। সত্যই ব্রহ্ম-বিদ্যার আয়তন (আশ্রয়) ; কেননা, ঐ উপনিষৎ
(রহস্য-বিদ্যা) প্রধানতঃ সত্যকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে।
‘সত্য’ অর্থ অমায়িতা—বাক্য, মন ও শরীরগত কুটিলতার অভাব
যাহারা মায়ারহিত—সাধু, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া
থাকে ; কিন্তু অস্বরস্বভাব মায়াবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে না।
শ্রুতি বলিয়াছেন,—‘যে সকল লোকে কুটিলতা, মিথ্যাচরণ ও মায়
না থাকে’ [বিদ্যা সেই সকল ব্যক্তিতেই প্রতিভাত হয়]। এই
কারণেই সত্যকে ব্রহ্ম-বিদ্যার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করা হয়। তপস্বী
প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠা বলাতেই সত্যেরও আয়তনভাব-লক্ষ হইয়াছিল
সত্য, তথাপি উহার পৃথক আয়তনর উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে,
ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রাপ্তির যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে সত্যই প্রধানতম
সাধন ; [অপর সাধন সকল এতদপেক্ষা হীন]। স্মৃতিতে আছে,—
‘সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সত্য এক তুলাদণ্ডে ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু
একমাত্র সত্যই সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা বিশিষ্ট বা অধিক
হইয়াছিল’ ॥৩৩।৮॥

যো বা এতাম্বেং বেদাপহত্য পাপ্যানমনন্তে স্বর্গে
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।

যঃ বৈ এতাম্ (ব্রহ্মবিদ্যাম্) এবং বেদ, সঃ পাপ্যানম্ অপহত্য (বিধূয়)
অনন্তে (অপর্ধ্যাস্তে) জ্যেয়ে (জ্যায়সি সর্বমহত্তরে) স্বর্গে লোকে (পরমসুখাস্থকে
ব্রহ্মণি) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিবসতি) । [প্রতিতিষ্ঠতীতি পুনর্বচনঃ গ্রহসমাপ্তি-
শ্লোকনর্থম্] ॥ ৩৪ । ৯ ॥

অনুবাদ ।

যে লোক যথোক্ত প্রকারে উক্ত ব্রহ্ম-বিদ্যা অবগত হয়, সে লোক স্বীয় পাপ-বিধৃত করিয়া অনন্ত, সুখাত্মক ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে [আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না] ॥ ৬৪ ॥ ৯ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

যো বৈ এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং “কেনেবিতম্” ইত্যাদিনা যথোক্তাম্ এবং মহাভাগাং “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ” ইত্যাদিনা স্তুতাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং বেদ, “অমৃতত্বং হি বিন্দতে” ইত্যুক্তমপি ব্রহ্মবিদ্যাফলং, অন্তে নিগময়তি—অপহৃত্য পাপ্যানম্ অবিদ্যাকামকর্ম-লক্ষণং সংসারবীজং বিধুয় অনন্তে অপৰ্য্যন্তে, স্বর্গে লোকে সুখাত্মকে ব্রহ্মণীত্যে-তৎ । অনন্তে ইতি বিশেষণাৎ ন ত্রিবিষ্টপে । অনন্তশব্দ^১ উপচারিকোহপি শ্রাৎ ইত্যত আহ,—জ্যেয় ইতি । জ্যেয়ে জ্যায়সি সর্বমহত্তরে স্বাত্মনি মুখ্যে এব প্রতি-তিষ্ঠতি ; ন পুনঃ সংসারমাপত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥ •

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছকরভগবৎপাদকৃতৌ

কেনোপনিষৎ-পদভাষ্যে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীমচ্ছকরাচার্য্যাবিরচিতং তলবকারোপনিষদপবপর্য্যায়-

কেনোপনিষৎপদভাষ্যম্ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

“কেনেবিতম্” ইত্যাদি বাক্যে উক্ত, এধং “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যঃ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসিত, সর্ববিদ্যার আশ্রয়-স্বরূপ এই অত্যুত্তম ব্রহ্মবিদ্যাকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সংসারের বীজভূত, অবিদ্যা ও কামকর্মাভ্যক পাপ বিধৃত অর্থাৎ অপনীত করিয়া অনন্ত (অসীম), সর্বোত্তম স্বর্গলোকে অর্থাৎ সুখাত্মক ও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন, আর সংসারে ফিরিয়া আইসেন না । পূর্বে “অমৃতত্বং হি বিন্দতে” শ্রুতিতে যে মুক্তি-ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে

“স্বর্গে লোকে প্রতিষ্ঠিতি” বাক্যে তাহারই নিগমন করা হইয়াছে ।
 [কথিত বিষয়ের যে প্রকারান্তরে পুনঃকথন, তাহাকে ‘নিগমন’
 বলে ।] যদিও ‘স্বর্গ’ শব্দটি সুরলোকবাচী, তথাপি ‘অনন্ত’ বিশেষণ
 থাকায়, এখানে উহার ‘ব্রহ্ম’ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ,
 সুরলোকটি অনন্ত নহে—সীমাবদ্ধ । পাছে ‘অনন্ত’ শব্দের আপেক্ষিক
 ‘অনন্তত্ব’ অর্থ গ্রহণ করা হয়, এই আশঙ্কায় ‘জ্যেয়ে’ (সর্ব্বাপেক্ষা)
 বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ ৯ ॥

ইতি কেনোপনিষদাষ্টানুবাদে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।
 কেনোপনিষদাষ্টানুবাদ সমাপ্ত ॥

যজুর্বেদীয়া
কঠোপনিষৎ

শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎ-
কৃত-পদভাষ্যসমেতা

মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও
টিপ্পনী সহিত ।

সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ।

[তৃতীয় সংস্করণ]

প্রকাশক—

শ্রীকীর্ত্তোরাদচন্দ্র মজুমদার,

২১১২ বামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

১৩৪১ সাল ।

All rights reserved.]

মূল্য ২৫০ ছই টাকা বার আনা মাত্র

कलिकाता

२२५ वि नं काभापूरु लैन, "वि, पि, एम्स् प्रेसे"

श्रीआशुतोष यजूमदार कर्तुक मुद्रित ।

আভাস ।

চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্রায় কঠোপনিষৎ সমাপ্ত হইল। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, উপনিষৎসমূহ ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রকাশক, সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞাই সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানব-মণ্ডলীর উদ্ধারের একমাত্র তরণী* এবং ত্রিতাপ-তাপিত মানব-হৃদয়ের শান্তিপ্রদ মহৌষধি। কিন্তু যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, আত্মার নিত্যত্বে শ্রদ্ধা নাই এবং বেদে ও ঋষিবাচ্যে আস্থা নাই, কেবল দেহ-পরিচালন ও তৎপরিপোষণই যাহাদের জীবনের একমাত্র কার্য, অধিকন্তু, “ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ” স্বর্গ নাই, অপবর্গ (মোক্) নাই, এবং পরলোকগামী আত্মাও নাই, ইহাই যাহাদের মূলমন্ত্র, অন্ধের নিকট দর্পণের জ্বালা ব্রহ্মবিজ্ঞাও তাহাদের সমীপে, আত্মপ্রকাশনে সমর্থ হয় না,—তৈলসিক্তদেহে জ্বল-সেকের জ্বালা ভাসিয়া যায়। এই কারণে লোক-হিতৈষিনী শ্রুতি, মাতার জ্বালা পুত্রকল্প মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মায়া-মোহ-নিবারণার্থ নানা উপায়ে ও বিবিধ প্রকারে সেই ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বিষয় উৎকৃষ্ট হইলেও উত্তম আদর্শের অভাবে অনেক সময় তদ্বিষয়ে দৃঢ়তার ধারণা বা ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মে না; পরন্তু উত্তম আদর্শ সম্মুখে থাকিলে, অতি দুর্বোধ্য বিষয়ও সহজেই শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে শ্রুতি নিজেই দয়াপরবশ হইয়া এই উপনিষদে একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক অবতারণা করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছেন।

সরলস্বভাব, শিশু, ঋষিকুমার নচিকেতা প্রশ্নকর্তা, আর স্বয়ং প্রেতাধিপতি যমরাজ তাহার উত্তরদাতা। প্রধান প্রষ্টব্য বিষয়—মৃত্যুর পর এই স্থলদেহ বিনষ্ট হইয়া গেলে, আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা অর্থাৎ সেই আত্মার লোকান্তরে গমন হয় কি না? এই উপলক্ষে আধ্যাত্মিক অবতারণা করা হইয়াছে।

একদা নচিকেতার পিতা বাজশ্রবস ঋষি একটি বজ্রের অঙ্কন করেন। বজ্রটির নাম ‘বিশ্বজিৎ’। বজ্রান্তে উপযুক্ত দক্ষিণা দান না করিলে, সমুচিত ফল লাভ করা যায় না। দক্ষিণার মধ্যেও গো-দক্ষিণা সবিশেষ প্রশস্ত; তাই ঋষি

বাজশ্রবস যজ্ঞ-দক্ষিণার্থ কতকগুলি অদের গাভী দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তদর্শনে শিশু, সরলহৃদয় নচিকেতার মনে বড় বেদনা উপস্থিত হইল। নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন—পিতা এ কি কার্য্য করিতেছেন—শীর্ণকার, আসন্নমৃত্যু এই সকল অদের গাভী দক্ষিণা দান করিয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন! হুঃখময় নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন! আমি পুত্র, প্রাণ দিয়াও ইহার কিঞ্চিৎ উপকার সাধন করা আমার একান্ত কর্তব্য। তখন নচিকেতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে পিতার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বসিতে লাগিলেন—“পিতা: ! আপনি ত সমস্ত সম্পত্তিই দান করিতেছেন; আমিও আপনার একটা সম্পত্তি; আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন?” বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও যখন নচিকেতা নিবৃত্ত না হইয়া আত্মদানার্থ পিতাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, তখন পিতা বাজশ্রবস ক্রোধাক্ত হইয়া প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে বলিয়া ফেলিলেন—“তোকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম।”

শিশু নচিকেতা অতি অল্পমাত্রও বিচলিত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক সমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন; যথাকালে তিনি যমভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের আগমন প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই অনশনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিরাত্র অতীত হইল। যমরাজ যথাকালে প্রত্যাগত হইয়া নচিকেতার সংবাদ অবগত হইলেন এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—“হে ব্রাহ্মণ! তুমি তিন রাত্রি অনাহারে আমার গৃহে অতিথিরূপে বাস করিয়াছ; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে। সেই তিন দিনের অপরাধ কাগনের নিমিত্ত আমি তোমাকে তিনটি বর দিতেছি; তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।”

নচিকেতা বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ; তাই তিনি প্রথম বরে পিতৃ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ পিতার মানসিক শাস্তি বা অমুদ্বৈগভাব প্রার্থনা করিলেন; দ্বিতীয় বরে স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ ‘তথাস্তু’ বলিয়া বিনা আপত্তিতে ঐ উত্তর প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন।

অনন্তর নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—তৃতীয় বরে কি প্রার্থনা করি? দুর্লভদর্শন যমরাজের সমীপে সমাগত হইয়া যে অকিঞ্চিৎকর ও নব্বয়

খন, জন, ভোগৈর্ধর্ম্য প্রার্থনা করা, তাহা ঠিক রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া তুষ্টি-শব্দে প্রার্থনারই অনুরূপ। অতএব, ঐ সকল বিষয় প্রার্থনা করা হইবে না। যমরাজ যখন মৃত্যুর ঈশ্বর—প্রেতাধিপতি, তখন ইহার নিকট হইতে পরলোকের খবরটা জানিয়া লই—মানুষ মরিয়া কি হয়। যম ভিন্ন আর কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপনে সমর্থ হইবে না। অতএব ইহার নিকট পরলোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ আলোচনার পর নচিকেতা যমরাজ-সমীপে প্রার্থনা করিলেন—

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অন্তীতোকে নামমস্তীতি চৈকে ।

এতদ্বিষ্টাম্ অনুশিষ্ট্বয়াহং বরাণ্যমেব বরস্তুতীরঃ ॥”

“মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলেন, সেই মনুষ্যাত্মা পরলোকে থাকে, আবার কেহ বলেন, থাকে না; এই যে, একটা বিষয় সংশয় রহিয়াছে, আপনার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহনাশেই সব শেষ হইয়া যায়, না—তাহার পরও আবার আত্মাকে সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্নপ্রকার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপদেশ দিয়া আমার পূর্বোক্ত সংশয় ছেদন করুন।”

এখানে বলা আবশ্যিক যে, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মে যেরূপ মৃত্যুর পর বিচারার্থ চিরাবস্থিতি এবং বিচারান্তে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকবাসের কল্পনা করা হয়, নচিকেতা সেরূপ আত্মাস্থিত্ব জানিতে চাহেন নাই; তিনি জানিতে চাহেন, একই অভিনেতা যেমন আবশ্যিকমত এক একটি পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্বক নানাবিধ নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনি একই আত্মা বিভিন্ন কর্মকল ভোগের উদ্দেশ্যে জন্মের পর জন্ম—মৃত্যুর পর মৃত্যু এবং দেহের পর দেহান্তর ধারণ করে কি না? ইহাই নচিকেতার প্রধান জিজ্ঞাস্ত বিষয়।

যম দেখিলেন, এই বাসকটি শিশু হইলেও বড় সহজ পাত্র নহে; একেবারে আমার গুরুত্ব—ঘরের খবর জানিতে চাহে! বাহা হউক, ইহাকে পরলোকতত্ত্ব বলা হইবে না, অপর বিষয় দিয়া বিদায় করিতে হইবে। ইহার পর তিনি নচিকেতাকে বিবিধ ভোগৈর্ধর্ম্য ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতির প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বীর-প্রকৃতি নচিকেতা অটল, অচল—কিছুতেই

লক্ষ্যব্রষ্ট হইলেন না। তখন ষমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, তদতিরিক্ত সমস্তই অসৎ—মিথ্যা। সেই ব্রহ্মই প্রতিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার অভিহিত হন। অগ্নি যেরূপ নানাবর্ণের কাচপাত্রে মধ্যগত হইয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, অথচ অগ্নি যাহা তাহাই থাকে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় না, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মও জীবরূপে নানাবিধ উপাধিগত হইয়া নানাকারে প্রকাশমান হইয়াও আপনার সচ্চিদানন্দময় স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, নিজে নিত্যশুদ্ধ, নির্বিকার রূপেই অবস্থান করেন।

জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে। জীব শুভাশুভ কর্মফলে স্বর্গনরকাদি লোকে গমন করে, এখং সমুচিত সুখদুঃখ ভোগ শেষ করিয়া পুনশ্চ জন্মধারণ করে।

“যোনিমন্তে প্রপত্ত্বন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।

স্থানুমন্তেহনুমস্যন্তি যথাকর্ম যথাক্রমম্ ॥”

কোন কোন দেহী নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান (উপাসনা) অনুসারে যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (জরায়ুজ হয়) ; কেহ কেহ বা স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম কোনরূপ ফলই ভোগ করেন না—কেবল উদাসীন ভাবে জীবের কর্ম ও কলভোগ দর্শন করেন মাত্র। এই কারণেই শ্রুতি “ছায়াতর্পো ব্রহ্মবিদো বদন্তি” ইত্যাদি বাক্যে আলোকু ও অন্ধকারের তুলনায় উভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীব যখন নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মেরই স্বরূপ, তখন তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ বা বিকার কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিনাশও কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাই শ্রুতি অতি গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন যে, “অস্তীত্যেবোপলব্ধ্যঃ”, অর্থাৎ নিত্য সত্য আত্মা আছে, এইরূপই বুদ্ধিতে হইবে ; দেহপাতের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ মনে করিতে হইবে না।

কিন্তু, সাধারণ দেহাত্মবাদী, অজ্ঞানান্ধ, প্রমত্ত, হিতাহিত-চিন্তারহিত এবং ধনমদে মত্ত, তাহারা কখনই এই ক্রবসত্য পরলোক-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে পারে না, বা উপলব্ধি করা আবশ্যকও মনে করে না। তাহার ফলে পারলৌকিক

কল্যাণ সাধনেও প্রস্তুত হয় না এবং কোনরূপ সংক্রিয়া বা অধ্যাত্ম চিন্তায় মনোনিবেশ করে না ; পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে বাহ্য ইচ্ছা, তাহাই করিয়া থাকে । তাহাদের সম্বন্ধে যমরাজ বলিয়াছেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাণস্তং বিত্তমোহেন মুঢ়ম্ ।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপত্ততে মে ॥

অর্থাৎ বালস্বভাব (অবিবেকী), প্রমাদগ্রস্ত ও ধনমোহে বিমুগ্ধ লোকের নিকট পরলোক-চিন্তা স্থান পায় না ; তাহারা মনে করে, ইহলোক ছাড়া পরলোক বলিয়া কিছু নাই । তাহার ফলে তাহারা বারংবার আমার অধীন হইয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ।

আত্মার পরলোকে বিশ্বাস ও তত্পর্যোগী ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং জীবের ব্রহ্মভাবে নিশ্চয় ও তদনুসারে যে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ, ইহাই জীবের যমযাতনা-নিবৃত্তির এবং পরম শ্রেয়ঃ মোক্ষলাভের প্রধান উপায় । জীব যতকাল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, ততকাল তাহার স্বর্গাদি সুখসম্ভোগ সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভের আশা থাকে না । তাই শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন,—“তং স্বাং শরীরং প্রবৃহৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্যেণ ।” অর্থাৎ মুঞ্জতৃণ হইতে যে রূপ ইষীকা (গর্ভস্থ পত্র) উত্তোলন করে, সেইরূপ ধীরতঃ অবলম্বনপূর্বক সেই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিতে হইবে ; অর্থাৎ আত্মা যে জড়দেহ হইতে অত্যন্ত পৃথক পদার্থ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ; ইহারই নাম বিবেক এবং ইহাই মোক্ষলাভের প্রধান সহায় । বুদ্ধিমান্ মানব উক্তরূপ বিবেকলাভে যত্নপর হইবে ।

যজুর্বেদে ‘কঠ’ নামে একটি ব্রাহ্মণ . এবং একটি সংহিতা আছে । এই ‘কঠোপনিষৎ’ যে কাহার অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; তবে, অধিকাংশ ‘উপনিষৎ’ ব্রাহ্মণভাগ-প্রসূত ; এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, ইহাও কঠ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত । কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর স্বামী দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন,—“যদাপি আদিত্য এব মন্ত্ৰেণোচ্যতে, তদাপি ব্রাহ্মণব্যাখ্যানেন্হপি অবিরোধঃ ।” অর্থাৎ যদি মনে কর, এই মন্ত্ৰে

আদিত্যই বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা হইলেও আদিত্যই যখন ব্রহ্মরূপ, তখন ব্রাহ্মণরূত ব্যাখ্যার সহিত ইহার বিরোধ হইতে পারে না। আচার্য্য পরিশেষে “এক এবায়া জগতো নান্নভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ” বলিয়া ইহার মন্ত্রাত্মকতা স্পষ্টাকরে নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এই কঠোপনিষৎটি সংহিতাভাগের অন্তর্গত বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত নহে।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্মা

সম্পাদক।

বিষয়-সূচী ।

প্রথম অধ্যায় ।

প্রথম বলী ।

বিষয়—

শ্লোক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্য্যন্ত ।

- ১। বাজ্রশ্রবস মুনির 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ;
তৎকর্তৃক গো-দক্ষিণা দানকালে তৎপুত্র নচিকেতার পিতৃ-
সমীপে আত্মসম্প্রদানের প্রার্থনা এবং ক্রুদ্ধ উদ্দালক-কর্তৃক
নচিকেতাকে যমের উদ্দেশে সম্প্রদান ১—৪
- ২। নচিকেতার কর্তব্য নির্ধারণের চিন্তা, অনন্তর যমসদনাভিমুখে
প্রস্থান এবং যমরাজের অদর্শনে ত্রিরাত্র অনাহারে যমভবনে বাস ৫—৬
- ৩। ত্রিরাত্রের পর যমের স্বভবনে প্রত্যাগমন, স্বজন কর্তৃক তাঁহাকে
নচিকেতার আগমন-বার্তা জ্ঞাপন, অতিথি-সংকারের প্রশংসা
এবং ত্রিরাত্র অনাহারে বাসে নচিকেতাকে তিনটা বর দিতে
প্রতিশ্রুত হওন ৭—৯
- ৪। প্রথমবরে নচিকেতা-কর্তৃক পিতৃপরিতোষ অর্থাৎ পিতার
মানসিক উদ্বেগনিবৃত্তির প্রার্থনা ১০—১১
- ৫। দ্বিতীয় বরে স্বর্গ-প্রশংসা, স্বর্গ-সাধন অগ্নিবিদ্যা প্রদানের নিমিত্ত
নচিকেতা-কর্তৃক যম-সমীপে প্রার্থনা এবং যম-কর্তৃক অগ্নি-
বিদ্যা কথন, যম-কর্তৃক নচিকেতার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাচারণের
ক্ষমতা প্রদর্শনে পরিতোষ এবং নচিকেতার নামে অগ্নির
নামকরণ ১২—১৯
- ৬। মনুষ্যাচার মৃত্যুর পর অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন, যমকর্তৃক পরলোক-
তত্ত্বের ছক্ষেয়তা কথন, এবং নচিকেতাকে প্রলোভন-প্রদর্শন-
পূর্ব্বক অত্র বর গ্রহণে অনুরোধ ২০—২৫
- ৭। নচিকেতাকর্তৃক দোষকীর্তনপূর্ব্বক যমপ্রদত্ত ভোগৈশ্বর্য্য
প্রত্যাখ্যান ও পরলোক-তত্ত্বোপদেশ-প্রার্থনা ... ২৬—২৯

দ্বিতীয় বলী ।

- ৮ । যমকর্তৃক 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ' উভয়ের স্বরূপ-কথন এবং পরলোকে
বিশ্বাসহীন ব্যক্তির বারংবার যমযাতনাভোগ বর্ণন ... ১—৬
- ৯ । আত্মার ছুজ্জেরতা এবং তদ্বিষয়ে বক্তা, শ্রোতা ও জ্ঞাতার
হলভাব কথন ৭—৮
- ১০ । আত্মতত্ত্বজ্ঞ . গুরু হইতে আত্মলাভের সম্ভাবনা, আর শুদ্ধতর্কে
আত্মজ্ঞানের অসম্ভাবনা এবং নচিকেতার সধু ক্রির প্রশংসা ... ৯—১১
- ১১ । আত্মজ্ঞানে পরমশান্তি ও সুখ-দুঃখ-নিবৃত্তিকথন, এবং নচিকেতা-
কর্তৃক পুনশ্চ ধর্মাধর্মাদির অতীত আত্মবস্তু কথনের প্রার্থনা ... ১২—১৪
- ১২ । যমকর্তৃক প্রণবাকরে পরাপর ব্রহ্মভাব কথন, এবং তদুপাসনার
ফল-বর্ণন ১৫—১৭
- ১৩ । আত্মার ছুজ্জেরতা কথনপূর্বক ব্রাহ্মণ-ক্রিয়াদি বর্ণকে আত্মার
ভঙ্গনীয় ওর্দনরূপে এবং মৃত্যুকে তাহার উপাদান বা ব্যঞ্জনরূপে
বর্ণন ১৮—২৫

তৃতীয় বলী ।

- ১৪ । জীবের কর্মফল-ভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মের উদাসীনতা ও বৈলক্ষণ্য ... ১—২
- ১৫ । আত্মার রক্ষিরূপে, আর শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির রথ ও অর্থাধিকার
বর্ণন ৩—১১
- ১৬ । ব্রহ্মের সর্বভূতে অবস্থিতি ও সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্যত্ব কথন এবং
বুদ্ধিশুদ্ধির উপায়—ইন্দ্রিয়-সংযম, নির্বিশেষ আত্মার আরাধনার
মৃত্যুভয় অতিক্রম কথন । শেষে নচিকেতার উপাখ্যান-
শ্রবণাদির প্রশংসা ১২—১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রথম বলী ।

- ১৭ । . বহিস্মুখী ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্মুখী করিবার উপদেশ ; জাগ্রৎ ও

শ্লোক-সংখ্যা !

হইতে—পর্যন্ত ।

- স্বপ্নাবস্থায় আত্মচৈতন্যের সাহায্যে বিষয় দর্শন ; গুহাবস্থিত
আত্মার অনুভবে সর্বদুঃখ-নিবৃত্তি কখন ... ১—৫
- ১৮ । আদিপুরুষের হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ; পরমাত্মার ভয়ে সূর্যাদির
উদয়ান্ত লাভ, পরমাত্মার সর্বাশ্রয়তা ; জীবব্রহ্মে ভেদ-দর্শনের
নিন্দা, আত্মার মনোমাত্রগম্যতা ; বুদ্ধিরূপ গুহাতে আত্মার
অসুষ্ঠপরিমাণে অবস্থিতি ও নিত্য নির্বিকার ভাব এবং বিবেক-
জ্ঞানে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কখন ... ৬—১৫

দ্বিতীয় বলী ।

- ১৯ । দেহকে আত্মার একাদশ দ্বারপূর্ণ পুররূপে বর্ণন ; আত্মার
'শুচিমৎ' প্রভৃতি ভাব কখন ; প্রাণাপানের আশ্রয়রূপী
আত্মা কর্তৃক ইন্দ্রিয়কৃত সেবাগ্রহণ এবং আত্মার অধিষ্ঠানেই
দেহস্থিতিকখন ... ১—৫
- ২০ । যমকর্তৃক মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বর্ণনের প্রতিজ্ঞা ; জ্ঞান-
প্রাপ্তি কখন ; আত্মার অমরত্ব ও স্বপ্নাদি অবস্থার সাক্ষিত্ব-
নিরূপণ এবং আত্মার আশ্রয়ে সর্বলোকের অস্তিত্ব কখন ... ৬—৮
- ২১ । অগ্নি, বায়ু ও সূর্যাদির ত্রায় সর্ববস্তুর সহিত, আত্মার সম্বন্ধ-
সত্ত্বেও নিলেপ্ত ও সর্বলোকের সর্বপ্রকার কামনাসম্পাদকত্ব
কখন ... ২—১৩
- ২২ । আত্মদর্শনোদ্দেশ্যে নচিকেতার আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা ও
তদন্তরে যমকর্তৃক আত্মজ্যোতির প্রকাশে সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতির
প্রকাশ কখন এবং আত্মজ্যোতির স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন ... ১৪—১৫

তৃতীয় বলী ।

- ২৩ । অশ্বখরূপে সংসার-বর্ণন, এবং সর্বপদার্থের ব্রহ্মাধীনতা ও
ঐহারই ভয়ে সূর্য্যচন্দ্রাদির নিয়মিতভাবে কার্য্য-সম্পাদন বর্ণন ... ১—৩

শ্লোক-সংখ্যা ।

হইতে—পর্য্যন্ত ।

- ২৪ । আত্মজ্ঞানে মুক্তি, তদভাবে লোকাস্তর-প্রাপ্তি ; আদর্শাদি
 আশ্রয়ভেদে আত্ম-প্রতীতির পার্থক্য ; ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্
 করিয়া আত্মোপলক্ষির উপদেশ ; ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা আত্মার
 সমুৎকর্ষ কথন এবং আত্মবিষয়ে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগমন
 ও কেবল বিস্তৃত মনের মাত্র গমন ৪—২
- ২৫ । পরা গতি বা মুক্তির স্বরূপ কথন ; যোগের স্বরূপ নিরূপণ ;
 এবং সোপাধিক ও নিরূপাধিকরূপে আত্মার অস্তিত্ব উপলক্ষির
 উপদেশ । হৃদয়স্থ সর্ব বাসনা ত্যাগ ও সমস্ত গ্রন্থিচ্ছেদে
 এবং হৃদয়স্থ এক শত একটা নাড়ীর মধ্যে মূর্দ্ধন্য নাড়ীযোগে
 দেহত্যাগে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অন্যান্য নাড়ী দ্বারা নিঃক্রমণে
 লোকাস্তরপ্রাপ্তি নিরূপণ ; এবং হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত
 আত্মাকে দেহ হইতে বিবিক্তভাবে বা পৃথক্করণে মুক্তিলাভ ;
 পরিশেষে উপনিষৎপাঠের ফলশ্রুতি বর্ণন ১০—১২

ভাষ্যভূমিকা ।

ওঁ পরমাশ্রমে নমঃ । ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে ব্রহ্মবিজ্ঞাচার্যায়
নচিকেতসে চ । অথ কঠোপনিষৎস্বামীনাং সুখার্থপ্রবোধনার্থমন্নগ্রহ্মারুতিরারভ্যতে ।

সদেধীতোর্কিংশরণগত্যবসাদনার্থশ্চ উপনিপূর্কশ্চ কিপ্প্রত্যয়াস্তশ্চ রূপমিদম্
“উপনিষৎ” ইতি । উপনিষচ্ছকেন চ ব্যাচিখ্যাসিত-গ্রহ্ম-প্রতিপাত্তবেত্ত-বস্ত্তবিষয়া
বিছোচ্যতে । কেন পুনরর্থযোগেন উপনিষচ্ছকেন বিছোচ্যত ইতি ? উচ্যতে, যে
মুমুক্বেো দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তুঃ উপনিষচ্ছকবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিজ্ঞা-
মুপসত্তোপগম্য তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেবামবিজ্ঞাদেঃ সংসারবীজশ্চ
বিশরণাঙ্কিংসনাদ্ বিনীশনাং ইত্যনেনার্থযোগেন বিছোপনিষদিত্যচ্যতে । তথাচ
বক্ষ্যতি, “নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখাং প্রমুচ্যতে” ইতি । পূর্কোক্তবিশেষণামুমুক্কূন্ বা
পরং ব্রহ্ম গময়তি ইতি ব্রহ্মগময়িত্বেন যোগাদব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষৎ । তথাচ বক্ষ্যতি
“ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যুঃ” ইতি । লোকাদিব্রহ্মজ্ঞঃ, যোহস্মিঃ, তদ্বিষয়া
বিজ্ঞায়্য দ্বিতীয়েন বরেণ প্রার্থ্যমানায়াঃ স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিহেতুত্বেন গর্ভ-
বাসজন্মজরাহ্যাপদ্রববৃন্দশ্চ লোকান্তরে পোনঃপুণেন প্রবৃত্তশ্চ অবসাদয়িত্বেন
শৈথিল্যাপাদনেন ধাত্ত্বর্থযোগাদগ্নিবিজ্ঞাপি উপনিষদিত্যচ্যতে । তথাচ বক্ষ্যতি,
“স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে” ইত্যাদি ।

নমু চোপনিষচ্ছকেন অধোতারো গ্রহ্মমপ্যাভিলপন্তি—‘উপনিষদমধীমহে উপ-
নিষদমধ্যাপয়ামঃ’ ইতি চ । এবম্ ; নৈষ দোষঃ, অবিজ্ঞাদিসংসারহেতুর্কিংশরণাদেঃ
সদি-ধাত্ত্বর্থশ্চ গ্রহ্মমাত্রেহসম্ববাদ্বিজ্ঞায়্যাক্ষ সম্ববাং গ্রহ্মশ্চাপি তাদর্থ্যেন তচ্ছকোপ-
পত্তেঃ ; “আয়ুর্কৈ য়তম্” ইত্যাদিবৎ । তস্মাদ্বিজ্ঞায়্যায় মুখ্যয়া বৃত্তয়া উপনিষচ্ছকো
বর্ত্ততে ; গ্রহ্মে তু ভক্ত্যতি । এবমুপনিষন্নির্কচনেনৈব বিশিষ্টোহধিকারী বিজ্ঞায়্যাম্
উক্তঃ । বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিজ্ঞায়্যায়ঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্তভূতম্ । প্রয়োজন-
কাশ্রা, উপনিষদ আত্যন্তিকী সংসারনিবৃত্তিব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা । সম্বন্ধশ্চৈবস্তুত-
প্রয়োজনেনোক্তঃ । অতো যথোক্তাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধায়্য বিজ্ঞায়্যায়ঃ
করতলন্ত্তামলকবৎ-প্রকাশকত্বেন বিশিষ্টাধিকারি-বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধা এতা
বল্ল্যা ভবন্তীতি । অতন্ত্তা যথাপ্রতিভানং ব্যাচক্ষহে ।

ভাষ্যভূমিকানুবাদ :

পরমাত্মার উদ্দেশে নমস্কার, ব্রহ্ম-বিজ্ঞাপ্রবর্তক ভগবান্ বৈবস্বত ও তাঁহার শিষ্য নচিকেতার উদ্দেশে নমস্কার । (অথ *) উক্তপ্রকার মঙ্গলাচরণের পর কঠোপনিষদ্বল্লীসমূহের অনায়াসে অর্থগ্রহণোপ-যোগী অনতিবিস্তীর্ণ বৃত্তি (ব্যাখ্যা) আরম্ভ হইতেছে,—

‘সদ্’ ধাতুর অর্থ—বিশরণ (শিথিলীকরণ—জীর্ণতা-সম্পাদন), গতি ও অবসাদন (বিনষ্টকরণ) । [‘উপ’ অর্থ—নিকট ও সত্বর, এবং ‘নি’ অর্থ নিশ্চয় ও নিঃশেষ—সম্পূর্ণরূপে ।] উক্তার্থ-সম্পন্ন উপ-নিপূর্বক ‘সদ্’ ধাতু ‘হইতে ‘ক্ৰিপ্’ প্রত্যয় যোগে ‘উপনিষৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । এই ব্যাখ্যাতব্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ধস্ত্রবিষয়ক বিজ্ঞাকে ‘উপনিষৎ’ বলা হয় । [‘সদ্’ ধাতুর যে তিনপ্রকার অর্থ আছে, তন্মধ্যে] কোন্ অর্থানুসারে ‘উপনিষৎ’ শব্দে বিজ্ঞাকে বুঝায় ? বলা যাইতেছে,—যে সকল মুমুক্শু পুরুষ ঐহিক (দৃষ্ট) ও পারলৌকিক (আনুশ্রবিক) বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া + অর্থাৎ বৈরাগ্যসম্পন্ন

* তাৎপর্থা,—“অথ শ্রামঙ্গলে প্রথমে কার্য্যারম্ভেধনস্তরে ।

অধিকারে প্রতিজ্ঞায়ামম্বাদেশাদিষু কচিৎ ॥”

এই প্রমাণানুসারে জানা যায়,—মঙ্গলাচরণ, প্রথমে, কার্য্যের আরম্ভ, আনস্তর্ঘ্যা, অধিকার (প্রাধিক্যে কথন) এবং প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ ‘অথ’ শব্দের আছে । ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ঐ সকল অর্থে ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগও আছে । কিন্তু এই ভাষ্যোল্লিখিত ‘অথ’ শব্দটি ‘মঙ্গল’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । গ্রন্থারম্ভের প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ, তাহা শিষ্টাচারসম্মতও বটে ॥

+ তাৎপর্থা,—মুমুক্শুমাত্রেরই বৈরাগ্য থাকি আবশ্যিক, অথবা বৈরাগ্য না থাকিলে মুমুক্শুই (মুক্তির ইচ্ছাই) হইতে পারে না । সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার—(১) অপর বৈরাগ্য, (২) পর বৈরাগ্য । অপর বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যের সাধন । পাতঞ্জল-দর্শনে বৈরাগ্যের লক্ষণ এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—“দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥” দৃষ্ট (যাহা ইহকালে ভোগ্য), এবং আনুশ্রবিক (যাহা অনুগ্রবে—বেদে পরিজ্ঞাত) অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভোগ্য স্বর্গাদি লোক , এই উভয়বিধ ভোগ্য বিষয়ে যে চিন্তের বশীকার বা তৃষ্ণানিবৃত্তি, তাহার নাম বৈরাগ্য । ইহাই অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ । তাহার পর “তৎপরং পুরুষখ্যাতেত্ত্বং-বৈতৃষ্ণাম্” এই সূত্রে পরবৈরাগ্যের লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে । সূত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—আজ্ঞার স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বশতঃ যে, সন্ত, রজঃ ও তমোগুণে, অর্থাৎ গুণাত্মক প্রকৃতিতে পর্য্যস্ত অভিলাষ না থাকা, তাহার নাম পরবৈরাগ্য । উক্ত প্রকার বৈরাগ্যবোধনার্থ ভাষ্যে ‘দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ’ কথা ব্যবহার করা হইয়াছে ।

ইইয়া 'উপনিষৎ' শব্দবাচ্য, বক্ষ্যমাণ বিদ্যার আশ্রয় লইয়া তদগতভাবে নিঃসংশয়-চিত্তে ঐ বিদ্যার অনুশীলন করে, তাহাদের সংসার-বীজ অর্থাৎ জন্ম-মরণকারণীভূত অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিশীর্ণ (শিথিল বা ক্ষয়োন্মুখ) করে এবং হিংসা করে—বিনষ্ট করিয়া দেয় ; এইরূপ অর্থযোগেই বিদ্যাকে 'উপনিষৎ' বলা হয় । এই উপনিষদেও বলিবেন যে, 'তাহার সেবা করিয়া মৃত্যু-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায়' অথবা, পূর্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন মুমুক্শুগণকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যায় ; এই- ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনরূপ অর্থানুসারেও 'উপনিষৎ' শব্দে ব্রহ্ম-বিদ্যা বুঝায় । এ গ্রন্থে এরূপ কথা এখানেও বলা হইবে, [নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যা-বলে] 'বিরজ (ধর্ম্মাধর্ম্মরহিত) ও বিমৃত্যু (কামনা ও অবিদ্যাবর্জিত) ইইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।' তা'ছাড়া, নচিকেতা দ্বিতীয় বরে, ভূঃপ্রভৃতি লোকসমুদয়ের অগ্রেজাত ও ব্রহ্মসম্ভূত যে অগ্নির তত্ত্ব (অগ্নিবিদ্যা) জানিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিবিদ্যার বলে স্বর্গলোক লাভ করা যায়, এবং তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে বারংবার গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি উপদ্রব ভোগ করিতে হয়, তাহার অবসাদন বা শৈথিল্য করা হয় ; এই কারণে উক্ত ধাত্বর্থানুসারে অগ্নিবিদ্যাকেও 'উপনিষৎ' বলা যাইতে পারে । এখানেও 'স্বর্গগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করে' ইত্যাদি বাক্যে ঐরূপ কথাই বলিবেন ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কেন পাঠকগণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থকেও 'উপনিষৎ' বলিয়া থাকে ? যথা—'আমরা উপনিষৎ অধ্যয়ন করিতেছি এবং অধ্যাপনা করিতেছি' ইত্যাদি । হ্যাঁ, ওরূপ ব্যবহারে দোষ হয় না ; কারণ, সংসারের কারণীভূত অবিদ্যা দোষসমূহের বিশরণ বা শৈথিল্য-সম্পাদন প্রভৃতি 'সদ্' ধাতুর যে সমুদয় অর্থ উক্ত আছে, শুধু গ্রন্থে তাহার সম্ভব হয় না, পরন্তু বিদ্যাতেই সম্ভব হয় ; অথচ সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনই যখন গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এই কারণে

‘আয়ুর্বে’ স্তম্ভ’, অর্থাৎ স্তম্ভই আয়ুঃ, এইস্থলে যেরূপ আয়ুর কারণ বলিয়া স্তম্ভকেই ‘আয়ু’ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞা-প্রতিপাদক গ্রন্থেও তৎপ্রতিপাদ্য বিজ্ঞা-বোধক ‘উপনিষৎ’ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় না বা হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্ম-বিজ্ঞাই উপনিষদের মুখ্য অর্থ, গ্রন্থে তাহার গৌণ অর্থ। ‘উপনিষৎ’ শব্দের উক্ত প্রকার অর্থ নির্বচনেই ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্বন্ধে অধিকারিগণ বিশেষও উক্ত হইল বোধিতে হইবে। উপনিষদের বিষয় হইল—সর্বভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্ম ; প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসার-নিরন্তররূপ (যে নিবৃত্তির পর আর জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার হয় না) ব্রহ্মপ্রাপ্তি, এবং উক্তপ্রকার প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ সম্বন্ধও কথিত হইল। পূর্বেবক্তপ্রকার (‘মুমুকু’) অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন এই বিজ্ঞা, করতলগস্তামলকের গায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এই কারণে এই কঠোপনিষদের বলী বা অধ্যায়সমূহ বিশিষ্ট অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-সম্পন্ন ; অতএব, আমরা (ভাষ্যকার) যথামতি সেই সকল বলীর ব্যাখ্যা করিব।

* তাৎপর্য্য,—কথিত আছে,—“জাতার্থং জাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে ।”

শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ ॥”

অর্থাৎ পঠনীর শাস্ত্রের অর্থ—প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা, এবং প্রয়োজন, অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠের ফল জানা থাকিলেই শ্রোতা বা পাঠক শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; এই কারণে শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করা আবশ্যিক। অধিকন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকারী নির্দেশ করাও নিরসম্বন্ধ আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে ‘অনুবন্ধ-চতুষ্টয়’ নামে ঐ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের উল্লেখ আছে। যে শাস্ত্রে ঐ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নিরূপিত নাই, সেই শাস্ত্র পাঠ্য নহে এবং ব্যাখ্যায়ও নহে। এই কারণে ভাষ্যকার প্রথমেই গ্রন্থের বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নির্দেশ করিলেন।

যজুর্বেদীয়া
কঠোপনিষৎ

শাকরভাষ্য-সমেতা ।

—:~:—

প্রথম বঙ্গী ।

ওঁ সহ নাববতু । মহ, নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্য্যং
করবাবহে । তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসন্দর্দৌ । তস্য হ
নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।

প্রথম গুরুপাদাজং স্বত্বা শকর-ভাষিতম্ ।

কঠোপনিষদাং ব্যাখ্যা সরলাখ্যা বিতত্ত্বতে ॥

[অথ ব্রহ্মবিদ্যাং বিবক্তুঃ বেদপুরুষঃ শ্রোতুঃ শ্রদ্ধাসমুৎপাদনার্থ আখ্যায়িকা-
মাহ উশনিত্যাগ্নিনা] । বাজশ্রবসঃ (বাজময়ম্, তদানাদিনিমিত্তং শ্রবঃ যশঃ-
যশ্চ, স্ঃ বাজশ্রবাঃ, তস্য নপ্তৃরূপগোত্রাপত্যং বাজশ্রবসঃ ঔদ্যালকিনার্ম ঋষিঃ)
[বিশ্বজিতা সর্বমেধেন ঈজে] । স উশন্ স্বর্গলোকমিচ্ছনিত্যর্থঃ হ বৈ [হ বৈ
ইতি ঐতিহ্যস্মারকৌ নিপাতৌ] । সর্ববেদসং (সর্বস্বং) দর্দৌ (ব্রাহ্মণেভ্যো
দত্তবান্) । তস্য হ (প্রসিদ্ধস্ত বাজশ্রবসস্ত) নচিকেতাঃ নাম (নচি-
কেতোনাম্না প্রসিদ্ধঃ) পুত্রঃ আস (আসীৎ) । ['আস' ইতি পদং ছান্দসং
তিত্ত্বত্ত্বপ্রতিরূপকমব্যয়ং বা] ॥

অনুবাদ ।

[বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রোতার শ্রদ্ধা সমুৎপাদনার্থ বেদ নিজেই একটি
আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন],—বাজ অর্থ—অন্ন, সেই অন্নদান করিয়া
যিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি 'বাজশ্রবাঃ' ; তাঁহার পৌত্র প্রভৃতি সন্তানকে

‘বাজশ্রবস’ বলা যায় । উদার্লক-পুত্র সেই বাজশ্রবস যুনি ‘বিশ্বজিৎ’ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; তিনি তাহাতে স্বর্গলোক লাভের ইচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । ‘নচিকেতা’ নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তত্রাধ্যায়িকা বিষ্ণাস্ত্যর্থী ।" উশন্ কাময়মানঃ, হ বৈ ইতি বৃত্তার্থস্মরণার্থো নিপাতৌ । বাজমগ্নম্, তদানাদিনিমিত্তং শ্রবো যশো যশ্চ, সঃ বাজশ্রবাঃ, কৃতিতো বা, তশ্চাপত্যং বাজশ্রবসঃ । সঃ বাজশ্রবসঃ কিল বিশ্বজিতা সর্বমেধেনেজে —তৎকলং কাময়মানঃ । স চৈতস্মিন্ ক্রতো সর্ববেদসং সর্বস্বং ধনং দদৌ দত্তবান্ । তশ্চ যজমানশ্চ হ নচিকেতানাম পুত্রঃ কিলু আস বভূব ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই উপনিষদে ব্রহ্মবিচার স্তুতি বা প্রশংসার্থ আধ্যায়িকা (গল্প) প্রদত্ত হইয়াছে । ‘উশন্’ অর্থ—ফলকামী, ‘হ’ ও ‘বৈ’ কথা দুইটি নিপাত শব্দ (ব্যাকরণের কোন নিয়মে সিদ্ধ নহে), অতীত ঘটনা স্মরণ করান ঐ দুইটি পদের উদ্দেশ্য । ‘বাজ’ অর্থ—অন্ন ; অন্নদানে মাহার যশঃ হইয়াছে, তাঁহার নাম ‘বাজশ্রবা’ । অথবা, উহা অর্থহীন নাম মাত্র । বাজশ্রবার সম্বন্ধ—‘বাজশ্রবস’ নামক ঋষি যজ্ঞের যথোক্ত ফল পাইবার নিমিত্ত সর্বমেধ (যাহাতে সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে হয় এমন) ‘বিশ্বজিৎ’ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তিনি এই যজ্ঞে (নিজের) সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞমানের (যিনি যজ্ঞ করিয়াছেন) নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তৎ হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীরমানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ,
সৌহৃদ্যত ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।

দক্ষিণাসু নীরমানাসু (পিত্রা জরা-জীর্ণাসু গোষু ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণার্থং নীরমানাস্বিত্যর্থঃ) । তৎ কুমারং সন্তং (বাল্যে বয়সি স্থিতং নচিকেতসং) শ্রদ্ধা (আন্তিক্যবুদ্ধিঃ) আবিবেশ (প্রবিবেশ, স শ্রদ্ধাবান্ বভূবেত্যর্থঃ) । [জরঠ-নিবীৰ্য্য-

গবাদ্যনুপযুক্তবস্ত্রদানসময়ে অনুপযুক্তগবাদিকমস্বর্গাঃ কিমর্থং দদাতি পিতা, ন দেয়মিতি বদামীতি পুত্রস্ত বুদ্ধিরাসীদिति ভাবঃ] সঃ (নচিকেতাঃ) অমন্তত (মনসি অকরোৎ) ॥

অনুবাদ ।

পিতা যজ্ঞীয় দক্ষিণা-স্বরূপ জরাজীর্ণ গোসকল ব্রাহ্মণকে দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শঙ্কার উদ্বেক হইল ; তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

শাক্করভাষ্যম্ ।

তং হ নচিকেতসং কুমারং প্রথমবয়সং সন্তমপ্রাপ্তপ্রজননশক্তিং বালমেব শঙ্কা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা আবিবেশ প্রবিষ্টবতী । কস্মিন্ কালে ? ইত্যাহ,—ঋত্বিগ্ভ্যঃ সদশ্বেভ্যশ্চ দক্ষিণাসু নীয়মানাসু বিভাগেনোপনীয়মানাসু দক্ষিণার্থাসু গোষু স আবিষ্টশঙ্কো নচিকেতাঃ অমন্তত ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই নচিকেতা কুমার—প্রথমবয়সে স্থিত অর্থাৎ তখনও সন্তানোৎপাদন শক্তি লাভ করে নাই, এরূপ বালক হইলেও পিতার হিতাকাঙ্ক্ষা বশতঃ তাঁহাতে তাঁহার হৃদয়ে) শঙ্কা অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধি (শাস্ত্রের ও ঋষিবাক্যের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস) আবির্ভূত হইল । কোন্ সময় ? তাই বলিতেছেন,—পিতা যখন ঋত্বিক্ ও সদশ্বেগণের উদ্দেশে দক্ষিণা লইয়া যাইতেছেন, অর্থাৎ যজ্ঞের ব্রতী ও ক্রিয়ার দোষগুণ-পরীক্ষক সদশ্বেগণের দক্ষিণার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গোসকল উপস্থাপিত করিতেছেন *, সেই সময় নচিকেতা শঙ্কা-যুক্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

পীতোদকা জগ্ধৃগা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ ।

অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩॥

তাৎপৰ্য্য,—ঐহাণ ব্রতী হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগকে ব্রতী বা 'ঋত্বিক্' বলা হয় । আর ঐহাণা সেই যজ্ঞক্রিয়া বধাবিধি সম্পাদিত হইতেছে কিনা, এইরূপ ক্রিয়াকৃত দোষগুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে 'সদশ্বে' বলা হয় । "সদশ্বে বিধিদর্শিনঃ", অর্থাৎ ঐহাণা বিধির পরীক্ষা করেন, তাঁহারা সদশ্বে ।

ব্যাখ্যা ।

[শ্রদ্ধাপ্রযুক্তং মননপ্রকারমেব অভিব্যনক্তি—পীতৌদকা ইত্যাদিনা] ।
 পীতৌদকা: (পীতম্ উদকং যাতিঃ, ন পুনঃ পাতব্যমস্তি, তা:) জঙ্ঘতৃণা: (জঙ্ঘ-
 মেব তৃণং যাতিঃ, ন তু জঙ্ঘব্যমস্তি, তা: তথোক্তা: ভোগশক্তিহীনা ইতি যাবৎ)
 দুগ্ধদোহা: (দুগ্ধত ইতি দোহঃ কীরম্; দুগ্ধ এব দোহো যাসাম্, ন পুনঃ
 দোগ্ধব্যমস্তি, তা দুগ্ধহীনা:) নিরিন্দ্রিয়া: (ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্যা: বৃদ্ধা ইতি ভাব:) তা:
 (উক্তরূপা গা:) দদৎ (প্রযচ্ছন্) স: (পুমান্) তান্ (লোকান্) গচ্ছতি,
 অনন্দা: (অবিদ্যমানস্থিতা:) নাম তে (প্রসিদ্ধা:) [যে লোকা: সন্তি ইতি
 শেষ:]

অনুবাদ ।

যে সকল গো জন্মের মত জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে,
 দুগ্ধ দান করিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি সেই সকল গো দান
 করে, সে অনন্দ অর্থাৎ দুঃখ-বহুলরূপ প্রসিদ্ধ লোকে গমন করে ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ ।

কথম্ ?—ইত্যাচ্যতে—পীতৌদকা ইত্যাদিনা । দক্ষিণার্থা গাবো বিশেষ্যন্তে,—
 পীতৌদকং যাতিঃ তা: পীতৌদকা: । জঙ্ঘং ভক্ষিতং তৃণং যাতিঃ তা: জঙ্ঘতৃণা: ।
 দুগ্ধো দোহঃ কীরাম্ যাসাং তা দুগ্ধদোহা: । নিরিন্দ্রিয়া: প্রজননাসমর্থা: জীর্ণা:
 নিফলা গাব ইত্যর্থ: । তা এবস্তুতা: গা: ঋষিগ্ত্যো দক্ষিণাবুক্ত্যা দদৎ প্রযচ্ছন্,
 অনন্দা অনানন্দা: অনস্থা নাম 'যে তে লোকা:, তান্ স যজমানো
 গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি রূপ ভাবনা করিয়াছিলেন ? 'পীতৌদকা:' ইত্যাদি বাক্যে
 তাহা কথিত হইতেছে । দক্ষিণার্থ প্রদেশে গোসকলের বিশেষণ
 প্রদত্ত হইতেছে,—যে সকল গো পীতৌদক—যাহারা শেষ উদক
 (জল) পান করিয়াছে (আর পান করিবে না), জঙ্ঘতৃণ—যাহারা
 [জন্মের মত] তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে (আর ভক্ষণ করিবে না),
 দুগ্ধদোহ—যাহাদের শেষ কীর দোহন করা হইয়াছে (আর দোহন

করিতে হইবে না), এবং নিরিন্দ্রিয়—আর সম্ভানোৎপাদনে অসমর্থ, অর্থাৎ জরাজীর্ণ ও নিষ্ফল । যে যজমান (যজ্ঞকর্তা) এবংভূত গোসকলকে দক্ষিণাবুদ্ধিতে প্রদান করে, সেই যজমান তাদৃশ দানের ফলে সেই যে, প্রসিক্ত আনন্দরহিত—অসুখময় লোক, তাহাতে গমন করে ॥ ৩ ॥

স হোবাচ পিতরং তত কঠৈশ্চ মাং দাশুসীতি ।

দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তৎ হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ ॥

• ব্যাখ্যা ।

[মনন প্রকারমুপসংহরন্ উক্তি প্রকারমাহ—স হোবাচেতি] । সঃ (নচিকেতাঃ) হ (ঐতিহ্যোক্তকমব্যয়ম্) পিতরম্ [উপগম্য] উবাচ তত (হে তাত), কঠৈশ্চ (ঋত্বিজৈ) মাম্ [দক্ষিণার্থম্] দাশুসি ইতি [মাং দশাপি যজ্ঞোপকারঃ কথঞ্চিং করণীয়-ইত্যভিপ্রায়ঃ] । দ্বিতীয়ং তৃতীয়ম্ (এবম্প্রকারেণ দ্বিতীয়বারং তৃতীয়বারমপি উবাচ—কঠৈশ্চ মাং দাশুসীতি) । [অনন্তরং পিতা ক্রুদ্ধঃ সন্] তন্ (পুত্রম্) ই (কিল) উবাচ ত্বা (ত্বাম্) মৃত্যবে (যমায়) দদামি (ত্বং ত্রিয়স্ব ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

নচিকেতার চিন্তা-প্রণালীর উপসংহার করতঃ এগন উক্তির প্রণালী নির্দেশ করিতেছেন । সেই 'নচিকেতা পিতাকে বলিলেন,—পিতাঃ ! আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশে দান করিবেন ? অভিপ্রায় এই যে, যদি পুত্রকে দান করিয়াও যজ্ঞের কথঞ্চিং উপকার হইতে পারে, তাহা করা উচিত । নচিকেতা এইরূপে দুইবার, তিনবার পিতাকে বলিলেন ; [অনন্তর, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া] পুত্রকে বলিলেন,—তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম ॥৪॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তসেবং ক্রত্বসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টং ফলং যয়া পুত্রেণ সতা নিবারণীয়ম্ আশুপ্রদানেনাপি ক্রত্বসম্পত্তিং কৃত্বা, ইত্যেবং যজমানঃ পিতরমুপগম্য স হোবাচ পিতরম্, হে তত তাত কঠৈশ্চ ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং মাং দাশুসীতি প্রবক্ষ্যসীতি । এতদেবমুক্তেনাপি পিতা উপেক্ষমাণোহপি দ্বিতীয়ং তৃতীয়মপি

উবাচ—কঠৈ মাং দাস্তসি কঠৈ মাং দাস্তসীতি । নারং কুমারস্বভাব ইতি কুরুঃ
সন্ পিতা তং হ পুত্রং কিং উবাচ—মৃত্যবে বৈবস্বতায় স্বাং দদামীতি ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন,—এইরূপে যজ্ঞের অপূর্ণতা বা
অঙ্গহীনতা-নিবন্ধন পিতার যে অনিষ্ট ফল হইতেছে, আমি তাঁহার
পুত্র বিধায় আমার পক্ষে প্রাণ দিয়াও যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদনপূর্বক
সেই অনিষ্ট নিবারণ করা আবশ্যিক । নচিকেতা এইরূপ মনে করিয়া
পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—
তত (পিতঃ) ! আমাকে দক্ষিণাম্বরূপ কোন ঋত্বিকের উদ্দেশে
প্রদান করিবেন ? নচিকেতা এইরূপ বলিলেও পিতা প্রথমতঃ তাহা
উপেক্ষা করিলেন । কিন্তু নচিকেতা উপেক্ষিত হইয়াও আবার
বলিতে লাগিলেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন,
আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন ? নচিকেতা দুই তিনবার
এইরূপ বলিলে পর, পিতা বুঝিলেন যে, ইহার স্বভাব ত বালকের
মত নহে [নিতান্ত ধূমতাপূর্ণ] ! তখন ক্রোধ সহকারে পুত্রকে
বলিলেন,—বৈবস্বত (সূর্য্য-পুত্র) মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান
করিতেছি ॥ ৪ ॥

বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ ।

কিন্শ্বিদ্ যমশ্চ কর্তব্যং যন্ময়াগ্ করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যাঃ

[পিতা এবহুক্ৰঃ সন্ নচিকেতাঃ এবং চিন্তিতবান্—বহুনামিতি] । বহুনাম্
(শিষ্য-পুত্রাদীনাম্) [মধ্যো] [অহম্] প্রথমঃ [সন্] [প্রথময়া শুরুশ্রব্যাং মুখ্যয়া
শিষ্যাদিবৃত্ত্যা] এমি (ভবামি) । বহুনাম্ (মধ্যমানাং চ) [মধ্যো] মধ্যমঃ [বা সন্]
[মধ্যময়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা বা] এমি । যমশ্চ কিং শ্বিং (কিং বা) , কর্তব্যম্
(তৎ প্রয়োজনমস্তি), [পিতা] অগ্ [প্রদত্তেন] ময়া (পুত্রেণ) যৎ (যৎ প্রয়োজনম্)
করিষ্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি) । [কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি, কেবলং ক্রোধবশাৎ
অহং পিতা এবহুক্ৰোহস্মি ইত্যাহরঃ] ॥ -

অনুবাদ ।

পিতার উক্তি শ্রবণের পর নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
বহুর অর্থাৎ পিতার উত্তম শিষ্য-পুত্রাদির মধ্যে গুরুশ্রাবাকার্য্যে আমি প্রথম
(শ্রেষ্ঠ) হইয়া থাকি, এবং বহু মধ্যমের মধ্যেও আমি [অস্ত্যতঃ] মধ্যম হইয়া
থাকি ; কিন্তু কখনও অধম (নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত) হই না । [তথাপি] যমের নিকট
পিতার এমন কি কর্তব্য বা প্রয়োজন ছিল, যাহা অণু আমার দ্বারা সম্পাদন
করিবেন ? ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

স এবমুক্তঃ পুত্র একান্তে, পরিদেয়গাঞ্চকার । কথমিতি উচ্যতে—বহুনাং
শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা এমি গচ্ছামি প্রথমঃ সন্ মুখ্যয়া শিষ্যাদিবৃত্ত্যা ইত্যর্থঃ ।
মধ্যমানাঞ্চ বহুনাং মধ্যমো মধ্যময়েব বৃত্ত্যা এমি ; নাধময়া কদাচিদপি । তমেবং
বিশিষ্টগুণমপি পুত্রং মাং “মৃত্যবে ত্বা দদামি” ইত্যুক্তবান্ পিতা । স কিং
স্বিদ যমস্ত কর্তব্যং প্রয়োজনং ময়া প্রদত্তেন করিষ্যতি, যং কর্তব্যমণ্ড । নুনং
প্রয়োজনমনপেক্ষ্যেব ক্রোধবশাহুক্তবান্ পিতা । তথাপি তং পিতুর্কচো মৃধু
মাভূদিত্তি ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ক্রুদ্ধ পিতা এইরূপ বলিলে পর, পুত্র নচিকেতা নির্জনে বসিয়া
বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । কি প্রকার চিন্তা, তাহা বলা হই-
তেছে,—শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতির যাহা উত্তম বৃত্তি (ব্যবহার), সেই
ব্যবহারের গুণে বহু শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ
করিয়া থাকি, [অস্ত্যতঃ] বহুতর মধ্যম-শ্রেণীর শিষ্যাদির মধ্যে মধ্যম
বৃত্তির (মাঝামাঝি ব্যবহারের) দ্বারা মধ্যম স্থানও অধিকার করিয়া
থাকি ; কিন্তু কখনও অধম বৃত্তি দ্বারা [অধম হই না] * । আমি

* তাৎপৰ্য্য,—সেবাধিকারী শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে তিনটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়,—(১) উত্তম, (২) মধ্যম ও (৩) অধম । তন্মধ্যে যাহারা গুরুর অতিপ্রায় বৃত্তি—আর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া গুরুর অভিপ্রেত শ্রাবাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহারা উত্তম ; যাহারা গুরুর অতিপ্রায় বৃত্তিও আদেশের অপেক্ষা করেন, আদেশের পর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহারা মধ্যম ; আর যাহারা গুরুর অতিপ্রায় বৃত্তি এবং আদেশ শ্রবণ করিয়াও গুরুর অতিমত শ্রাবাদি কার্য্যে সহজে বাইতে চাহেন না, বা যান না, তাহারা অধম ।

এরূপ বিশিষ্টগুণসম্পন্ন পুত্র হইলেও পিতা আমাকে 'মৃত্যুর উদ্দেশে তোমাকে দান করিতেছি' বলিলেন ! তিনি অথ আমাকে দান করিয়া, আমার দ্বারা যমের কি প্রয়োজন সম্পাদন করিবেন ? নিশ্চয়, পিতা কোন প্রয়োজন চিন্তা না করিয়াই কেবল ক্রোধবশে আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন মাত্র । [যাহা হউক,] তথাপি পিতার নাক্য মিথ্যা না হউক * ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথা পরে ।

শশ্চমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শশ্চমিরাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

[কখন-প্রকারমেবাহ অনুপশ্যেত্যাদিনা—অনুপশ্যেতি] । 'পূর্বে (পূর্ববর্তিনঃ পিতৃ-পিতামহাদয়ঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) [গর্তাঃ, তান্] অনুপশ্য [পূর্বক্রমেণ আলোচয়] তথা পরে (বর্তমানাঃ সাধবশ্চ) [যথা বর্তম্বে, তান্ অপি] প্রতিপশ্য (বিচারয়) । [আলোচ্য চ ভবানপি তেবামেব চরিত্রমনুসরতু ইত্যাময়ঃ অসত্যাচরণং তু মাকার্ষীৎ ইত্যাময়েনাহ—] মর্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) [যতঃ] শশ্চম্ ইব পচ্যতে [কালকর্ম্মবশাৎ মরণোগ্নুধো ভবতি—ত্রিয়তে ইতি যাবৎ] । শশ্চম্ ইব পুনঃ রাজায়তে (কালকর্ম্মবশাৎ উৎপত্ততে চ) । [অতঃ মর্ত্যানাং জন্ম-মরণয়োঃ অবগ্ৰভাবিত্বাৎ যস্য মাং প্রযচ্ছতো ভবতঃ শোকো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

[অনুপশ্য ইত্যাদি শ্লোকে নচিকেতার উক্তি বর্ণিত হইতেছে]—পূর্বতন পিতৃপিতামহগণেরূপে গিয়াছেন, অর্থাৎ যে প্রকার আচরণ করিয়াছেন, উত্তমরূপে তাঁহাদের সেই চরিত্র একে একে আলোচনা করিয়া দেখুন, এবং

* নচিকেতার অভিপ্রায় এই যে,—আমি প্রথম শ্রেণীরই অন্তর্গত ; অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ; কখনই অধম তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহি । এ অবস্থার প্রিয়পুত্র আমাকে ত্যাগ করি কখনই পিতার পক্ষে সম্ভবপর নহে । তথাপি যে, আমাকে যমের উদ্দেশে দান করিয়াছেন, ইহা কেবল ক্রোধেরই ফল ; মৃতরাং পিতা প্রকৃতপক্ষে আমাকে ত্যাগ করেন নাই । এই কারণে পিতাও আমার সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলিয়া নিতান্তই শোকাবল হইয়াছেন । তথাপি আমার জ্ঞান পুত্রের পক্ষে পিতার আদেশ প্রতিপালন করা একান্ত কর্তব্য ।

বর্তমান সাধু জনেরাও যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন [তাঁহাদের চরিত্র চিন্তা করিয়া আপনিও তদনুরূপ আচরণ করুন, কখনই সত্যভঙ্গ করিবেন না] । যেহেতু মরণশীল মনুষ্য শশুর মত নিজ নিজ কৰ্ম্মাম্বুসারে সময়-বিশেষে মরিয়া যায়, এবং শশুরই মত কৰ্ম্মবশে পুনর্বার জন্ম-লাভ করে, অর্থাৎ মনুষ্যের জন্ম-মরণ অবশ্যস্বাভাবী [অতএব যমের উদ্দেশে দান করায় আপনার শোক করা উচিত হয় না] ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এবং যত্র পরিবেদনা-পূৰ্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টম্ 'কিং ময়োক্তম্' ইতি । অনুপশু আলোচয়—বিভাবয় অনুক্ৰম্যেণ—যথা যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ পূৰ্বে অতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব ; তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাং বৃত্তম্ অনুষ্ঠাতুম্ অর্হসি । বর্তমানাস্চ অপরে সাধবো যথা বর্তন্তে তাংস্চ তথা প্রতিপশু আলোচয় । ন চ তেষাং মৃষাকরণং বৃত্তং বর্তমানং বা অস্তি । তদ্বিপরীতমসতাক্ষ বৃত্তং মৃষাকরণম্ । ন চ মৃষাভূতং কৃত্বা কশ্চিদঙ্গরামরো ভবতি । যতঃ শশুমিব মর্ত্যো মনুষ্যঃ পচ্যতে জীর্ণো ম্রিয়তে, মৃত্বা চ শশুমিব আজায়তে আবির্ভবতি পুনঃ । এবমনিতে জীবলোকৈ কিং মৃষাকরণেন ?—পালয়ান্ননঃ সত্যম্ ;—প্রেষয় মাং যমায়ৈত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইরূপ মনে করিয়া দীর্ঘচিন্তার পর, 'আমি কি বলিয়া ফেলিলাম !' এই ভাবনায় শোকান্বিত পিতাকে বলিতে লাগিলেন,— [হে পিতঃ !] 'আপনার পূর্বতন' পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপ বৃত্তি (ব্যবহার) অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্তমান সাধুগণও যেরূপ বৃত্তি বা ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন, এক একটি করিয়া তাহা দর্শন করুন, অর্থাৎ উত্তমরূপে আলোচনা (চিন্তা) করুন । আলোচনা করিয়া আপনারও তাঁহাদেরই চরিত্র (ব্যবহার) অবলম্বন করা উচিত । তাঁহাদের চরিত্রে মিথ্যাচরণ কখনও ছিল না, এবং বর্তমানেও নাই । অসাধু জনেরাই মিথ্যা বা অসত্য আচরণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই মিথ্যা আচরণ করিয়া কেহই জরামরণরহিত (অজর ও অমর) হইতে পারে না । কারণ, মর্ত্য (মরণশীল) মনুষ্য শশুর মত

(ধাত্মাদির গ্ৰায়) পক হয়, অর্থাৎ জরাজীর্ণ হয় ও মরিয়া যায়, এবং মরিয়া আবার শশুরই মত পুনর্বার জন্ম বা আবির্ভাব প্রাপ্ত হয় । [অতএব] এই অনিত্য জীবলোকে (সংসারে) মিথ্যা আচরণের কি প্রয়োজন ? নিজের সত্যপালন করুন—আমাকে যমের উদ্দেশে প্রেরণ করুন ॥ ৬ ॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিব্রাহ্মণো গৃহান্ ।

তস্মৈতাংশান্তিঃ কুর্কস্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

ব্যাখ্যা ।

[অথ পিতৃা যমায় প্রেথিতো নচিকেতাঃ যমশ্চানুপস্থিতিকালে যমভবনং গতা, তত্র যমমপশুন্ দিনত্রয়মুপবাসেন তস্মৌ, ততশ্চ প্রবাসাৎ আঁগতং যমং দৃষ্ট্বা তদীয়া অমাত্যাদয় উচুঃ,—বৈশ্বানর ইতি] । ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ সন্ বৈশ্বানরঃ (অগ্নিরিব—দহন্ ইব) গৃহান্ প্রবিশতি । [ব্রাহ্মণোহতিথিঃ গৃহমাগতঃ অনাদৃতঃ সন্ অগ্নিরিব গৃহিণাৎ সর্কমর্থং দহতি ইত্যশয়ঃ] । তস্ম (অগ্নিরিব প্রবিষ্টশ্চ অতিথেঃ) এতাম্ (শান্ত্বোক্তাং পাণ্ডার্ব্যাদি-দানরূপাম্) শান্তিঃ কুর্কস্তি [মহাস্তো গৃহিণঃ] । [অতো হেতোঃ] হে বৈবস্বত (বিবস্বৎপুত্র যম) ! উদকম্ (পাণ্ডার্থং জলম্) [অস্মৈ ব্রাহ্মণায়] হর (আহর, এনং পূজয়েত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

[নচিকেতা পিতা কর্তৃক যমোদ্দেশে প্রেথিত হইয়া যমভবনে উপস্থিত হইলেন । তখন যম অগ্ৰত্ব ছিলেন । নচিকেতা যমকে উপস্থিত না দেখিয়া তিন দিন পর্যন্ত উপবাস করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন । যম প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে পর তাঁহার মন্ত্রিপ্রভৃতি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—] ব্রাহ্মণ অতিথি-রূপে অগ্নির গ্ৰায় গৃহে প্রবেশ করেন । [সাধু গৃহস্থগণ] তজ্জগৎ এই (পাণ্ডার্ব্যাদি-দানরূপ) শান্তি করিয়া থাকেন । অতএব, হে বৈবস্বত—সূর্য্য-পুত্র ! তুমি [ইহার পাদপ্রক্ষালনার্থ] জল আনয়ন কর । [অতিপ্রায় এই বে, ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত হইয়া যদি উপযুক্ত আদর না পান, তাহা হইলে গৃহস্থের অতিশয় অকল্যাণ ঘটে । সেই অকল্যাণ-প্রশমনের নিমিত্ত অতিথির আদর ও অর্চনা করিতে হর] ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

স এবমুক্তঃ পিতা আত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস । স চ যমভবনং গম্বা
তিষো রাত্রীকবাস যমে প্রোষিতে । প্রোষ্যাগতং যমম্ অমাত্যা ভাৰ্য্যা বা
উচুর্কৌধয়ন্তঃ—বৈশ্বানরঃ অগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশত্যতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো
গৃহান্ দহন্নিব ; তস্ম দাহং শময়ন্ত ইবায়েঃ এতং পাত্মাসনাদিদানলক্ষণাং শাস্তিং
কুর্কস্তু সন্তোহতিথেঃ যতঃ, অতো হর আহর,—হে বৈবস্বত ! উদকং
নচিকেতসে পাত্মার্থম্ । যতশ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ শ্রয়তে ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পিতা (বাজ্রশব্দ) পুত্রের ঐ প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া নিজের
সত্যসংরক্ষণার্থ পুত্রকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন । পুত্র নচিকেতা
যমভবনে গমন করতঃ সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিলেন ; তৎকালে
যমরাজ প্রবাসে ছিলেন । তিনি প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে
অমাত্যগণ, কিংবা পত্নীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—
সাক্ষাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে যেন দগ্ধ করিবার জন্মই গৃহে
প্রবেশ করেন, অর্থাৎ গৃহে উপস্থিত হন । যেহেতু সাধুগণ সেই
অতিথিরূপ অগ্নির দাহপ্রশমনার্থই যেন এই—পাত্ম ও আসনাদি
দানরূপ শাস্তি করিয়া থাকেন । অতএব, হে বৈবস্বত (সূর্য্যতনয়—
যম) ! এই নচিকেতার পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনয়ন করুন ; কারণ,
এইরূপ না করিলে শাস্ত্রে প্রত্যবায়ের (পাপের) কথা শ্রুত হয় ॥ ৭ ॥

আশা-প্রত্যক্ষে সৃজতঃসূনৃতাক্ষ

ইক্ষা-পূর্তে পুত্র-পশুংশ্চ সর্ক্বান্ ।

এতদ্রুড়্ভক্তে পুরুষশ্চাল্লমেধসো

যশ্বানশ্বন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥

ব্যাখ্যা ।

[অতিথিপূজার অকরণে অনিষ্টফলমাহ,—আশেতি] । ব্রাহ্মণোহনশ্বন্ (অশ্ব-
জানঃ সন্) যশ্ব গৃহে বসতি, [তস্ম] অন্নরোধসঃ (অন্নবুদ্ধেঃ) পুরুষশ্চ আশা-প্রত্যক্ষে

(আশা চ প্রতীকা চ তে ; অত্যন্তাপরিজ্ঞাত-স্ববর্ণাচলাদিবস্ত্রপ্রাপ্যার্থং বা বাসনা সী
আশা, বিজ্ঞাতপ্রাপ্যবস্ত্রবিষয়েচ্ছা প্রতীকা) সঙ্গতম্ (স্হংসঙ্গতিকলম্) স্নূতাম্
(সাধুপ্রিয়বার্ত্তাম্), ইষ্টাপূর্ত্তে (ইষ্টং চ পূর্ত্তং চ তে, ইষ্টং যজ্ঞনম্—তৎফলম্,
পূর্ত্তং তড়াগোষ্ঠানাदि प्रदानफलम्), সর্কান্ পুত্র-পশূন্ চ (পুত্রান্ পশূন্শ্চেত্যর্থঃ) ।
এতৎ [সর্কম্] [অনশনেন ব্রাহ্মণশ্চ গৃহেহবস্থানম্] বৃঙ্ক্তে (আবর্জয়তি—
সর্কং নাশয়তীতি বাবৎ) ॥

অনুবাদ ।

যে অন্নবুদ্ধি পুরুষের গৃহে ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন, তাহার ফলে তাহার
আশা অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই, তাহার প্রার্থনা, আর
প্রতীকা অর্থাৎ যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় বা স্থিরতা আছে, সেই বস্তু পাইতে
ইচ্ছা, অর্থাৎ তহুভয়ের সফলতা, সঙ্গত—সজ্জন-সমাগমের ফল, স্নূতা—উত্তম
প্রিয় সংবাদ, ইষ্ট—যজ্ঞাদি ক্রিয়া, পূর্ত্ত—জলাশয়, উষ্ঠান প্রভৃতি দান, অর্থাৎ
তহুভয়ের ফল, এবং পুত্র ও পশু, এই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

আশা-প্রতীকে—অনিজ্ঞাতপ্রাপ্যেষ্টার্থপ্রার্থনা আশা, নিজ্ঞাত-প্রাপ্যার্থ-
প্রতীকণং প্রতীকা, তে আশা-প্রতীকে । সঙ্গতম্—সংসংযোগজং ফলম্ ।
স্নূতাং চ—স্নূতা হি প্রিয়া বাক্, তন্নিমিত্তঞ্চ । ইষ্টাপূর্ত্তে—ইষ্টং যাগজং ফলম্,
পূর্ত্তম্ আরাধাদিক্রিয়াজং ফলম্ । পুত্রপশূন্শ্চ—পুত্রাংশ্চ পশূন্শ্চ সর্কান্, এতৎ
সর্কং যথোক্তং বৃঙ্ক্তে আবর্জয়তি—বিনাশয়তীত্যেতৎ ; পুরুষশ্চ অন্নমেধসঃ অন্ন-
প্রজ্ঞশ্চ ; যশ্চ অনন্নং অভূজানঃ ব্রাহ্মণঃ গৃহে বসতি । তস্মাদন্নুপেক্ষণীয়ঃ সর্কাবহান্মপি
অতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অবিজ্ঞাত প্রাপ্য বস্তুর প্রার্থনার নাম 'আশা', আর বিজ্ঞাতরূপ
প্রাপ্য বস্তু বিষয়ে প্রার্থনার নাম 'প্রতীকা' । এই উভয়—আশা ও
প্রতীকা, সঙ্গত—সজ্জনসঙ্গের ফল, স্নূতা—প্রিয় বাক্য কথনের
ফল, ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থ যাগফল, পূর্ত্ত অর্থ উষ্ঠানাदि दानের ফল,
এবং সমস্ত পুত্র ও পশু (গবাদি), সেই ব্যক্তি এই সমস্তই
বিনষ্ট করে । [কে এবং কাহার? না—] যেই অন্নবুদ্ধি পুরুষের

গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অনশনে বাস করেন [সেই অনশনে অবস্থিতিই গৃহস্থের ঐ সমস্ত সম্পদ নষ্ট করিয়া দেয়] । অতএব কোন অবস্থায়ই অতিথি উপেক্ষণীয় নহে * ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীর্ষদবাৎসীগৃহে মে-

হনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমশ্চঃ ।

নমস্তেহস্ত ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেহস্ত,

তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।

[এবং প্রবোধিতো যমো নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরয়াহ—তিস্র ইতি] ।
তে ব্রহ্মন্, [ত্বম্] অতিথিঃ [অতএব] নমশ্চঃ (পূজার্থঃ সন্) যৎ মে গৃহে তিস্রঃ
রাত্রীঃ (দিনত্রয়ম্) অনশ্নন্ (অভুজানঃ সন্) অবাৎসীঃ (বাসমকারীঃ), তস্মাৎ
হে ব্রহ্মন্ ! তে (তুভ্যম্) নমোহস্ত । মে যহং স্বস্তি মঙ্গলম্ [অস্ত ইতি শেষঃ] । [তস্ত
প্রতীকারায়] প্রতি (তিস্রঃ রাত্রীঃ প্রতি) ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ (ঐকৈকাৎ রাত্রির্
প্রতি ঐকৈকং বরং যথাভিলাষং প্রার্থয়স্ব ইতি ভাবঃ) ।

অনুবাদ ।

[যম এইরূপ উপদেশাত্মক প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে

* তাৎপর্য,—অতিথিসম্বন্ধে অপর্কস্বেদের ১২৭ সংখ্যক অনুবাকে এইরূপ কথিত আছে,—
'শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদঃ চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্কোহতিথেরশ্নাতি' ॥ ৬ ॥ 'এষ বা অতিথিঃ যৎ
শ্রোত্রিঃ, তস্মাৎ পূর্কো নানীয়াৎ ॥ ৭ ॥ অর্থাৎ যে লোক অতিথির পূর্কে ভোজন করে,
বস্তুতঃ সে লোক স্বীয় গৃহের সৌভাগ্য ও জ্ঞানই ভোজন করে অর্থাৎ তাহার ঐ উত্তরই বিনষ্ট
হইয়া যায় ॥ ৬ ॥ যিনি শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ), তিনিই প্রকৃত অতিথি ; তাহার পূর্কে কখনও
ভোজন করিবে না ॥ ৭ ॥ উহ্ন হইতে বুঝা যায় যে, অতিথিকে অনশনে রাখিয়া ভোজন
করিলেই অমঙ্গল হয়, বিশেষতঃ শ্রোত্রিয় অতিথিকে । যমরাজের পরোক্ষভাবে সেই অপরাধই
বর্ণিত আছে ; সুতরাং তন্নিবারণার্থ ঐরূপ উপদেশ করা মন্ত্রপ্রভৃতির উপযুক্ত কাৰ্য্যই হইয়াছে ।
মনু তৃতীয়াধায়ে বলিয়াছেন,—'সংপ্রাপ্তায় স্বতিপয়ে প্রদচ্ছাদাসনোদকে । অন্নং চৈব যথাশক্তি
সংকৃত্য বিধিপূর্বকম্' ॥ ৯৯ ॥ 'শিলানপূজতো নিতাং পকাগ্নীনপি জুহ্বতঃ । সর্বং স্কৃতমাদত্তে
ব্রাহ্মণোহর্নচ্চিতো বসন্' ॥ ১০০ ॥ অর্থাৎ উত্তম অতিথি সমাগত হইলে তাহাকে যথাবিধি
অর্চনা (আদর) করিয়া আসন, জল ও যথাশক্তি অন্নদান করিবে ॥ ৯৯ ॥ যে লোক ইহা না
করে, সে লোক নিম্নোক্তবৃত্তিই হউক, আর নিতা পকাগ্নিতেই হোম করুক ; ব্রাহ্মণ অতিথি
অনাদৃতভাবে গৃহে বাস করিলে, সে তাহার সেই সমস্ত শুভকল গ্রহণ করে ॥ ১০০ ॥ এই
অপরাধ নিবারণের জন্ত গৃহস্থকে সাবধান হইতে হয় ।

সমাগত হইয়া পূজাপূর্বক বলিতে লাগিলেন],—হে ব্রহ্মন্ ! তুমি অতিথি; সূতরাং আমার নমস্ (পূজার্ন) ; যেহেতু তুমি আমার গৃহে ত্রিরাত্র অনশনে বাস করিয়াছ, অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি ; আমার মঙ্গল হউক । অধিকন্তু, প্রতি অর্থাৎ এক এক রাত্রির জন্ত এক একটি করিয়া—ত্রিরাত্রের জন্ত ইচ্ছামত তিনটি বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এবমুক্তো মৃত্যুর্বাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরম্ । কিং তৎ ? ইত্যাহ, —তিস্রো রাত্রীঃ যৎ যস্মাৎ অবাৎসীঃ উষিতবানসি গৃহে মে মম অনশন, হে ব্রহ্মন্, অতিথিঃ সন, নমস্তৌ নমস্কারাহঁষ্ট ; 'তস্মাৎ নমস্তে তুভ্যমস্ত ভবতু । হে ব্রহ্মন্, স্বস্তি উদ্ভং মেহঁস্ত । তস্মাদ্ ভবতোহনশনে মদগৃহবাসনিমিত্তাৎ দোষাৎ তৎপ্রাপ্ত্যপশমেন যদ্যপি ভবদনুগ্রহেণ সর্বং মম স্বস্তি ঙ্গাৎ, তথাপি ত্বদধিক-সম্প্রসাদনার্থমনশনে নোপোষিতামেকৈকাং রাত্রিং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষাভি-প্রৈতার্থবিশেষান্ প্রার্থয়স্ব মন্তঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মৃত্যু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া নচিকেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া পূজা বা সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন । মৃত্যু কি বলিলেন ? তাহা বলিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ) ! তুমি যেহেতু অতিথি, এবং নমস্কারার্থ হইয়াও ত্রিরাত্র অনশনে (উপবাস করিয়া) 'আমার গৃহে বাস করিয়াছ, অতএব হে ব্রহ্মন্ ! তোমাকে নমস্কার ; আমার কল্যাণ হউক ; অর্থাৎ তুমি আমার গৃহে অনশনে বাস করায় যে দোষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহার প্রশমনে আমার মঙ্গল হউক । যদিও তোমার অনুগ্রহেই আমার সর্ববিধ মঙ্গল হইবে সত্য, তথাপি তোমার অধিকতর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্ত [বলিতেছি যে,] তুমি এখানে অনশনে বা উপবাসে যে কয়েক রাত্রি যাপন করিয়াছ, তাহার এক একটি রাত্রির জন্ত (ফলতঃ ত্রিরাত্রের জন্ত) তিনটি বর বরণ কর, অর্থাৎ তিন বরে নিজের অভিপ্রেত বিষয়সমূহ আমা হইতে প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

শান্তসংকল্পঃ সূমনা যথা শ্রাদ্-
 বীতমন্যুর্গোঁতমো মাভি যুতো ।
 ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত-
 এতত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।

যমেনৈবমুক্তো নচিকেতাঃ প্রথমমাহ,—শান্তেতি ।—হে যুতো, গোঁতমঃ (মম পিতা) শান্তসংকল্পঃ (মদনিষ্ঠ-সস্তাবনয়া জায়মানঃ সংকল্পঃ শান্তঃ যশ্চ, সঃ), সূমনাঃ (প্রসন্নমনাঃ) মাঁ অভি (মাং প্রতি) বীতমন্যুঃ (অপগত-কোপঃ চ) যথা শ্রাদ্ প্রতীতঃ (স' এবায়ং মম পুত্রঃ সমাগত ইত্যেবং লক্ষ্মণ্যতিঃ সন্) ত্বৎপ্রসৃষ্টম্ (ত্বয়া প্রেষিতম্) মা অভি (মাং প্রতি) যথা বদেৎ (ময়া সহ আলপেদিত্যর্থঃ) এতৎ ত্রয়াণাং [বরাণাং মধ্যে] প্রথমং বরং বৃণে [পিতুঃ পরিতোষণমেব প্রথমেন বরণে প্রার্থয়ে ইত্যশয়ঃ] ॥

অনুবাদ ।

যমের কথা শুনিয়া নচিকেতা প্রথমে বলিলেন,—আমার পিতা গোঁতম যেন শান্তসংকল্প হন, অর্থাৎ আমার জন্ম তাঁহার যে সকল দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রশমিত হউক ; তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত এবং ক্রোধশূণ্য হন । আর আপনি আমাকে পাঠাইলে, অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে গেলে পর তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন এবং আমার মুহিত কথাবার্তা বলেন । বরত্রয়ের মধ্যে ইহাই আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি ॥১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অতো নচিকেতাস্ত আহ—বদি দিৎসুর্করান্ ; শান্তসংকল্পঃ—উপশান্তঃ সঙ্কল্পো যশ্চ মাং প্রতি, 'যমং প্রাপ্য কিন্ কৰিষ্যতি মম পুত্রঃ' ইতি, স শান্ত-সংকল্পঃ । সূমনাঃ প্রসন্নমনীশ্চ যথা শ্রাদ্ বীতমন্যুর্কিগতরোষশ্চ, গোঁতমো মম পিতা, মা অভি মাং প্রতি, হে যুতো । কিঞ্চ, ত্বৎপ্রসৃষ্টং ত্বয়া বিনিমুক্তম্—প্রেষিতং গৃহং প্রতি মা মাম্ অভিবদেৎ, প্রতীতো লক্ষ্মণ্যতিঃ—স এবায়ং পুত্রো সমাগতঃ ইত্যেবং প্রত্যভিজানন্ ইত্যর্থঃ । এতৎ প্রয়োজনং ত্রয়াণাং বরাণাং প্রথমমাত্মং বরং বৃণে প্রার্থয়ে, যৎ পিতুঃ পরিতোষণম্ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতঃপর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যু ! যদি আপনি বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার পিতা গোতম যাহাতে শান্তসংকল্প, স্মৃনা (প্রসন্নচিত্ত) এবং আমার প্রতি ক্রোধশূণ্য হন, তাহা করুন ।—অর্থাৎ আমার পিতার হৃদয়গত যে সংকল্প—‘আমার পুত্র যমের সমীপে উপস্থিত হইয়া কি করিবে’ ইত্যাদি-প্রকার যে দুশ্চিন্তা, তাহা প্রশমিত হউক ; তাঁহার মানসিক উদ্বেগ নিবৃত্ত হউক, এবং আমার প্রতি যদি তাঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহাও বিদূরিত হউক । আরও এক কথা,—আপনি আমাকে স্নগ্হাভিমুখে প্রেরণ করিলে অর্থাৎ আপনকার নিকট হইতে আমি গৃহে উপস্থিত হইলে, আমার কথা যেন তাঁহার স্মরণ হয়, অর্থাৎ ‘এই আমার সেই পুত্র আসিয়াছে’ এই প্রকারে আমাকে যেন চিনিতে পারেন । বরত্রয়ের মধ্যে এই বরই আমি প্রার্থনা করিতেছি । পিতার পরিতোষ সম্পাদনই আমার প্রথম প্রয়োজন ॥ ১০ ॥

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত-

ঔদালকিরাকৃণিমাং প্রসৃষ্টঃ ।

স্বখংরাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-

স্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাং প্রমুক্তম্ ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।

[এবং প্রার্থিতো মৃত্যুঃ নচিকেতসমাহ]—আকৃণিঃ (অকৃণশ্চাপিত্যং পূমান্), ঔদালকিঃ (উদালক এব ঔদালকিঃ, দ্ব্যামুষ্টিয়ণো বা;—উদালকশ্চাপত্যমিত্যর্থঃ, ন তু জারজঃ) [তব পিতা] পুরস্তাং (মমালয়ে সমাগমাং প্রাক্) [ত্বয়ি] যথা প্রতীতঃ (স্নেহবান্ আসীৎ), মৎ প্রসৃষ্টঃ (ময়া অনুজ্ঞাতঃ সন্, মৎপ্রেরণাবশাদিত্তি ভাবঃ) [অতঃ পরমপি] মৃত্যুমুখাং (মম অধিকারাং) প্রমুক্তম্ (নিষ্ক্রান্তম্) স্বাং দদৃশিবান্ (দৃষ্টবান্ সন্) বীতমন্যুঃ (বিগতকোপশ্চ) ভবিতা [ময়া যমায়

প্রেষিতোহপি নচিকেতাঃ কিমিতি প্রত্যাগত ইত্যেবং ন কুপ্যেদिति ভাবঃ]
[তথৈব] প্রতীতঃ [ভবিতা] । [পবা অপি] রাত্রীঃ সুখং শয়িতা (সুখে
নিদ্রিতো ভবিতা) ॥

অনুবাদ ।

এইরূপ প্রার্থনায় মৃত্যু নচিকেতাকে বলিলেন,—তোমার পিতা অরুণ-তনয়
ঔদালকি (উদালক) পূর্বেও যেরূপ তোমার উপর স্নেহসম্পন্ন ছিলেন, আমার
অনুজ্ঞা বা প্রেরণার ফলে ইতঃপরও সেইরূপই প্রীত ও অভিজ্ঞানবান্ থাকিবেন ।
[তুমি না যাওয়া পর্য্যন্ত] সকল রাত্রিতেই সুখে নিদ্রা যাইবেন, এবং
তোমাকে মৃত্যুর অধিকার, হইতে, নিশ্চুক্ত দর্শন, করিয়াও তিনি ক্রোধ
করিবেন না ॥ ১১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

মৃত্যুর্বাচ,—যথা বুদ্ধিস্বয়ি পূবস্তাৎ পূর্বমাসীৎ স্নেহসমন্নিতা পিতৃস্তব,
ভবিতা প্রীতিসমন্নিতস্তব পিতা তথৈব, প্রতীতঃ প্রতীতবান্ সন্ । ঔদালকিঃ
উদালক এব ঔদালকিঃ । অরুণশ্রাপত্যম্ আরুণিঃ দ্ব্যামুশ্রারণো বা ; মৎ-
প্রস্রষ্টো ময়াহনুজ্ঞাতঃ সন্ উত্তরা অপি রাত্রীঃ সুখং প্রসন্নমনাঃ শয়িতা স্বপ্না
বীতমন্যঃ বিগতমন্যশ্চ ভবিতা শ্রাৎ, ইং পুত্র দৃশিবান্ দৃষ্টবান্ সন্ মৃত্যুমুখাৎ
মৃত্যুগোচরাৎ প্রমুক্তঃ সন্তম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মৃত্যু বলিলেন,—ইতঃপূর্বে তোমার উপর তোমার পিতার
যেরূপ স্নেহপূর্ণ বুদ্ধি ছিল, অরুণ-তনয় ঔদালকি তোমার পিতা আমার
অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়া [তোমার প্রতি]
সেইরূপই স্নেহবান্ হইবেন ; আগামী রাত্রিসকলেও সুখে—প্রসন্ন-
চিত্তে নিদ্রা যাইবেন, এবং পুত্ররূপী তোমাকে মৃত্যুর কবল হইতে
অর্থাৎ মৃত্যুর নিকট হইতে নিশ্চুক্ত দেখিয়াও তিনি ক্রোধ করিবেন
না । 'আরুণি' অর্থ—অরুণনামক কোন ব্যক্তির পুত্র ; আর
'ঔদালকি' অর্থ—উদালক এখানে স্বার্থে তদ্বিত প্রত্যয় হইয়াছে ।

অথবা ঔদালকি দ্যামুষ্ঠায়ণ পুত্র, * সূতরাং অপত্যার্থেই তদ্ধিত
প্রত্যয় বুদ্ধিতে হইবে ॥ ১১ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি

ন তত্র ত্বং নৃ জরয়া বিভেতি ।

উভে তীর্ষা অশনায়া-পিপাসে •

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।

[স্বর্গ্যাগ্নি-স্বরূপজ্ঞানলক্ষণং দ্বিতীয়ং বরং প্রার্থয়ন্ নচিকেতা আহ,—স্বর্গ-
ইতি]। স্বর্গে লোকে কিঞ্চন (কিমপি) ভয়ং নাস্তি । তত্র (স্বর্গ-লোকে)
ত্বং (মৃত্যুঃ) নাসি (ন প্রভবসি), ন চ জরয়া (জরায়াঃ বার্কক্যাৎ) বিভেতি,
অথবা—জরয়া [যুক্তঃ সন্ কুতশ্চিৎ 'অপি] ন বিভেতি [স্বর্গলোকং গত
ইতি শেষঃ]। উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ষা (অতিক্রম্য) শোকাতিগঃ
(শোকান্ অতিক্রান্তঃ সন্) স্বর্গলোকে মোদতে (সুখমনুভবতি)। [স্বর্গলোক
ইতি পুনরুক্তিরাদর্শাতিশয়জ্ঞাপনার্থা] ॥

অনুবাদ ।

[নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন]—হে মৃত্যো !
স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই । সেখানে আপনি নাই, এবং জরা হইতেও কেহ
ভয় পায় না, অথবা জরায়ুক্ত—বৃদ্ধ হইয়া কাহারও নিকট ভয় পায় না । লোক
স্বর্গলোকে [যাইয়া] ক্ষুধা ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোক-দুঃখ-সমুত্তীর্ণ
হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

* তাৎপর্য—নচিকেতার পিতার দুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ; একটি আৰুণি, অপরটি
ঔদালকি । এখন ঐ উভয় পদই যদি অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা
হইলে অর্থ হয়—অরুণের পুত্র—আৰুণি, এবং ঔদালকের পুত্র—ঔদালকি । তাহা হইলে,
বলিতে হইবে যে, নচিকেতার পিতা জারজ সন্তান ছিলেন ; নচেৎ দুই পিতা হইবে কিরূপে ?
এই ভয়ে ভাষ্যকার প্রথমতঃ ঔদালকি শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিলেন যে, 'ঔদালক'
আর 'ঔদালকি' একই অর্থ ; এখানে তদ্ধিতপ্রত্যয়ের আর কোন অর্থ নাই । কিন্তু তিনি
নিজেও এই অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না ; তাই বলিলেন,—'দ্যামুষ্ঠায়ণো বা' অথবা
নচিকেতার পিতা উভয়েরই সন্তান বটে, কিন্তু জারজ নহেন—দ্যামুষ্ঠায়ণ । দ্যামুষ্ঠায়ণ
অর্থ—দুই জনের সম্পর্কিত পুত্র (অমুষ্ঠ্য প্রসিদ্ধস্ত অপত্যম্,—আমুষ্ঠায়ণঃ, দ্বয়োঃ পিত্রোঃ

শাকরভাষ্যম্ ?

নচিকেতা উবাচ,—স্বর্গে লোকে রোগাদিনিমিত্তং ভয়ং কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাস্তি । ন চ তত্র ত্বং মৃত্যো সহসা প্রভবসি, অতো জরয়া যুক্ত ইহ লোকে ইব ত্বতো ন বিভেতি কশ্চিৎ তত্র । কিঞ্চ, তে উভে অশনায়-পিপাসে তীহ্না অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি শোকাতিগঃ । সন মানসেন দুঃখেন বর্জিতো মোদতে হৃদ্যতি স্বর্গলোকে দিব্যে ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলোকে রোগাদিজন্মিত কোনও ভয় নাই । হে মৃত্যু ! সেখানে আপনিও সহসা প্রভূত করিতে পারেন না ; এই কারণে ইহলোকের ণায় সেখানে কেহ জরায়ুক্ত হইয়া আপনার নিকট ভয় প্রাপ্ত হয় না । আরও এক কথা,—দিব্য (অলৌকিক) স্বর্গলোকে [যাহারা বাস করে, তাহারা] অশনায় (ভোজনেচ্ছা—ক্ষুধা) ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া এবং শোকাতিগ হইয়া অর্থাৎ মানসদুঃখরহিত হইয়া মোদ বা হর্ষ অনুভব করিয়া থাকে । ‘শোকা-তিগ’ অর্থ—যাহারা শোককে অতিক্রম করিয়া যায় ॥ ১২ ॥

স ত্বমগ্নিৎস্বর্গ্যমধ্যোষি মৃত্যো,

প্রক্রহি তৎশ্রদ্ধধানায় মহম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে

এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধী ভ্রামুষ্টিয়ঃ—দ্বামুষ্টিয়ঃ) । ইহাকে ‘পুত্রিকাপুত্র’ বলা যাইতে পারে । পুত্রিকাপুত্রের নিয়ম এই যে—নিঃসন্তান ব্যক্তি কোন এক ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে দত্তকপুত্রের ণায় গ্রহণ করিতে পারে, কন্যার পিতা দানের সময় বলিয়া দেন যে, “অশ্রাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি ।” অর্থাৎ এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার পুত্রস্থানীয় হইয়া আমার জল-পিও প্রধান করিবে । অতএব এই পুত্রিকা-পুত্রের পক্ষে জনকও যেরূপ পিতা, মাতামহও তেমনি পিতৃস্থানীয় জলপিওভাগী ; সুতরাং সেই পুত্রকে ‘দ্বামুষ্টিয়ঃ’ বলা যাইতে পারে । কেহ কেহ এই সকল গোলযোগের ভয়ে অর্থ করেন যে, অরণ্যায় অপত্যং আরণিঃ, অর্থাৎ অরণ্য উহার মাতার নাম, এবং উদালক উহার পিতার নাম ; কাজেই এ পক্ষে আর পিতৃহরের সম্ভাবনার ভয় থাকে না ।

ব্যাখ্যা ।

[এবং স্বর্গ্যাগ্নিজ্ঞানফলং নিরূপ্য অগ্নিস্বত্যা বমং প্রসাদয়ন্ নচিকেতা
 আহ,—স ত্বমিতি] । হে মৃত্যো ! স ত্বং স্বর্গ্যম্ (উক্তরূপস্বর্গসাধনম্) অগ্নিম্
 (অগ্রগামিতাদিগুণযুক্ততয়া অগ্নিনামকং প্রসিক্তমগ্নিং বা) অধ্যেষি (জানাসি) ।
 তম্ (অগ্নিম্) শ্রদ্ধানার (শ্রদ্ধাবতে) মহ্যং প্রক্রহি (কথয়) । [কুতঃ, ন হি স্বর্গ-
 সাধনত্বমাত্রেণ তদ্বচনমাবশ্যকমিত্যাহ,—স্বর্গেতি] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গোলোকো
 যেসাম্, তে তপোক্তাঃ) ; [মনুষ্যমরপর্য্যন্তঃ স্বর্গলোকে স্থিত্বা পশ্চাৎ] অমৃতত্বম্
 (দেবত্বম্) ভজন্তে (প্রাপ্নুবন্তি) । এতৎ (অগ্নি-বিজ্ঞানম্) দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে
 (প্রার্থয়েন্নিত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

সম্প্রতি নচিকেতা অগ্নিব স্তুতি দ্বারা বমের প্রসন্নতা সমুৎপাদনার্থ বলিতে
 লাগিলেন,—হে মৃত্যো (বম) ! আপনি সেই প্রসিক্ত স্বর্গ-সাধন (বাহার সেবার
 স্বর্গ লাভ হয় একরূপ) অগ্নির [যথাযথ স্বরূপটি] অবগত আছেন । [অতএব]
 শ্রদ্ধাবান্ আমাঞ্চে সেই অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ দিন । কারণ, বাহার স্বর্গলোকে গমন
 করে, তাহার অমৃতত্ব ভোগ করে । ইহাই আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা
 করিতেছি ॥১৩॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এবং গুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতমগ্নিং স্বর্গ্যং স ত্বং মৃত্যোরধ্যেষি
 স্মরসি জানাসীত্যর্থঃ,—হে মৃত্যো ! বৃত্তত্বম্ প্রক্রহি কথয় শ্রদ্ধানার শ্রদ্ধাবতে
 মহ্যং স্বর্গার্থিনে । যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গলোকাঃ স্বর্গো লোকো যেসাম্ তে
 স্বর্গলোকাঃ যজমানাঃ অমৃতত্বম্ অমরণতাম্ দেবত্বং ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি ।
 তদেতদগ্নিবিজ্ঞানং দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে মৃত্যো ! যেহেতু স্বর্গলোকের প্রাপ্তি-সাধন স্বর্গ্য অগ্নির তত্ত্ব
 আপনিই স্মরণ করেন, অর্থাৎ অবগত আছেন ; [অতএব] শ্রদ্ধা-
 সম্পন্ন এবং স্বর্গার্থী আমাকে তাহা বলুন । যে অগ্নির চয়ন (যজ্ঞ-
 সম্পাদন) করিলে যজমানগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়া অমৃতত্ব মরণ-

রাহিতা—দেবদ প্রাপ্ত হন, সেই অগ্নিবিদ্যা আমি দ্বিতীয় বরে,
প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবামি তু মে নিবোধ

স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্ ।

অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাঃ

বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহারাম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

[এবং বাচিতো বমঃ প্রত্না বাচ,—প্র তে ইতি] । [হে নচিকেতঃ] [অহম্]
স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজানন্ (বিশেষেণ জানন্) তে (তুভ্যম্) প্রব্রবামি (কথয়ামি) ।
তৎ উ (এব) মে (মৎসকাশাৎ) নিবোধ (একাগ্রচিত্তঃ সন্ শৃণুস্ব) । [হে
নচিকেতঃ !] ত্বম্ এতম্ (উক্তরূপম অগ্নিম্) অনন্তলোকাপ্তিম্ (অনন্তশ্চ দীর্ঘ-
কালস্থায়িনঃ স্বর্গলোকশ্চ আপ্তিং প্রাপ্তিসাধনম্), অথো (অপি) প্রতিষ্ঠাম্
(সর্বলোকস্থিতিহেতুন্), গুহারাম্ (সর্বপ্রাণিহরয়ে) নিহিতম্ (মিতরাম্ স্থিতম্),
বিদ্ধি (জানীহি) ॥

অনুবাদ ।

এইরূপ প্রার্থনার পর বম বলিলেন, হে নচিকেতঃ ! আমি সেই স্বর্গ-সাধন
অগ্নিকে উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাকে তাহা বলিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর ।
তুমি জানিও,—এই অগ্নিই অনন্ত লোক (স্বর্গলোক) প্রাপ্তির উপায়, অথচ সর্ব-
জগতের বিধারক ; অধিকত্ব ইনি সর্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহার বাস করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

মৃত্যোঃ প্রতিজ্ঞেয়ম্,—তে তুভ্যং প্রব্রবামি, বৎ ত্বয়া প্রার্থিতম্, তৎ উ মে
মম বচসঃ নিবোধ ব্রূহাস্ব একাগ্রমনাঃ সন্, স্বর্গ্যম্—স্বর্গায় হিতং স্বর্গসাধন-
মগ্নিং হে নচিকেতঃ প্রজানন্ বিজ্ঞাতবানহং সন্ ইত্যর্থঃ । প্রব্রবামি, তন্নিবোধেতি
চ শিষ্যবৃদ্ধিসমাধানার্থং বচনম্ । অধুনা অগ্নিং স্তোতি,—অনন্তলোকাপ্তিং স্বর্গ-
লোক-ফল-প্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ । অথো অপি প্রতিষ্ঠাম্—আশ্রয়ং জগতো
বিরাড়রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি বিজানীহি ত্বম্, নিহিতং স্থিতং
গুহারাং বিহ্বাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এটি মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ বক্তব্যনির্দেশ । হে নচিকেতাঃ ! তুমি যাহা (বলিবার জন্য) প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমি সেই স্বর্গহিত, অর্থাৎ স্বর্গ-সাধন অগ্নিকে উদ্ভবরূপে জানিয়া তোমাকে বলিতেছি ; তুমি একাগ্রমনে আমার উপদেশ হইতে তাহা অবগত হও । বক্তব্য বিষয়ে শিষ্যের মনোযোগ সম্পাদনার্থ “প্রব্রবীমি” (প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি) ও “নিবোধ” (অবগত হও), এই দুইটি ক্রিয়াপদ একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে । এখন অগ্নির স্তব করিতেছেন,—অনন্তলোকাপ্তি, অর্থাৎ দীর্ঘকালস্থায়ী স্বর্গলোকের প্রাপ্তিসাধন, এবং বিরাটরূপে সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির হেতু এই যে অগ্নির কথা বলিতেছি, তুমি জানিও,—সেই অগ্নি পণ্ডিতগণের বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত বা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারাই তাঁহার তত্ত্ব জানেন ॥ ১৪

• লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ

যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা ।

স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-

মথাস্ত্র মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্ঠঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।

[যমঃ] তস্মৈ (নচিকেতসে) লোকাদিম্ (লোকানাম্ আদিং কারণভূতম্) তম্ (প্রসিদ্ধম্) অগ্নিম্ (অগ্নিবিজ্ঞানম্) উবাচ (উক্তবান্) । [কিঞ্চ] যাঃ (যৎস্বরূপাঃ), যাবতীঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ) বা ইষ্টকাঃ (চেতব্য্যাঃ), যথা (যেন প্রকারেণ) বা [অগ্নিঃ চীয়তে] ; [এতৎ সৰ্বম্ উক্তবান্] । সঃ (নচিকেতাঃ) চ অপি তৎ (মৃত্যুনা কথিতম্) যথোক্তম্ (যথাবৎ) প্রত্যবদৎ (অনুদিতবান্—প্রত্যুচ্চারিতবান্) । অথ (অনন্তরম্) মৃত্যুঃ [অস্ত্র যথাবৎ প্রত্যুচ্চারণেন] তুষ্ঠঃ [সন্] পুনঃ এব (অপি) আহ ॥

অনুবাদ ।

যমরাজ নচিকেতাকে লোকাদি—জগৎকারণীভূত, প্রসিদ্ধ অগ্নি-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন, এবং যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা (পরিমাণ) এবং অগ্নিচয়নের

প্রণালী, এই সমস্তই নচিকেতাকে বলিলেন । নচিকেতাও মৃত্যুর সমস্ত কথা যথাযথরূপে আবৃত্তি করিলেন । অনস্তুর মৃত্যু নচিকেতার তাদৃশ প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

ইদং শ্রুতের্কচনম্ । লোকাদিম্—লোকানাংমাদিং প্রথমশরীরিত্বাৎ, অগ্নিৎ তৎ প্রকৃতং নচিকেতসা প্রার্থিতম্ উবাচ উক্তবান্ মৃত্যুঃ তস্মৈ নচিকেতসে । কিঞ্চ, যা ইষ্টকাঃ চেতব্যাঃ স্বরূপেণ, যাবতীর্কা সংখ্যায়া, যথা বা চীয়তেহগ্নির্যেন প্রকারেণ ; সর্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ । স চাপি নচিকেতাঃ তৎ প্রত্যবদৎ—তৎ মৃত্যানোক্তম্ * যথাবৎ প্রত্যয়েনাবদৎ প্রত্যুচ্চারিতবান্ । অথ অশ্ব † প্রত্যুচ্চারণেন তুষ্টঃ সন্ মৃত্যুঃ পুনরেবাহ—বরত্রয়ব্যতিরেকেণাহত্বং বরং দিৎসুঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই পঞ্চদশ শ্লোকের কথা শ্রুতির উক্তি । [শ্রুতি বলিতে-ছেন—] [মৃত্যু] প্রথম শরীরী অথবা প্রথমোৎপন্নত্ব-নিবন্ধন ঙ্গ সর্বলোকের কারণীভূত, নচিকেতার প্রার্থিত সেই অগ্নির তদ্ব নচিকেতাকে বলিলেন । আর, যেরূপ যতগুলি ইষ্টক [যজ্ঞস্থান প্রস্তুত-করণার্থ] চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এ সমস্ত কথা [নচিকেতাকে বলিলেন] । নচিকেতাও মৃত্যুর কথিত সেই সমস্ত কথা যথাযথরূপে প্রত্যুচ্চারণ করিলেন । অনস্তুর, মৃত্যু 'নচিকেতার সেই প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া (প্রতিশ্রুত) বরত্রয়ের অতিরিক্ত আরও একটি বর প্রদানের ইচ্ছায় পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন—॥ ১৫ ॥

* প্রত্যবদৎ যথোক্তম্ অথশ্ব তন্মৃত্যানোক্তম্ ইতি কচিং পাঠঃ ।

† তশ্ব ইতি কচিং পাঠঃ ।

তাৎপর্য,—এখানে অগ্নি শব্দে বিরাট পুরুষ বুঝিতে হইবে ।

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।

আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্ডে সমবর্তত ॥”

এই স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, অগ্নিরূপী বিরাট পুরুষই জীব-সৃষ্টির যথো প্রথম-জাত জীব, এবং তাহা হইতেই এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে । এই কারণে অগ্নিকে 'লোকাদি' বলা হইয়াছে ।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা

বরং তবেহাং দদামি ভূয়ঃ ।

তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ,

সৃষ্ণাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

[অথ যমশ্লোকপ্রকারমাহ,—] মহাত্মা (যমঃ) [নচিকেতসঃ শিষ্যযোগ্যতা-বলোকনেন] প্রীয়মাণঃ (প্রীতিমান্ সন্) তম্ (নচিকেতসম্) অব্রবীৎ—ইহ (অগ্নিন্ বিষয়ে) এব অগ্ন (ইদানীম্) তব ভূয়ঃ (পুনরপি) বরম্ (বরত্রয়াদন্ত্যং চতুর্থম্) দদামি (প্রযচ্ছামি) ১ অয়ম্ (ময়া বর্ণিতঃ) অগ্নিঃ তব এব নাম্না (নাচিকেত-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) । [কিঞ্চ], ইমাম্ অনেকরূপীম্ (বিচিত্রাং রত্নময়ীম্) সৃষ্ণাম্ (শব্দবতীং মালাম্), যদা, সৃষ্ণাম্ (অনিন্দিতাং গতিং কৰ্মবিজ্ঞান-মিত্যর্থঃ) গৃহাণ (স্বীকুরু) ॥

অনুবাদ ।

[অনন্তর, যমের উক্তিপ্রকার কথিত হইতেছে,—] মহাত্মা যম নচিকেতাকে উপযুক্ত শিষ্য দেখিয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন,—আমি এই বিষয়েই তোমাকে আর একটি (তিনটির অতিরিক্ত—চতুর্থ একটি) বর প্রদান করিতেছি । আমি তোমাকে যে অগ্নি-বিদ্যা বলিলাম, সেই অগ্নি তোমার নামেই (নাচিকেত নামেই) প্রসিদ্ধ হইবে । অপিচ, বিচিত্ররূপা—রত্নময়ী . এই 'সৃষ্ণা' (মালা) গ্রহণ কর । অথবা সৃষ্ণা অর্থ অনিন্দিত গতি, অর্থাৎ উত্তম কৰ্ম-বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কথম্?—তং নচিকেতসমব্রবীৎ প্রীয়মাণঃ শিষ্যশ্চ যোগ্যতাং পশ্বন্ প্রীয়মাণঃ প্রীতিমহুতবন্ মহাত্মা অকুদ্ভবুদ্ধিঃ বরং তব চতুর্থম্ ইহ প্রীতিনিমিত্তম্ অগ্ন—ইদানীং দদামি ভূয়ঃ পুনঃ প্রযচ্ছামি । তবৈব নচিকেতসো নাম্না অভিধানেন প্রসিদ্ধো ভবিতা মরোচ্যমানোহয়মগ্নিঃ । কিঞ্চ সৃষ্ণাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাম্ ইমাম্ অনেকরূপাং বিচিত্রাং গৃহাণ স্বীকুরু । যদা, সৃষ্ণামকুৎসিতাং গতিং কৰ্মময়ীং গৃহাণ । অন্তদপি কৰ্মবিজ্ঞানমনেকফলহেতুত্বাৎ স্বীকুরু ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকার ? [তাহা বলা হইতেছে]—মহাত্মা, অর্থাৎ মহা-
বুদ্ধিবিশিষ্ট যম নচিকেতার শিষ্য-যোগ্যতা দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব
করিয়া বলিলেন,—[আমি] প্রীতিবশতঃ এ বিষয়ে এখনই তোমাকে
পুনর্ব্বার চতুর্থ একটি বর প্রদান করিতেছি—আমি যে অগ্নির কথা
বলিতেছি, সেই অগ্নি তোমারই—নচিকেতারই নামে (নাচিকেত
সংজ্ঞায়) প্রসিদ্ধ হইবে । অনেকরূপা অর্থাৎ বিচিত্ররূপা শব্দযুক্ত এই
রত্নময়ী স্ফা (মালা) তুমি গ্রহণ কর । অথবা, স্ফা .অর্থ অনিন্দিত
কর্ম্মগতি অর্থাৎ অনেকফলপ্রদ, অপূর একটি কর্ম্মবিদ্যা গ্রহণ কর ॥১৬॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিঃ

ত্রিকর্ম্মকুৎ তরতি জন্মমৃত্যু ।

ব্রহ্মজজ্ঞঃ দেবমীড়্যং বিদিত্বা

নিচায়েমাংশান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা ।

[অর্থে: 'নাচিকেত'-নামকরণানন্তরং পুনঃ তদারাধন-ফলমাহ,—ত্রিণাচিকেত-
ইতি] । ত্রিভিঃ (ত্রিভিঃ বেদৈঃ, মাতৃপিত্রাচার্যৈঃ বা সহ) সন্ধিম্ (সন্ধানং সম্বন্ধং
মাত্ৰাণুশাসনং বা) এত্য (প্রাপ্য) ত্রিণাচিকেতঃ (ত্রিঃ নাচিকেতঃ
অগ্নিঃ চিতঃ যেন, সঃ । যদ্বা, ত্রয়ো নাচিকেতা যশাসৌ, ত্রিণাচিকেতঃ ।
নাচিকেতাগ্নেরধ্যয়ন বিজ্ঞানানুষ্ঠানবান্ বা), [তথা] ত্রিকর্ম্মকুৎ (ইজ্যাধ্যয়ন-
দানানাং কৰ্ত্তা) [পুমান্] জন্ম-মৃত্যু তরতি (অতিক্রামতি) । [কিঞ্চ], ঈড়্যম্ (স্তৃত্যম্)
ব্রহ্মজজ্ঞম্ (ব্রহ্ম বেদস্তত্র ব্রাহ্মত্বাদ্ ব্রহ্মজ্ঞে । বিষ্ণুঃ, যদ্বা, ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ত্তাজ্জাতঃ
ব্রহ্মজ্ঞঃ, সঃ চ অসৌ জ্ঞঃ চ ইতি, ব্রহ্মজজ্ঞঃ—সর্কজ্ঞঃ তম্) দেবম্ (স্তোতমানম্)
বিদিত্বা (শাস্ত্রতঃ জ্ঞাত্বা) নিচাধ্য (আত্মস্বরূপেণ দৃষ্ট্বা বিচার্য্য বা) ইমাম্
(স্বানুভবগম্যাম্) শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি (অতিশয়েন প্রাপ্নোতি) ॥

অনুবাদ ।

[অগ্নির 'নাচিকেত' নাম করণের পর তাঁহার আরাধনার ফল বলা হইতেছে]
—যে লোক বেদত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া, অথবা মাতা, পিতা ও আচার্য্যের

উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন (অর্চনা করে, অথবা নাচিকেত অগ্নিবিদ্যার অধ্যয়ন, অনুভূতি ও অনুষ্ঠান করে, এবং ইজ্য (জ্যোতিষ্টোমাদি বাগ), বেদাধ্যয়ন ও দান করে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে। আর হিরণ্যগর্ভসম্বৃত, জ্ঞানাদিগুণসম্পন্ন, স্তবনীয় ও স্বপ্রকাশ এই অগ্নিদেবকে শাস্ত্রোপদেশ হইতে অবগত হইয়া এবং আত্মস্বরূপে অনুভূত করিয়া স্বীয় অনুভবগম্য শাস্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

পুনরপি কৰ্মস্তুতিমেবাহ,—ত্রিণাচিকেতঃ—ত্রিঃ নাচিকেতোহগ্নিশ্চিতো
 যেন, সঃ ত্রিণাচিকেতঃ, তদ্বিজ্ঞানঃ, তদধ্যয়নঃ, তদনুষ্ঠানবান্ বা । ত্রিভির্নাতৃ-
 পিত্রাচার্যৈঃ ত্রিত্য প্রাপ্য সন্ধিং সন্ধানং সম্বন্ধম্, মাত্ৰাণুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্যে-
 ত্যেতৎ । তদ্বি প্রামাণ্য কারণং শ্রুত্যানুভবগম্যতে,—“যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্”
 ইত্যাদেঃ ; বেদ-স্মৃতি-শিষ্টৈর্কা, প্রত্যক্ষানুমানাগমৈর্কা, তেভ্যো হি বিগুন্ধিঃ
 প্রত্যক্ষা । ত্রিকৰ্মকুৎ—ইজ্যাদধ্যয়নদানানাং কৰ্ত্তা, তরতি অতিক্রামতি জন্মমৃত্যু ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মজ্ঞানম্—ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ জাতো ব্রহ্মজঃ, ব্রহ্মজশ্চাসৌ জশ্চেতি
 ব্রহ্মজজ্ঞঃ, সৰ্বজ্ঞো হসৌ । তৎ দেবং জ্যোতনাং, জ্ঞানাদিগুণবস্তুম্ ঈদ্যৎ স্তব্যং
 বিদিত্বা শাস্ত্রতঃ, নিচায্য দৃষ্ট্বা চাত্মভাবেন, ইমাং স্ববুদ্ধিপ্রত্যক্ষাং শাস্তিম্ উপরতিম্
 অত্যন্তম্ এতি অতিশয়েন এতি—বৈরাজং পদং জ্ঞান-কৰ্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠানেন
 প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ কৰ্ম-বিজ্ঞানের প্রশংসা অভিহিত হইতেছে,—‘ত্রিণাচি-
 কেত’ অর্থ—যাঁহারা উক্ত ‘নাচিকেত’-নামক অগ্নির তিনবার চয়ন বা
 আরাধনা করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা উক্তপ্রকার অগ্নিবিদ্যা অধ্যয়ন
 করিয়াছেন, বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান
 করিয়াছেন । মাতা, পিতা, আচার্য এই তিনের সহিত সন্ধি—
 সম্বন্ধ, অর্থাৎ যথাযথরূপে মাতা, পিতা ও আচার্যের উপদেশ প্রাপ্ত
 হইয়া—‘মাতৃমান্ পিতৃমান্’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,
 [ধর্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে] তাঁহাদের উপদেশই ধর্মজ্ঞানে প্রধান

প্রমাণ * । অথবা 'ত্রিভিঃ' অর্থ—বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টিজন, কিংবা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শাস্ত্র † এ সকল হইতেও চিত্তের বিশুদ্ধি বা নিৰ্মলতা লাভ প্রত্যক্ষসিদ্ধ । 'ত্রিকর্ম্যকৃৎ' অর্থ—ইজ্যা (যাগ), অধ্যয়ন ও দানের কর্তা ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে ।

অপিচ, ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন—ব্রহ্মজ, এবং সর্ববজ্জতা নিবন্ধনজ্ঞ, সুতরাং তিনি 'ব্রহ্মজ-জ্ঞ' এবং দ্যোতন বা স্বপ্রকাশতা বশতঃ দেব অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভৃতিগুণসম্পন্ন । স্তবনীয় সেই অগ্নিদেবকে শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া, একং আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া এই স্নহদয়বেদ্য শান্তি, অর্থাৎ ভোগনিবৃত্তি অতিশয়রূপে লাভ করে ।— অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠানের ফলে 'বৈরাজ' পদ (বিরাটপুরুষের অধিকার) প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাটিকেতন্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা

য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাটিকেতম্ ।

* তাৎপর্য,—অন্যত্র শ্রুতিতে আছে, “যথা মাতৃমান্, পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা তৎ শৈলিনোহব্রবীৎ ।” উপযুক্ত মাতা, পিতা ও আচার্য্য হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপ (প্রকৃত তত্ত্ব) বলিয়া থাকেন, শৈলিনও ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন । শৈলিন এক জনের নাম । অভিপ্রায় এই যে,—উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিকট, বেদাধ্যয়ন কাল পর্য্যন্ত পিতার নিকট এবং তৎপরে আচার্য্যের নিকট যাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহারা ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন ; এই কারণে তাহাদের কথাও প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে ।

শাস্ত্রে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

“আর্চিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্তিতঃ ॥”

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য সংগ্রহ করেন, লোককে শাস্ত্রানুযায়ী আচারে সংস্থাপিত করেন, এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন করেন, তাহাকে 'আচার্য্য' বলা হয় ॥

† তাৎপর্য,—ধর্মতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র, এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় । যশু বলিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং বিবিধমাগমম্ । অয়ং সূন্বিদিতং কার্য্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপসতা ॥” অর্থাৎ যে লোক ধর্মের বিশুদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ শাস্ত্র উত্তমরূপে জানা আবশ্যিক ।

স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোতু

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১৮॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীমগ্নি-বিজ্ঞান-চয়ন-ফলমুপসংহরন্ আহ,—ত্রিণাচিকেত ইতি] । যঃ ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয়ং নাচিকেতাগ্নিসেবকঃ) এতৎ (যথোক্তম্) ত্রয়ম্ [যাঃ ইষ্টকাঃ, যাবতীঃ বা, যথা বা ইতি] বিদিত্বা, নাচিকেতম্ (অগ্নিম্) এবম্ (আত্মস্বরূপেণ) বিদ্বান্ (জ্ঞানন্) চিন্ততে (তদ্বিষয়কং, ধ্যানং সম্পাদয়তি, শ্চেন-কুর্মাণ্ঠাকাারেণ ইষ্টকাদিভির্বেদিং কুরোতি বা), সঃ পুরতঃ (শরীরপাতাৎ পূর্বম্ এব) মৃত্যুপাশান্ (অধর্মজ্ঞান-রাগ-দেবাদিলক্ষণান্) প্রণোতু (প্রণোতু—নিরশু) শোকাতিগঃ (হৃৎ-বর্জিতঃ সন্) স্বর্গলোকে (বৈরাজে ধামনি) মোদতে (সুখমভুভবতি) ॥

অনুবাদ ।

এখন পূর্বোক্ত অগ্নিবিজ্ঞা ও অগ্নিচয়নের ফল প্রদর্শনপূর্বক প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিতেছেন,—বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক যে লোক পূর্বোক্ত যজ্ঞীয় ইষ্টকার স্বরূপ; সংখ্যা ও সংগ্রহপ্রণালী অবগত হইয়া নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিষয়ে ধ্যান সম্পাদন করেন, তিনি অগ্রে অধর্ম, অজ্ঞান প্রভৃতি মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করিয়া সর্বহৃৎ অতিক্রম করতঃ স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ১৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞান-চয়ন-ফলমুপসংহরতি প্রকরণঞ্চ ; ত্রিণাচিকেতঃ—ত্রয়ং যথোক্তম্ [যাঃ ইষ্টকা যাবতীর্কা যথা বা ইত্যেতৎ] বিদিত্বা অবগম্য যচ্চ এবম্ আত্ম-রূপেণ অগ্নিং বিদ্বান্ চিন্ততে নির্কর্তয়তি নাচিকেতমগ্নিং ক্রতুম্ ; স মৃত্যুপাশান্ অধর্মজ্ঞানরাগদেবাদিলক্ষণান্ পুরতোহগ্রতঃ পূর্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ । প্রণোতু অপহায় শোকাতিগো মানসৈর্হৃৎবৈর্কর্জিত ইত্যেতৎ । মোদতে স্বর্গলোকে বৈরাজে বিরাদাত্মস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যা ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন অগ্নিবিজ্ঞান ও অগ্নিচয়নের ফল এবং প্রকরণের উপ-সংহার করিতেছেন,—ত্রিণাচিকেত অর্থাৎ বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবকরূপে যে লোক পূর্বোক্ত ইষ্টকার স্বরূপ, সংখ্যা ও সংগ্রহপ্রণালী,

এই ত্রিবিধ বিষয় অবগত হইয়া এবং নাচিকৈত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তদ্বিষয়ে ক্রতু অর্থাৎ ধ্যান করেন, তিনি অগ্নে—
দেহপাতের পূর্বেই অধর্ম, অজ্ঞান, রাগ ও ঘেঘাদিরূপ মৃত্যু-পাশ
(মৃত্যুর আকর্ষণরজ্জু) সকল ছিন্ন করিয়া, মানসদুঃখরূপ-শোকরহিত
হইয়া বিরাত্রুপী অগ্নিকে আত্মস্বরূপে উপলক্ষি করিয়া স্বর্গলোকে—
বিরাত্রপদে আনন্দভোগ করেন ॥ ১৮ ॥

এষ তেহগ্নিন্‌চিকৈতঃ স্বর্গেয়া

যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ ।

এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-

তৃতীয়ং বরং নচিকৈতো বৃণীষ ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।

[অথ মৃত্যুঃ তৃতীয়ং বরং স্মারয়ন্ প্রকরণমুপসংহরতি,—এষু ইতি] । হে
নচিকৈতঃ ! তে (তুভ্যাম্) এষঃ স্বর্গ্যাঃ (স্বর্গসাধনভূতঃ) অগ্নিঃ (তৎসম্বন্ধীয়ঃ বরঃ)
[দত্তঃ], যম্ (বরম্) দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ (বৃতবান্) [অসি], [ত্বম্ ইতি
শেষঃ] । জনাসঃ (জনাঃ) এতম্ অগ্নিং তব এব [নাম্না] প্রবক্ষ্যন্তি, (ব্যবহরিষ্যন্তি) ।
[অধুনা] হে নচিকৈতঃ ! তৃতীয়ম্ (অবশিষ্টম্) বরং বৃণীষ (প্রার্থয়স্ব) ॥

অনুবাদ ।

[অনন্তর, মৃত্যু নচিকৈতাকে তৃতীয় বর স্মরণ করাইয়া প্রকরণ পরিসমাপ্ত
করিতেছেন],—হে নচিকৈতঃ ! তোমাকে স্বর্গ-সাধনীভূত এই অগ্নিসম্বন্ধীয়
উপদেশ প্রদান করা হইল,—তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে ।
জনগণ তোমারই নামে এই অগ্নির ব্যবহার করিবে । হে নচিকৈতঃ ! তুমি
এখন অবশিষ্ট তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এষঃ তে তুভ্যামগ্নিকরো হে নচিকৈতঃ স্বর্গ্যাঃ স্বর্গসাধনঃ, যম্ অগ্নিং বরম্ অবৃণীথাঃ
বৃতবান্ প্রার্থিতবানসি দ্বিতীয়েন বরেণ, সোহগ্নিকরো দত্ত ইত্যুক্তোপসংহারঃ ।
কিঞ্চ, এতম্ অগ্নিং তবৈব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি জনাসো জনাঃ ইত্যেতৎ । এষ বরো

দন্তো ময়া চতুর্থঃ তুষ্টেন । তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ । তস্মিন্ হৃদন্তে
ঋণবানহমিত্যভি প্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! তুমি দ্বিতীয় বরে যে অগ্নিবিজ্ঞান প্রার্থনা
করিয়াছিলে, স্বর্গ্য—স্বর্গসাধনীভূত এই সেই অগ্নিবিজ্ঞারূপ দ্বিতীয়
বর প্রদত্ত হইল । এটি পূর্বেবাক্ত কথারই উপসংহার মাত্র । আরও এক
কথা, সমস্ত লোকে এই অগ্নিকে তোমারই নামে অভিহিত করিবে ।
আমি পরিতুষ্ট হইয়া এই চতুর্থ বর প্রদান করিলাম । হে নচিকেতঃ !
[এখন] তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । অভিপ্রায় এই যে, পূর্বপ্রতিশ্রুত
সেই (তৃতীয়) বর প্রদান না করিলে আমি ঋণগ্রস্ত থাকিব ॥ ১৯ ॥

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্বয়াহং

বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।

[অগ্ন তৃতীয়বর-প্রার্থনা-প্রকারমাহ,—মেরমিতি] । নচিকেতা আহ—
মনুষ্যে (প্রাণিমায়ে) প্রেতে (মৃত্যে সতি) যা (সর্বজনবিদিতা) ইয়ং বিচিকিৎসা
(সংশয়ঃ)—অয়ম্ (পরলোকগামী) [আত্মা] অস্তি ইতি একে (কেচন বাদিনঃ বদন্তি),
অয়ম্ (পরলোকগামী আত্মা) নাস্তি ইতি চ একে (কেচিৎ বাদিনঃ বদন্তি), অহং
স্বয়া অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ সন্) এতৎ (পরলোক-তত্ত্বম্) বিদ্যাম্ (বিজানীয়াম্) ।
বরাণাম্ [মধ্যে] এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ [ময়া বৃতঃ] ॥

অনুবাদ ।

[অনন্তর নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনার প্রণালী কথিত হইতেছে],—নচি-
কেতা বলিলেন,—মনুষ্য মরিলে পর, কেহ কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্মা
আছে ; আবার কেহ কেহ বলেন—আত্মার পরলোক-গমন নাই ; এই যে, সর্বজন-
বিদিত সংশয়, [হে মৃত্যো !] আপনকার উপদেশে এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ।
ইহাই আমার তৃতীয় বর ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

এতাবদব্যতিক্রান্তেন বিধি-প্রতিষেধার্থেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণেন অবগন্তব্যম্,—যদ্বৎ বরদ্বয়স্চিত্তং বস্তু নাত্মতত্ত্ববিষয়-যথাত্ম্যবিজ্ঞানম্ । অতো বিধি-প্রতিষেধার্থ-বিষয়শ্চ আত্মনি ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপলক্ষণশ্চ স্বাভাবিকশ্চাজ্ঞানশ্চ সংসার-বীজশ্চ নিবৃত্ত্যর্থং তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানঃ ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপ-লক্ষণশ্চূতম্ আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যম্ ; ইত্যুক্তরো গ্রহু আরভ্যতে । তমেতমর্থং দ্বিতীয়-বরপ্রাপ্ত্যপি অকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরম্ আত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি ।

যতঃ পূৰ্ব্বস্মাৎ কৰ্মগোচরাৎ সাধ্য-সাধন-লক্ষণাদনিত্যাৎবিরক্তশ্চ আত্ম-জ্ঞানেহধিকারঃ ; ইতি তস্মিন্দার্থে পুত্রাদ্যপত্তাসেন * প্রলোভনঃ, ক্রিয়তে । নচিকেতা উবাচ—‘তৃতীয়ে বরং নচিকেতো বৃণীষ’ ইত্যুক্তঃ সন্ ; যেসং বিচিকিৎসা সংশয়ঃ প্রেতে মৃতে মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে—অস্তি শরীরেদ্রিয়মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তে দেহান্তরসম্বন্ধাত্মা ইত্যেকে মন্ত্ৰস্তে, নাগমস্তীতি চৈকে—নাগমেবংবিধোহস্তীতি চৈকে । অতশ্চাত্ম্যকং ন প্রত্যক্ষেণ নাপ্যনুমানেন নির্ণয়বিজ্ঞানম্ । এতদ্বিজ্ঞানা-ধীনো হি পবঃ পুরুষার্থ ইত্যত এতৎ বিজ্ঞাৎ বিজ্ঞানীয়াম্ অহম্ অনুশিষ্টঃ জ্ঞাপিত-স্বয়া । বরাণামেষ বরস্তৃতীয়োহবশিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বিধি-প্রতিষেধার্থক অর্থাৎ মানবীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবোধক অতীত মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক গ্রন্থে বরদ্বয় উপলক্ষে যে যে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে *, বুদ্ধিতে হইবে, তৎসমস্তই সাংসারিক বিষয় ; কোনটিই আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে । অতএব বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের বিষয়—যাহা আত্মাতে ক্রিয়া, কারক (কর্তা)দি ও তৎফলের অধ্যারোপাত্মক এবং জীবের স্বভাব-সিদ্ধ, সংসার-বীজ-

* “মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্ ।” এই শ্রোতসূত্র হইতে জানা যায় যে, বেদের দুইটি ভাগ ; একটির নাম মন্ত্র, অপরটির নাম ব্রাহ্মণ । তন্মধ্যে মন্ত্রভাগের অধিকাংশই সংহিতা-নামে পরিচিত, আর ব্রাহ্মণভাগ স্বনামেই প্রসিদ্ধ । অধিকাংশ উপনিষৎই ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত ; কিন্তু তন্মধ্যেও স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ প্রধানতঃ মানবীয় কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞাপক বিধি ও নিষেধ প্রতিপাদনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । আর উপনিষৎসমূহ প্রধানতঃ উপাসনা ও আত্মতত্ত্ব নিরূপণে পর্যাবসিত হইয়াছে ।

ভূত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ম, এখন তদ্বিপরীত—ক্রিয়া, কারক ও তৎফলের অধ্যারোপশূন্য এবং আত্যন্তিক মুক্তিসাধন ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববিষয়ক জ্ঞানের প্রতিপাদন আবশ্যিক ; এই উদ্দেশে পরবর্তী গ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে । তৃতীয় বরে যে আত্মজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা না পাইলে দ্বিতীয় বর লাভেও কৃতার্থতা হইতে পারে না, এই বিষয়টিই আখ্যায়িকা বা উপস্থিত গল্প দ্বারা বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করিতেছেন ।

যেহেতু পূর্বেবক্ত সাধ্য-সাধনাত্মক অনিত্য কর্মফল হইতে বিরক্ত অর্থাৎ কর্মফলে তৃষ্ণারহিত ব্যক্তিরই আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে, এই কারণে তাহার নিন্দাপ্রকাশার্থ [প্রথমতঃ] পুত্রাদি ফলের উল্লেখ দ্বারা নচিকেতার লোভোৎপাদন করা হইতেছে। (হে নচিকেতঃ ! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, এইরূপে অভিহিত হইয়া নচিকেতা বলিলেন, এই যে একটা সংশয় আছে,—এক সম্প্রদায় বলেন মনুষ্য মৃত্যুর পরও বর্তমান থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে পৃথক এবং দেহান্তরগামী আত্মা আছে ; আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, না—ঐ প্রকার আত্মা নাই বা থাকিতে পারে না । এই তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান দ্বারাও আমাদের নিশ্চয়রূপে জানিবার উপায় নাই ; অথচ পরম পুরুষার্থ (মুক্তি) লাভ এই বিজ্ঞানেরই অধীন । অতএব আপনকার উপদেশে আমি এই তত্ত্ব জানিতে চাই । বরসমূহের মধ্যে ইহাই অবশিষ্ট তৃতীয় বর ॥ ২০ ॥)

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরং

ন হি স্ত্বিজ্ঞেয়মগুরেষ ধর্মঃ ।

অন্যং বরং নচিকেতো বৃগীষ

মা মোপরোৎসীরতি মা স্ত্বজৈনম্ ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।

যমস্ত নচিকেতসা এবং প্রার্থিতঃ সন্ উবাচ—দেবৈঃ অপি অত্র (অগ্নিন্ বিষয়ে) পুরা (পূর্বম্) বিচিকিৎসিতম্ (সংশয়িতম্) । [ইদং তৎস্বং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈঃ জনৈঃ] নহি স্তুবিজ্ঞেয়ং চ (নৈব সম্যক্ বিজ্ঞাতুং শক্যম্) । [যতঃ] ধর্মঃ (জগদ্ধারকঃ) এষঃ (আত্মা) অগুঃ (অগুবৎ স্বভাবতএব হৃর্কিঞ্জেয়ঃ) । [অতঃ] হে নচিকেতঃ ! অগুং (পরলোকতত্ত্বভিন্নং) বরং বৃণীষ (প্রার্থয়স্ব) । মা (মাং) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধম্ আগ্রহাতিশয়ং মা কার্বীঃ) ; মা (মাং প্রতি) এনং (বরং) অতিসৃজ (পরিত্যজ) ; [মাং প্রতি নৈবং প্রশ্নঃ কার্যস্বরূপা, ইত্যাশয়ঃ] ।

অনুবাদ ।

যম নচিকেতার এইরূপ প্রার্থন্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে, নচিকেতঃ ! ইতঃপূর্বে দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন । এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সাধারণ লোকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না ; কারণ, ধর্ম (জগদ্ধারক) এই আত্মা স্বভাবতই অগু অর্থাৎ হৃর্কিঞ্জেয় । অতএব হে নচিকেতঃ ! তুমি অগু বর প্রার্থনা কর ; এ বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না ; [আমার সন্দেহে এই প্রশ্ন পরিত্যাগ কর] ॥ ২১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

কিময়মেকান্ততো নিঃশ্রেয়স-সাধনাত্মজ্ঞানার্হো ন বা ? ইত্যেতৎ-পরীক্ষার্থ-মাহ—দেবৈরপি অত্র এতগ্নিন্ বস্তুনি বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং পুরা পূর্বম্ । ন হি স্তুবিজ্ঞেয়ং স্তু বিজ্ঞেয়ম্ অসকুৎ শ্রুতমপি প্রাকৃতৈর্জনৈঃ, যতঃ অগুঃ সূক্ষ্মঃ এষঃ আত্মাখ্যো ধর্মঃ । অতঃ অগুং অসন্দিগ্ধফলং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ । মা মাং মা উপরোৎসীঃ উপরোধং মাকার্বীরধর্মণিবোত্তমর্গঃ । অতিসৃজ বিমুঞ্চ এনং বরং মা মাং প্রতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই নচিকেতা মোক্ষ-সাধন আত্মজ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র কি না ? ইহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে যম বলিতে লাগিলেন,—পূর্বে দেব-গণও এই বস্তুবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ দেবগণেরও এই বিষয়ে সংশয় আছে । যেহেতু এই সূক্ষ্ম আত্মরূপ ধর্মটি অতীব হৃজ্জের ; অজ্ঞ লোকেরা বারংবার শ্রবণ করিয়াও এই তত্ত্ব বুঝিতে

পারে না । অতএব, হে নচিকেতাঃ ! অসন্দিগ্ধ ফলজনক (যাহার ফল বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমন) বর প্রার্থনা কর ; উত্তমর্গ (ঋণদাতা) যেমন অধমর্গকে (ঋণগ্রহীতাকে) বাধ্য করে, তেমনি তুমিও আমাকে আর উপরোধ করিও না ; আমার নিকট ঐ বর-প্রার্থনা পরিত্যাগ কর ॥ ২১ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,

ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সৃজ্জেষমাথ ।

বক্তা চাস্ত ত্বাদৃগন্তো ন লভ্যো-

নান্যো বরস্তল্য এতশ্চ কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ।

[অথ নচিকেতাঃ প্রত্যুবাচ]—মৃত্যো ! অত্র (বিষয়ে) কিল (কিলেতি ঐতিহ্যসূচকং, পুরা ইত্যশয়ঃ) । দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতং, ত্বং চ যৎ ন সৃজ্জেষম্ আথ (কথয়সি) । অশ্চ (ত্বশ্চ) বক্তা চ ত্বাদৃক্ (ত্বৎসদৃশঃ) অশ্চঃ ন লভ্যঃ ; [অতঃ] এতশ্চ (বরশ্চ) তুল্যঃ অশ্চঃ কশ্চিৎ বরঃ ন [অস্তি ইতি মন্তে ।]

অনুবাদ ।

অনন্তর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো ! দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন ; এবং তুমিও এই বিষয়টি অনায়াসবোধ্য নয় বলিতেছ ; অথচ এ বিষয়ে তোমার মত অপর বক্তাও লাভ করা সম্ভবপর নহে । অতএব [আমি মনে করি যে,] ইহার তুল্য অশ্চ কোন বর নাই, অথবা অশ্চ কোন বরই 'ইহার তুল্য হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এষমুক্তো নচিকেতা আহ,—দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলেতি ভবত এব-
মুপশ্রুতম্ * ; ত্বঞ্চ মৃত্যো যদ্ যন্মাৎ ন সৃজ্জেষম্ আত্মত্বম্ আথ কথয়সি । অতঃ
পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ বক্তা চাস্ত ধর্মশ্চ ত্বাদৃক্ ত্বতুল্যোহশ্চঃ পণ্ডিতশ্চ ন লভ্যঃ
অস্বিচ্ছমাণোহপি । অয়ং তু বরো নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তিহেতুঃ । অতো নাশ্চো বরস্তল্যঃ
সদৃশোহস্তি এতশ্চ কশ্চিদপি ; অনিত্যফলত্বাদন্যশ্চ সর্বশ্চৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কথার পর নচিকেতা বলিলেন,—হে মৃত্যো ! দেবগণও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদেরও এ বিষয়ে সংশয় আছে, এইরূপ কথা আপনার নিকটই শ্রবণ করিলাম, আর যেহেতু আপনিও এই আত্ম-তত্ত্বকে স্বেচ্ছয় নয়, বলিতেছেন, অতএব ইহা যখন পণ্ডিতগণেরও অবিজ্ঞেয়, তখন অন্বেষণ করিয়াও এই ধর্মতত্ত্বের বক্তা আপনকার সদৃশ অপর কোন পণ্ডিতকে লাভ করা যাইবে না । অথচ এই বরই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির (মোক্ষ-লাভের) [একমাত্র] উপায় ; অতএব ইহার তুল্য অন্য কোনও বর নাই । . অতিপ্রায় এই যে, অন্য সমস্তই ফল যখন অনিত্য, তখন অন্য কোন বরই ইহার সদৃশ হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

শতায়ুঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ

বহুন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্ ।

ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ

স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ।

[মৃত্যুঃ নচিকেতসম্ আত্মবিজ্ঞান-পরীক্ষার্থং পুনরুপি প্রলোভয়ন্ আহ],— [হে নচিকেতঃ ! ত্বম্] শতায়ুঃ (শতং বর্ষাণি আয়ুঃষি যেষাং তান্) পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ (প্রার্থয়স্ব), তথা বহুন্ পশূন্ (গবাদীন্), হস্তি-হিরণ্যম্ (হস্তী চ হিরণ্যং চ, তৎ), অশ্বান্, ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) মহৎ (বিস্তীর্ণম্) আয়তনম্ (সাম্রাজ্যমিত্যর্থঃ) বৃণীষ । স্বয়ঞ্চ (স্বয়মপি) যাবৎ শরদঃ (বর্ষাণি) [জীবিতুম্] ইচ্ছসি, [তাবৎ] জীব (শরীরং ধারয়) ॥

অনুবাদ ।

নচিকেতার আত্মবিজ্ঞানে অধিকার আছে কিনা, ইহার পরীক্ষার্থ পুনশ্চ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক সম বলিতে লাগিলেন,—হে নচিকেতঃ ! তুমি শতবর্ষ-জীবী পুত্র-পৌত্র, বহু গবাদি পশু, হস্তী, স্বর্ণ ও অশ্বসমূহ প্রার্থনা কর ।

পৃথিবীর বিশাল আয়তন, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর ; এবং নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা কর, জীবন ধারণ কর ॥ ২৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এবমুক্তোহপি পুনঃ প্রলোভয়ন্ন বাচ মৃত্যুঃ,—শতায়ুষঃ—শতং বর্ষাণি আয়ুংষি যেষাং তান্ শতায়ুষঃ, পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ । কিঞ্চ, গবাদিলক্ষণান্ বহূন্ পশূন্, হস্তিহিরণ্যম্—হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ হস্তিহিরণ্যম্, অশ্বাংশ্চ । কিঞ্চ, ভূমে: পৃথিব্যাঃ মহৎ বিস্তীর্ণম্ আয়তনম্ আশ্রয়ম্—মণ্ডলং সাম্রাজ্যং * বৃণীষ । কিঞ্চ, সর্বমপি এতদনর্থকং স্বয়ং চেৎ অন্নায়ুরিত্যত আহ,—স্বয়ঞ্চ ত্বং জীব—ধারণ শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপম্, শরদৌ বর্ষাণি যাবদিচ্ছসি, জীবিতুমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যু পুনশ্চ প্রলোভন-প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—শতবর্ষ-পরিমিত যাহাদের আয়ুঃ (জীবনকাল), এবংবিধ অর্থাৎ শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্রগণ প্রার্থনা কর । অপিচ গো প্রভৃতি বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য (স্ত্রবর্ণ) এবং অশ্বসমূহ (প্রার্থনা কর) । আর ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ আয়তন আশ্রয় বা মণ্ডল, অর্থাৎ সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর । আরও এক কথা, নিজে অন্নায়ুঃ হইলে এই সমস্তই বৃথা বা বিফল ; এই কারণে বলিলেন,— তুমি নিজেও যত বৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর, [তত বৎসর] বাঁচিয়া থাক, অর্থাৎ সমগ্রে ইন্দ্রিয়-সঙ্পন্ন শরীর ধারণ কর ॥ ২৩ ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং

বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ ।

মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি

কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥২৪॥

ব্যাখ্যা ।

[হে] নচিকেতঃ ! [ত্বম্] যদি এতত্তুল্যম্ (মৎপ্রদত্ত-বরতুল্যম্, অস্বতত্ত্ব-

*সাম্রাজ্যং রাজ্যম্' ইতি কচিৎ, 'মণ্ডলং রাজ্যম্' ইতি চ কচিৎ পাঠৌ দৃশ্যতে ।

সদৃশং বা অপরং কঞ্চন) বরং মন্ত্রসে, [তদা তমপি] বৃণীষ । [অপিচ] বিত্তম্, চিরজীবিকাম্ (চিরজীবিত্বম্) চ [বৃণীষ] । যদ্বা, হে নচিকেতঃ ! স্বং যদি চিরজীবিকাম্ (দীর্ঘকালজীবনধারণহেতুভূতম্) বিত্তম্ (ধনম্) চ এতত্তুল্যং বরং মন্ত্রসে, [তর্হি তমপি বৃণীষ ইত্যর্থঃ] । [আদরাতিশয়খ্যাপনার্থং প্রাগুক্তশ্চ পুররুক্তিঃ] মহাভূমৌ (বিস্তীর্ণভূমিভাগে) ভূম্ এধি (রাজা ভব ইত্যশয়ঃ) । ত্বা (ত্বাম্) কামানাম্ (দিব্যানাং মানুষাণাং চ কাম্যমানানাম্) কামভাজম্ (কামভাগিনম্) করোমি [অহমিতি শেষঃ] ॥

অনুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! তুমি যদি ইহার অনুরূপ অপর বর (প্রার্থনীয়) আছে, মনে কর, তাহা হইলে তাহাও প্রার্থনা করিতে পার, এবং দীর্ঘজীবন ও জীবন-রক্ষার্থ প্রভূত বিত্তও প্রার্থনা করিতে পার । হে নচিকেতঃ ! তুমি বিস্তীর্ণ ভূমিতে থাক, অর্থাৎ ঐরূপ ভূভাগের রাজা হও । আমি তোমাকে স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত কাম্যফলের ভোগভাগী করিতেছি ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

এতত্তুল্যম্ এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশম্ অন্তমপি যদি মন্ত্রসে বরম্, তমপি বৃণীষ । কিঞ্চ, বিত্তং প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি, চিরজীবিকাঞ্চ সহ বিত্তেন বৃণীষেত্যেতৎ । কিং বহনা, মহাভূমৌ মহত্যাং ভূমৌ রাজা নচিকেতস্বমেধি ভব । কিঞ্চাগ্রং, কামানাং দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ ত্বা ত্বাং কামভাজং কামভাগিনং কামার্হং করোমি ; সত্যসঙ্কল্পো হুং দেব ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! [তুমি] যদি ইহার তুল্য অর্থাৎ কথিত বরের সদৃশ অন্ত বরও আছে, মনে কর, তাহাও প্রার্থনা কর । অপিচ, বিত্ত অর্থাৎ প্রভূত সুবর্ণ-রত্নাদি এবং বিত্তের সহিত চিরজীবিকা (দীর্ঘজীবন) অথবা বংশানুক্রমে জীবিকা নির্বাহের উপায় বিত্ত প্রার্থনা কর । আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি ? হে নচিকেতঃ ! তুমি মহাভূমিতে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূমিতে রাজা হও । আরও এক কথা, দেবতা ও মনুষ্যের উপভোগ্য যত প্রকার কাম্য পদার্থ আছে,

আমি তোমাকে সেই 'কামভাগী' অর্থাৎ কাম ভোগের উপযুক্ত
করিতেছি। অভিপ্রায় এই যে, আমি সত্য-সংকল্প দেবতা,
অর্থাৎ তুমি জানিয়া রাখ, আমি ইচ্ছামাত্রে কার্য সম্পাদন করিতে
পারি ॥ ২৪ ॥

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যালোকে

সর্বান্ কামাংশ্চন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা

ন হীদৃশা লভুনীয়া মনুষ্যৈঃ ।

আভির্মৎপ্রভাতিঃ পরিচারয়স্ব

নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥২৫॥

অর্থ্যা ।

যে যে ইতি । [অপিচ] মর্ত্যালোকে (ভুলোকে, মানুষদেহে বা) । যে যে
কামাঃ (প্রার্থনীয়ঃ) দুর্লভাঃ (দুঃখেন লব্ধুং শক্যাঃ), [তান্] সর্বান্ কামান্
(ভোগ্যবস্তুনি) চন্দতঃ (স্বচ্ছানুসারেণ) প্রার্থয়স্ব । কিঞ্চ, ইমাঃ রূপশীলাদিগুণবত্যাঃ
সরথাঃ (রথস্থাঃ), সতূর্য্যাঃ (বাদিত্রাদিসমন্বিতাঃ) রামাঃ (রময়ন্তি প্রীণয়ন্তি পুরুষান্
ইতি রামাঃ স্ত্রিয়ঃ অপ্সরসো বা) [বর্তন্তে ইতি শেবঃ] । হীদৃশাঃ (এবংবিধা রামাঃ)
[অশ্রদাত্তনুগ্রহং বিনা] মনুষ্যৈঃ (নরৈঃ) ন হি লভুনীয়াঃ (নৈব লভ্যা ইত্যর্থঃ) ।
[তদুপযোগম্ আহ]—হে নচিকেতঃ ! আভিঃ (রথাহ্যাপেতাভিঃ) মৎপ্রভাতিঃ
(মদন্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ) পরিচারয়স্ব (আত্মানং সেবয়) । মরণম্ (মরণবিষয়কং প্রশ্নম্)
মানুপ্রাক্ষীঃ (নৈবং পৃচ্ছেত্যর্থঃ) [তস্য দুর্কীচ্যাৎসাদিত্তি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

অপিচ, [হে নচিকেতঃ !] মর্ত্যালোকে যে সকল পদার্থ প্রার্থনীয় অথচ দুর্লভ,
তুমি স্বচ্ছানুসারে সে সমুদয় প্রার্থনা কর । [দেখ] রথস্থ ও বাদিত্রাদি সমন্বিত
এই রমণী বা অপ্সরোগণ রহিয়াছে । একরূপ রমণীগণ মনুষ্যের লাভ করা সম্ভব
নহে । আমার প্রদত্ত এই রমণীগণ দ্বারা নিজের পরিচর্যা করাও । হে
নচিকেতঃ ! মরণবিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না ॥ ২৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যে যে কামাঃ প্রার্থনীয়্য হুলভাশ্চ মর্ত্যালোকে, সর্কান্ তান্ কামান্ হন্দতঃ ইচ্ছাতঃ প্রার্থয়স্ব । কিঞ্চ, ইমাঃ দিব্যা অম্বরসঃ, রময়ন্তি পুরুষানিতি রামাঃ, সহ রথৈর্কর্ত্ত্ব ইতি সরথাঃ, সতূর্গ্যাঃ সবাদিত্রাঃ তাশ্চ ন হি লম্বনীয়াঃ প্রাপনীয়াঃ, ঈদৃশা এবংবিধাঃ মনুষ্যৈঃ মর্ত্যৈঃ অস্বদাদিপ্রসাদমুত্তরেণ । আভিঃ মৎপ্রভাভিঃ ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিকাভিঃ পরিচারয় আত্মানম্—পাদপ্রক্ষালনাদিশুশ্রবাং কারয় আত্মন ইত্যর্থঃ । হে নচিকেতঃ মরণং মরণসম্বন্ধং প্রশ্নম্—প্রেত্যাস্তি নাস্তীতি কাকদন্তপরীক্ষারূপং মা অনুপ্রাকীঃ মৈবং প্রষ্টুমহঁসি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

মর্ত্যালোকে যাহা যাঁহা কাম্য অর্থাৎ মনুষ্যের প্রার্থনীয়, অথচ হুলভ, [হে নচিকেতঃ ! তুমি] তৎসমুদয় ইচ্ছামত প্রার্থনা কর । আর [দেখ] পুরুষের প্রীতিকর এই দিব্য অম্বরোগণ বাগ্গযন্ত্র-সহকারে রথের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে ; ঈদৃশ রমণীগণ অস্বদীয় অনুগ্রহ ব্যতীত মনুষ্যগণের লাভযোগ্য হয় না । আমরা প্রদত্ত এই সকল পরিচারিকাদ্বারা পরিচর্যা করাও, অর্থাৎ নিজের পাদ-প্রক্ষালনাদি শুশ্রূষাকার্য্য করাও । হে নচিকেতঃ । কাকদন্ত-পরীক্ষার ন্যায় অনাবশ্যক 'মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না' এই মরণ-বিষয়ক প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৫ ॥

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ

সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ ।

অপি সর্বং জীবিতমল্লমেব

তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

[এবং প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতাঃ অক্ষুৰ্ণ এব শতায়ুৰ ইত্যাদেঃ উত্তরমাহ—
ইত্যাদিনা ।]—হে অন্তক (মৃত্যো) ! [ত্বয়া উপভূতাঃ পুত্রাপ্পরঃপ্রভৃতয়ঃ
ভোগাঃ] শ্বোভাবাঃ (যঃ আগামিনি দিনে স্বাস্তি বা ন বা ভাবঃ সত্তা যেষাম্,
তথাভূতাঃ), [তথা] মর্ত্যস্য (মনুষ্যস্য) যদন্তৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ (বীৰ্য্যম্), [তৎ]

জরয়ন্তি (শিথিলীকৃত্যন্তি) । [অতঃ—ত্বয়োক্তা ভোগা অনর্থায় এব সম্পত্তন্তে ইতি ভাবঃ] ; [যদপি স্বয়ং চ জীবিত্যাছ্যক্তম্, ততোস্তরমাহ],—সৰ্বম্ অপি [কিং বহুনা ব্রহ্মণোহপি] জীবিতম্ (আয়ুঃ) অন্নমেব [পরিমিতত্বাদিত্যাশয়ঃ] । [ইমা রামা ইত্যন্তোস্তরমাহ—তবৈবেতি] ; বাহাঃ (অশ্বরথাদয়ঃ) তবৈব [সন্ত], নৃত্য-গীতে চ তব [এব স্তাম্] ॥

অনুবাদ ।

[নচিকেতা পূর্কোক্তপ্রকারে যমকর্তৃক প্রলোভিত হইয়াও চঞ্চল না হইয়া যমের কথার উত্তর দিতে লাগিলেন । নচিকেতা বলিলেন],—হে অমৃতক ! (যম !) [আপনি পুত্র অঙ্গরা প্রভৃতি যে সমুদয় ভোগ্যবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই] শোভার অর্থাৎ কল্যা পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা, সন্দেহের বিষয়, এবং মর্ত্যের অর্থাৎ মরণশীল মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিকে জীর্ণ করিয়া দেয় । [আর যে দীর্ঘজীবনের কথা বলিয়াছেন, সেই] সমস্ত জীবন—[এমন কি ব্রহ্মার জীবন পর্য্যন্ত] নিশ্চয়ই অন্ন । [অতএব] বাহ অর্থাৎ অশ্ব-রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনকারই থাকুক [আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই] ॥২৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

মৃত্যুনা এবং প্রলোভ্যমানোহপি নচিকেতা মহাহৃদবদকোভ্য আহ,—শো-
ভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতি সন্ধিহুমান এব যেবাং ভাবো ভবনম্,—ত্বয়োপ-
কৃত্তানাং ভোগানাম্, তে শোভাবাঃ । কিঞ্চ, মর্ত্যস্ত মনুষ্যস্ত অমৃতক—হে মৃত্যো
যদেতৎ সর্বেজ্জিমাংগাং তেজঃ, তৎ জরয়ন্তি অপকুপয়ন্তি । অঙ্গরঃপ্রভৃতয়ো
ভোগাঃ অনর্থায়ৈবৈতে ধর্মবীৰ্য্যপ্রজ্ঞাতেজোযশঃপ্রভৃতীনাং কুপয়িতৃহাং । যাং
চাপি দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি, তত্রাপি শৃণু,—সৰ্বম্,—যদব্রহ্মণোহপি জীবিতম্
আয়ুঃ অন্নমেব, কিমুতান্নদাদিদীর্ঘজীবিকা । অতন্তবৈব তিষ্ঠন্ত বাহাঃ রথাদয়ঃ,
তথা তব নৃত্যগীতে চ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা এইরূপ প্রলোভিত হইয়াও সমুদ্রের গায় অক্ষুণ্ণভাবে
বলিতে লাগিলেন,—হে অমৃতক (যম) ! আপনি যে সকল ভোগ্য
বস্তুর উপভোগ করিয়াছেন, সে সকলের ভাব অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব

কল্যাণ থাকিবে কি থাকিবে না—সন্দেহের বিষয় ; [অতএব সে সকল বস্তু] শোভাব । আরও এক কথা,—অপ্সরা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহ মর্ত্যের (মনুষ্যের) এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গত তেজঃ (শক্তি), তাহাকে জীর্ণ করে, অর্থাৎ ক্ষয়োশ্লথ করে । ধর্ম, বীর্য, জ্ঞান, তেজঃ ও যশ প্রভৃতিকে ক্ষয় করে বলিয়া, এ সমস্ত বস্তু অনর্থেরই কারণ । আর আপনি যে সুদীর্ঘ জীবন দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতেও বলিতেছি শ্রবণ করুন,—সমস্ত জীবন, অধিক কি, ত্রক্ষার যে জীবন বা আয়ুঃ, তাহাও যখন নিশ্চয়ই অল্প, তখন আমাদের গায় লোকদিগের আর কথা কি ? অতএব, রথাদি বাহনসমূহ আপনকারই থাকুক, এবং নৃত্য-গীতও আপনকারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো

লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রান্নম চেত্ত্বা ।

জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং

বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥

বাখ্যা ।

[বৃগীষ বিত্তমিত্যাৎকৃত্তরমাহ—ন বিত্তেনেতি ।]—মনুষ্যঃ বিত্তেন (ধনেন) ন তর্পণীয়ঃ (আপ্যায়নীয়ঃ, প্রার্থনীয়ঃ) [ইত্যাহ], লপ্স্যামহ ইতি । ত্বা (ত্বাম্) চেদ্ অদ্রান্ন (দৃষ্টবস্তুঃ স্নঃ) [তর্হি] বিত্তং লপ্স্যামহে । ত্বং যাবৎ ইশিষ্যসি (যাম্যে পদে প্রভুঃ হ্যাস্তসি) [তাবৎ] জীবিষ্যামঃ [বয়মিতি শেষঃ], . [তাবৎ তব প্রভু-ত্বাদিতি ভাবঃ] ; [অতঃ তদ্বিবরে পৃথক্ প্রার্থনমমুচিতম্] । [তস্মাৎ] বরস্তু (বরঃ পুনঃ) স এব (প্রার্থ্যচিতঃ এব) মে (মম) বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়ঃ), [নাত্তঃ সংসারগোচর ইত্যাহয়ঃ] ; [তু শব্দঃ অস্ত বরস্ত সর্কাতিশায়িতাত্তোতকঃ] ॥

• অনুবাদ ।

[এখন নচিকেতা যথোক্ত 'বৃগীষ বিত্তম্' ইত্যাদি বাক্যের উত্তর দিতেছেন]
—মনুষ্য বিত্ত বা ধনদ্বারা তর্পণীয় (তৃপ্তিলাভের যোগ্য) হইতে পারে না ।
[বিশেষতঃ] আপনাকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বিত্তলাভ করিব ।
আর আপনি যে পর্যন্ত ব্রহ্মপদের প্রভু থাকিবেন, আমরা তাবৎকাল নিশ্চয়ই

জীবিত থাকিব [তাহার জন্ত আর প্রার্থনার প্রয়োজন নাই] । অতএব, আমরা প্রথমোক্ত বরই প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ ন প্রভুতেন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ । ন হি লোকে বিত্তলাভঃ কশ্চিৎ তৃপ্তিকরো দৃষ্টঃ । যদি নাম অস্মাকং বিত্ততৃষ্ণা স্মাৎ, লপ্যামহে প্রাপ্যামহে বিত্তম্, অস্মান্ন দৃষ্টবন্তো বয়ং চেৎ ত্বা ত্বাম্ ; জীবিতমপি তপৈব ; জীবিত্যামঃ যাবদ্ যামেয় পদে ত্বম্ ঈশিত্যসি—ঈশিত্যসে প্রভুঃ স্মাঃ । কথং হি মর্ত্য্যঃ ত্বয়া সমেত্য অন্নধনায়ুর্ভবেৎ ? বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এব, যদাত্মবিজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, মনুষ্য প্রচুরতর ধন দ্বারা তর্পণীয় (হয়) না । কারণ, জগতে বিত্তলাভ কাহারও পক্ষে তৃপ্তিকর হইতে দেখা যায় নাই । আমাদের যদি ধন-তৃষ্ণা থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাহা পাইব ; কারণ—আপনাকে দর্শন করিয়াছি ; জীবনের সম্বন্ধেও সেইরূপই,—আপনি যে পর্যন্ত যম-রাজ্যে ঈশ্বর—প্রভু থাকিবেন ; কেননা, মর্ত্য্যজন আপনার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া কেনই বা অন্নধন ও অন্নায়ুঃ হইবে ? সেই যে (পূর্ব-কথিত) আত্ম-বিজ্ঞান, তাহাই কিন্তু আমার প্রার্থনীয় বর ॥ ২৭ ॥

অজীর্ঘ্যতামমৃতানাযুপেত্য

‘জীর্ঘ্যমর্ত্য্যঃ কধঃস্বঃ প্রজানন্ ।

অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি-প্রমোদা-

নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ।

[পূর্বোক্তমেব বিরূপোতি—অজীর্ঘ্যতামিতি] ।—[হে মৃত্যো !] কধঃস্বঃ (কুঃ—পৃথিবী, অধঃ অস্তরিকলোকাপেক্ষয়া, তস্মাৎ তিষ্ঠতীতি কধঃস্বঃ) কো, জীর্ঘ্যন্ মর্ত্য্যঃ (জরামরণসম্পন্নঃ জনঃ) অজীর্ঘ্যতাম্ (জরারহিতানাং) অমৃতানাং (দেবানাং) [সকাশম্] উপেত্য প্রজানন্ (আত্মনঃ উৎকৃষ্টং প্রয়োজনাস্তরং প্রাপ্তব্যমস্তীতি অবগচ্ছন্ সন্) বর্ণরতিপ্রমোদান্ (বর্ণো ব্রাহ্মণাদিঃ বেহগতশোভাবিশেষো বা,

রতিঃ বিষয়ানুভবজং সুখম্ প্রমোদঃ প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজং সুখম্, এতান্ পূর্কানুভূতান্ ইদানীং নিবৃত্তান্ বিষয়ান্ অঙ্গরঃপ্রভৃতীন্ বা) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্ অনবস্থিততয়া নিরূপয়ন্) অতিদীর্ঘে জীবিতে রমেত [ন কোহপীত্যর্থঃ] । [বয়োহধিকত্বে জরাশ্চাপত্য্য ভোগশক্তেরভাবাৎ প্রত্ন্যত ক্লেশ এব ভবেদিত্তি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

নচিকেতা পূর্কোক্ত কথাই পুনর্কীর বিবৃত করিতেছেন,—হে মৃত্যো! ভূতলস্থ, জরা-মরণশীল কোন্ লোক জরা-মরণহীন দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, অঙ্গরা প্রভৃতি বর্ণ-রতি-প্রমোদসমূহকে অর্থাৎ শরীর-শোভা, ক্রীড়া ও তজ্জনিত সুখকে, অস্থির অনিত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াও অতিশয় দীর্ঘজীবনে আনন্দ অশুভব করে? ২৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যতশ্চ অজীর্ঘ্যতাং বয়োহানিমপ্রাপ্নু বত্নাম্ অমৃতানাং সকাশম্ উপেত্য উপগম্য আয়ন উৎকৃষ্টং প্রয়োজনাস্তরং প্রাপ্তব্যম্, তেভাঃ প্রজানন্ উপলভমানঃ স্বয়ন্ত জীর্ঘ্যন্ মর্ত্যঃ—জরামরণবান্, কধঃস্থঃ—কুঃ পৃথিবী, অধশ্চাসাবস্তুরিকা দিলোকাপেক্ষয়া, তস্মাৎ তিষ্ঠতীতি কধঃস্থঃ সন্ কথমেবমবিবেকিত্তিঃ প্রার্থনীয়ং পুত্রবিত্তহিরণ্যাগুস্থিরং বৃণীতে । ‘ক তদাস্থঃ’ ইতি বা পাঠাস্তরম্ । অস্মিন্ পক্ষে চ এবমঙ্গর-যোজনা—তেষু পুত্রাদিষু আস্থা আস্থিত্তিঃ তাৎপর্যেণ বর্ত্তনং যশ্চ, স তদাস্থঃ । ততোহধিকতরং পুরুষার্থং ছশ্রাপমপি অভিপ্রেক্ষুঃ ক তদাস্থো ভবেৎ ? ন কশ্চিৎ তদসারজ্জঃ তদর্থী শ্চাদিত্যর্থঃ । সর্কো . হি উপর্যুপার্যেব বৃভূষতি লোকঃ, তস্মান্ন পুত্রবিত্তাদিলোভৈঃ প্রলোভ্যোহহম্ । কিঞ্চ অঙ্গরঃপ্রমুখান্ বর্ণরতিপ্রমোদান্ . অনবস্থিতরূপতয়া অভিধ্যায়ন্ নিরূপয়ন্ যথাবৎ অতি দীর্ঘে জীবিতে কো বিবেকী ‘রমেত ? ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু অজীর্ঘ্যতাং অর্থাৎ বয়সের হানি (জরাপ্রাপ্তি) রহিত অমৃত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিজের অশু প্রকার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া উচিত, ইহা বুদ্ধিতে পারিয়া এবং নিজে জীর্ঘ্যতা ও মর্ত্য অর্থাৎ জরা-মরণসম্পন্ন ও কধঃস্থ হইয়া,—‘কু’ অর্থ পৃথিবী, উহা অস্তুরীকের নিম্নবর্তী, স্তুরাং ‘অধঃ’ শব্দবাচ্য, সেই কধঃ অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস করিয়া

কিঁরূপে অঙ্ক-জন-প্রার্থনীয় ও অনিত্য পুত্র, বিত্ত ও হিরণ্য প্রভৃতি বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে ? [ক্ধঃস্থ স্থানে] ‘ক তদাস্থঃ’ পাঠান্তর আছে । এই পক্ষে ইহার শব্দার্থ এইরূপ, সেই সকলে (পুত্রাদিতে) আস্থা—স্থিতি অর্থাৎ তদায়ভাবে অবস্থিতি যাহার, সেই লোক ‘তদাস্থ’ । সেই পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিকতর, অথচ দুর্লভ পুরুষার্থ পাইতে ইচ্ছুক লোক কোথায় ‘তদাস্থ’ হয় ? অভিপ্রায় এই যে, যে লোক সার পদার্থ জানে না, সে-ই ঐ সকল বিষয়ের প্রার্থী হইয়া থাকে, কারণ, সমস্ত লোকই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে ইচ্ছা করে ; অতএব আমি পুত্রাদির প্রলোভনে প্রলোভ্য নহি । আরও কথা,—বর্ন-রতি-প্রমোদ অর্থাৎ শরীর-শোভা, ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রমোদ-পরায়ণ অপ্সরা প্রভৃতিকে যথাযথরূপে অর্থাৎ উৎপত্তি-ধ্বংসশীল অনিত্যরূপে অবগত হইয়া কোন্ বিবেচক পুরুষ অতিদীর্ঘ জীবনে প্রীতি অনুভব করে ? ২৮ ॥

ধম্মিদ্দিং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো

যৎ সাম্পরায়ে মহতি ক্রহি নস্তৎ ।

যোহয়ং বরো গুটমনুপ্রবিষ্টো

নান্যং তস্মান্‌চিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমো ব্রহ্মী ॥১॥১॥

ব্যাখ্যা ।

[নচিকেতাঃ প্রকৃতপ্রার্থ্যং স্মারয়ন্ স্বাভিপ্রায়মাহ] ।—হে মৃত্যো ! [ময়া প্রার্থিতম্] ধম্মিন্ (বহিষয়ে) ইদম্ (আত্মা অস্তি ন বেতি) ‘যৎ (ধম্মাৎ) বিচিকিৎসন্তি (সন্দিহতে জনাঃ), তৎ (তদেব আত্মত্বম্) মহতি সাম্পরায়ে (পরলোকবিষয়ে) [যোক্তার্থং মহাপ্রয়োজনায়] নঃ (অমভ্যম্) ক্রহি (উপদিশ) । [সাম্পরায়পদস্ত শ্রেয়োমাত্রসাধারণ্যাৎ মুক্ত্যর্থত্বলাভায় মহতীত্যাঙ্গম্] ; যোহয়ং বরঃ (আত্মতত্ত্বোক্তিপ্রার্থনরূপঃ) গুটম্ (গুটত্বং গোপ্যতাম্) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রাপ্তঃ), তস্মাৎ (বরাৎ) অন্তম্ (অপরং বরম্) নচিকেতা ন বৃণীতে ইতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ।

এখন নচিকেতা প্রকৃত প্রশ্নের কথা সমকে স্বরণ করাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন,—হে মৃত্যো! যেহেতু আত্মার পরলোকান্তিম্বে সম্বন্ধে লোক সংশয় করিয়া থাকে, অতএব পারলৌকিক মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন; যে আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক বরটি অতিশয় গোপনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, [জানিবেন] নচিকেতা ঐ বর ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করে না ॥ ২৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অতো বিহায় অনিত্যৈঃ ক্রামৈঃ প্রলোভনম্, যৎ মৃত্যু প্রার্থিতম্;—যস্মিন্ প্রেতে ইদং বিচিকিৎসনং বিচিকিৎসন্তি 'অস্তি নাস্তীত্যেবংপ্রকারম্ ।' হে মৃত্যো সাম্পরায়ৈ পরলোকবিষয়ে মহতি মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে আত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং যৎ তদ্ব্রূহি কথয় নোহসমভ্যম্ । কিং বহনং, যোহয়ং প্রকৃতাত্মবিষয়ো বরো গুঢ়ং গহনং দুর্কিবেচনং প্রাপ্তোহনুপ্রবিষ্টঃ, তস্মাৎ বরাদনম্ অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ম্ অনিত্যবিষয়ং বরং নচিকেতা ন বৃণীতে মনসাপীতি শ্রুতের্কচনমিতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছকর-

ভগবৎপ্রণীতে কঠোপনিষদ্বাচ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম-

বল্লী-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব অনিত্য কাম্যফলে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি—সেই প্রেত বা মৃত ব্যক্তি, সম্বন্ধে একটা সংশয় আছে; অর্থাৎ [পরলোক] আছে, কি নাই—লোকে এব-
প্রকার সংশয় করিয়া থাকে । হে মৃত্যো! পরলোকে মহৎ প্রয়ো-
জন কা অভীষ্ট সাধনের উপযোগী যে আত্ম-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাহা
আমাদের উদ্দেশে উপদেশ করুন । আর অধিক কথায় প্রয়োজন
কি? এই যে প্রস্তাবিত আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক বর, যাহা অত্যন্ত গহন বা
চিন্তার অগম্যভাবাপন্ন, তদ্ব্যতীত—যাহা বিবেকহীন পুরুষের
প্রার্থনাযোগ্য অনিত্য বিষয়ে বর, নচিকেতা তাহা মনে মনেও
প্রার্থনা করে না । এই অংশটুকু শ্রুতির কথা ॥ ২৯ ॥

‘ দ্বিতীয়া বলী ।

অন্যচ্ছেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়-

স্তে উভে নানার্থে পুরুষসিনীতঃ ॥

তয়োঃ শ্রেয়-আদদানশ্চ সাধু

ভবতি, হীয়তেহর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥৩০॥১॥

ব্যাখ্যা ।

[দীয়মানমপি পুত্রাদিকামং হিহ্না আত্ম-বিষ্ঠামেব যাচমানশ্চ নচিকেষতসঃ
বৈরাগ্যম্ আত্মবিষ্ঠাগ্রহণযোগ্যতাং চ, অন্তঃস্বয়ং 'আত্ম-তত্ত্বম্ উপদিদিকুঃ প্রথমং
বিষ্ঠাবিষ্ঠায়োঃ গুণ-দোষৌ আহ যমঃ—অন্যদিত্যাদিনা] ।—শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞানম্)
অন্যৎ (পৃথক্), প্রেয়ঃ উত (প্রিয়তমং দারাপত্যাদিকাম্যমানং বহুপি) অন্যৎ এব ।
তে উভে (শ্রেয়ঃপ্রেয়সী) নানার্থে (ভিন্নপ্রয়োজনকে মোক্ষ-ভোগ-সাধকে)
পুরুষম্ (দেহিনম্) সিনীতঃ (বধীতঃ) [মোক্ষায় অভ্যাসায় চ পুরুষপ্রবৃত্তেঃ
ইত্যর্থঃ] । [সুতঃ কিমিত্যত আহ], তয়োঃ (শ্রেয়ঃপ্রেয়সোর্মধ্যে) শ্রেয়ঃ
(ব্রহ্মবিষ্ঠাম্) আদদানশ্চ (উপাসীনশ্চ) সাধু (ভদ্রং সংসারমোচনরূপম্)
ভবতি । য উ (যঃ পুনঃ) প্রেয়ঃ (দারাপত্যাদিকামম্) বৃণীতে (উপাদত্তে)
[সঃ] অর্থাৎ (পরমপুরুষার্থাৎ) হীয়তে (হীনো ভবতি) [ভবপাটৈঃ এব বদ্ধো
ভবতীত্যশয়ঃ] ॥

অনুবাদ ।

[পুত্রাদি কাম্য-পদার্থনিচয় প্রদান করিলেও নচিকেশ তাৎসমুদয় পরিত্যাগ-
পূর্বক আত্মবিষ্ঠাই প্রার্থনা করিতেছে, দর্শন করিয়া, যমরাজ আত্মবিষ্ঠা
উপদেশের ইচ্ছায় প্রথমতঃ বিষ্ঠা ও অবিষ্ঠার গুণ ও দোষ প্রদর্শন করিয়া
বলিতেছেন]—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম-কল্যাণময় আত্ম-জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রেয়ঃ
হইতে পৃথক্ এবং প্রেয়ঃও (পুত্র-বিত্তাদি অর্থও) অন্য বা পৃথক্ । তহুতয়ের
প্রয়োজনও বিভিন্নরূপ, অর্থাৎ শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভ, আর প্রেয়ের প্রয়ো-
জন অভ্যাস লাভ । এই উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে । যিনি তহুতয়ের মধ্যে
শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তিনি
প্রকৃত পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে বিচ্যুত হন ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

পরীক্ষ্য শিষ্যং বিজ্ঞাযোগ্যতাঞ্চ অবগম্যাহ—অন্তং পৃথগেব শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সম্, তথা অন্তং উতৈব অপি চ প্রেয়ঃ প্রিয়তরমপি ; তে প্রেয়ঃশ্রেয়সী উভে নানার্থে ভিন্নপ্রয়োজনে সতী পুরুষমধিকৃতং বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্টং সিনীতঃ বয়ীতঃ ; তাভ্যাং বিজ্ঞাবিজ্ঞাভ্যাম্ আত্মকর্তব্যাতয়া প্রযুক্ত্যতে সৰ্বঃ পুরুষঃ । শ্রেয়ঃপ্রেয়সোর্হি অভ্য-দয়ামৃতস্বার্থী পুরুষঃ প্রবর্ত্তে । অতঃ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপ্রয়োজন-কর্তব্যাতয়া তাভ্যাং বন্ধ ইত্যুচ্যতে সৰ্বঃ পুরুষঃ । তে যন্তপি একৈকপুরুষার্থসম্বন্ধিনী, [তথাপি] বিজ্ঞা-বিজ্ঞারূপত্বাদবিরুদ্ধে ; ইত্যন্ততরাপরিত্যাগেন একেন পুরুষেণ সহানুষ্ঠাতু-মশক্যত্বাৎ তয়োর্হিত্বা অবিজ্ঞারূপং প্রেয়ঃ, শ্রেয়ঃ এব কেবলম্ আদদানস্ত উপাদানং কুৰ্বতঃ সাধু শোভনং শিবং ভবতি । ' যন্ত অদূরদর্শী বিমূঢ়ো হীয়তে বিযুক্ত্যতে অর্থাৎ পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ । কোহসৌ ? য উ প্রয়ো বয়ীতে উপাদতে ইত্যেতৎ ॥ ৭০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যমরাজ [এইরূপে] শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া এবং জাহার বিদ্যা-গ্রহণের যোগ্যতা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স পৃথক্ (শ্রেয়ঃ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ), তেমনি প্রেয়ঃ অর্থাৎ লৌকিক প্রিয় পদার্থসমূহও [নিঃশ্রেয়স হইতে] পৃথক্ । সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়ই বিভিন্ন প্রয়োজনের সাধক ; এই কারণে যিনি আপনাকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্মযুক্ত মনে করেন, তাদৃশ অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া থাকে । 'বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা এবং শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এতদুভয়ই পুরুষের কর্তব্য নির্দেশ করে ; সমস্ত পুরুষ সেই নির্দেশানুসারে নিজ নিজ কর্তব্য-বোধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ; কেননা, যিনি মোক্ষাভিলাষী, তিনি শ্রেয়ঃ-পথে, আর যিনি অভ্যদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি উন্নত লোকাভিলাষী, তিনি প্রেয়ঃ-পথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উদ্দেশে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সমস্ত পুরুষকে তদুভয়ের দ্বারা আবদ্ধ বলা হইয়াছে । সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ যদিও [মোক্ষ ও অভ্যদয়রূপ] বিভিন্নপ্রকার

পুরুধার্থের সাধক হউক, তথাপি উহারা যখন বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-স্বরূপ, তখন নিশ্চয়ই পরস্পরে বিরুদ্ধ ; সুতরাং একই ব্যক্তি [ঐ দুইটির মধ্যে] একটি পরিত্যাগ না করিয়া কখনই এক সঙ্গে দুইটিরই অনুষ্ঠান করিতে পারে না ; [সুতরাং দুইটির মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিতে হইবে] । যে লোক তদুভয়ের মধ্যে অবিজ্ঞাতক প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্বক কেবলই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয় । কিন্তু যিনি অদূরদর্শী মোহগ্রস্ত, তিনি নিত্য ও পারমার্থিক পুরুষার্থরূপ প্রয়োজন হইতে বিযুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হন । ইনি কে ? না,—যিনি : [শ্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্বক] প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে,

প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥৩১॥২॥

ব্যাখ্যা ।

[বিদ্বদবিভ্রাণোঃ শ্রেয়ঃ প্রেয়োগ্রহণপ্রভেদমাহ—শ্রেয়শ্চেতি] । ['এতঃ' ইত্যত্র আ+ইতঃ ইতি পদচ্ছেদঃ] । [উক্তকপম্] শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ (হে এব) মনুষ্যম্ এতঃ (প্রাপ্য তিষ্ঠতঃ) । ধীরো (জ্ঞানী), তৌ (শ্রেয়-প্রেয়ঃশক্তিতৌ বিজ্ঞাবিজ্ঞারূপৌ) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচ্য) বিবিনক্তি (শ্রেয়ঃ মোচকম্, প্রেয়শ্চ বন্ধকমিতি নিশ্চিনোতি) । [এবং বিবিচ্য কিং করোতীত্যত আহ,—] ধীরঃ (বিবেকী) প্রেয়সঃ (প্রিয়তমান্ দারাপত্যাদিকামান্) অভি (অবজ্জায়) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিজ্ঞাম্) বৃণীতে । মন্দো (বিবেকহীনঃ) যোগক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্তকামপ্রাপ্তির্যোগঃ, তস্মৈ পরি-রক্ষণং ক্ষেমঃ, তন্নিমিত্তম্) প্রেয়ঃ (ধনাদি) বৃণীতে (প্রার্থয়তে) । [বিবেকী গুণাতিশয়ং দৃষ্ট্বা শ্রেয়ো গৃহ্নাতি ; অবিবেকী তু আপাতরমণীয়ং প্রেয়ঃ এব গৃহ্নাতিতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

[এখন বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, উভয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-গ্রহণে পার্থক্য বলিতেছেন,—] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, উভয়েই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয় ;

জ্ঞানী জন আলোচনা করিয়া উভয়ের স্বরূপ (একটি বিজ্ঞাত্মক, অপরটি অবিজ্ঞাত্মক ; এইরূপ) নির্ধারণ করেন, এবং নির্ধারণ করিয়া প্রেয়ঃ পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন । আর অল্পবুদ্ধি লোক দেহাদি-রক্ষার্থ প্রেয়ঃ গ্রহণ করে । অর্থাৎ বিবেকী গুণাধিক্য দর্শনে শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, আর অবিবেকী আপাত-মনোরম প্রেয়ঃ (ধনাদি) গ্রহণ করে ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যদ্যভে অপি কর্তুং স্বায়ত্তে পুরুষেণ, কিমর্থং প্রেয় এবাদত্তে বাহুল্যেন লোক ইতি ? উচ্যতে—সত্যং স্বায়ত্তে, তথাপি সাধনতঃ ফলতশ্চ মন্দবুদ্ধীনাং দুর্বিবেকরূপে সতী ব্যামিশ্রীভূতে ইব মনুষ্যম্ এতঃ পুরুষম্ আ+ইতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ । অতো হংস ইবাস্তসঃ পয়ঃ, তৌ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃপদার্থৌ সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য মনসা সম্যক্ আলোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি—পৃথক্ করোতি ধীরঃ ধীমান্ । বিবিচ্য চ শ্রেয়ো হি শ্রেয় এব অভিবৃণীতে প্রেয়সোহভ্যর্হিতত্বাৎ শ্রেয়সঃ । কোহসৌ ?—ধীরঃ । যন্ত মন্দোহল্পবুদ্ধিঃ, স সদমদবিবেকাসামর্থ্যাৎ যোগক্ষেমাদ্ যোগক্ষেমনিমিত্তং শরীরাত্যাপচয়-রক্ষণনিমিত্তমিত্যেতৎ, প্রেয়ঃ পশুপুত্রাদিলক্ষণং বৃণীতে ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[ভাল,] শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই অনুষ্ঠান করা যদি পুরুষের ইচ্ছাধীন হয়, তবে অধিকাংশ লোকই প্রেয়ঃ গ্রহণ করে কেন ? [উত্তর] বলা যাইতেছে,—উভয়ই নিজের আয়ত্ত বটে, কিন্তু আয়ত্ত হইলেও ঐ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, সাধন ও ফল উভয়েতেই অবিবিক্তরূপে—পরস্পর মিশ্রিত ভাবেই যেন পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয় । অতএব ধীর ব্যক্তি জল হইতে দুগ্ধগ্রাহী হংসের মত সেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পদার্থ দুইটিকে মনে মনে উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করেন, অর্থাৎ তদুভয়ের লাঘব ও গৌরবের বিশ্লেষণ করেন । এইরূপ বিচারের পর প্রেয়ঃ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া শ্রেয়ঃই গ্রহণ করেন । ইনি কে ? না—ধীরব্যক্তি (ধৈর্য্য-সহকারে বাহার বিচার করিবীর ক্ষমতা আছে, সে) । আর যে

লোক অন্নবুদ্ধি, বিচারশক্তির অভাববশতঃ সে লোক যোগক্ষেমের নিমিত্ত অর্থাৎ শরীর প্রভৃতির বৃদ্ধি ও পরিরক্ষণোদ্দেশে পশুপুত্রাদি-রূপ প্রেয়ঃ বস্তু প্রার্থনা করে ॥ ৩১ ॥ ২ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-

নভিধ্যায়ন্ নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ।

নৈতাংশ্চক্কাং বিত্তময়ীমবাশ্বে

যশ্চাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনরপি যমঃ নচিকেতসং প্রশংসন্ আহ—সঃ ত্বমিতি] । হে নচিকেতঃ, স ত্বম্ (যম্মা প্রলোভ্যমানোহপি) প্রিয়ান্ (সম্বন্ধবশাৎ প্রীতিপ্রদান্ দারাপুত্রাদীন্), প্রিয়রূপান্ চ (স্বভাবতো রমণীয়ান্ গৃহারামকেত্রাদীন্ চ) কামান্ (কাম্যমানান্) অভিধ্যায়ন্ (অস্থিরতয়া চিন্তয়ন্) অত্যশ্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবানভূরিত্যর্থঃ) । বিত্তময়ীম্ (সুবর্ণময়ীম্) এতাম্ (সন্নিহিততরাম্) শ্চক্কাং (মালাম্, যদ্বা কুৎসিতাং সংসারগতিম্) ন অবাশ্চুঃ (ন স্বীকৃতবান্ অসি) । [শ্চক্কেয়মতিশ্লাঘ্যা, ইত্যাহ,—] বহবো মনুষ্যাঃ যশ্চাং মজ্জন্তি (আসক্তা ভবন্তি) । [তাদৃশীমপি যম্মা দীয়মানাং ন গৃহীতবান্ অসি, অতস্বং মহাসত্ত্বোহসি ইতি ভাবঃ] ।

অনুবাদ ।

[যমরাজ পুনশ্চ নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন],—হে নচিকেতঃ ! সেই তুমি [আমা, দারা প্রলোভিত হইয়াও] স্বভাবসৌন্দর্য্যে ও গুণে রমণীয় পুত্রাদি কাম্য বিষয়সমূহকে অনিত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ । বহুমূল্য এই সুবর্ণমালা, অথবা কেশবহল নিকৃষ্ট সংসারগতি প্রাপ্ত হও নাই, সাধারণতঃ বহু মনুষ্য যাহাতে যগ্ন হইয়া থাকে । [অতএব তুমি মহাসত্ত্ব ! ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

স ত্বং পুনঃ পুনর্নয়্যা প্রলোভ্যমানোহপি প্রিয়ান্ পুত্রাদীন্ প্রিয়রূপাংশ্চ অস্মরঃ-প্রভৃতিলক্ষণান্ কামান্ অভিধ্যায়ন্ চিন্তয়ন্—তেষাম্ অনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্, হে নচিকেতঃ ! অত্যশ্রাক্ষীঃ অতিশ্চেষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি ; অহো বুদ্ধিমত্তা তব !

ন এতাম্ অবাগ্ধবানসি স্ফুকাং স্ফুতিং কুৎসিতাং মুচ্জনপ্রবৃত্তাং বিস্তময়ীং ধনপ্রায়াম্ ।
যশ্চাং স্মৃতৌ মজ্জন্তি সীদন্তি বহবঃ অনেকে মুঢ়াঃ মনুষ্যাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[যম বলিলেন—] হে নচিকেতঃ ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রলোভন দেখাইলেও তুমি [ভোগ্যসমূহের] অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া প্রিয় (স্বভাবতঃ মনোহর) পুত্র প্রভৃতি ও প্রিয়-রূপ (রূপে-গুণে মধুর) অপ্সরাপ্রভৃতি কাম্যানিচয়কে পরিত্যাগ করিয়াছ। অহো তোমার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ! তুমি মুচ্জনের প্রবৃত্তি-জনক ধনবহুল এই কুৎসিত স্ফুকা অর্থাৎ সুসারগতি বা রত্নমালা গ্রহণ কর নাই। এই পথে একজন নহে—বহুতর মুঢ় মনুষ্য নিমগ্ন বা অবসন্ন হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষ্টি

অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা ।

বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে

ন ত্বা কামা বহবোলোলুপস্ত ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

[শ্রেয়ঃপ্রেয়সোবিপরীতফলত্বং কুত ইত্যাকাঙ্ক্ষয়া তত্র হেতুং প্রদর্শয়ন্ নচিকেতসং স্তৌতি—দূরমিতি] । যা অবিদ্যা (বিদ্যাভিন্না) [ঐহিকসুখসাধনত্বেন] জ্ঞাতা, যা চ বিদ্যা [অমৃতত্বসাধনম্ ইতি] [জ্ঞাতা], এতে দূরম্ (অতিশয়েন) বিপরীতে (অন্তোত্তপৃথক্ স্বভাবে) । [তদেব স্পষ্টয়তি—] বিষ্টি (বিরুদ্ধফলহেতু) । নচিকেতসং ত্বা (ত্বাম্) বিদ্যাভীপ্সিনম্ (বিদ্যাভিকাঙ্ক্ষণম্) মন্যে (জানামি) । [যতঃ] বহবঃ কামাঃ [ত্বাম্] ন অলোলুপস্ত (শ্রেয়ঃপথাৎ ন বিচালিতং কৃতবস্ত ইত্যর্থঃ) । [ত্বং ঐকরপি কামৈঃ প্রলুক্কো ন ভবসীতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

[শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ, এতদ্ব্যয়ে বিরুদ্ধফল সমুৎপাদন করে কেন ? ইহার কারণপ্রদর্শনপূর্বক নচিকেতার প্রশংসা করিতেছেন,—] এই যে সর্বজনবিদিত অবিদ্যা ও বিদ্যা, এই উভয়ই বিপরীতস্বভাব ও বিরুদ্ধফলপ্রদ । [হে নচি-

কেতঃ !] তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি ; কারণ, [মৎপ্রদর্শিত]
বহুতর কাম্য বস্তুও তোমার লোভ সমুৎপাদন করিতে পারে নাই, অর্থাৎ তোমাকে
শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

“তয়োঃ শ্রেয় আদদানশ্চ সাধু ভবতি, হীয়তেহর্থাদ্ ব উ প্রেয়ো বৃণীতে”
ইত্যুক্তম্ । তৎ কস্মাৎ ? যতো দূরং দূরেণ মহতা অন্তরেণ এতে বিপরীতে
অন্তোন্তব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাৎ তমঃ-প্রকাশাবিব । বিষূচী বিষূচ্যো
নানাগতী ভিন্নফলে সংসারমোক্ষহেতুত্বেন ইত্যেতৎ । কে তে ? ইত্যুচ্যতে—যা
চ অবিদ্যা প্রেয়োবিষয়া, বিদ্যেতি চ শ্রেয়োবিষয়া জ্ঞাতা নিষ্কর্তা অবগতা
পণ্ডিতৈঃ । তত্র বিদ্যাভীষ্মিনং বিদ্যার্থিনং নচিকেতসং ত্বামহং মন্তে । কস্মাৎ ?
যস্মাৎ অবিদ্বদ্বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ কামাঃ অপ্সরঃপ্রভৃতয়ো বহবোহপি ত্বা ত্বাং ন
অলোলুপস্ত ন বিচ্ছিন্নং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ আত্মোপভোগাভিবাঙ্গাসম্পাদনেন ।
অতো বিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং মন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বের কথিত হইয়াছে,—‘তদুভয়ের মধ্যে শ্রেয়োগ্রাহীর মঙ্গল
হয়, আর প্রেয়োগ্রাহী পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) হইতে ভ্রষ্ট হয়’ ।
এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহার কারণ কি ? [উত্তর],—যেহেতু
এই উভয়ই অত্যন্ত বাবধানে বিপরীত অর্থাৎ এতদুভয়ের পার্থক্য
অত্যন্ত অধিক ; কেননা শ্রেয়ঃ বস্তুটি বিবেক-স্বরূপ, আর প্রেয়ঃ-
পদার্থটি অবিবেকস্বরূপ ; সুতরাং আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় এই
উভয়ই (শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ) পরস্পর পৃথক্-স্বভাবসম্পন্ন । অধিকন্তু,
সংসার ও মোক্ষফল সমুৎপাদন করে বলিয়া উভয়ই বিষূচী অর্থাৎ
বিভিন্ন পথে বিভিন্ন ফলপ্রদ । সেই উভয় কে কে ? না,—পণ্ডিতগণ
প্রেয়োবিষয়ে যাহাকে অবিদ্যা বলিয়া এবং শ্রেয়োবিষয়ে যাহাকে
বিদ্যা বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন । তন্মধ্যে নচিকেতা নামক
তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করিতেছি, কেননা, যেহেতু
অজ্ঞানের চিত্ত-প্রলোভনজনক অপ্সরা প্রভৃতি বহুতর কাম্য পদার্থও

তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। অতিপ্রায় এই যে, স্বীকৃত সম্ভোগ-বাঞ্ছা সমুৎপাদন দ্বারা শ্রেয়ঃপথ হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই; এই কারণই তোমাকে বিচার্য—শ্রেয়ঃপাত্র বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ ।

দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া-

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্রাঃ ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ব্যর্থ্যা ।

[অবিদ্যাপরপর্যায়-প্রয়সঃ ফলপ্রদর্শনে নিন্দামাহ—] অবিদ্যায়ামিতি । অবিদ্যায়াম্ (অবিবেকরূপায়াম্) অন্তরে (মধ্যে) বর্তমানাঃ (কেবলং তন্মাত্রোপাসকাঃ অপি), স্বয়ং ধীরাঃ (স্বয়মেব ধীমন্ত ইতি বদন্তঃ) পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (আত্মানং পণ্ডিতং চ অবগচ্ছন্তঃ), দন্দ্রম্যমাণাঃ (বক্রগতয়ঃ, কুটিলস্বভাবাঃ) মূঢ়াঃ (কামভোগেন মোহিতাঃ), পরিযন্তি (পরিতঃ স্বর্গনরবর্ষদীন্ গচ্ছন্তি) । [তত্র দৃষ্টান্তঃ]—অন্ধেন এব নীয়মানাঃ (পরিচালিতাঃ) অক্রাঃ যথা [তেহপি তথা ইত্যশয়ঃ] ॥

অনুবাদ ।

অবিদ্যা যাহার অপর নাম, সেই প্রেয়ের মন্দফলপ্রদর্শনে নিন্দা বলিতেছেন, —অবিবেকরূপ অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনারাই আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধ-পরিচালিত অন্ধের গায় [নানা লোকে] পরিভ্রমণ করিয়া থাকে [কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না] ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

•শাক্তরভাষ্যম্ ।

যে তু সংসারভাজো জনাঃ অবিদ্যায়াম্ অন্তরে মধ্যে ঘনীভূতে ইব তমসি বর্তমানাঃ বেষ্ট্যমানাঃ পুত্রপখাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ, স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতি মন্যমানাঃ, তে দন্দ্রম্যমাণাঃ অত্যর্থং কুটিলাম্ অনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তো জরামরণরোগাদিহুঃঐধেঃ পরিযন্তি পরিগচ্ছন্তি মূঢ়া অবিবেকিনঃ,

অন্ধেনৈব দৃষ্টিবিহীনেনৈব নীয়মানাঃ বিষমে পথি যথা বহবোহুকা মহাস্তমনর্থ-
মুচ্ছন্তি, তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু যে সকল লোক সংসারভাগী এবং গাঢ়তম অন্ধকারের গায়
অবিজ্ঞামধ্যে অবস্থিত—পুত্র পশু প্রভৃতিবিষয়ক শত শত তৃষ্ণায়
সংবেষ্টিত ; পরন্তু, আপনারাই আপনাদিগকে ধীর অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান-
সম্পন্ন ও পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে ; বলতর অন্ধ-
ব্যক্তি যেরূপ দুর্গম পথে অপর অন্ধ অর্থাৎ দৃষ্টিহীন লোকদ্বারা পরি-
চালিত হইয়া প্রভূত অনর্থ (দুঃখ), প্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ, সেই
সকল বিবেকহীন মুঢ়গণ জরা, মরণ ও রোগাদিজনিত বহু দুঃখে
অত্যন্ত বক্র (দুর্বেদ্য) বিবিধ কৰ্মগতি লাভ করতঃ অনর্থ প্রাপ্ত
হয় ॥ ৩৪ ॥ ৫ ॥

নু সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং

প্রমাণ্ডন্তুং বিভ্রমোহেন মুঢ়ম্ ।

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী

পুনঃ পুনর্বশমাপত্তে মে ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

[কৃত এবম্ ? ইত্যাহ—ন সাম্পরায় ইতি] । [সম্ (সম্যক্) পরা (পরাকৃকালে
দেহপাতাদূর্দ্ধমেব) ক্ষয়তে (গম্যতে) ইতি সাম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ
শাস্ত্রীয়সাধনবিশেষঃ সাম্পরায়ঃ] । স সাম্পরায়ঃ বালম্ (বালকসদৃশম্, অবিবেকিন-
মিতি যাবৎ), বিভ্রমোহেন মুঢ়ম্ (অজ্ঞান-তমসচ্ছন্নম্) অতএব [প্রমাণ্ডন্তুং]
(প্রমাদোপেতম্—সর্বদা অনবধানং জনম্) প্রতি ন ভাতি (প্রতীতিবিষয়ো ন
ভবতি) । [তদেব ব্যনক্তি—অয়ং লোক ইতি] । অয়ম্ (দৃশ্যমান এব) লোকঃ
(ভুলোকঃ) অস্তি, পরো লোকঃ (আয়ুয়িকঃ স্বর্গাদিঃ) ন অস্তি ইতি মানী
(ইত্যেবং মননশীলঃ, অভিমানীতি বা) পুনঃ পুনঃ মে (মম সমস্ত) বশম্
(অধীনতাম্) আপত্তে । [উক্তগুণাঃ জনাঃ বিভ্রাদিকং নিত্যং মথানা মুঢ়া
মুঢ়া সমযাতনামেবানুভবন্তীত্যর্থঃ] ।

অনুবাদ ।

[কেন এরূপ হয় ? তাহা বলিতেছেন,—] যে লোক বালক (বালকের স্থায় বিবেকহীন), প্রমাদগ্রস্ত এবং ধন-মোহে বিমূঢ়, তাহার নিকট সাম্পরায় অর্থাৎ পরলোকসাধন বা পরলোক-চিন্তা প্রতিভাত হয় না। এই উপস্থিত লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] পরলোক (মৃত্যুব পর ভাবী স্বর্গ-নরকাদি লোক) নাই— এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমাব বশতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অতএব মূঢ়ত্বাৎ, ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি । সম্পরায়ত ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাক্তীয়ঃ সাম্পরায়ঃ, স চ বালম্ অবিবেকিনং প্রতি ন ভাতি ন প্রকাশতে নোপতিষ্ঠত ইত্যোতৎ । প্রমাণস্তং প্রমাদং কুর্কস্তং পুত্রপঞ্চাদিপ্রয়োজনেষু আসক্তমনসম্, তথা বিত্তমোহেন বিত্তনিমিত্তেন অবিবেকেন মূঢ়ং তমসচ্ছন্নম্ । স তু, অয়মেব লোকঃ—যোহয়ং দৃশ্যমানঃ স্মরণপাদিবিশিষ্টঃ, নাস্তি পবঃ অদৃষ্টো লোকঃ, ইত্যেবং মননশীলো মানী পুনঃ পুনঃ জনিত্বা বশম্ অধীনতাম্ আপত্ততে মে মৃত্যোঃর্ম । জননমরণাদি-লক্ষণভূতঃখপ্রবন্ধাকট এব ভবতীত্যর্থঃ । প্রায়ৈণ হোবংবিধ এব লোকঃ ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এবংবিধ মূঢ়তাবশতঃই সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না। দেহপাতের পর যাহা সম্যগরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম 'সম্পরায়' (স্বর্গাদি লোক), সেই সম্পরায়-প্রাপ্তিই যাহার প্রয়োজন, শাক্তোক্ত তাদৃশ বিশেষ বিশেষ সাধনের নাম 'সাম্পরায়' ; তাহা বালক অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না—প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ উপস্থিত হয় না ; প্রমাদী—প্রমাদকারী (অমনোযোগী) অর্থাৎ পুত্র, পশু প্রভৃতির উদ্দেশেই আসক্তচিত্ত ; বিত্তজনিত মোহে মূঢ়, অর্থাৎ তমোময় অবিবেকে সমাচ্ছন্ন । [এই প্রকার লোকের নিকট পূর্বেকৃত 'সাম্পরায়' প্রতিভাত হয় না] । 'এই যে স্ত্রীবিশিষ্ট ও স্মরণপাদিময় পরিদৃশ্যমান লোক, একমাত্র এই লোকই আছে, [এতদতিরিক্ত] অদৃষ্ট (যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, এরূপ) কোনও লোক

বর্তমান নাই ; এইরূপ চিন্তাশীল অভিমानी ব্যক্তি বারংবার জন্মধারণ করিয়া মৃত্যুরূপী আমার বশতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জন্ম-মরণাদিরূপ দুঃখ-ধারা প্রাপ্ত হয়। প্রায় অধিকাংশ লোকই এই প্রকার ॥ ৩৫ ॥ ৬ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,

শৃণ্বন্তোহপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ ।

আশ্চর্য্যোহস্য * বক্তা, কুশলোহস্য লব্ধা,

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।

[সাম্পরায়প্রকাশভাবে হেতুস্বরমাহ,—শ্রবণায়ৈতি] । 'যঃ (সাম্পরায়ঃ) বহুভিঃ (জনৈঃ) শ্রবণায় অপি (শ্রোতুমপি) ন লভ্যঃ, [অনেকে এম তচ্ছ্রবণসৌভাগ্য-শালিনো ন ভবন্তি] । [তর্হি কিং শব্দাবেশ্ব এম ? নেত্যাহ]—শৃণ্বন্তোহপি (শাস্ত্রাৎ তং জ্ঞাতোহপি) বহবঃ যং ন বিদ্যুঃ (যথাযথরূপেণ ন জানন্তি) । [কুতো ন বিদ্যুরিত্যত আহ]—অস্য (সাম্পরায়স্য) বক্তা (যথাবৎ তৎস্বরূপো-পদেষ্টা) আশ্চর্য্যঃ (বিস্ময়নীয়ঃ—দুর্লভঃ) । অস্য লব্ধা (প্রাপ্তা শ্রোতাপি) কুশলঃ (নিপুণ এম) কুশলানুশিষ্টঃ (কুশলেঃ আত্মদর্শিভিঃ যথাবদনুশিক্ষিতঃ) জ্ঞাতা (বোদ্ধা চ) আশ্চর্য্যঃ (দুর্লভ ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

[কেম যে পরলোক প্রতিভাত হয় না, তাহার আরও কারণ প্রদর্শিত হইতেছে]—বহু লোকে সাম্পরায়কে শ্রবণ করিতেও পায় না, এবং বহু লোকে ইহা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, ইহার বক্তা আশ্চর্য্য-ভূত (দুর্লভ) । কুশল বা অভিজ্ঞ লোকই ইহার লব্ধা, অর্থাৎ 'শ্রোতা' হইয়া থাকে এবং কুশলানুশিষ্ট, অর্থাৎ আত্মদর্শী লোকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ইহা জানিতে পারে ; তাদৃশ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

বহু শ্রোয়োহর্থী, সহশ্রেবু কশ্চিদেব আত্মবিদ্ ভবতি ত্বদ্বিধঃ, যস্মাৎ শ্রবণায়াপি

শ্রবণার্থং শ্রোতুমপি যো ন লভ্য আত্মা বহুভিঃ অনেকৈঃ, শৃণ্বন্তোহপি বহুবঃ
অনেকে অশ্রো যন্ আত্মানং ন বিদুঃ ন বিদন্তি অভাগিনঃ অসংস্কৃতাত্মানো ন
বিজানীয়ুঃ । কিঞ্চ, অশ্রু বক্তাপি আশ্চর্য্যঃ অদ্বুতবদেব অনেকেষু কশ্চিদেব
ভবতি । তথা শ্রুত্বাপি অশ্রু আত্মনঃ কুশলো নিপুণ এবানেকেষু লজ্জা কশ্চিদেব
ভবতি । যস্মাৎ আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কশ্চিদেব, কুশলানুশিষ্টঃ কুশলেন নিপুণেনা-
চার্য্যোগানুশিষ্টঃ সন্ ॥ ৩৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যিনি প্রকৃত কল্যাণার্থী, তোমার ন্যায় তাদৃশ আত্মজ্ঞ লোক
সহস্রের মধ্যে কেহ (অতি অল্পই) হইয়া থাকে ; যেহেতু, অনেকে
আত্মাকে শ্রবণ করিতেও পায় না ; এবং অপর বহু লোক
আত্মাকে জানিতে (বুঝিতে) পারে না,—অর্থাৎ ভাগ্যহীন অপরি-
শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহাকে জানিতেও পারে না । আরও এক কথা,
ইহার বক্তাও (স্বরূপপ্রকাশকও) আশ্চর্য্যভূত, অর্থাৎ অনেকের
মধ্যে কেহ হইয়া থাকে ; সেইরূপ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কুশল
বা নিপুণ ব্যক্তিই অর্থাৎ অনেকের মধ্যে অতি অল্প লোকই সমর্থ
হয়,—যেহেতু কুশল আচার্য্যজন কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া যেরূপ লোক
ইহা জানিতে পারে, নিশ্চয়ই সেরূপ লোকও অতি অল্প । (খ) ॥৩৬॥৭॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ

স্ববিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।

অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি

অণীয়ান্ হতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

(খ) তাৎপর্য্য,—এই শ্রুতির অমুরূপ ভাব ভগবদগীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত আছে ।
সেই শ্লোকটি এই,—“আশ্চর্য্যবৎ পুণ্যতি কশ্চিৎসেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চাত্তঃ ।

আশ্চর্য্যবিচৈনমশুঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপোনং বেদ নৈবে কশ্চিৎ ।

এহলে কথিত হইয়াছে যে, “আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি অপর লোকের নিকট
আশ্চর্য্য পদার্থরূপে প্রতীত হন, কিংবা নিজেরই আশ্চর্য্যাবিত—বিশ্বমাত্তিত্ব হইয়া আত্মাকে
দর্শন করিয়া থাকেন ; এই প্রকার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই আশ্চর্য্যবৎ এবং অনেকে আত্মতত্ত্ব
শ্রবণ করিয়াও উহার রহস্য বুঝিতে পারেন না ।” অতএব, উক্ত গীতাবাক্যের সহিত এই
শ্রুতিবাক্যের যে ভাবগত সম্পূর্ণ একা রহিয়াছে, ইহা বলা অসঙ্গত হয় না ।

ব্যাখ্যা ।

[পদ-পদার্থ-জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ অনুশিষ্টঃ শিষ্যঃ কুতো ন জ্ঞাতা? ন বা লকা ভবতি? ইত্যত আহ—ন নরেণেতি] । অবরেণ (প্রাকৃতবুদ্ধিশালিনা) নরেণ (মনুষ্যেণ) প্রোক্তঃ (উপদিষ্টঃ) [অপি] স্ম (সম্যক্ যথাবক্তথা) বিজ্ঞেয়ো ন [ভবতি] । বহুধা (অস্তি, নাস্তি, কৰ্তা অকৰ্তা ইত্যাত্মনেকপ্রকারেণ) চিন্ত্যমানঃ (প্রতীয়মানঃ) এষঃ (আত্মা) অনন্তপ্রোক্তে (অহং ব্রহ্মণোহনন্তঃ অপৃথক্ ইত্যেবং জ্ঞানবতা আচার্য্যেণ উপদিষ্টে) অত্র (আত্মনি) গতিঃ (পূৰ্বোক্তো বিকল্পঃ) নাস্তি (ন প্রসরতি) । [অথবা, অত্র আত্মনি অনন্তত্বেন স্বস্বরূপেণ প্রোক্তে সতি জগদ্ভেদশ্চ গতিঃ অবগতিঃ নাস্তীত্যর্থঃ] । [ননু ব্যাখ্যাত্বচনত আত্মজ্ঞানা- ভাবেহপি প্রত্যক্ষানুমানাত্যাং শ্ৰাৎ ইত্যত আহ,—অণীয়ানিতি] । অণুপ্রমাণাৎ (অণুপরিমাণতোহপি) অণীয়ান্ (অতিসূক্ষ্মঃ) [অতো ন প্রত্যক্ষঃ] অতর্ক্যঃ (তর্কশ্চাবিষয়ঃ) [অনুমানাগোচরশ্চ, কেবলানুমানশ্চ প্রতিপক্ষাদিবাধিতত্বাদিতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

[ভাল কথা, পদ ও পদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের উপদেশে শিষ্য আত্মাকে জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন],—অবর (সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন) নর বা মনুষ্যরূপী আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মা লমাগরূপে জ্ঞানগোচর হয় না; কারণ, এই আত্মা 'আছে, নাই; কৰ্তা অকৰ্তা' ইত্যাদি বহুপ্রকার তর্কে সমাক্রান্ত । যিনি ব্রহ্মকে অনন্ত বা অপৃথগরূপে জানিয়াছেন, তাদৃশ আচার্য্যকর্তৃক এই আত্মা উপদিষ্ট হইলে [শিষ্যের নিকট] পূৰ্বোক্ত বিতর্কের গতি বা সম্ভাবনা থাকে না । অধিকন্তু, এই আত্মা অণুপরিমাণ হইতেও অতিশয় অণু—অণীয়ান্ (অতিসূক্ষ্ম), [সূতরাং প্রত্যক্ষের অবিষয়] এবং অতর্ক্য অর্থাৎ তর্ক বা অনুমানেরও অগম্য ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কস্মাৎ? ন হি নরেণ মনুষ্যেণ অবরেণ প্রোক্তোহবরেণ হীনেন প্রাকৃতবুদ্ধিনা ইত্যেতৎ, উক্তঃ এষঃ আত্মা, যৎ তৎ মাৎ পৃচ্ছসি । ন হি স্মৃষ্ট সম্যক্ বিজ্ঞেয়ো বিজ্ঞাত্বং শক্যঃ, যস্মাৎ বহুধা—অস্তি নাস্তি, কৰ্তা অকৰ্তা, তদ্বোহুত্ব ইত্যাত্ম- নেকধা চিন্ত্যমানো বাদিভিঃ ।

কথং পুনঃ স্তুবিজ্ঞেয়ঃ ? ইত্যুচ্যতে—অনন্তপ্রোক্তে অনন্তেন অপৃথগ্দর্শিনঃ
 আচার্য্যেণ প্রতিপাদ্য-ব্রহ্মাত্মভূতেন প্রোক্তে উক্তে আত্মনি গতিঃ অনেকথা—
 অস্তিনাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা গতিরগ্নিনা আত্মনি নাস্তি ন বিদ্বতে, সর্ববিকল্পগতি-
 প্রত্যক্ষমিতরূপত্বাদাত্মনঃ । অথবা, স্বাত্মভূতে অনন্তগ্নিন্ আত্মনি প্রোক্তে—অনন্ত-
 প্রোক্তে গতিঃ অত্র অনন্তাবগতির্নাস্তি জ্ঞেয়শ্রাভাবাৎ । জ্ঞানশ্চ হেঁষা পরা
 নিষ্ঠা, যদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্ । স্মৃতঃ অবগন্তব্যভাবাৎ ন গতিরত্রাবশিষ্ঠতে । সংসার-
 গতিরীকৃত নাস্তি, অনন্ত আত্মনি প্রোক্তে নাস্তরীয়কত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানফলশ্চ মোক্ষশ্চ ।
 অথবা, প্রোচ্যমানব্রহ্মাত্মভূতেনাচার্য্যেণ অনন্ততয়া প্রোক্তে আত্মনি অগতিঃ অনব-
 বোধোহপরিজ্ঞানমত্র নাস্তি ; ভবত্যেবাবগতিস্তদ্বিষয়া শ্রোতুঃ ‘তদনন্তোহহমিতি’
 আচার্য্যশ্চেবেত্যর্থঃ । এবং স্তুবিজ্ঞেয় জ্ঞাত্বা আগমবতঃ আচার্য্যেণ অনন্ততয়া
 প্রোক্ত ইত্যর্থঃ । ইতরথা, অণীয়ান্ অণুপ্রমাণাদপি সম্পদ্যতে জ্ঞাত্বা । অতর্ক্যম্
 অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভূতেন, কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণোহণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে
 আত্মনি ততোহণুতরমন্তোহভূতমিতি, ততোহপ্যন্তোহণুতমমিতি । ন হি তর্কশ্চ
 নিষ্ঠা কচিদ্ বিদ্বতে ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কারণ কি ? না,—তুমি আমাকে যে আত্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ,
 সেই আত্মা অবর অর্থাৎ বিবেকহীন, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকর্তৃক
 উক্ত বা ব্যাখ্যাত হইলে নিশ্চয়ই স্তু অর্থাৎ স্তু—সম্যক্রূপে (যথা-
 যথরূপে) বিজ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যোগ্য হয় না ; কারণ, বাদিগণ-
 কর্তৃক (বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ কর্তৃক) [এই আত্মা.] আছে, নাই,
 কর্তা ও অকর্তা (কর্তা নহে) ইত্যাদি বহুবিধরূপে চিন্তিত (বিতর্কিত)
 হইয়া থাকে ।

তাহা হইলে, কিরূপে ইহা স্তুবিজ্ঞেয় হয় ? এই প্রশ্নাভিপ্রায়ে
 বলিতেছেন—অনন্ত অর্থাৎ সর্বত্র অভেদদর্শী এবং (যাহার কথা
 প্রতিপাদন করিতে হইবে, সেই) প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যাহার আত্মস্বরূপ,
 অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে ও আত্মায় ভেদ দর্শন করেন না, এবংবিধ আচার্য্য-
 কর্তৃক কথিত হইলেই এই আত্মাতে ‘আছে, নাই’ ইত্যাদিরূপ বহু-

বিধ চিন্তার গতি বা সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ, সর্বপ্রকার বিকল্প বা ভেদপ্রতীতিরাহিত্যই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ । অথবা, অনন্য বা অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে পুর এ জগতে অপর কোন বস্তুই প্রতীতি হয় না ; কারণ, তখন জানিবার যোগ্য অন্য কোন বস্তুই থাকে না, কেননা, আত্মার একই বিজ্ঞান উপস্থিত হইলে জ্ঞানের (বুদ্ধিবৃত্তির) পরিসমাপ্তি হইয়া যায় । অতএব, জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাববশতঃই আর কোনও জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে না । অথবা ['গতিরত্র নাস্তি' কথার অর্থ]—সংসারগতি আর থাকে না, অর্থাৎ তাহার আর পুনর্বার জন্ম হয় না ; কেননা, আত্মা ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন, এই উপদেশ উক্ত হইলে পর, মোক্ষলাভ সেই বিজ্ঞানের অবশ্যস্বাভাবী ফল । অথবা, যে আচার্য্য বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন, সেই আচার্য্য আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তদ্বিষয়ে আর অনবগতি বা জ্ঞানের অভাব থাকে না, অর্থাৎ আচার্য্যের শ্রায় শ্রোতারও তদ্বিষয়ে 'আমি ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অপৃথক্', এই জ্ঞান নিশ্চয়ই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, এইপ্রকার শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যকর্তৃক অনন্যরূপে অভিহিত হইলে, আত্মা সম্যক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় ; নচেৎ, আত্মা অণুপ্রমাণ বা সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অণীমান্ অতিশয় সূক্ষ্ম (দুর্বিবজ্জয়ে) হইয়া পড়ে । [উক্ত আত্মা] কেবল স্বীয় বুদ্ধির বলে সম্ভাবিত তর্ক দ্বারা বিচারণীয় হইতে পারে না ; কারণ, কোন ব্যক্তি তর্ক সাহায্যে আত্মাকে অণুপরিমাণ সাব্যস্ত করিলে, অপরে আবার তদপেক্ষাও 'অণুতর' বলিয়া তর্ক করিতে পারে, অপরে আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম অণু বলিয়া 'অণুতম' সম্ভাবিত করিতে পারে ; কেননা, তর্কের ত কখনও কোথাও বিশ্রাম বা শেষ নাই বা হইতে পারে না । (গ) ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥

(গ) তাৎপর্য্য,—যে লোক নিজে যাহা অশুভব করেন নাই, তিনি স্বীয় প্রতিভা ও শাস্ত্রচর্চার ফলে যতই পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান লাভ করেন না কেন, তাহার তৎসমস্ত জ্ঞানই পরোক ভাবে

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,
প্রোক্তান্বেনৈব সূক্তানায় প্রেষ্ঠ ।

যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি,
হাদৃঙ্নো ভূয়ান্চিকিতঃ প্রেষ্ঠা ॥৩৮॥৯॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীমাশ্চজ্ঞানোপায়ং বক্তুং উপক্রমতে,—নৈবেতি] । হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম) ত্বং যাম্ [মতিম্] আপঃ (প্রাপ্তবানসি), এষা (ব্রহ্মগোচরা) মতিঃ তর্কেণ (স্ববুদ্ধি-পরিকল্পিতেন বিচারেণ) ন [আ+অপ+নেয়া ইতি পদচ্ছেদঃ] আপনেয়া (প্রাপ্য ন ভবতি) । অথবা, তর্কেণ ন আ—সম্যক্ আপনেয়া (নৈব দূরীকর্তব্যং) । [পরন্তু] অন্তেন (‘ব্রহ্মগোহনন্তোহমিতি’ জানতা) প্রোক্তা (তদুপদেশজ্ঞা সতী) সূক্তানায় (সম্যক্ জ্ঞানায়) [ভবতি] । হে নচিকিতঃ ! [ত্বং সত্যধৃতিঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ, অচাল্য-ধৈর্য্যবানিতি বা) অস্মি (ভবসি) । বত [বতেত্যনুকম্পায়াম্, নানাপ্রকারেণ প্রলো-ভিতোহপি ব্রহ্মস্বরূপবোধবিষয়ে ধৈর্য্যং ন যুক্তবানসি ইত্যভিপ্রায়ঃ] হাদৃক্ (হতুলাঃ) প্রেষ্ঠা (পৃচ্ছকঃ) নো ভূয়াৎ (ন ভবেৎ) । [নঃ (‘অস্মভ্যম্’) হাদৃক্ প্রেষ্ঠা ভূয়াদিতি বা] ॥

অনুবাদ ।

এখন আশ্চজ্ঞানের উপায় নিরূপণার্থ বলিতেছেন—হে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম!) তুমি যে মতি (স্ববুদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছ, তর্ক দ্বারা এই মতি লাভ করা যায় না ;

থাকে, সূত্রাং তাঁহার উপদেশে শিষ্য-হৃদয়েও পরোক জ্ঞান ভিন্ন কখনই অপরোক বা প্রত্যক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে না । আশ্চত্বাপদেশ সম্বন্ধেও সেই কথা, যে আচার্য্য কেবল শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানে ও স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে আশ্চত্বের উপদেশ দেন, তাঁহার উপদেশ সত্য হইতে পারে একে শ্রোতারও হৃদয়রঞ্জক হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা কখনই শ্রোতার হৃদয়-গত সম্বোধ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিতে পারে না ; কাজেই তাদৃশ আচার্য্যোক্ত আশ্চত্ব শিষ্যের নিকট সূত্রাদিপি সূত্রতম বলিয়া প্রতীত হয় । পক্ষান্তরে, যে আচার্য্য স্বয়ং আশ্চত্ব অনুভব করিয়াছেন, এবং আশ্চা ও ব্রহ্মের একত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আশ্চত্ব প্রবণ করিলে সম্পূর্ণরূপে আশ্চত্ব স্মৃতি পায়, সমস্ত ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, এবং অগতে তাঁহার কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না । এই কারণেই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘তদ্বিজানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।’ অর্থাৎ সেই আশ্চত্ব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে শিষ্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদ সমীপে উপস্থিত হইবে । অভিপ্রায় এই যে, গুরুর কেবল বেদাভিজ্ঞতা থাকিলেই হইবে না, ব্রহ্মনিষ্ঠাও থাকা আবশ্যিক ।

অথবা তর্কের সাহায্যে এই সন্দ্বন্ধি অপনীত করা উচিত হয় না । [পরন্তু] অল্প অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই (আত্মা) যথাযথরূপে জ্ঞানের যোগ্য হয় । হে নচিকেতঃ ! তুমি সত্যসন্ধ আছ ; তোমার গ্রাম প্রশ্নকারী (দ্বিজ্ঞানু) আর হয় না । অথবা আমাদের নিকট তোমার গ্রাম প্রশ্ন (আরও) হউক ॥৩৮॥২॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অতোহনন্তপ্রোক্তে আত্মনি উৎপন্নায় যেষমাগমপ্রতিপাত্তা আত্ম-মতিঃ, নৈবা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভ্যাহমাত্রেণ আপনেয়া নাপনীয়া ন প্রাপনীয়েত্যর্থঃ । নাপনেতব্য্যা বা নোপহস্তব্য্যা । তর্কিকো হ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি । অত এব চ যেষমাগমপ্রসূতা মতিঃ অন্তেনৈব আগমাভিজ্ঞেন আচার্য্যেণৈব তর্কিকাং প্রোক্তা সতী'সুজ্ঞানায় ভবতি, হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম ! কা পুনঃ সা তর্কাগম্যা মতি-রिति ? উচ্যতে—যাং ত্বং মতিং মদ্বরপ্রদানেন আপঃ প্রাপ্তবানসি । সত্যা অবি-তথবিষয়া ধৃতির্যন্ত তব, স ত্বং সত্যধৃতিঃ, বতাসীত্যনুকম্পয়ন্নাহ মৃত্যুর্নচিকেতসম—, বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানস্বতয়ে, স্বাদৃক্ স্বতুল্যো নোহস্মভ্যাং ভূয়াং ভবতাং । ভবতু অন্তঃ-পুত্রঃ শিষ্যো বা প্রশ্না । কীদৃক্ ? যাদৃক্ ত্বং হে নচিকেতঃ প্রশ্না ॥৩৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব, অনন্ত-কর্তৃক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্যকর্তৃক উক্ত আত্মা বিষয়ে এই যে আগম-গম্যা বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে, [শাস্ত্র-নিরপেক্ষ] কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রসূত তর্ক দ্বারা এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথবা [এই বুদ্ধি] অপনীত বা নিহত করা কর্তব্য নহে । শাস্ত্রজ্ঞান-রহিত তর্কিক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে যে কোন একটাকে (আত্মা বলিয়া) কল্পনা করিয়া থাকে । অতএব, হে প্রিয়তম ! তর্কিক অপেক্ষা আগমাভিজ্ঞ আচার্য্যকর্তৃক আভিহিত হইলেই উক্ত মতি সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবার যোগ্য হয় * । ভাল, তর্কের অগম্য

(*) তাৎপর্য্য,—যাহারা শাস্ত্রের উপদেশ অমান্য করিয়া কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা সেই শুদ্ধ তর্ক দ্বারা কখনই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না ; কারণ, যে পদার্থ স্বয়ং অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয় না এবং উপবৃত্ত হেতু না থাকার অসুমানেরও বিষয় হয় না, তাদৃশ পদার্থ কেবল আগম-গম্যা—শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত তাদৃশ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ হয় না এবং হইতেও পারে না । কাজেই যাহারা শাস্ত্রের আদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবলই তর্কের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব

সেই মতিটি কি ? তাহা বলা ষাইতেছে,—তুমি আমার বরপ্রদান অনুসারে যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছ । তুমি সত্যধৃতি অর্থাৎ তোমার ধৃতি বা ধারণাশক্তি সত্য—যথার্থ বিষয়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে । অনন্তরোক্ত বিচার প্রশংসার্থ ‘বত’ ও ‘অসি’ শব্দ প্রয়োগে মৃত্যু নচিকেতার প্রতি দয়া প্রকাশপূর্বক বলিতেছেন—আমাদের নিকট অপর পুত্র বা শিষ্যও তোমার গায় প্রমতা (প্রশংসকর্তা) হউক । কিরূপ প্রমতা ? না, হে নচিকেতঃ ! তুমি আমার নিকট যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং .

ন হ্যধ্বৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্বং তৎ । ’

ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোহগ্নি-

রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥৩৯॥১০॥

ব্যাখ্যা ।

[মৃত্যুঃ নচিকেতসং প্রোৎসাহয়ন্ পুনরপ্যাহ—জানামীতি] শ শেবধিঃ (নিধিঃ কৰ্মফললক্ষণঃ) অনিত্যম্ (অনিত্যঃ) ইতি অহং জানামি । হি (যস্মাৎ) ধ্বম্ (শাস্বতং তৎ ব্রহ্ম) অধ্বৈঃ (অনিত্যৈঃ) [যদ্বা ন বিদ্বতে ধ্বং ব্রহ্ম যেসাম্, তৈঃ অধ্বৈঃ জ্ঞানরহিতৈঃ সাধনৈঃ] ন হি প্রাপ্যতে । ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) ময়া অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ (চয়নসাধনৈঃ) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ (ইষ্টকাচিতিস্থোহগ্নিঃ) চিতঃ (গৃহীতঃ আরাধিতঃ) । [তেন চ অহমধিকারাপন্নঃ সন্] নিত্যম্ (আপেক্ষিক-সত্যং ষাম্যপদম্) প্রাপ্তবান্ অস্মি ॥ ’

বুঝিতে চাহে, তাহাদের আশ্রয়তত্ত্ব ত বুঝা হয়ই না, পরন্তু পূর্বসঞ্চিত আশ্রয়প্রতীতিটুকুও অন্তর্হিত হইয়া যায় ; ক্রমে নাস্তিক্য আসিয়া উপস্থিত হয় । এই কারণে শ্রুতি বলিলেন “নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেয়া ।”

তবে বলা আবশ্যিক যে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কই দোষাবহ ও উপেক্ষণীয় ; কিন্তু শাস্ত্রের মর্মগ্রহণার্থ ও সংশয়নিরূপসার্থ তর্কের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । তাই অল্প শ্রুতি “শ্রোতব্যাঃ মন্তব্যঃ” বলিয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মননাস্ত্রক তর্কেরও সাহায্য লইবার বিধান করিয়াছেন । আর, “আব্দৈ ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা । যন্তর্কেণামুসন্ধন্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ॥” এই মনুবচনে স্পষ্টাকরেই অলৌকিক বিষয় বিজ্ঞানের জন্ম তর্কের অবশ্যগ্রহণীয়তা নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

অনুবাদ ।

যম নাচিকেতার উৎসাহ সংবর্ধনার্থ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থাৎ কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি সম্পৎ যে অনিত্য, ইহা আমি জানি । যেহেতু অনিত্য সাধনের দ্বারা ক্রব (নিত্য বস্তু) সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; সেই কারণেই আমি অনিত্য দ্রব্যময় সাধন দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করায়, অর্থাৎ অনিত্য দ্রব্য দ্বারা অগ্নি চয়ন-পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করায় আপেক্ষিক নিত্য [এই যমাদিকার] প্রাপ্ত হইরাছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

শাক্করভাষ্যম্ ।

পুনরপি তুষ্ট আহ—জানাম্যহং শেবধিঃ নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণঃ নিধিরিব প্রার্থত ইতি । অসৌ অনিত্যম্ অনিত্য ইতি জানামি । ন হি যস্মাদ্ অনিত্যৈঃ অক্রবৈঃ যৎ নিত্যং ক্রবং তৎ প্রাপ্যতে পরমাআখ্যঃ শেবধিঃ । যন্ত অনিত্য-সুখাত্মকঃ শেবধিঃ, স এব অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ প্রাপ্যতে হি যতঃ, ততঃ তস্মাৎ ময়া জানতাপি নিত্যম্ অনিত্যসাধনৈর্ন প্রাপ্যতইতি, নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোহগ্নিঃ নির্ব্বর্ত্তিত ইত্যর্থঃ । তেনাহম্ অধিকার-পন্নো নিত্যং যস্যং স্থানং স্বর্গাখ্যং নিত্যম্ আপেক্ষিকং প্রাপ্তবানস্মি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যম সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, শেবধি অর্থ—নিধি (ধনরাশি), কর্ম্মফলও নিধিরই মত প্রার্থিত হয়, এই কারণে কর্ম্ম-ফলকেও 'নিধি' বলা হইয়া থাকে ; ইহা যে অনিত্য, তাহা আমি জানি । (হি) যেহেতু অক্রব বা অনিত্য সাধন দ্বারা নিত্য সেই পরমাত্ম-নামক শেবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; পরন্তু, যাহা অনিত্য-সুখাত্মক শেবধি, অনিত্য দ্রব্য দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় । অনিত্য সাধনে নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না, ইহা জানিয়াও আমি অনিত্য পশু প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা স্বর্গসাধন নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপেক্ষিক নিত্য (অপর পদার্থ অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী), স্বর্গসংক্রমক এই যমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥

কামশ্রাণ্ডিঃ জগতঃ প্রতিষ্ঠাঃ

ক্রতোৱনন্ত্যমভয়শ্চ পারম্ ।

স্তোমমহদুৱুগায়ং প্রতিষ্ঠাঃ দৃষ্ট্য়া

ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ॥৪০॥১১॥

ব্যাখ্যা ।

[ন কেবলমহমেব জানামি, মৎ প্রসাদাৎ ত্বমপি জানাসি ইত্যাহ—কামশ্চেতি] ।
হে নচিকেতঃ ! [ত্বম্] ধৃত্যা (ধৈর্য্যেণ মনোদার্ঢ্যেন) ধীরঃ (ধীমান্ সন্) কামশ্চ
(অভিলষিতার্থশ্চ) আশ্রিত্ব (সমাপ্তি) জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়ম্), ক্রতোঃ
(যজ্ঞশ্চ) অনন্ত্যম্ (অনন্তফলম্) অভয়শ্চ পারম্ (পরাং নিষ্ঠাম্), স্তোমমহৎ (স্তোমং
স্বত্যম্, মহৎ—অগ্নিমাষ্টৈশ্বৰ্য্যাণ্ডনেকগুণবৃদ্ধম্), উৱুগায়ম্, (প্রশস্তং বৈরাজ্যং
পদম্), প্রতিষ্ঠাম্ (আত্মন উত্তমাং স্থিতিঞ্চ) দৃষ্ট্য়া (বিচার্য্য) [সৰ্ব্বমেতৎ সংসার-
ভোগজাতম্] অত্যশ্রাক্ষীঃ (ত্যক্তবান্ অসি) । “অনন্তলোকাশ্রিত্বমণো প্রতিষ্ঠাম্”
ইতি প্রাণ্ডুৱুৱুৱশ্চ “জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্, ক্রতোৱনন্ত্যম্” ইতি বিশেষণধ্বয়েনানুবাদঃ ।
“স্বৰ্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে” ইত্যশ্চ “অভয়শ্চ পারম্” ইত্যনেনানুবাদঃ ।
“ব্রহ্মজজ্ঞঃ দেবমীড়্যম্” ইত্যাদিনোক্তং “স্তোমমহদুৱুগায়ম্” ইত্যনেনানুদিতমিতি
জ্ঞেয়ম্ ॥

অনুবাদ ।

[কেবল যে, আমিই ইহা জানি, তাহা নহে, আমার অনুগ্রহে তুমিও জানিয়াছ ;
এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—হে নচিকেতঃ ! তুমি স্বীয়, ধৈর্য্যগুণে সুবুদ্ধি-
সম্পন্ন হইয়া অভিলষিত বিষয়ের পরাকাষ্ঠা, জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিসাধন,
যজ্ঞের অনন্ত ফল, সৰ্ব্বভয়-বিনিবারণক, সুবনীয় ও মহৎ বৈরাজ্য পদ বা হিরণ্য-
গৰ্ভাধিকার এবং নিজের অতু্যক্তম গতিলাভ, এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু বিচারপূৰ্ব্বক
পরিত্যাগ করিয়াছ ॥৪০॥১১॥

• শাক্তরভাষ্যম্ ।

ত্বং তু কামশ্চ আশ্রিত্ব সমাপ্তি, অত্র হি সৰ্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ, জগতঃ সাধ্যা-
আধিকৃত্যধিঈবাদেঃ, প্রতিষ্ঠাম্ আশ্রয়ং সৰ্ব্বাত্মকত্বাৎ, ক্রতোঃ উপাসনায়াঃ ফলং
হৈরণ্যগৰ্ভং পদম্ অনন্ত্যম্ আনন্ত্যম্ । অভয়শ্চ চ পারং পরাং নিষ্ঠাম্ । স্তোমং
স্বত্যং, মহৎ—অগ্নিমাষ্টৈশ্বৰ্য্যাণ্ডনেকগুণসহিতম্, স্তোমঞ্চ তন্নহচ্চ নিরতিশয়ত্বাৎ—

স্তোমমহৎ । উরুগায়ং বিস্তীর্ণং গতিম্ । প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমান্ননঃ অনুত্তমামপি দৃষ্টা,
ধৃত্যা ধৈর্যেণ ধীরো ধীমান্ সন্ নচিকেতঃ ! অত্যশ্রাকীঃ—পরমেবাকাঙ্ক্ষন্ অতি-
সৃষ্টবান্ অসি সৰ্বমেতৎ সংসারভোগজাতম্ । অহো বত অনুত্তমগুণোহসি ! ॥৪০॥১১

ভাষ্যানুবাদ ।

হে নচিকেতঃ ! তুমি কিন্তু ধৈর্যগুণে ধীর হইয়া যাহাতে
সমস্ত কাম বা অভিলাষের পরিসমাপ্তি হয়, সেই কামাপ্তি,
অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবতাত্মক সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ
আশ্রয়—কারণ, ইহাই সৰ্ব্বাত্মক বা সৰ্ব্বময়, সৰ্ব্বভয়-নিবৃত্তির পরা-
কাষ্ঠা, 'স্তোম' অর্থ—স্তুতনীয় (প্রাণসাহ), 'মহৎ' অর্থ—অগিমাди
ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণসম্বিত, সৰ্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বলিয়া
স্তোম-মহৎ এবং 'উরুগায়' অর্থ—বিস্তীর্ণা (সুদীর্ঘ) গতি (শুভফল),
অনন্ত ক্রতুফল—হিরণ্যগর্ভাধিকার এবং প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিজের
অত্যুত্তম গতি বা পরিণাম বিচারপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছ, অর্থাৎ
পরম পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্বোক্ত সাংসারিক ভোগ্যবস্তুসমূহ
পরিত্যাগ করিয়াছ । বড় আহ্লাদের বিষয় যে, তুমি অত্যুত্তম
গুণসম্পন্ন হইয়াছ ॥ ৪০ ॥ ১১ ॥

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং

মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥৪১॥১২॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীং দেহব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনঃ ফলকথনেনো প্রশংসামাহ—তমিতি] ।
দুর্দর্শম্ (ছঃধেন প্রযত্নাতিশয়েন দ্রষ্টুং শক্যং জ্ঞেয়মিতি যাবৎ), গূঢ়ম্ (অনভি-
ব্যক্তস্বরূপম্), অমু প্রবিষ্টম্ (প্রেরকতয়া সৰ্ব্বজগদন্তঃপ্রবিষ্টম্), গুহাহিতম্ (গুহায়াং
প্রাণিবুদ্ধৌ আহিতং সংস্থিতম্), গহ্বরেষ্ঠম্ (গহ্বরে—রাগদ্বেষাণ্ডনর্থসংকুলে
দেহে স্থিতম্), পুরাণম্ (সনাতনম্) তং দেবম্ (স্তোতমানং স্বপ্রকাশং বা

আত্মানম্) [অত্র গূঢ়মনুপ্রবিষ্টত্বং গুহাহিতত্বং চ গহ্বরেষ্ঠত্বে হেতুঃ, তচ্চ দুর্দর্শত্বে হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্] । অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (অধ্যাত্মযোগেন আত্মবিষয়ক-সমাধি-যোগেন জাতো যোহধিগমঃ, তেন) মত্বা (জ্ঞাত্বা) ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি [সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ] ।

অনুবাদ ।

দুর্দর্শ (অতিশয় প্রয়াসবেগ—দুর্বিজ্ঞেয়), গূঢ় (অব্যক্ত-স্বরূপ), সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকলের বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, রাগদ্বेष প্রভৃতি-অনর্থসমাকুল দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত এবং পুরাণ অর্থাৎ নিত্য ও প্রকাশময় সেই পরমাত্মাকে সমাধিযোগ দ্বারা অবগত হইয়া ধীরব্যক্তি হর্ষ ও শোক অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ অতিক্রম করে, অর্থাৎ হর্ষ-শোকময়-সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে ॥৪১॥১২॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যৎ ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি আত্মানম্, তৎ দুর্দর্শম্—দুঃখেন দর্শনমশ্বেতি দুর্দর্শম্, অতি-সূক্ষ্মত্বাৎ । গূঢ়ং গহনম্, অনুপ্রবিষ্টং প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ । গুহাহিতং—গুহায়াং বুদ্ধৌ হিতং নিহিতং স্থিতম্, তত্রোপলভ্যমানত্বাৎ । গহ্বরেষ্ঠম্—গহ্বরে বিষমে অনেকানর্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠম্ । যত এবং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো গুহাহিতশ্চ, অতোহসৌ গহ্বরেষ্ঠঃ, অতো দুর্দর্শঃ । তৎ পুরাণং পুরাতনম্ অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন—বিষয়েভ্যঃ প্রতिसংহৃত্য চেতস আত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ, তস্মাধিগমঃ প্রাপ্তিঃ, তেন মত্বা দেবম্ আত্মানং ধীরো হর্ষ-শোকৌ আত্মন উৎকর্ষাপকর্ষয়োরভাবাৎ জহাতি ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[হে নচিকেতঃ !] তুমি যে আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই আত্মা দুর্দর্শ অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মতাহেতু অতি কষ্টে তাহার দর্শন হয় ; গূঢ় (দুর্জ্ঞেয়) ও অনুপ্রবিষ্ট, অর্থাৎ লৌকিক শব্দাদি-বিষয়-গ্রাহী বিজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ; গুহাহিত অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত ; কেননা, সেই স্থানেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে । আর রাগদ্বेषাদি অনেকপ্রকার অনর্থসঙ্কুল দেহাদিতে অবস্থান করে বা প্রতীয়মান হয় বলিয়া গহ্বরেষ্ঠ, পুরাণ অর্থ—পুরাতন, সেই দেব—আত্মাকে অধ্যাত্মযোগাধিগম দ্বারা (বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া

আত্মাতে স্থিরীকরণের নাম অধ্যাত্মযোগ, তাহার যে অধিগম অর্থাৎ আয়ত্তীকরণ, তাহা দ্বারা) মনন বা ধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন ; কারণ, আত্মাতে [হর্ষ ও শোকের কারণীভূত] উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, কিছুই নাই ॥৪১॥১২॥

এতচ্ছ্রদ্ধা সম্পরিগৃহ মর্ত্যঃ .

প্রবৃহ ধর্ম্যমগুমেনমাপ্য ।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লক্ণু ।

বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্ত্রে ॥৪২॥১৩॥

ব্যাখ্যা ।

[কিক্], [যো] মর্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) [আচার্যোভ্যঃ] শ্রদ্ধা, ধর্ম্যম্ (জগদ্ধারকম্) অগুম্ (সূক্ষ্মম্) [আত্মানম্] প্রবৃহ (শরীরাদেঃ জড়বর্গাৎ পৃথক্কৃত্য) সম্পরিগৃহ (সম্যক্ আত্মভাবেন জ্ঞাত্বা) [আন্তে], স এনং মোদনীয়ম্ (আনন্দকরম্ আত্মানম্) আপ্য (প্রাপ্য) মোদতে, হি (নিশ্চয়ে) । [এনম্ আত্মানম্] লক্ণু । [স্থিতম্] নচিকেতসম্ (ত্বাং প্রতি) সদ্ম (ব্রহ্মস্থানম্) বিবৃতম্ (অপাবৃতদ্বারম্) মন্ত্রে (জানামি) । [ত্বং হি ব্রহ্মজ্ঞতয়া সর্বকামত্যাগেন বিশেষতো মোক্ষার্হোহসীতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

যে মনুষ্য আচার্যের নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত এই সূক্ষ্ম আত্মাকে দেহাদি জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া সম্যগ্রূপে আত্মস্বরূপ জানিয়া থাকে, সে এই মোদনীয় (আনন্দকর) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করে । নচিকেতার (তোমার) আশ্রয় (ব্রহ্মসদন) বিবৃতদ্বার বলিয়া মনে করি ॥৪২॥১৩॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিক্, এতদাত্মতত্ত্বম্, যদহং বক্ষ্যামি, তৎ শ্রদ্ধা আচার্য্যসকাশাৎ সম্যগাত্ম-
ভাবেন পরিগৃহ উপাদায় মর্ত্যো মরণধর্ম্মা ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং প্রবৃহ উত্তম্য
পৃথক্কৃত্য শরীরাদেঃ, অগুং সূক্ষ্মম্ এতমাত্মানমাপ্য প্রাপ্য, স মর্ত্যো বিদ্বান্
মোদতে মোদনীয়ং হি হর্ষণীরমাঙ্গানং লক্ণু । তদেতদেবংবিধং ব্রহ্ম সদ্ম ভবনং

নচিকেতসং হ্যাং প্রতি অপাবৃতদ্বারং বিবৃতম্ অভিমুখীভূতং মন্তে ; মোক্ষার্থং হ্যাং মন্তে ইত্যতি প্রায়ঃ ॥৪২॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আমি যে আত্মতত্ত্বের কথা বলিব, মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য সেই আত্মতত্ত্ব আচার্য্য-সমীপে শ্রবণ করিয়া—পঠের আত্মরূপে তাহা স্বীকার করিয়া—ধর্ম্মসম্মত এই সূক্ষ্ম আত্মাকে শরীর প্রভৃতি [অনাত্ম পদার্থ] হইতে পৃথক্ করিয়া—মোদনীয় অর্থাৎ হর্ষের কারণীভূত সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই বিদ্বান্ মনুষ্য আনন্দ লাভ করেন । এবংবিধ সেই ব্রহ্মরূপ ভবনকে (আকাশ-স্থানকে) নচিকেতার—তোমার পক্ষে বিবৃতদ্বার বা তোমার অভিমুখীভূত বলিয়া মনে করি । অর্থাৎ তোমাকে মোক্ষের উপযুক্ত পাত্র মনে করি ॥৪২॥১৩॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-

দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ ।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যচ্চ

যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥৪৩॥১৪॥

ব্যাখ্যা ।

[অলং মৎপ্রশংসয়া, তত্ত্বং ক্রহীত্যাহ নচিকেতাঃ,—অন্যত্রৈতি] । ধর্ম্মাৎ (শাস্ত্রোক্তাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানাদেঃ) অন্যত্র, অধর্ম্মাৎ অন্যত্র (ধর্ম্মাধর্ম্মাভীতমিতি যাবৎ) । অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ (কৃতং কার্য্যম্, অকৃতং কারণম্, তস্মাৎ) অন্যত্র (তদ্ব্যভিন্নবিলক্ষণমিতি যাবৎ) । ভূতাৎ (অতীতাৎ) চ, ভব্যাত্ (আগামিনশ্চ) [চকুরাৎ বর্ত্তমানাৎ অপি] অন্যত্র (তত্রিতন্নবিলক্ষণমিতি যাবৎ) ; [কৃতাকৃতাদিত্যস্ত বিবরণং বা ভূতাচ্চেত্যাতি] । তৎ (লোকবিলক্ষণতয়া প্রসিদ্ধম্) যৎ (বস্তু) পশ্যসি (জানাসি) তৎ বদ [মছমিতি শেষঃ] ॥

অনুবাদ ।

[নচিকেতা বলিলেন, আমার প্রশংসায় আর প্রয়োজন নাই] ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত, কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান হইতেও ভিন্ন, যে বস্তু আপনি জানেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৩ ॥ ১৪ ॥]

শাকরভাষ্যম্ ।

এতৎ শ্রদ্ধা নচিকেতাঃ পুনরাহ—যত্ত্বং যোগ্যঃ প্রসন্নশাসি ভগবন্ মাং প্রতি,
অন্যত্র ধর্মাৎ শাস্ত্রীয়াৎ ধর্মানুষ্ঠানাৎ, তৎফলাৎ তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগভূতমিত্যর্থঃ ।
তথা অন্যত্র অধর্মাৎ বিহিতাকরণরূপাৎ পাপাৎ, তথা অন্যত্রান্মাৎ কৃতাকৃতাতঃ; কৃতং
কার্যম্, অকৃতং কারণম্, অন্মাদন্যত্র । কিঞ্চ, অন্যত্র ভূতাস্চ অতিক্রান্তাৎ
কালাতঃ, ভব্যাস্চ ভবিষ্যতশ্চ, তথা অন্যত্র বর্তমানাতঃ, 'কালত্রয়েণ যন্ন পরিচ্ছিন্ত
ইত্যর্থঃ । যৎ ঈদৃশং বস্তু সর্ব-ব্যবহারগোচরাতীতং পশ্যসি জানাসি, তৎ বদ
মহম্ ॥ ৪৩ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

নচিকেতা পুনর্বার বলিলেন,—‘আমি যদি (উপদেশের) যোগ্য
হইয়া থাকি, এবং আপনিও যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
[তাহা হইলে] ধর্ম হইতে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠান, ধর্ম-ফল ও
ধর্ম-সাধন হইতে পৃথক্, সেইরূপ অধর্ম হইতে পৃথক্, আর এই কৃত
& অকৃত হইতে পৃথক্, অর্থাৎ কৃত অর্থ—কার্য, অকৃত অর্থ—কারণ,
তদুভয় হইতেও পৃথক্, ভূত—অতীত কাল, ভব্য—ভবিষ্যৎকাল
এবং বর্তমান কাল হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ উক্ত কালত্রয়ের দ্বারা
অপরিচ্ছিন্ন, এবং সর্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারের অগোচর
এবংবিধ যে বস্তু আপনি দর্শন করেন অর্থাৎ জানেন, তাহা
আমায় বলুন ॥৪৩॥১৪॥

সর্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি

তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,

তন্ত্বে পদংসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪৪॥১৫॥

ব্যাখ্যা ।

[নচিকেতসা পৃষ্টং ব্রহ্মস্বরূপং তন্মহিমোক্তিপূর্বকং বক্তুমুপক্রমতে,—সর্ব-
ইতি] । সর্বৈ বেদাঃ (বেদৈকদেশাঃ উপনিষদাঃ) যৎ (বস্তু) পদম্ (পদনীয়ং
প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ), আমনন্তি (মুখ্যবৃত্ত্যা বোধয়ন্তি), সর্বাণি তপাংসি (কর্মাণি)

চ যৎ বদন্তি (যৎ প্রাপ্তয়ে বিহিতানি) ; যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং (গুরুগৃহবাসাদিরূপম্, উর্দ্ধরেতস্বাদিব্রতং বা) চরন্তি (অহুতিষ্ঠন্তি) [সাধবইতি শেষঃ] । তৎ পদং তে (তুভ্যম্) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) ব্রবীমি—‘ওম্’ ইতি এতৎ । [তৎ পদম্ ‘ওম্’ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ] ॥

অনুবাদ ।

সমস্ত বেদ (বেদের একদেশ—উপনিষৎসমূহ) যাহাকে পদ বা প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, সমস্ত তপস্যা (কর্মসমূহও) যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, [এবং] সাধুগণ-যাহার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য (গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি) আচরণ করেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি—‘ওম্’ই সেই পদ ॥ ৪৪॥১৫॥

শাকরভাষ্যম্ ।

ইত্যেবং পৃষ্ঠবতে মৃত্যুরূবাচ পৃষ্ঠং বস্তু বিশেষণাস্তরঞ্চ বিবক্ষন,—সর্কে বেদাঃ যৎ পদং পদনীয়ং গমনীয়ম্ অবিভাগেন অবিরোধেন আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি, তপাংসি সর্কানি চ যৎ বদন্তি, যৎপ্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ । যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুল-বাসলক্ষণম্ অন্তর্দ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং চরন্তি ; তৎ তে তুভ্যং পদং যজ্ঞজাতুমিচ্ছসি, সংগ্রহেণ সংক্ষেপতো ব্রবীমি,—ওম্ ইত্যেতৎ ; তদেতৎ পদং যৎ বুভুৎসিতং ত্বয়া, তদেতদোমিতি ওম্-শব্দবাচ্যম্, ওম্শব্দপ্রতীকঞ্চ ॥৪৪॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এইপ্রকার প্রশ্নকারী নচিকেতাকে জিজ্ঞাসিত বস্তু ও তদবিষয়ক অপরাপর বিশেষণ বলিবার অভিপ্রায়ে যম বলিতে লাগিলেন,—সমস্ত বেদ (বেদাংশ উপনিষৎ শাস্ত্রসমূহ) যাহাকে অভিন্নরূপে পদ অর্থাৎ পদনীয় (প্রাপ্তব্য) বলিয়া থাকেন ; সমস্ত তপস্যাও (কর্মরাশিও) যাহাকে বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তির উদ্দেশে তপস্যা (অভিহিত হইয়াছে) ; [সাধুগণ] যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় গুরুগৃহে বাসরূপ অথবা অন্যপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন ; তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছ ; আমি সংক্ষেপে তোমাকে সেই পদ বলিতেছি—‘ওম্’, ইহাই তোমার বুভুৎসিত (যাহা বুঝিতে ইচ্ছা করিয়াছ) সেই পদ ; অর্থাৎ এই যে, ‘ওম্’ শব্দের অর্থ

ও ব্রহ্ম-প্রতীক 'ওম্' শব্দ ; এই উভয়কেই সেই 'পদ' বলিয়া জানিবে * ॥৪৪॥১৫॥

এতদ্ব্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ব্যোবাক্ষরং পরম্ ।

এতদ্ব্যোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥৪৫॥১৬॥

ব্যাখ্যা :

[ওঙ্কারশ্চ উপাসনাং বিধায় তৎফলং প্রদর্শয়ন্তি স্তুতিমাহ—এতদ্ব্যোবেতি] ।
এতৎ (ওঙ্কাররূপম্) অক্ষরম্ এব হি ব্রহ্ম (অপরং ব্রহ্ম) । এতদেব হি
অক্ষরং পরম্ [ব্রহ্ম—পরমাত্মাখ্যম্] । [হি-শব্দৌ উভয়ত্র প্রসিদ্ধিত্বোতকৌ] ।
এতৎ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা যঃ (অধিকারী) যৎ ইচ্ছতি (কাময়তে), তস্য
তৎ [সিধ্যতীতি শেষঃ] ॥

অনুবাদ :

এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) প্রসিদ্ধ [অপর] ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই অক্ষরই
প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মস্বরূপ । এই অক্ষরকে জানিয়া যে বাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই
সিদ্ধ হয় ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

অত এতদ্ব্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম অপরম্, এতদ্ব্যোবাক্ষরং পরঞ্চ । তয়োর্হি প্রতীক-
মেতদক্ষরম্ । এতদ্ব্যোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাশ্চ ব্রহ্মেতি, যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা,
তস্য তদ্ব্যবতি,—পরং চেৎ—জ্ঞাতব্যম্, অপরং চেৎ—প্রাপ্তব্যম্ ॥ ৪৫ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :

অতএব প্রসিদ্ধ এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) অপরব্রহ্মস্বরূপ (কার্য-
ব্রহ্মস্বরূপ) এবং এই অক্ষরই পরব্রহ্মস্বরূপও ; কারণ এই
অক্ষরই উক্ত উভয়প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক বা আনন্দন । এই

* তাৎপর্য,—বাহারা উত্তমাদিকারী, তাহারা 'ওম্' শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে "অহং ব্রহ্মস্মি"
(আমি ব্রহ্মস্বরূপ) এইরূপ উপাসনা করিবেন । আর বাহাবা মন্দাধিকারী, তাহারা 'ওম্'
শব্দকে ব্রহ্মের প্রতীক করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়া 'ওম্' শব্দেই ব্রহ্মের ধ্যান করিবে ।
ব্রহ্মবাচক 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করার 'ওম্' শব্দকে ব্রহ্ম-প্রতীক' বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে । কোনরূপ সম্বন্ধ থাকায় এক বস্তুকে যে, অপর বস্তুরূপে কল্পনা করা, তাহার নাম
'প্রতীক' । 'প্রতীক' একরূপ উপাসনার প্রণালী ।

অক্ষরকেই ব্রহ্মরূপে জানিয়া—উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে—
—পর বা অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়,
অর্থাৎ পর ব্রহ্মকে যদি আলম্বন করেন, [তবে] তিনি জ্ঞাতব্যরূপে
সিদ্ধ হন, আর অপর ব্রহ্মকে যদি আলম্বন করেন [তাহা হইলে]
তিনি প্রাপ্তব্যরূপে (গন্তব্যরূপে) সিদ্ধ হন * ॥৪৫॥১৬॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৬॥১৭॥

ব্যাখ্যা ।

এতৎ (ওঙ্কাররূপম্) আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ (অপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনানাং মধ্যে
প্রশস্ততমম্) । এতৎ আলম্বনং পরম্ [পরব্রহ্মবিষয়ত্বাদিত্তি ভাবঃ] । এতদালম্বনং
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে [ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবৎ পূজ্যো ভবতীতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

এই ওঙ্কারই [অপর ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বনের মধ্যে]—শ্রেষ্ঠ আলম্বন ;
[এবং] এই আলম্বনই [পরব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন বলিয়া] পরম্ । এই আলম্বন
অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে [ব্রহ্মের স্থায়] পূজ্য হয় ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যত এবম্, অতএব এতৎ আলম্বনম্ এতদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ত-
তমম্ । এতদালম্বনং পরম্ অপরঞ্চ, পরাপরব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ । অতঃ এতদালম্বনং
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । পরস্মিন্ ব্রহ্মণি অপরস্মিংশ্চ ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মবদুপাস্তো
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন, অতএব
এই আলম্বনই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন আলম্বনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—

* তাৎপর্য্য,—নির্দিষ্টব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলে, আর হিরণ্যগর্ভকে অপর ব্রহ্ম বলে, কার্য্য
ব্রহ্মও ইহার নামান্তর । যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ জানেন, হৃত্যুর
পর তাহাদের আর কোথাও যাইতে হয় না । দেহাদি উপাধিবিগমে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান, এই
কারণে পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হন না ; আর যাহারা অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, দেহ-
পাতের পর, তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে যান, হৃত্যুরাং অপর ব্রহ্ম তাহাদের পক্ষে প্রাপ্তব্য হন ।

অতিশয় প্রশংসনীয় আলম্বন, এবং এই আলম্বনই পর ও অপর ব্রহ্ম-
বিষয়ক নিবন্ধন পর ও অপর । অতএব, সাধক এই আলম্বন জানিয়া
ব্রহ্মলোকে পূজিত হন । পরব্রহ্মেই হউক বা অপর ব্রহ্মেই হউক,
নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মেরই ণায় উপাস্ত হন ॥৪৬॥১৭॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,

নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৭॥১৮॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীম্ আত্মনঃ স্বরূপং নির্দিশন্ আহ,—ন জায়তে ইতি] । বিপশ্চিৎ
(আত্মজঃ) ন জায়তে (ন উৎপত্ততে), ত্রিয়তে বা (ন চ নশ্চতি),
[দেহযোগবিয়োগনিবন্ধন-জনিমৃত্যুযুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ] । [কুতইত্যতো
হেতুদ্বয়মাহ—] অয়ম্ (আত্মা) কুতশ্চিৎ (কারণাৎ) ন বভূব, [অস্মাচ্চ
আত্মনঃ] কশ্চিৎ (অণ্ডঃ) ন বভূব । [জন্ম-মৃত্যুহীনত্বাৎ] পুরাণঃ (পুরং
দেহম্ অগতি গচ্ছতীতি পুরাণঃ, সদাতনো বা) । [অতঃ] অজো নিত্যঃ (স্বরূপেণ
জন্ম-মরণহীনঃ), শাশ্বতঃ (অবিকারশ্চ) অয়ম্ (আত্মা) শরীরে (আত্মন
উপাধিভূতে দেহে) হন্যমানে (সতি, স্বয়ম্) ন হন্যতে (ন হিংসতে) ॥

অনুবাদ ।

বিপশ্চিৎ (আত্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ) ব্যক্তি [জানেন যে,] এই আত্মা জন্মে না,
অথবা মরে না ; [আত্মাও] কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং ইহা হইতেও কেহ
জন্মে নাই । এই হেতু এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাশ্বত (নির্বিকার)
ও পুরাণ অর্থাৎ দেহপ্রবিষ্ট বা চিরবর্ত্তমান । দেহ নিহত হইলেও সে নিহত
হয় না ॥ ৪৭ ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অন্যত্র ধর্মাদিত্যাদিনা পৃষ্টস্ত আত্মনোহশেষবিশেষরহিতস্ত আলম্বনত্বেন
প্রতীকত্বেন চোক্তারো নির্দিষ্টঃ ; অপরস্ত চ ব্রহ্মণো মন্দমধ্যমপ্রতিপত্ত্বন প্রতি
অধেদানীং তস্তোক্তারালম্বনস্তাত্মনঃ সাক্ষাৎস্বরূপনির্দিধারম্বিষয়া ইদমুচ্যতে,—

ন জায়তে নোৎপত্তে, ত্রিয়তে বা ন ত্রিয়তে চ, উৎপত্তিমতো বস্তুনোহনিত্যশ্চানেকা বিক্রিয়াঃ, তাসামাশ্বস্তে' জন্মবিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহাঅনি প্রতিষেধ্যেতে প্রথমং সর্কবিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং “ন জায়তে ত্রিয়তে বা” ইতি । বিপশ্চিৎ মেধাবী সর্কজঃ, অপরিপুষ্টিচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ ।

কিঞ্চ, নায়মায়া কুতশ্চিৎ কারণান্তরাৎ বভূব ন প্রভূতঃ । স্বস্মাচ্চ আত্মনো ন বভূব কশ্চিদর্থান্তরভূতঃ । অতোহয়মায়া অজ্ঞো নিত্যঃ, শাস্বতোহপক্ষয়বিবর্জিতঃ । যো হশাস্বতঃ, সোহপক্ষীয়তে ; অয়ন্তু শাস্বতঃ ; অতএব পুরাণঃ পুরাপি নব এবতি ; যো হবয়বোপচয়দ্বারেণ অভিনির্বর্ত্যতে, স ইদানীং নবঃ, যথা—কুস্তাদিঃ, তদ্বিপরীতস্ত আত্মা পুরাণো বৃদ্ধিবিবর্জিত ইত্যর্থঃ । যত এবম্, অতো ন হন্তে ন হিংস্তে হন্তমানে শস্তাদিভিঃ শরীরে , উৎস্বোহপ্যাকাশবদেব ॥৪৭॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[ইতঃপূর্বে] “অগত্র ধর্মাৎ” ইত্যাদি বাক্যে যে নির্বিবশেষ আত্মা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, তাহার আলম্বন (বিষয়) ও প্রতীকরূপে ওকার নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এবং মধ্যম ও অধম ব্রোদ্ধাদের জগুও, অপর ব্রহ্মের [আলম্বন ও প্রতীকরূপে ওকার নির্দিষ্ট হইয়াছে] । অতঃপর এখন সেই ওকারের আলম্বনীভূত আত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বরূপ নির্ধারণেচ্ছায় ইহা কথিত হইতেছে,—

বিপশ্চিৎ অর্থ ধারণাশক্তিসম্পন্ন—সর্বজ্ঞ, যেহেতু তাহার স্বভাব-সিদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানস্বভাব বিলুপ্ত (বিস্মৃত) হয় না ; [অতএব সে] জন্মে না—উৎপন্ন হয় না ; অথবা মরে না । উৎপত্তিশালী বস্তু-মাত্রেরই অনেকপ্রকার (ছয়প্রকার) বিকার [আছে] ; তন্মধ্যে, জন্ম ও মরণরূপ দুইটিমাত্র বিকারের প্রতিষেধেই অগ্ন সমস্ত বিকারেরও প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণে এখানে “ন জায়তে ত্রিয়তে বা” কথায় প্রথমতঃ জন্ম ও মরণরূপ আদি ও অন্ত বিকার-দ্বয়ের প্রতিষেধ করা হইল ।

আরও এক কথা, এই আত্মা অপর কোনও কারণ হইতে সন্তৃত হয় নাই, এই আত্মা হইতেও অপর কোন পদার্থ জন্মে নাই ।

অতএব, এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য ও শাশ্বত—ক্ষয়রহিত ; কেননা, যাহা শাশ্বত নহে, তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই আত্মা শাশ্বত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ পূর্বেও নূতনই ছিল ; কারণ, অবয়ব-বৃদ্ধির দ্বারা যে বস্তু নিষ্পন্ন হয় (অভিব্যক্ত হয়), তাহাই 'এখন নূতন' (বলিয়া ব্যবহৃত হয়), যেমন—কলস প্রভৃতি । কিন্তু আত্মা ঠিক তাহার বিপরীত—পুরাণ অর্থাৎ বৃদ্ধিরহিত । যেহেতু আত্মা এইরূপ, অতএব, শস্ত্রাদি দ্বারা শরীর নিহত হইলেও শরীরস্থ আকাশের গায় আত্মা নিহত বা হিংসার বিষয় হয় না * ॥৪৭॥১৮॥

হস্তা চেন্ন্যতে হস্তং হতশ্চেন্ন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥ ৪৮॥১৯॥

ব্যাখ্যা ।

[নশ্বেৎ হস্তা হতশ্চাহমিতি প্রতীতিঃ কথং সম্প্রত্যে ? ভ্রান্ত্যা ; ইত্যাহ,—
হন্তেতি] । [দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্নঃ] হস্তা (হননকারী জনঃ) চেৎ (যদি) হস্তম্ (হনিষ্যামি
এনম্ ইতি) মন্তে (চিন্তয়তি), [তথা] হতঃ [অপি] চেৎ (যদি) [আত্মানম্]
হতম্ (অগ্নেন বিনাশিতম্) মন্তে ; [তর্হি] তৌ উভৌ [অপি] ন বিজানীতঃ
(সামান্ততো জানন্তৌ অপি বিশেষেণ ন জানীতঃ) । [যতঃ] অয়ম্ (আত্মা)
ন হস্তি [কক্ষিৎ, স্বয়ং চ পরৈঃ] ন হন্ততে । [অয়মাত্মা হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা
কর্ম চ ন ভবতীত্যশয়ঃ] ॥

অনুবাদ ।

হত্যাকারী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি (অমুককে) হনন করিব ;

* তাৎপৰ্য্য,—ইহামুনি যাস্ক “জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্বতি ।” এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রেরই ছয়টি বিকার আছে, (১) জন্ম, (২) সত্তা, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম (ক্ষয়োগুণতা), (৫) অপক্ষয় (ক্ষীণতাপ্রাপ্তি) ও (৬) বিনাশ । উৎপত্তিশীল সম্পদার্থ এমন কিছু নাই, যাহা উক্ত ষড়্বিধ বিকার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে । কিন্তু আত্মা সম্পদার্থ হইলেও উল্লিখিত বিকারসম্বন্ধ-রহিত—নির্বিকার । তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে প্রথম বিকার জন্ম ও শেষ বিকার বিনাশ, এই উভয় বিকারের প্রতি-
বেধ করিলেন । উদ্দেশ্য—আত্মার যখন জন্মই নাই, তখন জন্মাধীন—সত্তা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও অপক্ষয়, এই বিকার-চতুষ্টয়ও অসম্ভব । তাহার পর “ন ত্রিয়তে” কথায় ‘বিনাশ’ নামক ষষ্ঠ বিকারও নিবিদ্ধ হইয়াছে । “অজ্ঞো নিত্যঃ” ইত্যাদি কথায় পূর্বকথিত বিষয়েরই উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র ।

এরং হত ব্যক্তিও যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি, তাহারা উভয়েই বিশেষরূপে [আত্মতত্ত্ব] জানে না। কারণ, এই আত্মা [অপরকে] হনন করে না, এবং নিজেও অপর কর্তৃক হত হয় না ॥ ৪৮ ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

এবমুত্তমপ্যাআনং শরীরমাত্রাত্মদৃষ্টিঃ হস্তা চেদ্ যদি মনুতে চিন্তয়তি ইচ্ছতি হস্তম্—হনিষ্যাম্যেনমিতি ; যোহপ্যাণ্ডো হতঃ, সোহপি চেৎ মনুতে হতমাত্মানং—হতোহহমিতি ; উভাবপি তৌ ন বিজানীতঃ স্বমাত্মানম্ । যতো নায়াং হস্তি অবি-ক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ । তথা ন হনুতে আকাশবদবিক্রিয়ত্বাদেব । অতোহনাঅজ্ঞবিষয় এব ধর্মাধর্মাঙ্গিলক্ষণঃ সংসারো ন ব্রহ্মজ্ঞে, শ্রুতিপ্রামাণ্যাং, গ্ৰায়াজ্ঞ ধর্মাধর্মাঙ্গনু-পপত্তেঃ ॥ ৪৮ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে লোক কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে, তাদৃশ হস্তা ব্যক্তি যদি হনন করিতে, অর্থাৎ ‘আমি ইহাকে বধ করিব’ এইরূপ মনে করে বা চিন্তা করে ; আর অপর যে লোক হত হয়, সেও যদি ‘আমি হত’ বলিয়া আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই স্বীয় আত্মাকে বিশেষরূপে জানে না ; যেহেতু অবিক্রিয়ত্বনিবন্ধন এই আত্মা (কাহাকেও) বধ করে না, সেইরূপ আকাশের গায় নির্বিকারত্ব হেতু (অপর-কর্তৃক) হতও হয় না । অতএব, আত্মজ্ঞান-রহিত ব্যক্তির পক্ষেই ধর্মাধর্মাঙ্গিময় সংসার, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে নহে । কারণ, শ্রুতি-প্রামাণ্য এবং গ্ৰায় বা যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, আত্মাতে ধর্মাধর্মাঙ্গিময় সংসার সম্ভবপর হয় না * ॥ ৪৮ ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মাস্ত জন্তোনিহিতো গুহায়াম্ ।

ইহার অনুরূপ শ্লোক ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

“য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মনুতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়াং হস্তি ন হনুতে ॥” ২য় অধ্যায়, ১৯ ॥

ইহার আর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।

তমক্রতুঃ পশুতি বীতশোকো

ধাতু-প্রসাদামহিমানমাগ্ননঃ ॥ ৪১ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।

[বিপশ্চিত আত্মদর্শনপ্রকারমাহ—অগোরণীয়ানিতি] । অগোঃ (সূক্ষ্মাৎ পরমাণুপ্রভৃতেঃ) অণীয়ান্ (অতিশয়েন সূক্ষ্মঃ), [তথা] মহতঃ (আকাশাদেৱপি) মহীয়ান্ (অতিশয়েন মহান্) আত্মা (পূর্বোক্তলক্ষণঃ), অশু জন্তোঃ (প্রাণিনঃ) গুহায়াম্ (হৃদয়ে) নিহিতঃ (নিরতং স্থিতঃ) [অস্তি] । [নাস্তি ক্রতুঃ সংকল্পঃ—কামনা যশ্চ, সঃ] অক্রতুঃ (বীতরাগঃ) [অতএব] বীতশোকঃ (বিগতহঃখশ্চ সন্) ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতুনাং মনআদিকরণানাং নৈশ্চল্যাৎ) আগ্ননঃ তম্ (পূর্বোক্তম্) মহিমানং (অবিক্রিয়ত্বাদিকম্) পশুতি (সাক্ষাৎ কৰোতি) ॥

অনুবাদ ।

বিপশ্চিত ব্যক্তি যে প্রকারে আত্মদর্শন করেন, তাহা বলা হইতেছে,—পরমাণু প্রভৃতি অণু (সূক্ষ্ম) বস্তু অপেক্ষাও অণীয়ান্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) এবং আকাশাদি মহৎ পদার্থ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ আত্মা এই প্রাণিগণের হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন । নিষ্কাম ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া মন প্রভৃতি ধাতুর (ইন্দ্রিয়ের) প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহার ফলে আত্মার সেই মহিমা (নিৰ্ভিকারত্বাদি ভাব) সাক্ষাৎ-কার করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কথং পুনরাগ্নানং জানাতীত্যাচ্যতে,—অগোঃ সূক্ষ্মাৎ অণীয়ান্ শ্রামাকাংদেৱগু-
তরঃ । মহতো মহৎপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহতুরঃ পৃথিব্যাদেঃ, অণু মহত্বা যদস্তি
লোকে বস্তু, তৎ তেনৈবাগ্ননা নিত্যেনাশ্চবৎ সম্ভবতি ; তদাগ্ননা বিনিৰ্ম্মুক্তমসৎ
সম্পত্ততে । তস্মাদসাবেবাত্মা অগোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সৰ্ব-নাম-রূপবস্তু-
পাধিকত্বাৎ । স চাত্মা অশু জন্তোঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তশ্চ প্রাণিজাতশ্চ গুহায়াম্
হৃদয়ে নিহিতঃ আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ । তম্ আগ্নানং দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞান-
লিঙ্গং অক্রতুঃ অকামঃ দৃষ্টাদৃষ্টবাহুবিষয়েভ্য উপরতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । যদা চৈবং তদা
মনআদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরশ্চ ধারণাৎ প্রসাদন্তীতি, এবাং ধাতুনাং প্রসাদাৎ
আগ্ননো মহিমানং কৰ্মনিমিত্তবুদ্ধি-কল্পরহিতং পশুতি বীতশোকঃ । ধাতুপ্রসাদা-

মুহিম্যানমাঅনঃ 'অন্নমহমস্মি' ইতি সাক্ষাৎ বিজানতি ; ততো বিগতশোকো
ভবতি ॥৪৯॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ :

[পণ্ডিতগণ] আত্মাকে কি প্রকার দর্শন করেন, তাহা বলা
হইতেছে,—আত্মাক (শব্দবিশেষ) প্রভৃতি অণু বা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও
অণীয়ান্ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাদি মহৎ পদার্থ হইতেও
মহত্তর, অর্থাৎ অণু বা মহৎ যে কোন বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই
নিত্য আত্মা দ্বারা আত্মবান্ অর্থাৎ সত্ত্ববান্ হয় ; আর সেই আত্ম-
বিরহিত হইলেই অসৎ হইয়া পড়ে । অতএব, এই আত্মাই সমস্ত নাম
ও রূপময় উপাধি-সম্পন্ন হওয়ায়, অণু অপেক্ষাও অণু এবং মহৎ
অপেক্ষাও মহৎ বলিয়া পরিচিত হন । * সেই আত্মাই জন্তুর অর্থাৎ
ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যন্ত প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় নিহিত বা আত্মরূপে
অবস্থিত আছেন । পুরুষ যখন অক্রতু—অকাম, অর্থাৎ ঐহিক ও
পারলৌকিক বাহ্য বিষয়ে বিরক্তচিত্ত হয়, তখন তাহার ধাতু অর্থাৎ
শরীর-ধারণক মনঃপ্রভৃতি করণবর্গ প্রসন্ন বা নির্মল হয় ; এই সকল
ধাতুর প্রসন্নতানিবন্ধন কর্মজনিত বৃদ্ধি-ক্ষয়রহিত আত্মমহিমা দর্শন
করেন । অর্থাৎ ধাতুপ্রসন্নতা-বশতঃ 'আমি এইরূপ' ইত্যাকারে
আত্মার মহিমা সাক্ষাৎকার করেন, তাহার পর বীতশোক অর্থাৎ
শোক-দুঃখ-বিনিমুক্ত হন ॥৪৯॥২০॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ ।

কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জাতুমর্হতি ॥ ৫০ ॥ ২১ ॥

* তাৎপর্য,—যদিও একই বস্তুর অণু ও মহৎ বর্ণবিভক্ত হয় সত্য, তথাপি
প্রকারান্তরে উহার উপপত্তি হইতে পারে । জগতে যে কিছু অণু ও মহৎ পদার্থ আছে, সর্ব-
ব্যাপী আত্মা তৎসমস্ত পদার্থেই অনুহাত আছেন ; আত্মা অনুহাত থাকতেই সমস্ত পদার্থ
অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে । আত্মার সেই সর্বত্র হুগিত হইয়া গেলে সমস্তই অসৎ—বিধা
হইয়া পড়ে । এইরূপে অণু ও মহৎ পদার্থে সর্বত্র থাকারই আত্মার অণু ও মহৎ ব্যবহার
হইয়া থাকে. কিন্তু, স্বরূপতঃ আত্মার ঐ সকল বর্ণের সর্বত্র নাই ।

ব্যাখ্যা ।

[পুনশ্চ আত্মনো মহিমানমেবাহ,—আসীন ইতি] । [অয়ম্ আত্মা] আসীনঃ (অচল এব সন্) দূরং ব্রজতি (গচ্ছতি) । [তথা] শয়ানঃ (উপরতক্রিয়ঃ চ সন্) সৰ্ব্বতঃ যাতি । মদামদম্ (মদো হর্ষঃ, অমদঃ হর্ষাভাবঃ, তদ্বিশিষ্টম্, এবং বিরুদ্ধধর্মবস্তুম্) দেবম্ (প্রকাশমানম্) তম্ (আত্মানম্) মদন্তঃ (মাং বিনা) কঃ জ্ঞাতুম্ (তত্ত্বতঃ অনুভবিতুম্) অর্হতি শক্নোতি ॥

অনুবাদ ।

উক্ত আত্মা একত্র অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী, এবং শয়ান অর্থাৎ ক্রিয়া-রহিত হইয়াও সর্বত্রগামী ; মদামদ অর্থাৎ হর্ষ ও তদভাববান্ সেই প্রকাশমান আত্মাকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? ॥৫০॥২১॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অনুত্থা দুর্কিঞ্জেয়োহয়মাত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতপুরুষৈঃ, যস্মাৎ আসীনঃ অবস্থিতোহচল এব সন্ দূরং ব্রজতি ; শয়ানো যাতি সৰ্ব্বতঃ ; এবমসৌ আত্মা দেবো মদামদঃ সমদোহমদশ্চ সহর্ষোহহর্ষশ্চ বিরুদ্ধধর্মবান্, অতোহশক্যত্বাজ্জাতুং কঃ তং মদামদং দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতি । অস্মদাদেরেব স্মস্ববুদ্ধেঃ পণ্ডিতশ্চ স্তুবিঞ্জেয়োহয়মাত্মা স্থিতিগতিনিত্যানিত্যাদিবিরুদ্ধানেকবিধধর্মোপাধিকত্বাদ্ বিরুদ্ধধর্মবত্বাদ্ বিশ্বরূপইব চিন্তামণিবদবতাসতে । অতো দুর্কিঞ্জেয়ত্বং দর্শ্যতি, কস্তং মদন্তো জ্ঞাতুমর্হতীতি । করণানামুপশমঃ শয়নম্, করণজনিতশ্চৈকদেশবিজ্ঞানশ্চোপশমঃ শয়ানশ্চ ভবতি । যদা চৈবং কেবলসামান্যবিজ্ঞানত্বাৎ সৰ্ব্বতো যাতিব, যদা বিশেষবিজ্ঞানস্থঃ স্বেন রূপেণ স্থিত এব সন্ মনআদিগতিষু তদুপাধিকত্বাদ্ দূরং ব্রজতীব । স চেহৈব বর্ততে ॥৫০॥২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু এই আত্মা আসীন (অবস্থিত) অর্থাৎ নিশ্চল থাকিয়াও দূরে গমন করে, এবং শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র গমন করে ; প্রকাশমান এই আত্মা সমদ—সহর্ষও বটে এবং অমদ—অহর্ষও (হর্ষহীনও) বটে ; এইরূপ বিরুদ্ধধর্মসম্পন্ন ; অতএব, তাকে জানিবার শক্তি নাই ; সুতরাং সেই মদামদ দেবকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? কলকথা, স্থিতি, গতি, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি বহুবিধ

বিরুদ্ধ ধর্ম উপস্থিত থাকায়—বিরুদ্ধ-ধর্মবত্তা-নিবন্ধন 'চিন্তামণির' গায় বহুরূপে প্রকাশমান' আত্মা আমাদের গায় সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষেই একমাত্র সুবিজ্ঞেয়—অণের পক্ষে নহে। অতএব 'আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে?' এই কথায় সেই দুর্বিজ্ঞেয়-তাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। শয়ন অর্থ—ইন্দ্রিয়গণের উপশম বা বৃত্তিরোধ; শয়ান ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জাত একদেশ বিজ্ঞানের ('আমি মনুষ্য' ইত্যাদি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) উপশম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মা যখন বিশেষ জ্ঞান হইতে উপরত হয়, তখন কেবলই সামান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধ থাকায় যেন সর্বতোভাবে গমনই করে; আর যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই বিশেষ-বিজ্ঞানস্থ হয়, তখন মনঃ প্রভৃতি করণের গতিতে তদুপাধিক আত্মাও যেন দূরেই গমন করে। বস্তুতঃ আত্মা এখানেই থাকে, কোথাও যায় না ॥৫০॥২১॥

অশরীরশরীরেষু অনবশ্বেষবস্থিতম্ ।

মহাস্তং বিভুমাত্মানং মহা ধীরো ন শোচতি ॥ ৫১ ॥ ২২

ব্যাখ্যা ।

[পুনস্তন্মহিমোক্তিপূর্বকং তজ্জ্ঞানফলমাহ—অশরীরমিতি] । অনবশ্বেষু (নখরেষু) শরীরেষু (প্রাণিদেহেষু) অবস্থিতম্ [স্বয়ং তু] অশরীরম্ (তচ্ছরীর-নিমিত্তক-বিকাররহিতম্) মহাস্তম্ (দেশতঃ কালতঃ গুণতশ্চ অপরিচ্ছিন্নম্) বিভুম্ (সর্বব্যাপিনম্) আত্মানম্ (দেহিনম্) মহা ধীরো ন শোচতি (মুক্তো ভবতি) ।

অনুবাদ ।

অস্থির বা অনিত্য শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং শরীর-রহিত, মহৎ ও বিভূ আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক (দুঃখ) করে না ॥৫১॥২২॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তদ্বিজ্ঞানাচ্চ শোকাত্যয় ইত্যপি দর্শয়তি—অশরীরং স্বেন রূপেণ আকাশকল্প আত্মা, তম্ অশরীরম্, শরীরেষু দেব-পিতৃ-মনুষ্যাংশরীরেষু অনবশ্বেষু অনিত্যেষু অবস্থিতিরহিতেষু অবস্থিতম্—নিত্যম্ অবিকৃতমিত্যেতৎ । মহাস্তম্, মহত্তম্ আপেক্ষিকত্বশঙ্কায়ামাহ—বিভুং ব্যাপিনম্ আত্মানম্ । আত্মগ্রহণং স্বতোহনন্ত-

প্রদর্শনার্থঃ; আত্মশব্দঃ প্রত্যগাত্মবিষয় এব মুখ্যঃ, তমীদৃশমাত্মানং মত্বা 'অন্নমহম্'
ইতি ধীরো ধীমান্ ন শোচতি । ন ছেবংবিধস্ত আত্মবিদঃ শোকোপপত্তিঃ ॥৫১॥২২

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে যে শোকের অবসান হয়, ইহাও
প্রদর্শিত হইতেছে,—আত্মা স্বরূপতঃ আকাশের ন্যায়, অতএব
অশরীর, অধচ অনবস্থিত অর্থাৎ স্থিরতা-রহিত ও অনিত্য—দেবগণ,
পিতৃগণ ও মনুষ্যাদি দেহে অবস্থিত [স্বয়ং কিম্ব] নিত্য—অবিকৃত
ও মহৎ, ঘটপটাদি পদার্থ অপেক্ষা মহৎ-শক্তি-নিরাসার্থ বলিলেন—
বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী; সেই আত্মাকে অবগত হইয়া অর্থাৎ 'আমি
এইরূপই', ইহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না; কেননা,
এবংবিধ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শোক সম্ভব হয় না। 'আত্মা' শব্দের
প্রত্যগাত্মা (জীব) অর্থই মুখ্য, অর্থাৎ প্রথম প্রতীতির বিষয়।
জীব যে স্বভাবতঃই ব্রহ্ম হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে, তাহা জ্ঞাপনার্থ
এখানে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥৫১॥২২॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যে।

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্য-

• স্তশ্চৈষ আত্মা বিরূগুতে তনুংস্বাম্ ॥৫২॥২৩ •

ব্যাখ্যা ।

[আত্মনো হৃক্‌কিঞ্জেরভ্বেহপি স্ত্বিজ্ঞানোপায়মাহ,—নাঃস্মিতি] । অন্নম্ আত্মা
প্রবচনেন (শাস্ত্র-ব্যাখ্যানেন অধ্যয়নাদিনা বা) লভ্যঃ (দর্শনীয়ঃ) ন [ভবতি],
মেধয়া (স্বকীয়প্রজ্ঞাবলেন) ন [লভ্যঃ], বহুনা শ্রুতেন (শাস্ত্র-শ্রবণেন বা) ন
[লভ্যঃ] । [কিম্ব] এষঃ (মুমুক্শুঃ) যন্ এব (স্বস্বরূপম্ আত্মানম্) বৃগুতে (প্রাপ্যতয়া
প্রার্থয়তে), তেন (আত্মনা) এব [সঃ মুমুক্শুঃ] লভ্যঃ । অথবা এষঃ (ঈশ্বরঃ
উক্ত্যায়াম্বিতঃ সন্) যন্ এব সেবকং বৃগুতে (আত্মদর্শনার বরয়তি যস্মৈ প্রসীদতীতি
যাবৎ) তেনৈব (বৃত্তেনৈব) লভ্যঃ (দর্শনীয়ঃ) । কথম্ ? এষ আত্মা স্বাম্

(স্বকীয়ং পারমার্থিকীম্) তনুং (স্তুতিম্) তশ্চ (সাধকশ্চ সমীপে) বিবৃণুতে°
(প্রদর্শয়তি) ।

অনুবাদ ।

আত্মা স্বভাবতঃ দুর্বিজ্ঞেয় হইলেও তাঁহাকে জানিবার উপায় আছে, সেই উপায় কথিত হইতেছে,—প্রবচন অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব জানা যায় না ; কেবল মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারা কিংবা বহুল শাস্ত্র শ্রবণেও আত্মাকে লাভ করা যায় না । পরন্তু, এই সাধক স্ব স্বরূপে যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, সেই আত্মা কর্তৃক এই সাধক লভ্য হন ; অথবা এই অংশের অর্থ এইরূপ,—এই ঈশ্বর ভক্তিভরে আরাধিত হইয়া ঐশ্বর্যকে বরণ করেন, অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ; কারণ, তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার নিকটস্থ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করেন ॥৫২॥২৩॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যद्यপি দুর্বিজ্ঞেয়োহয়মাত্মা, তথাপ্যুপায়েন সুবিজ্ঞেয় এব, ইত্যাহ নায়মাত্মা°
প্রবচনেন অনেকবেদস্বীকরণেন লভ্যো জ্ঞেয়ঃ, নাপি মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা,
ন বহুনা শ্রুতেন কেবলেন । কেন তর্হি লভ্যঃ ? ইত্যুচ্যতে,—যমেব স্বমাত্মানম্
এষ সাধকো বৃণুতে প্রার্থয়তে, তেনৈবাত্মনা বরিত্বা স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়ত
ইত্যেতৎ । নিষ্কামশ্চাত্মানমেব প্রার্থয়তে ; আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ । কথং
লভ্যতে ? ইত্যুচ্যতে,—অশ্চ আত্মকামশ্চ এষ আত্মা বিবৃণুতে প্রকাশয়তি পারমা-
র্থিকীং স্বাং তনুং স্বকীয়ং যথাঅ্যমিত্যর্থঃ ॥৫২॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যদিও এই আত্মা [স্বভাবতঃ] দুর্বিজ্ঞেয়ই বটে, তথাপি উপায়-
বিশেষে নিশ্চয়ই সুবিজ্ঞেয় ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—এই
আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বহুতর বেদ অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য (বিজ্ঞেয়) হন
না ; মেধা—শাস্ত্রার্থ-ধারণাশক্তি দ্বারাও (লভ্য) হন না ; কেবল
বহু শাস্ত্রশ্রবণেও [লভ্য হন] না । তবে কি উপায়ে লভ্য ? তদ্বস্তুরে
বলা হইতেছে,—এই সাধক স্বকীয় যে আত্মাকে বরণ করেন, অর্থাৎ

‘প্রার্থনা করেন, বরণকারী সেই আত্মাকর্ষক আত্মাই অর্থাৎ নিজেরই নিজের লভ্য—জ্ঞেয় হন । নিষ্কাম পুরুষ আত্মাকেই প্রার্থনা করেন ; এবং আত্মাই (নিজেরই) আত্মার (নিজের) লভ্য হয় । কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায় ? তাই বলিতেছেন,—স্বীয় আত্মাই যাহার [একমাত্র] কামনার বিষয় হয়, সেই আত্মাকামের নিকট আত্মা আপনার পারমার্থিক তনু, অর্থাৎ যথার্থ স্বরূপ বিবৃত বা প্রকটিত করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ ২৩ ॥

নাবিরতো দুশ্চরিতাম্বাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসে বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাণ্মুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

[আত্মলাভস্ত পরিপস্থিদোষং প্রদর্শয়ন্ তদুপায়ান্ আহ,— নাবিরত ইতি] ।
দুশ্চরিতাৎ (নিন্দিতাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধাৎ আচারাৎ) অবিরতঃ (অনিবৃত্তঃ দুর্ভাচারীতি যাবৎ) ন, অশান্তঃ (শ্রবণ-মনন-ধ্যানেঃ অসম্পাদিতেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) ন, অসমাহিতঃ (একাগ্রতারহিতঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তঃ) ন, নাশান্তমানসঃ (বিষয়ভোগে অলংবুদ্ধিরহিতঃ বিষয়লম্পট ইতি যাবৎ) চ প্রজ্ঞানেন (ব্রহ্মবিজ্ঞানেন) এনম্ (আত্মানম্) ন আপ্নুয়াৎ (ন প্রাপ্নোতি) । [অথবা প্রাগুক্তদোষ দূষিতঃ কোহপি এনং ন আপ্নুয়াৎ ; পরন্তু কেবলং প্রজ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানাধিগমেন এনম্ আত্মানম্ আপ্নুয়াদিত্যর্থঃ] ।

অনুবাদ ।

যে লোক দুশ্চরিত হইতে (শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে) বিরত নহে, সংযতে-
ন্দ্রিয় নহে, সমাহিতচিত্ত নহে এবং ভ্রোগস্পৃহারহিতও নহে, সে লোক
ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে পারে না । অথবা, পূর্বোক্ত কেহই
আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেবল প্রজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাকে প্রাপ্ত
হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চাত্তৎ, ন দুশ্চরিতাৎ প্রতিষিদ্ধাৎ শ্রুতিস্মৃত্যবিহিতাৎ পাপকর্ষণঃ অবিরতঃ
অনুপরতঃ । নাপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ অশান্তঃ, অনুপরতঃ । নাপি অসমাহিতঃ অনেকা-
গ্রমনা বিক্ষিপ্তচিত্তঃ । সমাহিতচিত্তোহপি সন্ সমাধানফলার্থিত্বাৎ নাপি অশান্ত-

মানসো ব্যাপ্তচিত্তো বা আত্মানং প্রাপ্নুয়াৎ । কেম প্রাপ্নুয়াৎ ? ইত্যাচ্যতে,—
প্রজ্ঞানেন ব্রহ্মবিজ্ঞানেন এনং প্রকৃতমাত্মানম্ আপ্নুয়াৎ । যন্ত দুশ্চরিতাদ্বিরত
ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ, সমাহিতচিত্তঃ সমাধানফলাদপি উপশান্তমানসশ্চ আচার্য্যবান্
প্রজ্ঞানেন এনং যথোকুমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ

আরও এক কথা, [যে লোক] দুশ্চরিত হইতে অর্থাৎ যাহা শ্রুতি-
স্মৃতি-শাস্ত্রবিহিত নহে, এমন প্রতিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম হইতে বিরত নহে,
ইন্দ্রিয়-লৌল্য—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎসুক্য বশতঃ অশান্ত বা উপরত
নহে, আর অসমাহিত অর্থাৎ একাগ্রতাহিত—বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চলচিত্ত,
এবং সমাহিতচিত্ত হইয়াও ফল কামনায় অশান্ত-মানস অর্থাৎ
বিষয়াসক্তচিত্ত, সেই লোক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না । তবে কি
উপায়ে প্রাপ্ত হয় ? এই নিমিত্ত বলা হইতেছে,—প্রজ্ঞান অর্থাৎ
ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দ্বারা এই প্রস্তাবিত আত্মাকে প্রাপ্ত হয় । পরন্তু, যে
লোক দুর্ঘট ব্যবহার ও ইন্দ্রিয়-লালসা হইতে বিরত, সমাহিতচিত্ত ও
সমাধি-ফল-লাভে বীতস্পৃহ, এবং উপযুক্ত আচার্য্যবান্, সেই লোকই
প্রজ্ঞানের দ্বারা উক্তপ্রকার আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ॥৫৩॥২৪॥

যশ্চ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ ।

যুত্ব্যর্ষশ্চোপসেচনং ক ইথা বেদ, যত্র সঃ ॥৫৪॥২৫

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমোধ্যায়ে দ্বিতীয়া বঙ্গী ॥১ ॥২॥

ব্যাখ্যা ।

[যথোকুমাধনশৃণুশ্চ দুর্কিঞ্জেষৎ বক্তুমাহ—যশ্চেতি] । যশ্চ (আত্মনঃ)
ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাতিঃ) চ ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাতিঃ) চ (ইতরেতরবস্ত্ৰসমুচ্চয়ে চ-
ধ্বয়ম্) উভে ওদনঃ (অন্নম্) ভবতঃ । যুত্ব্যঃ (সর্ষপ্রাণিনাং মারকঃ) যশ্চ উপ-
সেচনম্ (উপকরণং শাকস্থানীয়ং ব্যঞ্জনরূপমিত্যর্থঃ), সঃ (এবং জগৎসহৎস্ব-
শুণকঃ) যত্র [তিষ্ঠতি] [তৎ] ইথা (ইথম্ এবংপ্রকারেণ) কো বেদ ? (ন
কোহপিতি ভাবঃ) ॥

ইতি প্রথমোধ্যায়শ্চ দ্বিতীয়-বঙ্গী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ১ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।

উক্ত সাধন-রহিত ব্যক্তির পক্ষে আত্মার দুর্কিঞ্জেয়ত্ব জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন যে, —ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি (অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তুই) যাঁহার ওদন (অন্ন), অর্থাৎ অন্নের দ্বারা সংহার্য্য বস্তু, এবং সর্বপ্রাণি-সংহারক মৃত্যুও যাঁহার উপসেচন (ব্যঞ্জনস্থানীয়), তিনি যেখানে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে কে জানে ? ॥ ৫৪ ॥ ২৫ ॥

শাক্করভাষ্যম্ ।

যস্মিনেবংভূতঃ, যস্ত আত্মনঃ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ—ব্রহ্মকর্ত্রে সর্বধর্মবিধারকে অপি সর্বপ্রাণভূতে উভে ওদনঃ অশনং ভবতঃ—শ্রীতাম্ । সর্বহরোহপি মৃত্যুঃ যস্ত উপসেচনমেব ওদনস্ত অশনত্বেহপ্যপর্যাপ্তঃ, তৎ প্রকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ কঃ ইথা ইথমেবং যথোক্তসাধনবানিবেত্যর্থঃ । বেদবিজানাতি, যত্র সঃ আয়েতি ॥৫৪॥২৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীমচ্ছকরভগবৎপ্রণীতে কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ সর্বধর্মের পরিরক্ষক এবং সকলের প্রাণস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাঁহার ওদন অর্থাৎ খাদ্য হয়, আর সর্বসংহারক মৃত্যুও যাঁহার উপসেচন (শাক বা ব্যঞ্জনস্থানীয়), অর্থাৎ ওদন ভক্ষণেও পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট নহে ; * পূর্বেবাক্ত সদাচার প্রভৃতি সাধনশূন্য ও প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ লোক উক্ত সাধনসম্পন্নের দ্বারা তাহা জানিতে পারে ?—যেখানে সেই আত্মা অবস্থিত আছেন ॥৫৪॥২৫॥

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদের প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত ।

* তাৎপর্য্য,—ব্রাহ্মণ-জাতি পবিত্র ধর্মের উপদেশ ও অকুষ্ঠান দ্বারা এবং ক্ষত্রিয় জাতি দুষ্কৃত-দমন ও শিষ্ট-সংরক্ষণ দ্বারা ধর্মরক্ষক ও লোকের প্রাণস্বরূপ ; এই কারণে জগতে উভয় জাতির প্রাধান্য । সেই প্রধানভূত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দ্বারাই জাগতিক চর্য্যচর সমস্ত পদার্থই বুঝিয়া লইতে হইবে । আর শুক্য বস্তুসমূহ যেরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্ত ভোক্তাতেই স্থান প্রাপ্ত হয়, জাগতিক বস্তুসমূহও তদ্রূপ সাধারণের দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সেই পরমাত্মাতেই বিলীন থাকে—সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে ; বিলুপ্ত হইয়া যায় না ।

তৃতীয়া বলী ।

ঋতং পিবন্তৌ স্কৃতশ্চ লোকে

গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাঙ্কে ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি

পঞ্চাশয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥৫৫॥১

ব্যাখ্যা :

[ইদানীং প্রাপ্য-প্রাপকবিবেকার্থং পরমাত্ম-জীবাআনোঃ স্বরূপভেদমাহ,—
ঋতমিতি] । লোকে (অগ্নি শরীরে) স্কৃতশ্চ [কৰ্মণঃ] ঋতম্ (অবশ্যস্তাবিদ্ভাৎ
সত্যং ফলম্—সুখ-দুঃখাদিকম্) পিবন্তৌ (ভুঞ্জানৌ), [স্কৃতশ্চ লোকে পুণ্যলক-
স্বর্গাদিস্থানে বা] । গুহাম্ (গুহায়াং বুদ্ধৌ) পরমে (বাহ্যাকাশাপেক্ষয়া
উৎকৃষ্টে) পরাঙ্কে (পরশ্চ ব্রহ্মণঃ অর্কস্থানকল্পে হৃদয়াকাশে) [পরমত্যস্তং পরেভ্যঃ
বা আ—সমস্তাং ঋকে অভিবৃদ্ধে মুখ্যপ্রাণে ইতি বা] প্রবিষ্টৌ, [পরমে পরাঙ্কে
গুহাম্ (হৃদয়গহ্বরম্) প্রবিষ্টৌ ইতি বা] । ব্রহ্মবিদঃ [জীব-পরমাত্মানৌ] ছায়া-
তপৌ (তমঃপ্রকাশৌ [ইব] বদন্তি (কথয়ন্তি) । [অপিচ] যে চ পঞ্চাশয়ঃ
(গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাগ্নিসত্যাবসপ্যাঃ পঞ্চাশয়ো যেষাং তে ; দ্যুপর্জন্তৃপৃথিবী
পুরুষস্ট্রীরূপ-পঞ্চাশ্বিবিদ্যানিষ্ঠা বা গৃহস্থাঃ) ত্রিণাচিকেতাঃ (ত্রিঃকৃত্বঃ নাচিকেতো-
হগ্নিশ্চিতো যৈঃ, তে ত্রিবারকৃতনাচিকেতাশ্চ যঃ, তে চ বদন্তি) । ['ব্রহ্মবিদঃ'
ইত্যনেন জ্ঞানিনাম্, 'পঞ্চাশয়ঃ' ইত্যনেন উপাসকানাম্ 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ইত্যনেন
কৰ্মিণাং বা পৃথগেব উদ্দেশঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্ ইতি । অত্র জীবঃ সাক্ষাৎ
পিবতি, পরমাত্মা তু স্বয়ম্ অপিবন্ অপি জীবং পায়য়তি, অতঃ চ পানপ্রয়োজক-
স্তাপি তস্ম কৰ্তৃত্বম্ উপযুজ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥

অনুবাদ ।

সম্প্রতি প্রাপ্য ও প্রাপকের পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ জীব ও পরমাত্মার স্বরূপগত ভেদ
বলিতেছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা পঞ্চাশ্বিসম্পন্ন, অথবা পঞ্চাশ্বিবিদ্যানিষ্ঠ
ও তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন বা আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন
যে, সংসারে স্বানুষ্ঠিত কৰ্মফলের ভোক্তা এবং বুদ্ধিরূপ গুহায় উত্তম, ব্রহ্মবাসের
যোগ্য হৃদয়াকাশে অবস্থিত বা অভিব্যক্ত [জীব ও পরমাত্মা] ছায়া ও আতপের
শায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের শায়, পরস্পর বিভিন্নস্বভাবসম্পন্ন ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

ঋতং পিবন্তৌ ইত্যস্তা বয়্যাঃ সম্বন্ধঃ—বিষ্ণাবিষ্ণে নানাবিরুদ্ধফলে ইত্যপ-
 স্তন্তে, ন তু সফলে তে যথাবৎ নির্ণীতে । তন্নির্ণয়ার্থা রথরূপক-কল্পনা ; তথা চ
 প্রতিপত্তি-সৌকর্যম্ । এবং প্রাপ্ত্-প্রাপ্য-গন্ত্-গন্তব্যাবিবেকার্থং রথরূপকদ্বারা
 যৌ আত্মানৌ উপগৃহ্যেতে—ঋতমিতি । ঋতং সত্যম্ অবশ্যস্তাবিষ্ণাৎ কর্মফলং
 পিবন্তৌ ; একস্তত্র কর্মফলং পিবতি ভুক্তে নেতরঃ, তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ
 ইত্যুচ্যেতে ছত্রিষ্ঠায়েন । সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য কর্মণঃ ঋতমিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ।
 লোকে অগ্নিন্ শরীরে, গুহাং গুহায়াং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টৌ । পরমে—বাহুপুরুষা-
 কাশসংস্থানাপেক্ষয়া পরমম্ । পরাৰ্দ্ধে, পরস্য ব্রহ্মগোহর্দ্ধং স্থানং পরাৰ্দ্ধং
 হার্দাকাশম্, তন্নিহি হি পরং ব্রহ্মোপলভ্যতে । ততঃ তন্নিহি পরমে পরাৰ্দ্ধে
 হার্দাকাশে প্রবিষ্টৌ ইত্যর্থঃ । তৌ চ ছায়াতপাবিব' বিলক্ষণৌ সংসারিত্বা-
 সংসারিত্বেন, ব্রহ্মবিদো বদন্তি কথয়ন্তি । ন কেবলমকর্ষিণ এব বদন্তি ; পঞ্চাশয়ো
 গৃহস্থাঃ ; যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতোহগ্নিশ্চিতো যৈঃ, তে
 ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

“ঋতং পিবন্তৌ” ইত্যাদি তৃতীয় বয়ীর সহিত পূর্ববয়ীর সম্বন্ধ
 এইরূপ,—নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ফলপ্রদ বিষ্ণা ও অবিষ্ণা বিষয় ইতঃ-
 পূর্বে উল্লিখিতমাত্র হইয়াছে, কিন্তু ফলের সহিত যথাযথরূপে
 নিরূপিত হয় নাই ; তাহারই নিরূপণার্থ ‘রথ’-রূপকের কল্পনা ;
 ঐরূপে নিরূপণ করিলেই বুঝিবার সুবিধা হয় । এইরূপ সুবিধা হয়
 বলিয়াই প্রথমতঃ প্রাপক ও প্রাপ্য এবং গন্তা (মুমুকু) ও গন্তব্য
 (পরমাত্মা), এতদুভয়ের বিবেক বা পার্থক্য প্রদর্শনার্থ “ঋতম্” ইত্যাদি-
 মন্ত্রে [জীব ও পরম] উভয় আত্মাই উপগৃহ্য হইতেছে । ‘ঋত’ অর্থ
 —সত্য, কর্মের ফলও অবশ্যস্তাবী বলিয়া সত্য, [এই কারণে এখানে
 ‘ঋত’ শব্দে কর্মফল বুঝিতে হইবে] । [যদিও] এক জীবই কেবল
 কর্মফল পান করে—ভোগ করে, অপরে (পরমাত্মা) ভোগ করে না
 সত্য, তথাপি ‘ছত্রি’-স্তার অনুসারে পানকর্তা জীবের সহিত সম্বন্ধ

ধাকায় উভয়কেই পানকর্তা (পিবন্তো) বলা হইয়াছে * । লোকের অর্থাৎ এই শরীরে স্বকৃত কর্মের ফলভোক্তা, বুদ্ধিরূপ গুহাতে— পরম অর্থাৎ বহিঃস্থিত ভৌতিক আকাশ ও দেহস্থ অধ্যাত্মাকাশ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং পরব্রহ্মের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয় বলিয়া ব্রহ্মের অর্কস্থান-যোগ্য—পরার্ক যে হৃদাকাশ (হৃদয়াকাশ বা দহরা- কাশ), সেই পরম পরার্ক হৃদাকাশে প্রবিষ্ট । উভয়ের মধ্যে একটি সংসারী—জন্ম-মরণাদি-দুঃখ-ভাগী, অপরটি তদ্বিপরীত । এজন্য সেই উভয়কে (জীব ও পরমাত্মাকে) ছায়া ও আতপের ন্যায় (অন্ধকার ও আলোকের ন্যায়) বিভিন্নস্বরূপে ব্রহ্মবিদগণ বর্ণনা করেন । কেবল যে, অকর্ষিগণই (জ্ঞানিগণই) বলিয়া থাকেন, তাহা নহে ; পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ পঞ্চপ্রকার অগ্নির † সেবক গৃহস্থগণ এবং মাহারা তিন- বার করিয়া নাটিকেত-সংস্কৃত অগ্নির চয়ন করিয়াছেন, সেই ত্রিণাটিকেতগণও [বলিয়া থাকেন] ॥ ৫৫ ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্ ।

অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাটিকেতংশকেমহি ॥৫৬॥২

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীমপি অগ্নিবিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা চ নাত্যন্তং হ্রতা, ইত্যাহ,—যঃ সেতুরিতি]—
ঈজানানাম্ (বর্জনশীলানাং কর্ষিণাম্) যঃ (নাটিকেতঃ অগ্নিঃ) সেতুঃ (হঃখোত্তর-
গার্থস্বাৎ সেতুরিব), [তম্] নাটিকেতম্ (অগ্নিম্) শকেমহি (চেতুং জাতুং চ

* তাৎপৰ্য্য,—‘ছত্রি’-শব্দটি এইরূপ,—কোন একজন রাজা পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া বধন কোথাও গমন করেন, তখন একমাত্র রাজাই রাজচিহ্নরূপ ছত্র মস্তকে ধারণ করেন ; কিন্তু সহচর পরিজনেরা কেহই ছত্র ধারণ করে না ; কারণ, রাজসম্মিথানে অন্তের ছত্র ধারণ করা ব্যবহারবিরুদ্ধ । এই অবস্থার একমাত্র রাজার ছত্র দর্শন করিয়াই দর্শকগণ ‘ছত্রিণো গচ্ছন্তি’, অর্থাৎ ‘ছত্রধারিণ্যং যাইতেছে’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । সেখানে যেমন একজনের ছত্র থাকায় তৎসহচর অপর সকলকে ‘ছত্রী’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তেমন এখানেও জীবের ভোগসম্বন্ধ থাকায়ই তৎসহবর্তী পরমাত্মা পরমেশ্বরকেও ‘তোক্তা’ (পিবন্তো) বলিয়া নির্দেশ করা দোষাবহ হয় নাই ।

† পঞ্চপ্রকার অগ্নি এই :—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়া, সত্য, আবসখ্য । অথবা, স্থালোক, পর্জন্ত (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও বোবিৎ (স্ত্রী) । এই পাঁচটি পদার্থকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার প্রণালী ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্তরূপে উল্লিখিত আছে ।

শক্ৰুঃ) [বয়মিতি শেষঃ] । অভয়ম্ (ভয়রহিতম্) পারম্ [সংসারার্ণবশ্চেতি শেষঃ]
 তিতীৰ্ঘতাম্ (তৰ্ভুমিচ্ছতাং জ্ঞানিনাম্) [আশ্রয়ভূতঃ] যৎ অক্ষরম্ (অবিকারি)
 পরং ব্রহ্ম ; [তদপি জ্ঞাতুং শকেমহি] । [কৰ্ম্ম-জ্ঞানগম্যে পরাপরে ব্রহ্মণী
 জ্ঞাতব্যে ইত্যাশয়ঃ] ।

অনুবাদ ।

এখনও যে অগ্নিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিতান্ত দুর্লভ নহে, এই মন্ত্রে তাহাই
 প্রদর্শিত হইতেছে,—ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞকারিগণের যাহা দুঃখপারের উপায়ীভূত
 সেতুস্বরূপ, [আমরা] সেই নাচিকেত অগ্নিকে জানিতে ও চয়ন করিতে সমর্থ ।
 আর [সংসার-সাগরের] অভয় পার পাইতে ইচ্ছুক জ্ঞানিগণের পরম আশ্রয়স্বরূপ
 যে অক্ষর (নির্বিকার) পরব্রহ্ম, [তাঁহাকেও আমরা জানিতে সমর্থ] । অভিপ্রায়
 এই যে, কৰ্ম্মদ্বারা অপর ব্রহ্মকে এবং জ্ঞানের দ্বারা পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া
 আবশ্যক ॥ ৫৬ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যঃ সেতুঃ—সেতুরিব সেতুঃ, ঈজানানাং যজমানানাং কৰ্ম্মিণাং দুঃখসন্তরণার্থ-
 ত্বাৎ, নাচিকেতং নাচিকেতোহগ্নিঃ তম্, বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ শকেমহি শক্ৰু বস্তুঃ ।
 কিঞ্চ, যচ্চ অভয়ং ভয়শূন্যং সংসারশ্চ পারং তিতীৰ্ঘতাং তৰ্ভুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদ্যাং যৎ
 পরম্ আশ্রয়ম্ অক্ষরম্ আত্মাখ্যং ব্রহ্ম, তচ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি শক্ৰু বস্তুঃ । পরাপরে
 ব্রহ্মণী কৰ্ম্মি-ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়ে বেদিতব্যে ইতি বাক্যার্থঃ । এতয়োরেব হ্যপত্নাসঃ কৃতঃ
 “ঋতং পিবন্তৌ” ইতি ॥৫৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ঈজান অর্থাৎ যজ্ঞশীল কৰ্ম্মিগণের সেতু (বাঁধ), অর্থাৎ দুঃখসাগর
 পার হইবার উপায় বলিয়া সেতুসদৃশ যে নাচিকেত অগ্নি, তাঁহাকে
 আমরা জানিতে এবং চয়ন করিতে সমর্থ হই । অপিচ, অভয়-অর্থাৎ
 ভয়-শূন্য, সংসার-সাগরের পার সমুত্তরণাভিলাষী ব্রহ্মবিদগণের পরম
 আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্ম-নামক যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানিতে সমর্থ
 হই । এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম্মী ও ব্রহ্মবিদগণের আশ্রয়
 বা অবলম্বনীয় পর ও অপর ব্রহ্মকে জানা আবশ্যক । পূর্বের ‘ঋতং
 পিবন্তৌ’ বলিয়া এই পরাপর ব্রহ্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥৫৬॥ ২ ॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।

বুদ্ধিস্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৫৭॥৩

ব্যাখ্যা ।

[বিদ্যাবিদ্যাবশাৎ সংসার-মোক্ষলাভসাধনং শরীরং রথরূপক-কল্পনয়া আহ—
‘আত্মানম্’ ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন] । আত্মানম্ (শরীরাদিষ্ঠাতারং জীবম্)
রথিনম্ (রথস্বামিনম্) [এব] বিদ্ধি (জানীহি) । শরীরম্ (জীবদেহম্) তু (পুনঃ) রথম্
(ইন্দ্রিয়ান্ব-পরিচালিতত্বাৎ রথস্থানীয়ম্) এব [বিদ্ধি] । বুদ্ধিম্ (নিশ্চয়াত্মকম্
অন্তঃকরণম্) তু সারথিম্ (শরীর-রথচালকম্) বিদ্ধি । মনঃ (সংকল্প-বিকল্পস্বভাবম্
অন্তঃকরণম্) চ (অপি) প্রগ্রহম্ (ইন্দ্রিয়ান্বসংঘমনরজ্জুম্), [বিদ্ধি] ॥

অনুবাদ ।

[যাহা দ্বারা বিদ্যাফলে মোক্ষ ও অবিদ্যাবশে সংসার লাভ হয়, সেই শরীরকে
রথরূপে কল্পনা করিয়া দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন]—শরীরাদিষ্ঠাতা আত্মাকে
(জীবকে) রথী (রথের মালিক) বলিয়া জানিবে ; জীবাধিষ্ঠিত শরীরকে রথ
বলিয়া, বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া
জানিবে ॥ ৫৭ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তত্র য উপাধিকৃতঃ সংসারী বিদ্যাবিদ্যোরধিকৃতো মোক্ষগমনায় সংসারগমনায়
চ, তস্য তদুভয়গমনে সাধনো রথঃ কল্প্যতে । তত্র আত্মানম্ ঋতপং সংসারিণং
রথিনং রথস্বামিনং বিদ্ধি বিজানীহি । শরীরং রথম্ এব তু রথবন্ধ-হয়স্থানীয়ৈঃ
ইন্দ্রিয়ৈঃ আকৃষ্যমাণত্বাৎ শরীরশ্চ । বুদ্ধিং তু অধ্যবসায়লক্ষণাৎ সারথিং বিদ্ধি,
বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্বাৎ শরীরশ্চ ; সারথিনেতৃপ্রধান ইব রথঃ । সৰ্ব্বং হি দেহগতং
কার্য্যং বুদ্ধিকর্তব্যমেব প্রায়োগে । মনঃ সংকল্পবিকল্পাদিলক্ষণং প্রগ্রহমেব চ রশনাং
বিদ্ধি । মনসা হি প্রগ্রহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্তন্তে, রশনয়েব
অশ্বাঃ ॥৫৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বেবাক্ত উভয়ের মধ্যে যিনি উপাধিকৃত সংসার লাভ করিয়া
বিদ্যা ও অবিদ্যার বশে মোক্ষ ও সংসারলাভে অধিকারী হন, তাঁহার
সেই উভয় স্থানে গমনোপযোগী রথের কল্পনা করা হইতেছে,—

পূর্বেবক্ত ঋতপানকারী সংসারী আত্মাকে রথী অর্থাৎ রথস্বামী বলিয়া জানিও ; রথ-সংযোজিত অশ্বের গায় ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক আকৃষ্ট বা পরিচালিত হয় বলিয়া শরীরকে নিশ্চয়ই রথ [বলিয়া জানিও] । রথ-পরিচালকের মধ্যে যেমন সারথিই প্রধান, তেমন শরীর-পরিচালকের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান ; কেননা, দেহগত যত প্রকার কার্য আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিনিপ্পাঢ় ; এই কারণে অধ্যবসায় বা নিশ্চয়-স্বভাব বুদ্ধিকে সারথি [বলিয়া] জানিও এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-নিচয় মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই [স্ব স্ব বিষয়ে] প্রবৃত্ত হয় ; এই কারণে সংকল্প-বিকল্প-স্বভাব (মর্শ্য়াত্মক) মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ রশনা (লাংগাম) [বলিয়া] নিশ্চয় [জানিও] ॥৫৭॥৩॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাছবিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মনীষিণঃ ॥৫৮॥৪

ব্যাখ্যা ।

মনীষিণঃ (প্রাজ্ঞাঃ) ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) হয়ান্ (শরীর-রথবাহান্ অস্থান্) আহঃ ; বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) তেষু (তেষাং ইন্দ্রিয়াস্থানাং) গোচরান্ (বিষয়ভূতান্ সঞ্চরণদেশান্) [আহরিত্যর্থঃ] আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং (শরীরেন্দ্রিয়-মনোভিঃ সমন্বিতং) [আত্মানঞ্চ] ভোক্তা (স্মৃৎস্থঃখাদুভবকর্তা) ইতি আহঃ [মনীষিণঃ ইতি শেষঃ] ॥

অনুবাদ ।

মনীষিগণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে হয় অর্থাৎ শরীররূপ রথের চালক অথ বলিয়া থাকেন ; শব্দাদি বিষয়সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়াস্থগণের গোচর অর্থাৎ বিচরণস্থান বলিয়া থাকেন, এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে [স্মৃৎস্থঃখাদির] ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি হয়ানাছঃ রথকল্পনাকুশলাঃ, শরীররথাকর্ষণসাম্যাত্মাৎ । তেষেব ইন্দ্রিয়েবু হয়ন্তেন পরিকল্পিতেষু গোচরান্ মার্গান্ রূপাদীন্ বিষয়ান্ বিদ্ধি । আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং ভোক্তেতি

সংসারীত্যাহঃ মনীষিণো বিবেকিনঃ । ন হি কেবলশ্চাত্ত্বনো ভোকৃত্বমস্তি ;
বুদ্ধ্যাছাপাধিকৃতমেব তস্য ভোকৃত্বম্ । তথা চ শ্রুত্যস্তরং কেবলশ্চাত্ত্বনমেব
দর্শয়তি,—“ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইত্যাদি । এবঞ্চ সতি বক্ষ্যমাণ-রথ-কল্পনয়া
বৈষ্ণবশ্চ পদশ্চ আত্মতয়া প্রতিপত্তিরূপপদ্যতে, নাগুথা, স্বভাবানতিক্রমাৎ ॥৫৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদঃ

রথ-কল্পনায় কুশল পণ্ডিতগণ শরীররূপ রথের আকর্ষণ-সাদৃশ্য
থাকায় চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ।
রূপাদি বিষয়সমূহকে অশ্বরূপে পরিকল্পিত ইন্দ্রিয়গণের গোচর অর্থাৎ
বিচরণ-পথ বলিয়া জানিও ; মনীষী অর্থাৎ বিবেকিগণ শরীর, ইন্দ্রিয়
ও মনঃসমন্বিত আত্মাকে ভোক্তা—সংসারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকেন ; কেননা, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধি-সহযোগেই আত্মার
ভোকৃত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, কেবল অর্থাৎ উপাধিরহিত আত্মার
কখনই ভোকৃত্ব নাই । [আত্মা] যেন ধ্যানই করে এবং যেন
গমনাগমনই করে, ইত্যাদি অপর শ্রুতিও উপাধিরহিত—কেবল
আত্মার অভোকৃত্বই প্রদর্শন করিতেছেন । এইরূপ হইলেই বক্ষ্যমাণ
(পরে যাহা বলা হইবে, সেই) রথ-কল্পনা দ্বারা যে বিষ্ণুপদকে আত্ম-
স্বরূপে লাভ, তাহাও সম্ভব হইতে পারে ; নচেৎ স্বভাব যখন বিনষ্ট
হয় না, [তখন সংসারীর পক্ষে আত্মস্বরূপে বৈষ্ণব-পদপ্রাপ্তি কখনই
সম্ভব হইতে পারে না ; অর্থাৎ সংসারী কখনই অসংসারীকে অভিন্ন
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না ; কারণ, সংসারী আত্মার ভোকৃত্বাদি
স্বভাব কখনই বিনষ্ট হয় না] ॥ ৫৮ ॥ ৪ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবানু ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা ।

তস্মৈন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি ছুষ্ঠীশ্চ ইব সারথৈঃ ॥৫৯॥৫

অর্থার্থঃ

[ইদানীং বুদ্ধাদীনামসংঘমে দোষমাহ—য ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিরূপ-
সারথিঃ) তু (পুনঃ) অযুক্তেন (অনিগ্ৰহীতেন) মনসা [যুক্তঃ মনু] সদা . অবিজ্ঞান-

বান্ (প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ে বিবেকহীনঃ) ভবতি, সারথেঃ দৃষ্টাশ্চ ইব তস্ত (বুদ্ধিঃ সারথেঃ) ইন্দ্রিয়ানি (চকুরাদীনি) অবশ্যানি (উন্মার্গগামীনি) [ভবন্তি] ॥

অনুবাদ ।

কিন্তু, যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্বদা অসংযত মনের সহিত সম্বন্ধ, অপর সারথির দৃষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত থাকে না, অর্থাৎ (বিপথ-গামী হয়) ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তত্রৈবং সতি যস্ত বুদ্ধ্যাথ্যঃ সারথিঃ অবিজ্ঞানবান্ অনিপুণোহবিবেকী প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ ভবতি । যথেষ্টরো রথচর্চায়াম্, অযুক্তেন অপ্রগৃহীতেন অসমাহিতেন মনস্যা প্রগ্রহস্থানীয়েন সদা যুক্তো ভবতি, তস্ত অকুশলস্ত বুদ্ধিসারথেঃ ইন্দ্রিয়ানি অশস্থানীয়ানি অবশ্যানি অশক্যনিবারণানি দৃষ্টাশ্চ অদাস্তাশ্চ ইব ইতরসারথে ভবন্তি ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অবস্থায় কিন্তু যে বুদ্ধি নামক সারথি রথ-চালনা-যুক্ত অপরাপর সারথির ন্যায় অবিজ্ঞানবান্—নৈপুণ্যরহিত, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয় অবধারণে বিবেকহীন হয়, [এবং] অযুক্ত অর্থাৎ অসংযত বা একাগ্রতাহীন [ইন্দ্রিয়াশ্বের] প্রগ্রহস্থানীয় মনের সহিত সর্বদা সংযুক্ত থাকে, লোকপ্রসিদ্ধ সারথির দৃষ্ট বা অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় সেই কৌশলহীন বুদ্ধি-সারথির অশস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী বা শক্তির আয়ত্ত থাকে না, অর্থাৎ নিবারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে ॥ ৫৯ ॥ ৫ ॥

যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনস্যা সদা ।

তস্মৈন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্চা ইব সারথেঃ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীং সংযম-ফলমাহ—যস্ত ইত্যাদিনা]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (তু শব্দঃ পূর্বপক্ষাৎ বিশেষজ্ঞাপনার্থঃ), সদা যুক্তেন (নিগৃহীতেন) মনস্যা বিজ্ঞানবান্ (হেয়োপাদেয়-বিবেকবান্) ভবতি, তস্ত ইন্দ্রিয়ানি সারথেঃ সদশ্চাঃ (শিক্ষিতা অশ্বাঃ) ইব বশ্যানি [ভবন্তি] ॥

অনুবাদ ।

[এখন ইন্দ্রিয়-সংঘমের গুণ বলিতেছেন]—কিন্তু, যিনি সর্বদা সংযতমনে বিজ্ঞানবান্ হন, অর্থাৎ কোন্টি ত্যাজ্য আর কোন্টি গ্রাহ, ইহার প্রভেদ বুঝেন, সারথির সদৃশ অর্থাৎ শিক্ষিত অশ্বগণের ত্রায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্তী থাকে ॥৬০॥৬॥

শাকরভাষ্যম্ ।

[যন্ত পুনঃ পূর্বোক্তবিপরীত-সারথির্ভবতি তস্য ফলমাহ]—যন্ত বিজ্ঞানবান্ নিপুণঃ বিবেকবান্ যুক্তেন মনসা প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সদা, তস্য অশ্বস্থানীয়ানি ইন্দ্রিয়ানি প্রবর্তয়িতুং নিবর্তয়িতুং বা শক্যানি বশ্যানি দান্তাঃ সদশ্বা ইবেতরসারথিঃ ॥ ৬০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[কিন্তু যিনি পূর্বোক্ত বিপরীতভাবে পন্ন সারথি, তাঁহার ফল বলিতেছেন]—কিন্তু যিনি যুক্ত অর্থাৎ সংযত মনের সাহায্যে বিজ্ঞানবান্—হেয়োপাদেয়-বিবেকসম্পন্ন হন, অর্থাৎ যিনি সদা সংযতমনা ও সমাহিতচিত্ত থাকেন, অপর সারথির সৎ (শিক্ষিত) অশ্বগণের ত্রায় তাঁহার অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণ বশ্য হয়, অর্থাৎ [ইচ্ছামত] নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্টরূপে পরিচালন-যোগ্য হয় ॥৬০॥৬॥

যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ ।

ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীং সংঘমাত্মনশ্চ দোষমাহ বস্তুত্যাদিনা মজ্জয়েন]—যঃ (বুদ্ধিসারথিঃ) তু (পুনঃ) অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীনঃ) অমনস্কঃ (অবশীকৃতমনাঃ; অসমাহিতমনা বা) [অতএব] সদা শুচিঃ (মলিনান্তঃকরণঃ) ভবতি সঃ তৎ (“সর্কে বেদা যৎ” ইত্যুক্তলক্ষণম্) পদম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্) ন আপ্নোতি, সংসারং জন্ম-মরণরূপম্ অধিগচ্ছতি চ ॥

অনুবাদ ।

এখন সংঘমাত্মনের দোষ বলিতেছেন,—আবার যে সারথি পূর্বোক্ত বিবেক-

হীন অসংযত-মনা এবং তজ্জন্ম ফলে সর্বদা অশুচি (অবিশুদ্ধচিত্ত) [সেই সারথি দ্বারা] রথী সেই পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু সংসার লাভ করে ॥৬১॥৭॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

তত্র পূর্বোক্তস্য অবিজ্ঞানবতো বুদ্ধিসারথেরিদং ফলমাহ ; যস্ত অবিজ্ঞানবান্ ভবতি, অমনস্কঃ অপ্রগৃহীতমনস্কঃ, সঃ তত এব অশুচিঃ সদৈব । ন সঃ রথী তৎ পূর্বোক্তমক্ষরং যৎ পরং পদম্ আপ্নোতি যেন সারথিনা । ন কেবলং তৎ নাপ্নোতি—সংসারক জন্মমরণলক্ষণম্ অধিগচ্ছতি ॥৬১॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।

তন্মধ্যে এখন পূর্বোক্ত অবিজ্ঞানবান্ বুদ্ধি-সারথির ফল কথিত হইতেছে,—যিনি অবিজ্ঞানবান্ বা পূর্বোক্ত বিজ্ঞানহীন, অসংযত-মনা এবং সেই কারণেই সর্বদা অশুচি (অশুদ্ধচিত্তঃকরণ), সেই রথী সেই সারথি দ্বারা (বুদ্ধি দ্বারা) সেই পূর্বকথিত ‘অক্ষর’-সংজ্ঞক পরম পদ (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন না । কেবল যে, সেই পদই প্রাপ্ত হন না, তাহা নহে—[অধিকন্তু] জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারকেও প্রাপ্ত হন * ॥ ৬১ ॥ ৭ ॥

যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৬২॥৮॥

খ্যাখ্যা ।

যঃ (রথী) তু (পুনঃ) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবদ্বুদ্ধিরূপসারথিয়ুক্তঃ), সমনস্কঃ (বশীকৃতমনস্কঃ), [তত এব] সদা শুচিঃ ভবতি যস্মাৎ (প্রাপ্তাৎ পদাৎ ব্রহ্মরূপাৎ) [ব্রহ্মঃ সন্] ভূয়ঃ (পুনরপি) [সংসারে] ন জায়তে, সঃ তু তৎ পদম্ আপ্নোতি (লভতে) ॥

* ভাঃপর্বা—প্রকৃত বিজ্ঞান বা শুভাশুভ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেক-বোধ না থাকিলে মনঃসংযম হইতে পারে না ; সংযমের অভাবে অসং বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া সন্নিবন্ধেও নিয়োজিত করিতে পারে যায় না ; সেই কারণে অন্তঃকরণ সর্বদা অসং বিষয়ের অনুধ্যানে মলিন বা কলুষিত হইয়া পড়ে ; কলুষিত অন্তঃকরণে কখনই ব্রহ্মরূপ প্রতিকলিত হয় না ; হৃৎসং ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে তাহার ভাগ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ঘটে না । পক্ষান্তরে অন্তঃকরণ কলুষিত থাকার প্রবল বাসনাবশে সুখদুঃখভোগের জন্য জন্ম-মরণাক্রম সংসারপ্রাপ্তি অবশ্যতাবী হইয়া উঠে ।

অনুবাদ ।

পক্ষান্তরে, যে রথী বিজ্ঞান-সম্পন্ন-বুদ্ধিসারথিসম্বিত, সংযতমনাঃ এবং সর্বদা শুচি (বিশুদ্ধান্তঃকরণ), সেই রথীই সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া আর পুনর্বার জন্ম ধারণ করিতে না হয় ॥৬২॥৮॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যন্ত দ্বিতীয়ো বিজ্ঞানবান্ ভবতি বিজ্ঞানবৎসারথ্যাপেতো রথী, বিদ্বানিত্যেতৎ । যুক্তমনাঃ সমনস্কঃ, সঃ তত 'এব সদা শুচিঃ ; স তু তৎপদমাপ্নোতি । যন্মাদাপ্তাৎ পদাৎ অপ্রচ্যুতঃ সন্ ভূয়ঃ পুনঃ ন জায়তে সংসারে ॥ ৬২॥৮॥

ভাট্টানুবাদ ।

কিন্তু দ্বিতীয় (অপর) যে রথী বিজ্ঞানসম্পন্ন-সারথিকুলে অর্থাৎ বিদ্বান, সমনস্ক অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত এবং সেই কারণে সর্বদাই শুচি থাকেন, তিনি কিন্তু সেই পদ প্রাপ্ত হন—যে প্রাপ্ত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্বার আর সংসারে জন্মিতে না হয় ॥ ৬২ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যন্ত মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্ ॥৬৩॥৯॥

ব্যখ্যা ।

[অথ পূর্বোক্তং পদং প্রদর্শয়ন্ তৎপ্রাপকমপ্যাহ,—বিজ্ঞানেতি] । যঃ নরঃ বিজ্ঞানসারথিঃ (বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিঃ সারথিঃ যন্ত, সঃ তথোক্তঃ) মনঃপ্রগ্রহবান্ (মনএব প্রগ্রহঃ ইঞ্জিয়ান্বসংযমনরজ্জুঃ যন্ত, সঃ তথোক্তঃ, সমাহিতমনা ইত্যর্থঃ) । [চ ভবতি], সঃ অধ্বনঃ (সংসারগতেঃ) পারম্ (অবসানম্) বিষেগঃ (ব্যাপকস্ত ব্রহ্মণঃ) তৎ (প্রসিদ্ধম্) পরমং পদম্ (স্থানম্, ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ), [অত্র 'রাহোঃ শিরঃ' ইত্যাদিবৎ অঙেদে বটী] আপ্নোতি [সংসারাৎ মুচ্যতে ইত্যাদিঃ] ॥

অনুবাদ ।

এখন পূর্বোক্ত 'পদ' বস্তু নির্দেশপূর্বক তৎপ্রাপক ব্যক্তির নির্দেশ করিতে-ছেন,—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি বাহার সারথি এবং মন বাহার ইঞ্জিয়রূপ অশ্ব-সংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ সর্বব্যাপী বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥৬৩॥৯

শাকরভাষ্যম্ ।

কিং তৎপদম্ ইত্যাহ,—বিজ্ঞানসারথির্গন্ত যো বিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্বোক্তঃ
মনঃ-প্রগ্রহবান্ প্রগ্রহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচিনরো বিদ্বান্ ; সঃ অধ্বনঃ
সংসারগতেঃ পারং পরমেব অধিগন্তব্যমিত্যেতৎ, আপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব-সংসার-
বন্ধনৈঃ । তৎ বিষ্ণোঃ ব্যাধ্বনশীলশ্চ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বাসুদেবাখ্যশ্চ পরমং প্রকৃষ্টং
পদং স্থানং সতত্বমিত্যেতৎ । যৎ অসৌ আপ্নোতি বিদ্বান্ ॥৬৩॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই পদ কি ? তাহা বলিতেছেন,—কিন্তু যে বিদ্বান্ নর, অর্থাৎ
বিজ্ঞান-সারথি, বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবস্তৃত এবং
পূর্বোক্ত মনোরূপ-প্রগ্রহসম্পন্ন অর্থাৎ বীণীকৃতমনাঃ—সমাহিতচিত্ত ও
শুচি হন, তিনি অধ্বন (পথের) অর্থাৎ সংসারগতির পরপার—
যাহা অবশ্য প্রাপ্তব্য, তাহা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সমস্ত সংসার-বন্ধন
হইতে বিমুক্ত হন । বিষ্ণুর অর্থাৎ ব্যাপনস্বভাব (সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম-
স্বরূপ বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মার যাহা পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ—
স্থান (সতত্ব), এই বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন ॥৬৩॥৯॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ৬৪॥১০ ॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীং পরমাআখ্য-তৎপদশ্চ প্রত্যাগাত্মতয়া অধিগমার্থম্ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ
তদ্বিবেকপ্রকার উচ্যতে,—ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি] । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসন-
ঘ্রাণ-পাদ-পায়ুপস্থেভ্যঃ) অর্থাঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যাঃ বিষয়াঃ স্কুলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ)
পরাঃ [স্কুলাঃ শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ, সূক্ষ্মাশ্চ তন্মাত্রাত্মকা ইন্দ্রিয়াণাং কারণত্বাৎ
পরাঃ, ইত্যভিপ্রায়ঃ] । অর্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যঃ) চ (অপি) মনঃ (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকম্
অস্তঃকরণম্) পরম্ । [বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারশ্চ মনোহীনত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ] । মনসঃ
(সংসারাত্মকাৎ) তু বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা অস্তঃকরণবৃত্তিঃ) তু (পুনঃ) পরা ।
[বিষয়ভোগশ্চ নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ] । বুদ্ধেঃ [অপি] মহান্ (দেহেইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-
স্বামী) আত্মা (জীবঃ) পরঃ । [বুদ্ধিব্যাপারশ্চাপি আত্মার্থত্বাদিত্যাশয়ঃ] ॥

অনুবাদ ।

[এখন, পূর্বেক পৰমাত্ম-রূপ 'পদকে' জীবাভিন্নরূপে পাইতে হইবে ; এই কারণ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মার উপদেশ দিতেছেন,]—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম শব্দাদি বিষয়সমূহ) শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে সূক্ষ্ম শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক বলিয়া, আর সূক্ষ্ম শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ বা উৎপাদক বলিয়া শ্রেষ্ঠ ; কারণ, ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ মনের অধীন । মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; কারণ, বিষয়-ভোগ কার্যটি বুদ্ধিকৃত নিশ্চয়েরই অধীন । মহান্ ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর আত্মা (জীব) বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ, আত্মার জন্মই বুদ্ধির চেষ্টা হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অধুনা যৎপদং গন্তব্যম্, তশ্চেন্দ্রিয়ানি সূক্ষ্মানি আরভ্য, সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ প্রত্যগাত্মতরাহধিগমঃ কর্তব্য, ইত্যেবমর্থমিদমারভ্যতে । সূক্ষ্মানি তাবদিন্দ্রিয়ানি, তানি বৈঃ অর্থৈরাহ্ম প্রকাশনায় আরক্কানি, তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্যেভ্যঃ তে পরা হি অর্থাঃ সূক্ষ্মা মহাস্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতাশ্চ । তেভ্যো হর্থেভ্যশ্চ পরং সূক্ষ্মতরং মহৎ প্রত্যগাত্মভূতঞ্চ মনঃ । মনঃশব্দবাচ্যং মনস আরম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্ । সঙ্কল্পবিকল্পাণাং রম্ভকত্বাৎ । মনসোহপি পরা সূক্ষ্মতরা মহত্তরা প্রত্যগাত্মভূতা চ বুদ্ধিঃ । বুদ্ধিশব্দ-বাচ্যমধ্যবসায়াত্মারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্ । বুদ্ধেরাত্মা সর্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্ম-ভূতত্বাদাত্মা মহান্ সর্বমহত্ত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধা-বোধাত্মকম্, মহানায়া বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে ॥৬৪॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[পূর্বে যে পদকে 'প্রাপ্তব্য' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে] সেই পদকেই প্রত্যগাত্মা জীবরূপে অধিগত হইতে হইবে ; তাহাও আবার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সূক্ষ্মত্বের তারতম্য ক্রমে (সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি রূপে) প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক বিবেক-জ্ঞান-সাপেক্ষ । এখন সেই বিবেক প্রদর্শনার্থ [এই শ্লোক] আরম্ভ হইতেছে,—ইন্দ্রিয়সমূহ [স্বভাবতঃই অর্থ অপেক্ষা] সূক্ষ্ম ; যে শব্দাদি অর্থসমূহ [ইন্দ্রিয়-সংযোগে] আপনা-দিগকে প্রকাশিত বা জ্ঞানগম্য করিবার জন্ম সেই ইন্দ্রিয়গণকে

উৎপাদন করিয়াছে, সেই অর্থসমূহ স্বেৎপাদিত ইন্দ্রিয়সমূহের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অর্থাৎ সূক্ষ্ম, মহৎ (বাপক) এবং প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ । সেই অর্থ অপেক্ষাও মনঃ পর—সূক্ষ্মতর, মহৎ ও প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ । এখানে ‘মনঃ’ শব্দে মনের উৎপাদক ভূত-সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) বুঝিতে হইবে । বুদ্ধিই সংকল্প-বিকল্পাদির আরম্ভক বা প্রবর্তক ; এই কারণে মন অপেক্ষাও বুদ্ধি পরা, অর্থাৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, অতিশয় মহৎ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ । ‘বুদ্ধি’ শব্দেও অধ্যবসায় প্রভৃতি বুদ্ধি-ধর্মের উৎপাদক সূক্ষ্মভূত বুঝিতে হইবে । সমস্ত প্রাণি-বুদ্ধির স্বরূপ বলিয়া আত্মা, এবং সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া মহান্—অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে প্রথম-জাত যে বোধাবোধ-স্বরূপ হিরণ্য-গর্ভতর, সেই মহান্ আত্মা বুদ্ধি অপেক্ষাও পর বলিয়া কথিত হন (৩) ॥৬৪॥১০॥

মহতঃ ষারমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষাঈ পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৬৫॥১১॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনরপ্যাহ—] মহতঃ (পূর্বেক্তাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) অব্যক্তম্ (সর্বজগৎ-বীজভূতং প্রধানম্) পরম্ । অব্যক্তাৎ (প্রকৃতেঃ) পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) পরঃ ।

(৩) তাৎপর্য—সাধারণতঃ প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন জনসমাজ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে না করিলেও নিজনিক্রম প্রতীতি অনুসারে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পদার্থে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে । প্রকৃত প্রত্যগাত্মা (জীব) পদার্থকে জানে না । অথচ পূর্বেল্লিখিত ‘পরমপদ’ পাইতে হইলে প্রত্যগাত্মার যথার্থ স্বরূপটি জানা একান্ত আবশ্যিক । তাই শ্রুতি নিজেই প্রাকৃত-বুদ্ধি লোকের কল্পিত প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক করিয়া ‘যথার্থ আত্মত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনাত্ম-পদার্থের আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন । প্রথমতঃ অব্যক্তসংজ্ঞক মারা হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল । এই পঞ্চভূত অবিমিশ্র এবং অতিশয় সূক্ষ্ম, এই কারণে ইহাদিগকে ‘সূক্ষ্মভূত’, ‘তন্মাত্র’ (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র) ও ‘অপকীকৃত ভূত’ নামেও অভিহিত করা হয় । পরে ঐ পঞ্চভূতেরই পরস্পর সংমিশ্রণে যে অবস্থা ঘটে, তাহাকেই ‘স্থূলভূত’ (ব্যবহারিক আকাশাদি) বলা হয় ; সেই স্থূলভূতসমূহে আবার তৎকারণ শব্দাদিতন্মাত্রসমূহও স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দাদি সংজ্ঞা ধারণ করে ; স্থূলই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক—জগতে এই পাঁচটির অতিরিক্ত কোন ‘অর্থ’—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নাই । ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অভাবে এই সকল অর্থ

পুরুষাৎ (পুরুষাপেক্ষয়া) পরং কিঞ্চিৎ ন [অস্তি]; সা (স পুরুষঃ) কাষ্ঠা (অবধিঃ),
[সূক্ষ্মত্ব-মহত্ব-প্রত্যগাত্মভাবানাং পর্য্যবসানম্] । [সেতি বিধেয়াপেক্ষয়া
জীমিত্তোক্তিঃ] । সা পরা গতিঃ (পরং বিশ্রামস্থানম্) ॥

অনুবাদ ।

সর্বজগতের বীজভূত অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূর্বোক্ত মহৎ অপেক্ষা পর, অব্যক্ত
হইতেও পুরুষ (পরমাত্মা) পর; কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা আর কিছুই পর নাই;
তিনিই কাষ্ঠা, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব ও আত্মভাবের চরম সীমা এবং সেই পুরুষই
[জীবের] পরা (সর্বোত্তমা) গতি বা গন্তব্যস্থান ॥৬৫॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

মহতোহপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সর্বমহত্তরং চ অব্যক্তং সর্বম
জগতো বীজভূতম্ অব্যাকৃতনাম-রূপং সতত্বং সর্বকার্য্য-কারণ-শক্তি-সমাহার-রূপম্
অব্যক্তম্ অব্যাকৃতাকাশাদি-নামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং
বটকনিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ । তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতরঃ সর্বকারণ-
করণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ, মহাংশ্চ, অতএব পুরুষঃ সর্বপূরণাৎ, ততোহনুশ্চ পরশ্চ
প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ—পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিদিতি । যস্মাৎ নাস্তি পুরুষাৎ চিন্মাত্র-

(শব্দাদি বিষয়) থাকিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে না; এই কারণে ঐ পাঁচপ্রকার 'অর্থ' হইতে
য য গ্রাহক পাঁচটি ইল্লিয়, মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি হইল। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মপরীক্ষাধায়ে উক্ত
আছে যে, "শূক্ষ্মতরং প্রোতমশ্চ জায়তে ভাবিতাত্মনঃ । রূপরাগাদভূৎ চক্ষুর্ভ্রাণ-গন্ধ-জিঘৃক্ষয়া ।"
প্রোতাদি ইল্লিয়নিচয় যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণের জন্তই হইয়াছে, তাহা উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই
প্রমাণিত হয়। এই কারণে কারণীভূত অর্থসমূহ তৎকার্য্য ইল্লিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্যাপকও
বটে এবং উহাদের আত্মস্বরূপও বটে। 'পর' শব্দের এই তিন প্রকার অর্থই ভাষ্যে প্রমাণিত
হইয়াছে। জীবভাব যেমন অবিদ্যার, ইল্লিয়ের নিকট তৎকারণীভূত বিষয়সমূহও সেইরূপ
অবিদ্যার; এই কারণে আত্মভূত বলা হইয়াছে। ইল্লিয়ের স্থায় মনও ভূতসূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন;
সূত্রঃ 'অর্থ' অপেক্ষা মনের পরত্ব হইতে পারে না; এই কারণে 'মনঃ' শব্দে তৎকারণ
'ভূতসূক্ষ্ম' অর্থ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বুদ্ধিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করেন, তাহাদের সেই
ধারণানিবৃত্তির জন্ত বুদ্ধি শব্দের 'অধ্যবসায়' সম্পন্ন ভূতসূক্ষ্ম অর্থ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ
বুদ্ধিকৃত অধ্যবসায় বা নিশ্চয় না থাকিলে, মনের সর্বস্বাবকর কার্য্যকর হয় না; এজন্য
মন অপেক্ষা বুদ্ধির পরত্ব। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই সমস্ত বুদ্ধির সমষ্টি-স্বরূপ, অর্থাৎ তাহার বুদ্ধি
হইতেই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয়; সূত্রঃ তাহা সূক্ষ্মতমও বটে, মহৎও বটে,
এবং সর্ববুদ্ধির স্বরূপ-নির্বাহক আত্মস্বরূপও বটে। যে যাহার কারণ, সে তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম,
মহৎ ও তদাত্মভূত হয়; এই মতের উপর নির্ভর করিয়া, এখানে 'পর' শব্দে ঐরূপ তিনটি
অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঘনাং পরং কিঞ্চিদপি বস্তুস্তরম্ ; তস্মাৎ সূক্ষ্ম-মহৎ-প্রত্যগাত্মানাং সা কাষ্ঠা নির্ভা
পর্যবসানম্ । অত্র হি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মাদি পরিসমাপ্তম্ । অতএব চ
গন্তুণাং সৰ্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ । “যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে”
ইতি স্মৃতেঃ ॥৬৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত-নাম-রূপাত্মক, সর্বপ্রকার
কার্য্য-কারণশক্তির সমষ্টিস্বরূপ, অব্যক্ত, অব্যাকৃত (অস্ফুট) ও
আকাশাদি শব্দ-বাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা
শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে (ব্রহ্মেতে) ওত-প্রোতভাবে
(সর্বতোভাবে) আশ্রিত আছে । ‘উক্ত’ অব্যক্ত (প্রকৃতি) পূর্বেবক্ত
‘মহৎ’ অপেক্ষাও পর—সূক্ষ্ম, মহত্তর ও প্রত্যগাত্মস্বরূপ । সমস্ত
কারণেরও কারণ এবং প্রত্যগাত্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত আত্মা । সেই
অব্যক্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ও মহান্ এবং বস্তুর পূরণের কারণ
বলিয়া ‘পুরুষ’-পদবাচ্য । তন্নিম্ন অপর ‘পর’ বস্তুর সম্ভাবনা-নিবারণার্থ
বলিতেছেন,—পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু ‘পর’ নাই । যেহেতু কেবলই
চিন্ময়-স্বরূপ সেই পুরুষ অপেক্ষা ‘পর’ অণু কোনও বস্তু নাই, সেই
হেতু উহাই সূক্ষ্মতম, মহৎ ও প্রত্যগাত্মত্ব ধর্মের একমাত্র কাষ্ঠা বা
পর্যাবসান-স্থান । কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে সূক্ষ্মাদি শব্দসমূহ ধর্মের
ইহাতেই পরিসমাপ্তি বা শেষ হইয়াছে ; এই নিমিত্ত সর্বত্র গমনশীল
সংসারিগণের সেই পুরুষই ‘পরা’ অর্থাৎ সর্বোত্তম গতি বা গন্তব্য
স্থান । ভগবদগীতারূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, [জীব]
যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর কিরিয় আইসে না [‘তাহাই আমার
ধাম’] ॥৬৫॥১১॥

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্বগ্ৰ্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৬৬॥১২॥

ব্যাখ্যা ।

[পরমগতিস্থেন কণিতস্ত পুরুষস্ত উপলক্ষিপ্রকারমাহ,—এব ইতি] । সর্বেষু

ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্তেষু) গূঢ়ঃ (দর্শনস্পর্শনাদিধিষয়-বিজ্ঞানজনিতমোহাচ্ছয়ঃ),
এব আত্মা [ভূগর্ভনিহিত-রত্নরাশিবৎ] ন প্রকাশতে (স্বরূপতঃ ন বিস্তাতি) । [সর্কেষু
(পুরুষেষু) ন প্রকাশতে, অপিতু কস্তচিদেব সকাশে প্রকাশতে ইত্যর্থো বা] ।
[কৈঃ কেন উপায়েন দৃশ্যতে ? ইত্যত আহ]—স্বল্পদর্শিভিঃ (স্বল্পত্বাদিবিপ্রাম-
স্থানত্বেন যে আত্মানং পশুস্তি তৈঃ) অগ্র্যয়া (একাগ্রতা-সম্পন্নয়া) স্বল্পয়া
(যোগোপাসনাদি-সংস্কৃতয়া) বুদ্ধ্যা তু (নতু বহিরিচ্ছিন্নৈঃ) এব [আত্মা] দৃশ্যতে
[যথাযথরূপং গৃহ্যতে] ॥

অনুবাদ ।

পূর্ব শ্লোকে 'পর্য গতিঃ রঞ্জিয়া বাহাকে বলা হইয়াছে, এখন তাহার
প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন,—ইনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত থাকায়
প্রকাশ পান না, অথবা সকলের নিকট প্রকাশ পান না । [কাহার নিকট কি
উপায়ে প্রকাশ পান ? তাহা বলিতেছেন]—পূর্বকথিত প্রকারে পরম স্বল্পদর্শী
পুরুষ একাগ্রতায়ুক্ত ও স্বল্প বা যোগাদিসাধনে পরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে
পান, অপর ইচ্ছিয় দ্বারা নহে ॥৬৬॥১২॥

শাকরভাষ্যম্ ।

নহু গতিশ্চৈদাগত্যাপি ভবিতব্যম্, কথম্ “যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে” ইতি ? নৈম
দোষঃ । সর্বত্র প্রত্যগাত্মত্বাৎ অবগতিরেব গতিরিত্যুপচর্য্যতে । প্রত্যগাত্মত্বক
দর্শিতম্ ইচ্ছিয়-মনোবুদ্ধিপরত্বেন । যো হি গস্তা, সোহয়ম্ অপ্রত্যগ-রূপং পুরুষং
গচ্ছতি অনাত্মভূতম্, ন বিন্দতি স্বরূপেণ । তথা চ শ্রুতিঃ,—“অনধ্বগা অধ্বসু
পারয়িকবঃ” ইত্যাত্মা । তথাচ দর্শয়তি প্রত্যগাত্মত্বং সর্বত্র,—এব পুরুষঃ সর্কেষু
ব্রহ্মাদিস্তম্ভ-পর্য্যন্তেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ, সংবৃতো দর্শনশ্রবণাদিকর্মা অবিজ্ঞা-মায়াজ্ছয়ঃ,
অতএব আত্মা ন প্রকাশতে আত্মত্বেন কস্তচিৎ । অহো অতিগভীরা ছরবগাছা
বিচিঞ্জা মায়ী চেয়ম্ ; যদয়ং সর্কো জন্তঃ পরমার্থতঃ পরমার্থসতত্বোহপ্যেবং বোধ্য-
মানোহহং পরমাশ্বেতি ন গৃহ্ণাতি, অনাত্মানং দেহেচ্ছিন্নাদিসম্বাতম্ আত্মনো
দৃশ্যমানমপি ঘটাদিবদাত্মত্বেন ‘অহমবুধ্য পুত্রঃ’ ইত্যমুচ্যমানোহপি গৃহ্ণাতি । নুনং
পরশ্চৈব মায়য়া মোক্ষমানঃ সর্কো লোকোহয়ং বৎসরীতি । তথাচ স্বরণম,—
“নাহং প্রকাশঃ সর্বত্র যোগমায়ানমাবৃতঃ” ইত্যাদি ।

নহু বিরুদ্ধমিদমুচ্যতে,—“যস্মা যীরো ন শোচতি”, “ন প্রকাশতে” ইতি

চ।--নৈতদেবম্। স্বসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বাৎ ন প্রকাশত ইত্যুক্তম্। দৃশ্যতে তু
সংস্কৃতয়া অগ্রায়্যা অগ্রমিবাগ্র্যা তয়া, একাগ্রভয়া উপযতয়া ইত্যেতৎ, স্বস্বয়া
স্বস্বরস্তু-নিরূপণপরয়া। কৈঃ?—স্বস্বদর্শিত্তিঃ “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা স্বর্থাঃ” ইত্যাদি-
প্রকারেণ স্বস্বতাপারম্পর্ষাদর্শনেন পরং স্বস্বং দ্রষ্টুং শীলং যেষাম্, তে স্বস্বদর্শিনঃ,
তৈঃ স্বস্বদর্শিত্তিঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ ॥৬৬॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি গতি হয়, তবে আগতি বা প্রত্যাগমনও
অবশ্যই হইবে ; তবে ‘যাহা হইতে পুনর্বার আর জন্ম হয় না’, বলা
হয় কিরূপে? না—ইহাতে দোষ হয় না ; সর্বভূতের প্রত্যগাত্ম-রূপে
যে অবগতি (জ্ঞান), তাহাকেই এখানে ‘গতি’-বলিয়া উপচার বা
গৌণ-প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি অপেক্ষা পরত-
নিবন্ধন যে প্রত্যগাত্মক, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে লোক
গমন করে, সে অপ্রাপ্ত অপ্রত্যগরূপী—অনাত্মভূত পদার্থকেই
প্রাপ্ত হয়, ইহার বিপর্যয় হয় না, অর্থাৎ পূর্বে যাহাকে ‘আত্মা’
বলিয়া জানিত না, তাহাকে ‘আত্মা’ বলিয়া জানিতে পারে।
বাস্তবিক পক্ষে ‘যাহারা ব্যবহারিক পথগামী না হইয়াও পথের পার
পায়, অর্থাৎ সংসারের পর পারে যায়,’ ইত্যাদি শ্রুতিও এই কথাই
বলিতেছেন। এই কারণ এই শ্রুতিও সর্ববস্তুর প্রত্যগাত্মতাব
প্রদর্শন করিতেছে,—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যন্ত সর্বভূতে গৃঢ়—আবৃত অর্থাৎ
দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিদ্যা বা অজ্ঞানাত্মক মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন,
এই পুরুষসংজ্ঞক আত্মা ‘আত্মা’ রূপে কাহারো নিকট প্রকাশ প্রায়
না। অতএব, [‘বুঝিতে হইবে] ‘বিচিত্ররূপে এই মায়ার অতি গভীর
ও দুর্বগাহ্য, অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য ; যেহেতু এই প্রাণিসমূহ পরমার্থতঃ
পরমাত্মস্বরূপ হইয়াও এবং ‘তুমি পরমাত্মস্বরূপ’ এইরূপ উপদেশ
প্রাপ্ত হইয়াও ‘আমি পরমাত্মা’ ইহা বুঝিতে পারে না ; অথচ, অনাত্মা
দেহেইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি ষট্টাঙ্গের দ্বারা আত্ম-দৃশ্য হইলেও অর্থাৎ আত্মা

হইতে ভিন্ন হইলেও এবং ['তুমি অম্বকের পুত্র'] এইরূপ উপদেশ না, পাইয়াও 'আমি অম্বকের পুত্র' এইরূপে 'আত্মা' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। "আমি (ভগবান্) যোগমায়া সম্যক্রূপে আবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ পাই না" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য (ভগবদ্গীতা) উক্তার্থের অনুরূপ।

ভাল, "ধীরব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোকমুক্ত হন।" আবার "তিনি প্রকাশ পান না।" এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে কেন ? না—ইহা এরূপ (বিরুদ্ধ) নহে ; কারণ, অসংস্কৃত বা অবিভুক্তবুদ্ধির অজ্ঞেয় বলিয়াই "ন প্রকাশতে" বলা হইয়াছে। পরন্তু, সংস্কৃত, অগ্রা—যেন অগ্রবৃত্তী (শ্রেষ্ঠ), অর্থাৎ একাগ্রতায়ুক্ত, এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম-বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়। কাহারো দেখেন ?—সূক্ষ্মদর্শী অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত নিয়মানুসারে সূক্ষ্মতার তর-তমভাব ক্রমে পরম সূক্ষ্ম তর দর্শন করিতে যাহাদের স্বভাব, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, সেই সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ কর্তৃক [দৃষ্ট হয়] ॥৬৬॥১২॥

যচ্ছেদ্বাঙ্গনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ৬৭॥১৩॥ *

ব্যাখ্যাঃ ।

[পুনস্তং প্রাপ্ত্যুপায়মাহ,—যচ্ছেদিত্তি] । প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী জনঃ) বাক্ (বাচম্) মনসী (মনসি) [ছান্দসং দীর্ঘত্বং] যচ্ছেৎ (নিষচ্ছেৎ, মনসোহধীনাং কুর্যাদিত্যর্থঃ) । [বাক্-শব্দোহত্র সর্কেবামিন্দ্রিয়াণামুপলক্ষণার্থঃ ; তেন সর্কীগীন্দ্রিয়ানি নিষচ্ছেদিত্যর্থঃ] । তৎ (মনঃ) জ্ঞানে (প্রকাশস্বরূপে) আত্মনি (বুদ্ধৌ) যচ্ছেৎ । জ্ঞানম্ (বুদ্ধিম্) মহতি আত্মনি (মহত্ত্বাখ্যায়াং হিরণ্যগর্ভবুদ্ধৌ জীবাঙ্গনি বা) যচ্ছেৎ । তৎ (জ্ঞানং চ) শান্তে (সর্কবিকাররহিতে) আত্মনি (পরমাঙ্গনি) যচ্ছেৎ ॥

* "জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিষচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে ।

অনুবাদ ।

[পুনশ্চ আত্মজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন],—প্রাজ্ঞ (বিবেকশালী) লোক বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন ; এখানে 'বাক্' শব্দটি উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবেন ; সেই মনকে 'জ্ঞান'-শব্দ-বাচ্য বুদ্ধিরূপ আত্মাতে সংযত করিবেন ; সেই বুদ্ধিকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ মহত্ত্বে নিয়মিত রাখিবেন, এবং তাহাকেও আবার শাস্ত (নিন্দ্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥]

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তৎপ্রতিপত্ত্যুপায়মাহ,—যচ্ছেন্নিষর্চ্ছেদুপসংহরৈৎ প্রাজ্ঞো বিবেকী । কিম্ ? বাক্—বাচম্ ; বাগতোপলক্ষণার্থা সর্কেন্দ্রিয়াণাম্ । ক ? মনসী মনসি । ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্ । তচ্চ মনো যচ্ছৎ জ্ঞানে প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধাবাঅনি । বুদ্ধির্হি মন আদিকরণানি আপ্নোতি, ইত্যাত্মা, প্রত্যক্ তেষাম্ । জ্ঞানং বুদ্ধিমাঅনি মহতি প্রথমজ্ঞে নিষচ্ছেৎ । প্রথমজ্ঞবৎ স্বচ্ছস্বভাবমাঅনো বিজ্ঞানমাপাদয়েদিত্যর্থঃ । তঞ্চ মহাস্তমাত্মানং যচ্ছৎ শাস্তে সর্কবিশেষ-প্রত্যস্তমিতরূপেহ্বিক্রিয়ে সর্কান্তরে সর্ক-বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণি মুখ্যে আঅনি ॥ ৬৭ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

একণে পূর্বেক্ত আত্মজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন,—প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়কে সংযমিত করিবেন, অর্থাৎ অণ্ড বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন । কোথায় ? না—মনে । এখানে 'বাক্' শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধক [সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে] । 'মনসী' এখানে ছন্দের অনুরোধে বা বৈদিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে [কিন্তু 'মনসি' বুদ্ধিতে হইবে] । সেই মনকেও জ্ঞান, অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব [বুদ্ধি সাধিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই] বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন । বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণবর্গকে [বিষয়-গ্রহণোদ্দেশ্যে]

প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ । * সেই জ্ঞানপদবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্ত্বরূপ) আত্মাতে নিয়োজিত করিবেন ; অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির স্মার স্বচ্ছ—নির্মল করিবেন ; সেই মহৎ আত্মাকেও আবার সর্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম-রহিত, বিকার-শূন্য, সর্বাস্তরবর্তী ও সর্বপ্রকার বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়ে) নিয়োজিত করিবেন ॥৬৭॥১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।

ক্ষুরশ্চ ধারা নিশিতা দুর্গত্যা দুর্গং পথস্তৎ

কবয়ো বদন্তি ॥ ৬৮॥১৪॥

ব্যাখ্যা ।

[একাত্মদর্শনোপায়ং নির্দিশু যুক্ষুন্ প্রতু্যপদিশতি,—উত্তিষ্ঠতেতি] । [হে যুক্ষবঃ ! যুক্ষম্] উত্তিষ্ঠত (নানাবিধবিষয়চিন্তাং হিত্বা আত্মজ্ঞানোশুপা ভবত) ১. জাগ্রত (জাগৃত, অজ্ঞান মোহ-নিদ্রাং মুঞ্চত) । বরান্ (শ্রেষ্ঠান্ আৰ্য্যান্) প্রাপ্য (আচার্য্যসমীপং গত্বা) নিবোধত (নিতরাং বুধ্যধ্বম্) । [তত্র সাবধানেন ভবিতব্যমিত্যত আহ,—ক্ষুরশ্চেতি] । নিশিতা (তীক্ষ্ণীকৃত্য) দুর্গত্যা (দুঃখেন অত্যেতুন্ অতিক্রমিতুং শক্যা, দৃঢ়তর-সাধনং বিনা অত্যেতু্যমশক্যা ইত্যর্থঃ) । ক্ষুরশ্চ (কেশনিক্রান্তনসাধনশ্চ) ধারা (ধারামিব প্রান্তভাগমিব) দুর্গং (দুঃখেন গন্তুং শক্যাং দুর্গমমিতি যাবৎ) । তৎ (তম্) পথঃ (পস্থানং তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণম্), কবয়ঃ (ক্রান্তদর্শিনঃ, বিবেকিন, ইতি যাবৎ) বদন্তি (কথয়ন্তি) । অত উত্তিষ্ঠত—জাগ্রতেত্যাহ্যুক্তির্যুক্তেতি ॥

* তাৎপর্য্য—আত্মা শব্দের অর্থ এইরূপ কথিত আছে,—“যদাশ্চোতি যদাদত্তে যচ্চান্তি বিষয়ানিহ । যচ্চান্ত সততং ভাবঃ তন্নাগশ্চেতি কীর্ত্যতে ।” অর্থাৎ যেহেতু প্রাপ্ত হয় যেহেতু আত্মান বা বিষয় গ্রহণ করে, যেহেতু শব্দাদি বিষয়সমূহকে ভোগ করে, এবং যেহেতু সর্বদা ইহার সত্তা রহিয়াছে, সেই কারণে দেহীকে ‘আত্মা’ বলা হয় ।

সর্বপ্রাপ্তি আত্মার একটি ধর্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে ; এই কারণে ভাস্ক্রে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

অনুবাদ ।

[এইরূপে আত্মদর্শনের উপায় নির্দেশের পর মুমুক্শুগণকে উপদেশ দিতেছেন যে, হে মুমুক্শুগণ ! তোমরা] উখিত হও অর্থাৎ বিবিধ বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে উত্তোগী হও ; [মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া] জাগ্রত হও ; এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ কর ; বিবেকিগণ সেই আত্মজ্ঞানরূপ পথকে ছরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার স্থায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৬৮॥১৪॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

এবং পূর্বে আত্মনি সর্বং প্রবিলাপ্য নাম-রূপ-কর্ম্মময়ং যৎ মিথ্যাজ্ঞানবিজ্জ্বলিতং ক্রিয়া-কারক-ফললক্ষণং স্বাত্মযাথাঅজ্ঞানেন, মরীচ্যাদক-রজ্জুসর্প-গগনমলানীব মরীচিরজ্জু-গগনরূপদর্শনে নৈব স্বস্থঃ প্রশান্তঃ কৃতকৃত্যো ভবতি যতঃ, অত-স্তদর্শনার্থমনাথবিদ্যা প্রস্তুতা উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ ! আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত ; জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়া ঘোররূপায়াঃ সর্বানর্থবীজভূতারাঃ ক্ষয়ং কুরুত । কথম্ ? প্রাপ্য উপগম্য বরান্—প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ তবিদঃ তদুপদিষ্টং সর্বাস্তরমাআনম্ "অহমস্মি" ইতি নিবোধত অবগচ্ছত । ন হ্যপেক্ষিতব্যমিতি । শ্রুতিরনুকম্পয়াহ— যাতৃবৎ, অতিস্বল্পবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞেয়শ্চ । কিমিব স্বল্পবুদ্ধিরিতি, উচ্যতে—ক্ষুরশ্চ ধারা অগ্রং, নিশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা ছরত্যয়া দুঃখেন অত্যয়ো যশ্চাঃ, সা ছরত্যয়া, যথা সা পন্ত্যাং দুর্গমনীয়া, তথা দুর্গং দুঃসম্পাদমিতোতৎ, পথঃ পহানং তস্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি, জ্ঞেয়শ্চাতিস্বল্পত্বাৎ তদ্বিষয়শ্চ জ্ঞানমার্গশ্চ দুঃসম্পা-ত্ত্বৎ বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৬৮॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সূর্য্যকিরণ, রজ্জু ও গগনের প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞানে সূর্য্যকিরণে উদক, রজ্জুতে সর্প, এবং গগনে মালিণ্য ভ্রম দূরীকরণের স্থায় যেহেতু [জ্ঞানী] পুরুষ, অজ্ঞান-সমুৎপাদিত এবং ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মক, নাম (সংজ্ঞা), রূপ (আকৃতি) ও কর্ম্ম (ক্রিয়া), এই তিনকে আত্ম-যাথার্থ্য জ্ঞানের দ্বারা আত্মাতে বিলীন করিয়া প্রকৃতিস্ব, প্রশান্ত (অনুদ্বিগ্ন) ও কৃতকৃত্য হন ; অতএব হে অনাদি-অবিদ্যা-নিদ্রায় প্রস্তুত জীবগণ (প্রাণিগণ) ! সেই আত্মতত্ত্ব দর্শনার্থ উখিত হও, অর্থাৎ আত্ম-

জ্ঞানে অভিযুধী হও, এবং জাগ্রৎ হও, অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের বীজভূক্তি, ভয়ঙ্কর অজ্ঞান-নিদ্রার ক্ষয় কর। কি উপায়ে ?—আত্মতত্ত্ব উত্তম আচার্য্যগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ-লব্ধ, সর্ববাস্তুরস্ব আত্মাকে 'অহম্ অস্মি' (আমিই এই আত্মা) এইরূপে অবগত হও। ইহা উপেক্ষা করা উচিত নহে, এই কথা শ্রুতি মাতার দ্বারা দয়াপূর্ব্বক বলিতেছেন,—কারণ, এই বেদিতব্য বিষয়টি (আত্ম-তত্ত্ব) অতিসূক্ষ্ম বা পরিমার্জিত-বুদ্ধিগম্য; এই কারণে শ্রুতি নিজেই মাতার দ্বারা দয়াপূর্ব্বক হইয়া বলিতেছেন যে, এ বিষয়ে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কাহারূ গায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ? তাই বলিতেছেন,— নিশিত—তীক্ষ্ণীকৃত, দুঃসম্পাদ্য অর্থাৎ দুঃখে যাহাকে অতিক্রম করা যায়; সেই ক্ষুরধারা যেমন পাদদ্বয় দ্বারা দুর্গমনীয়, কবিগণ—মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ তেমনি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকে দুর্গ অর্থাৎ দুঃসম্পাদ্য (দুর্লভ) বলিয়া বর্ণনা করেন। অভিপ্রায় এই যে, বিজ্ঞেয় পদার্থটি অতিসূক্ষ্ম বলিয়াই তদ্বিষয়ে জ্ঞান সম্পাদনকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥৬৮॥১৪॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাগ্ননন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায়্য তং যুত্ব্যমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥৬৯॥১৫॥

ব্যাখ্যা :

[ইদানীম্ আত্মনোহজ্ঞেয়শ্চে হেতুপত্তিশ্রুতি অশব্দমিতি]—যদ্ (ব্রহ্ম) অশব্দং (শব্দগুণহীনম্, ইখমিতি শব্দাবেদ্যং), অস্পর্শং (স্পর্শগুণহীনম্; অতএব ন স্পর্শবিষয়ঃ); অরূপম্ (অতএব ন চক্ষুর্গোচরম্), অব্যয়ং (নির্বিকারং); তথা অরসং (রসগুণবর্জিতম্; অতএব রসনেক্রিয়াবিষয়ঃ); নিত্যম্ (জন্ম-নাশ-রহিতম্), অগন্ধবৎ (অতএব ভ্রাণেক্রিয়াবিষয়শ্চ) ভবতি । [তত্ত্বজ্ঞানং কেন মার্গেণ ভবতীত্যক্ত আহ]—অনাসীতি । অনাগ্ননন্তম্ (আত্মতত্ত্ব-বর্জিতম্):

মহতঃ (মহত্ত্বাতিমানিনঃ 'হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং ধ্রুবং (শব্দদেবপ্রকারং) তং (প্রাপ্তকৃত্যু আত্মানং) নিচাষ্য (বিচার্য্য শ্রবণাদিভিনিশ্চিত্য তৎপরোকজ্ঞান-
দ্বারা) মৃত্যুমুখাৎ (লংসৃতিবদ্ধাৎ) প্রমুচ্যতে (প্রকর্ষণেণ মুচ্যতে) । [শব্দাত্ত-
বেত্তোহপি সন্ আচার্য্যসহায়লকশ্রবণমননধ্যানাবৃত্ত্যা এসন্নঃ স্বাপরোক্যং সম্পাত্ত
বদ্ধান্মোচয়তীতি ভাবঃ ॥

অনুবাদ ।

[এখন আত্মার ছর্কিজ্ঞেয়ত্বের কারণ প্রদর্শন করিতেছেন],—যিনি শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবর্জিত এবং নিত্য (জন্ম-মরণরহিত), আদি-অস্তহীন
ও মহত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভের উপাধি হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) । সেই ধ্রুব (চিরদিন
একরূপ) আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তর্কিত্বয়ে বিচার করিয়া (তজ্জনিত
সাক্ষাৎকারের ফলে) [মুমুকু ব্যক্তি মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে
বিমুক্ত হন] ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তৎকথমতিমুন্দ্রং জ্ঞেয়শ্চেতি উচ্যতে,—স্থূনা তাবদিয়ং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপ-
রসগন্ধোপচিতা সর্কোস্ত্রিয়বিষয়ভূতা ; তথা শরীরম্ । তত্র একৈকশূণাপকর্ষণে
গন্ধাদীনাং মুন্দ্র-মহত্ত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টম্বাদিষু যাবদাকাশম্,
ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ক এব স্থূনত্বাদিকারাঃ শব্দান্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্ত
মুন্দ্রত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্, ইত্যেতদর্শয়তি শ্রুতিঃ,—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

এতদ্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম অব্যয়ং ; যচ্চি শব্দাদিমং, তৎ ব্যোতি ; ইদন্ত অশব্দাদিমত্বাৎ
অব্যয়ং—ন ব্যোতি ন কীরতে, অতএব চ নিত্যং ; যচ্চি ব্যোতি তদনিত্যম্ ; ইদন্ত
ন ব্যোতি, অতো নিত্যম্ । ইতুচ্চ নিত্যম্—অনাদি অবিচ্চমান আদিঃ কারণমন্ত,
তদ্বিদমনাদি । যচ্চ আদিমং, তৎ কার্য্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে,—যথা
পৃথিব্যাধি । ইদন্ত সর্ককারণত্বাদকার্য্যম্ ; অকার্য্যত্বান্নিত্যং, ন তস্ত কারণমন্তি
যস্মিন্ লীয়েত । তথা অনন্তম্—অবিচ্চমানোহন্তঃ কার্য্যং যন্ত, তদনন্তম্ । যথা
কদল্যাৎকঃ কলাদিকার্য্যোৎপাদনেনাপ্যানিত্যত্বং দৃষ্টম্ ; ন চ তথাপ্যন্তবত্বং ব্রহ্মণঃ ;
অতোহপি নিত্যম্ । মহতো মহত্ত্বত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিশুদ্ধি-
স্বরূপত্বাৎ ; সর্কসাক্ষি হি সর্কভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম । উক্তং হি “এষ সর্কোহু ভূতেষু”

ইত্যাদি । ঋবঞ্চ কৃষ্ণং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্ । তদেবভূতং ব্রহ্ম আত্মানং নিচাষ্য অবগম্য তম্ আত্মানং, মৃত্যুমুখাং মৃত্যুগোচরাং অবিষ্টা-
কামকর্ষলক্ষণাং প্রমুচ্যতে বিযুক্ত্যতে ॥ ৬৯ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই ক্ষেত্র ব্রহ্ম পদার্থের অতি সূক্ষ্মতা কেন ? [ইহার উত্তরে]
বলা হইতেছে যে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই
স্থূল পৃথিবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় (গ্রহণ-যোগ্য) ; শরীরও ঠিক
সেইরূপ । জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদি গুণের এক
একটির অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মৃদুত্ব, নিশ্চলত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের
তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় । অতএব স্থূলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি
শব্দ পর্য্যন্ত গুণসমূহ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহার যে সর্বাধিক
সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে, তাহাও কি আর বলিতে হয় ? “অশব্দম্,
অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ং, তথারসং নিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ” এই শ্রুতি
ঐ অর্থ ই প্রতিপাদন করিতেছেন,—

এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয় ; কারণ, যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট,
তাহাই বিশেষ রূপ (অর্থাৎ বিকার) প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই ব্রহ্ম
শব্দাদি-গুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না । এই কারণে
নিত্যও বটে ; কারণ, যাহা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়,
কিন্তু আত্মা যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত হয় না, অতএব নিত্য । আর এই
কারণেও নিত্য,—তিনি অনাদি ; যাহার আদি—কারণ নাই, তিনি
অনাদি ; যাহা আদিমান, তাহাই কার্য (উৎপন্ন), কার্যত্ব হেতুই
অনিত্য, অনিত্য বস্তুমাত্রই কারণে বিলীন হইয়া থাকে ; যেমন
[অনিত্য] পৃথিবী প্রভৃতি । কিন্তু, এই ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুরই কারণ ;
সুতরাং অকার্য ; অকার্যত্ব হেতুই নিত্য—তাঁহার এমন কোনও কারণ
নাই, যাহাতে বিলীন হইতে পারেন । সেইরূপ [তিনি] অনন্ত ;
যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত ; কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের

“যে রূপ ফলোৎপাদনের পরে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যত্ব দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মের সেরূপও অস্ত (বিনাশও) নাই, এই কারণেও তিনি নিত্য । মহৎ অর্থাৎ মহত্ত্ব অপেক্ষাও পর অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার ; কারণ তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ । বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্বভূতের আত্মা, এই কারণে সর্বসাক্ষী বা সর্ববাস্তুর্ঘ্যামী । ‘সর্বভূতে গৃঢ় বা অস্তূর্নিহিত এই আত্মা’, ইত্যাদি বাক্যেও ইহা উক্ত হইয়াছে । ধ্রুব অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাতির গায় তাঁহার নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে । এবস্তৃত সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ অর্থাৎ মৃত্যুর অধিকারস্থ অবিद्या, কামনা ও কৰ্ম্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিযুক্ত হয় ॥৬৯॥১৫॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।

উক্তা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭০॥১৬॥

ব্যাখ্যা ।

[এবং বেদপুরুষঃ যম-নচিকেতঃসংবাদমন্ত্র সাধুশিক্ষায়ৈ এতদ্বিদ্ভাঃপ্রবচন-শ্রবণয়োঃ ফলোক্তিপূর্বকমুপসংহরতি,—নাচিকেতমিতি] । মেধাবী (পণ্ডিতঃ) মৃত্যুপ্রোক্তং (যমেন কথিতং) [বস্তুতস্ত] সনাতনম্ (অনাদিকালপ্রবৃত্তং, বেদস্থ অনাদিত্বাদিত্যাশয়ঃ) নাচিকেতম্ (নচিকেতঃসম্বন্ধি, যম-নচিকেতঃসংবাদরূপম্) উপাখ্যানম্ (চরিতম্) উক্তা (জিজ্ঞাসবে ব্যাখ্যায়), [স্বয়ং] চ শ্রুত্বা ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্ম এব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, তস্মিন্) মহীয়তে (উপাস্ততে) ।

অনুবাদ ।

মেধাবী (বিবেকী) ব্যক্তি মৃত্যু—যম কর্তৃক কথিত, সনাতন (অনাদি) এই ‘নাচিকেত’ উপাখ্যান (চরিত্র) অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া এবং নিজেও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মবৎ) পূজিত হন ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্বার্থমাহ শ্রুতিঃ—নাচিকেতং নচিকেতসা প্রাপ্তং নাচিকেতং, মৃত্যুনা প্রোক্তং মৃত্যুপ্রোক্তম্ ইদমুপাখ্যানমাখ্যানং বল্লীভ্রমলক্ষণং সনাতনং চিরন্তনং বৈদিকত্বাৎ, উক্তা ব্রাহ্মণেভ্যঃ . শ্রুত্বা চ আচার্য্যেভ্যঃ মেধাবী,

ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মলোকস্তন্মিন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে আত্মভূত উপাশ্রো
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বর্ণিত বিজ্ঞান-প্রশংসার্থ শ্রুতি বলিতেছেন,—নাচিকেত অর্থাৎ
নাচিকেতা কর্তৃক প্রাপ্ত—‘নাচিকেত’ এবং মৃত্যু কর্তৃক যাহা উক্ত
সেই মৃত্যুপ্রাপ্ত এই বঙ্গীত্রয়রূপ উপাখ্যানটি সনাতন, অর্থাৎ
বেদোক্ত বলিয়া চিরন্তন (অনাদি); ইহা ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে
বলিয়া এবং আচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া মেধাবী (বিবেকী)
ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ যে লোক ব্রহ্মলোক, তাহাতে মহিত হন অর্থাৎ
আত্মস্বরূপ হইয়া [সকলের] উপাশ্র হন ॥৭০॥১৬॥

য ইমং * পরমং গৃহং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি ।

প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥৭১॥১৭॥ .

ইতি কাঠকোপনিষদি তৃতীয়া বঙ্গী সমাপ্তা ॥১॥৩॥

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনশ্চ ফলাস্তুরকথনেন অধ্যায়মুপসংহরতি]—যঃ (জনঃ) প্র
(সংঘতচিত্তঃ সন্) পরমং (নিরতিশয়ং) গৃহম্ (যস্যৈ কট্মৈচিৎ অবাচ্যম্)
ইমম্ (উপাখ্যানরূপং গ্রহং) ব্রহ্মসংসদি (ব্রাহ্মণ-সভায়াং) শ্রাদ্ধকালে বা
শ্রাবয়েৎ (গ্রহং তদর্থং চ বোধয়েৎ), তৎ (শ্রাবণং) আনন্ত্যায় (অনন্তফলোৎ-
পত্তয়ে) কল্পতে (সমর্থং ভবতি) ॥

অনুবাদ ।

যিনি সংঘতচিত্তে পরম গৃহ (গোপনীয়) এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-সভায় কিংবা
শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, অর্থাৎ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, কিংবা ইহার অর্থ
বুঝাইয়া দেন, তাহা [তাঁহার] অনন্ত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় ॥ ৭১ ॥ ১৭ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমোহধ্যায়স্ত তৃতীয়বঙ্গী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥১॥৩॥

* য ইমম্ ইতি বা পাঠঃ ।

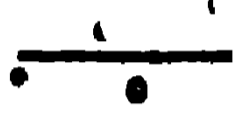
শাকরভাষ্যম্ ।

যঃ কশ্চিদিমং গ্রহং পরমং প্রকৃষ্টং, গুহং গোপ্যং শ্রাবয়েৎ গ্রহতোহর্থতশ্চ,
ব্রাহ্মণানাং সংসদি ব্রহ্মসংসদি, প্রযতঃ শুচিভূত্বা, শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ,
ভূজানান্ তৎ শ্রাদ্ধম্ অশ্রু অনন্ত্যায় অনন্তফলায় কল্পতে সম্পত্ততে । দ্বির্বচন-
মধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৭১ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-

শ্রীমচ্ছকরাচার্য্য-বিরচিত-কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে

প্রথমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥



ভাষ্যানুবাদ ।

যে কোন লোক প্রযত অর্থাৎ শুচি হইয়া পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও
গুহ অর্থাৎ গোপনীয় এই গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থ ব্রাহ্মণের সভায় কিংবা
শ্রাদ্ধকালে ভোক্তাদিগকে শ্রবণ করান, ইহার সেই শ্রাদ্ধ অনন্ত
ফলের নিমিত্ত সম্পন্ন হয় । শ্রুতিতে “তদানন্ত্যায় কল্পতে” বাক্যটির
দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তি-সূচক ॥৭১॥১৭॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদের প্রথমোধ্যায়ে তৃতীয়বল্লী সমাপ্ত ॥

কঠোপনিষৎ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

প্রথমা বল্লী ।

পরাঞ্চি খানি, ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্ম্যাৎ পঁরাঙ্ পশ্চতি নান্তরাঅন্ ।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥৭২॥১॥

ব্যাখ্যা ।

[আত্মনো হরধিগমত্ব-কারণং বক্তৃমুপক্রমতে,—পরঞ্চীতি] । স্বয়ম্ভুঃ (স্বয়মেব ভবতীতি স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ), খানি (ইন্দ্রিয়ানি) পরাঞ্চি (পরানি বাহু-বস্তুনি অঞ্চস্তি গচ্ছস্তি ইতি,—পরাঙ্খানি) [অতএব] ব্যতৃণৎ (কুংসিতাত্তকরোৎ,—হিংসিতবানিত্যর্থো বা) । তস্ম্যাৎ (কারণাৎ) [জীবঃ] পরাঙ্ (বাহান্ বিষয়ান্) পশ্চতি । অন্তরাঅন্ (অন্তরাআনম্) ন [পশ্চতি] । কশ্চিৎ (কশ্চিদেব) ধীরঃ (জ্ঞানী) অমৃতত্বং (মুক্তিম্) ইচ্ছন্ আবৃত্তচক্ষুঃ (চক্ষুরিত্যপলক্ষণং তেন বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহত-সর্কেন্দ্রিয়ঃ সন্) প্রত্যগাত্মানম্ (ব্রহ্মস্বরূপম্ আত্মানম্) ঐক্ষৎ (ঐক্ষত—সাক্ষাৎ পশ্চতীত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

আত্মার হৃজের যত্নের কারণ বলা হইতেছে—স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বাধীন পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বাহুপদার্থদর্শী করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন ; সেই কারণে জীব বাহু বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাআত্মাকে দর্শন করে না । অল্পমাত্র ধীর ব্যক্তিই মুক্তি-লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বাহু বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া পরমাআত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

“এব সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ায়া ন প্রকাশতে । দৃশ্যতে ত্বগ্রায়া বুদ্ধ্যা” ইত্যুক্তম্ । কঃ পুনঃ প্রতিবন্ধোহগ্রায়া বুদ্ধেঃ, যেন তদভাবাদায়া ন দৃশ্যতে ? ইতি তদর্শনকারণপ্রদর্শনার্থা বল্লী আরভ্যতে । বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধ- কারণে তদপনয়নার বহু আরকুং শক্যতে নাশ্চথেনি ।

পরাক্ষি পরাক্ অক্ষন্তি গচ্ছন্তীতি খানি তদুপলক্ষিতানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি খানি ইত্যাচ্যন্তে । তানি পরাক্ষেয়ব শব্দাদিবিষয়-প্রকাশনায় প্রবর্তন্তে । যন্মাদেবৎ- স্বভাবকানি তানি ব্যতৃণৎ হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ । কোহসৌ ? স্বয়ম্ভুঃ যঃ পরমেশ্বরঃ—স্বয়মেব স্বতন্ত্রো ভবতি, সর্কদা, ন পরতন্ত্র ইতি । তন্মাৎ পরাৎ প্রত্যগ্গুপান্ অনাশ্চভূতান্ শর্কাদীন্ পশ্চতি উপলভতে উপলক্ষা, ন অন্ত- রাশ্বন্—ন অন্তরাশ্বানমিত্যর্থঃ । এবংস্বভাবেহপি সতি লোকশ্চ, * কশ্চিৎ নশ্চাঃ প্রতিশ্রোতঃপ্রবর্তনমিব ধীরো ধীমান্ বিবেকী প্রত্যগাশ্বানং প্রত্যক্ চাসা- বায়া চেতি প্রত্যগাশ্বা, প্রতীচ্যেবাস্বশব্দো রূঢ়ো লোকে নাশ্চশ্বিন্ ; ব্যুৎপত্তিপক্ষে- হপি তত্রৈবাস্বশব্দো . বর্ততে,—“যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাস্তি বিষয়ানিহ । যচ্চাস্ত সন্ততো ভাবস্তশ্বাদাশ্চেতি কীর্ত্যত” ইতি আশ্বশব্দব্যুৎপত্তিস্বরগাৎ । তৎ প্রত্যগাশ্বানং স্বস্বভাবমৈক্যং অপশ্চৎ পশ্চতীত্যর্থঃ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ । কথং পশ্চতি ? ইত্যাচ্যতে,—আবৃত্তচক্ষুঃ । আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃ শোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতম্ অশেষবিষয়াদ্ যশ্চ, স আবৃত্তচক্ষুঃ, স এবং সংস্কৃতঃ প্রত্যগাশ্বানং পশ্চতি, ন হি বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্বং প্রত্যগাশ্বৈকগণৈকশ্চ সন্তবতীতি । কিমিচ্ছন্ পুনরিখং মহতা প্রশ্নেনে স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃৎস্বা ধীরঃ প্রত্যগাশ্বানং পশ্চতীতি ? উচ্যতে,—অমৃতত্বম্ অমরণধর্মত্বং নিত্যস্বভাবতামিচ্ছন্ আশ্বন ইত্যর্থঃ ॥৭২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ববল্লীতে কথিত হইয়াছে যে, ‘এই আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ়

* কশ্চিদিত্যধিকারি-তুল্যভঙ্গং দ্যোতয়তি । যথা কশ্চিৎ কার্তবীৰ্য্যাদিঃ নশ্চা নর্শদাদি- রূপারাঃ প্রতিশ্রোতঃ প্রবর্তনং করোতি ; এবমেনেকজন্ম-নংসিদ্ধ-ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিনদী প্রতিশ্রোতঃ- প্রবর্তনং কৃৎস্বা গুরুমুপগতো বিবেকী তৎ পদার্থ-বিবেকবান্ প্রত্যগাশ্বানং স্বং স্বভাবং পশ্চতীতি সস্বকঃ । প্রত্যগাশ্বপনং ব্যাচষ্টে—প্রত্যক্ চেতি । ননু আশ্বশব্দ-বাচ্যঃ প্রত্যক্ দেহাদিরপি ভবতি ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—প্রতীচ্যেবেতি । অশ্বশ্বিন্ দেহাদৌ আশ্বশব্দ-প্রয়োগস্ত তাদাশ্বাভিমানাদিত্যর্থঃ । ইতি গোপাল-বতীন্দ্র-টীকা ।

আছেন, [এই কারণে সকলের নিকট] 'প্রকাশ পান না ; কিন্তু একাগ্রতা-সম্পন্ন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন ।' এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই একাগ্রতাসম্পন্ন বুদ্ধি লাভের প্রতিবন্ধক বা বাধক কি আছে ? যাহাতে তাহার অভাবে আত্মা দৃষ্ট হইতেছে না । এই হেতু সেই অদর্শনের কারণ-প্রদর্শনার্থ এই বঙ্গী আরম্ভ হইতেছে । কারণ, শ্রেয়োলাভের প্রতিবন্ধক কারণটি জানিতে পারিলেই তাহার অপসারণের জন্ম যত্ন আরম্ভ করা যাইতে পারে, না জানিলে পারা যায় না ।

বাহ্য বিষয়ে গমন করে কলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে 'পরাক্ষি' (পরাক্ষ) বলা হইয়াছে । এখানে 'খানি' কথাটি শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক ; এই কারণে 'খানি' পদে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ উক্ত হইল । সেই ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়ের প্রকাশার্থ বহিস্মুখ হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; যেহেতু, [পরমেশ্বর] এবংবিধ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়-সমূহকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন । ইনি (হিংসাকারী) কে ? —স্বয়ম্ভু—পরমেশ্বর ; যিনি স্বয়ংই সর্বদা স্বতন্ত্রভাবে (স্বাধীনভাবে) থাকেন, কখনও পরতন্ত্র বা পরাধীন হন না । সেই হেতুই (জীব) পরাক্ষ অর্থাৎ বাহ্য—অনাত্মভূত শব্দাদি-বিষয়-সমূহই দর্শন করে— অর্থাৎ উপলক্ষি করিয়া থাকে ; অন্তরাত্মন অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পারে না । সাধারণ জীবলোকের এইরূপ স্বভাব হইলেও সকলে যেমন নদীর শ্রোতক্ষে বিপরীতগামী করিতে পারে না, [অতি অল্প লোকেই পারে], তেমন কোনও ধীর অর্থাৎ বিবেকশালী পুরুষই প্রত্যক্ষরূপ আত্মাকে অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন ; বেদেতে কালের নিয়ম না থাকায় এখানে দর্শন করিয়া থাকেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে । কিরূপে দর্শন করেন ? তদ্বস্তুরে বলিতেছেন—'আবৃত্তচক্ষুঃ' । যাহার চক্ষুঃ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ববিষয় হইতে আবৃত্ত—প্রত্যাহত হইয়াছে, তিনিই

‘আবৃত্তচক্ষুঃ’ ; তিনি এইরূপে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন । কারণ, একই ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য বিষয়ের আলোচনা ও পরমাত্ম-সন্দর্শন সম্ভবপর হয় না । ভাল, ধীরব্যক্তি কি কারণে এরূপ মহাপ্রযত্নে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ সম্পাদন করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, অমৃতত্ব—মরণ-রাহিত্য অর্থাৎ নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব বা স্বরূপ পাইবার ইচ্ছায় । লোকব্যবহারে ‘আত্ম’-শব্দটি প্রত্যক্ অর্থেই (ব্যাপক চৈতন্য অর্থেই) প্রসিদ্ধ ; তন্ত্ৰিম (দেহাদি) অর্থে প্রসিদ্ধ নহে । এই কারণে “প্রত্যগাত্মান্দ” কথায় প্রত্যক্-স্বরূপ ‘আত্মা’ অর্থই বুঝিতে হইবে । আর যৌগিকার্থানুসারেও ‘আত্ম’ শব্দে সেই ‘প্রত্যক্’ অর্থই প্রতিপাদন করে । কারণ, স্মৃতিতে আছে— “যেহেতু ব্যাপিয়া থাকে, যেহেতু আদান বা গ্রহণ করে, যেহেতু জগতে বিষয় ভোগ করে এবং যেহেতু ইহার ভাব বা সত্তা চিরদিন সম্ভূত বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে, সেই হেতু ‘আত্মা’ বলিয়া কথিত হয় ।” স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও আত্মশব্দে দেহাদি অর্থ না বুঝিয়া ব্যাপক চৈতন্য অর্থ বুঝিতে হইবে ॥৭২॥১॥

পরাচঃ কামাননুষন্তি বালা-

স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততশ্চ পাশম্ ।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ধ্রুবমধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ৭৩ ॥ ২

ব্যাখ্যা ।

[মুমুকুঃ সর্বথা অপ্রমাদী শ্রাদিত্যাহ, পরাচ ইতি] । যে বালাঃ (বালবৎ অবিবেকিনঃ) পরাচঃ (বাহ্যান্) কামান্ (অক্-চন্দন-বনিতাদিবিষয়ান্), অনুষন্তি (অনুসরন্তি) তে বিততশ্চ (বহুকালব্যাপিনঃ) মৃত্যোঃ (অবিষ্টাকামকর্মাৎ) পাশম্ (বন্ধম্—তৎকৃত-জনন-মরণাদিক্লেশম্) যন্তি (প্রাপ্নু যন্তি) । অথ (তস্মাৎ) ইহ (লোকে) ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) ধ্রুবম্ (কুটস্থম্) অমৃতত্বম্ (মোক্ষম্) বিদিত্বা

(জ্ঞান) অক্রবেষু (বিত্তাদিষু বিষয়েষু) ন প্রার্থয়ন্তে [কিঞ্চিৎ ইতি শেষঃ] ।
যদ্বা, অক্রবেষু (অনিত্যেষু পদার্থেষু) ক্রবন্ (‘নিত্যম্—স্থিরমিহম্, ইতি
মত্ৰা) ন প্রার্থয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥

অনুবাদ ।

মুমুকু ব্যক্তির যে সর্বতোভাবে সাবধান থাকা আবশ্যিক, তাহা বলিতেছেন—
বালকগণ অর্থাৎ বালকের ত্রায় অবিবেকসম্পন্ন যে সকল লোক বাহ্য শব্দাদি
বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা অতি মহৎ (বহুকালব্যাপী) অবিজ্ঞা-
বাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ অর্থাৎ জন্ম-মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় । এই কারণে ধীরগণ
ক্রব অর্থাৎ প্রকৃত সত্য মোক্ষের স্বরূপ অবগত হইয়া এই জগতে অক্রব বা মিথ্যা
বস্তু বিষয়ে কিছুই প্রার্থনা বা পাইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যৎ তাবৎ স্বাভাবিকং পরাগেবানাত্মদর্শনম্, তদাত্মদর্শনশ্চ প্রতিবন্ধকারণ-
মবিজ্ঞা, তৎপ্রতিকূলত্বাৎ বা চ পরাক্ষু এবাবিজ্ঞোপপ্রদর্শিতেষু দৃষ্টাদৃষ্টৌ ভোগেষু
তৃষ্ণা, তাত্ম্যমবিজ্ঞা-তৃষ্ণাত্ম্যাং প্রতিবন্ধাত্মদর্শনাঃ পরাচো বহির্গতানেব কামান্
কাম্যান্ বিষয়ান্ অমুযন্তি অমুগচ্ছন্তি, বালা অন্নপ্রজ্ঞাঃ । তে তেন্ কারণেন মৃত্যো-
রবিজ্ঞাকামকর্ষসমুদায়শ্চ যন্তি গচ্ছন্তি বিততশ্চ বিস্তীর্ণশ্চ সর্বতো ব্যাপ্তশ্চ পাশম্—
পাশতে বধ্যতে যেন, তৎ পাশম্—দেহেক্সিয়াদিসংযোগ-বিয়োগলক্ষণম্ অনবরতং
জন্ম-মরণ-জরা-রোগাণ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপত্ত্ব ইত্যর্থঃ । যত এবম্, অথ তস্মাৎ
ধীরা বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণম্ অমৃতত্বং ক্রবৎ বিদিত্বা । দেবাণামৃতত্বং
হক্রবম্, ইদন্ত প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণম্ ক্রবম্, “ন কর্ষণা বদ্ধতে, নো কনীয়ান্”
ইতি ক্রতেঃ । তদেবমৃতত্বং কৃষ্টম্ অবিচাল্যম্ অমৃতত্বং বিদিত্বা অক্রবেষু সর্বপদার্থেষু
অনিত্যেষু নির্দার্য্য ব্রাহ্মণা ইহ সংসারেহনর্থপ্রায়ে ন প্রার্থয়ন্তে কিঞ্চিদপি ; প্রত্য-
গাত্মদর্শনপ্রতিকূলত্বাৎ । পুত্র-বিত্ত-লোকৈষণাত্মো ব্যক্তিষ্ঠন্ত্যেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৭৩॥২

ভাষ্যানুবাদ ।

লোকের স্বভাবসিদ্ধি যে বাহ্য অনাত্ম-পদার্থ-দর্শন, আত্মদর্শনের
প্রতিকূল বলিয়া তাহাই অবিজ্ঞা-পদবাচ্য, সেই অবিজ্ঞা এবং আত্ম-
দর্শনের প্রতিকূলত্বক অবিজ্ঞা-সম্পাদিত যে ঐহিক ও পারলৌকিক
বাহ্য-বিষয়ে জোগ-তৃষ্ণা, একদৃষ্টির দ্বারা যে সকল বালক বা অন্ন-

বুদ্ধি লোক আত্মদৃষ্টি-রহিত হইয়া পরাক্ অর্থাৎ কেবল অনাত্ম-বাহ্য বিষয়সমূহের অনুগমন বা অনুসরণ করে, তাহারাই সেই কারণেই বিতত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ—সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত অবিভা কামনা ও কৰ্ম্ম, এতৎসমুদয়াত্মক মৃত্যুর—যাহা দ্বারা [জীবগণ] আবদ্ধ হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগ-বিয়োগাত্মক, পাশ অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম, মরণ, জরা ও রোগ প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থদ্বাশি প্রাপ্ত হয়। যেহেতু [অবিবেকে] এইরূপ হয়, সেই হেতুই ধীর অর্থাৎ বিবেকিগণ, ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থানরূপ অমৃতত্বকে (মোক্ষকে) 'ধ্রুব' জানিয়া, (অর্থাৎ দেবাদিভাবরূপ যে অমৃতত্ব, উহা 'অধ্রুব' (চিরস্থায়ী নহে), কিন্তু এই ব্রহ্মাত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ অমৃতত্বই ধ্রুব, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'ইহা কৰ্ম্ম দ্বারা বুদ্ধিও পায় না, হ্রাসও পায় না'। এইরূপ কূটস্থ (যাহা চিরকাল একরূপে থাকে, এমন) এবং কোন কৰ্ম্মের স্বরূপ ফল নহে; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মগণ এই অনর্থবহুল 'সংসারে অনিত্য' সর্বপদার্থমধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। কারণ, তৎসমস্তই পরমাত্ম-দর্শনের প্রতিকূল; এইজন্ত তাঁহারা পুত্র, বিত্ত ও লোকবিষয়ক কামনা হইতে ব্যুত্থান করেন; অর্থাৎ সেই সমুদয়ের কামনা পরিত্যাগ করেন ॥ ৭৩ ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ ।

এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে এতদ্বৈ তৎ ॥৭৪॥৩॥

ব্যাখ্যা :

[যদধিগমে অত্র প্রাৰ্থনানিবৃত্তিৰ্ভবতি, তৎস্বরূপ-বিবক্ষয়া আহ,— যেনেতি]। যেন এতেনৈব (জ্ঞানস্বরূপেণ আত্মনা প্রেরিতো জীবঃ) রূপম্, রসম্, গন্ধম্, শব্দান্, মৈথুনান্ (পরস্পর-সংযোগজান্) স্পর্শান্ চ বিজানাতি; অত্র (আত্মনি, আত্মস্বরূপাবস্থিতিরূপে মোক্ষে ইত্যর্থঃ), [জ্ঞাতব্যতয়া] কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ । স সৰ্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ]। এতৎ বৈ (এতদেব নচিকেষা পৃষ্টম্) তৎ (বিক্ষোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

যাহার লাভে অন্য সৰ্ববিষয়ে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ নির্দেশের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, [জীব] এই যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার [প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া] রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগ-জাত স্পর্শ অবগত হয়, ইহাতে অর্থাৎ সেই আত্মাধিগম্যাত্মক মোক্ষের আর কি [জ্ঞাতব্য] অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ সে অবস্থায় কিছুই আর জ্ঞাতব্য থাকে না, তখন আত্মা সৰ্বজ্ঞতা লাভ করে ॥৭৪॥৩॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যদ্বিজ্ঞানাৎ ন কিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ, কথং তদধিগম ইতি ? উচ্যতে—
যেন বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ মৈথুনান্ মৈথুন-
নিমিত্তান্ সুখপ্রত্যয়ান্ বিজ্ঞানাতি বিস্পষ্টং জানাতি সৰ্ব্বো লোকঃ । নমু নৈবং
প্রসিদ্ধিলোকশ্চ 'আত্মনা দেহাদিবিলক্ষণেনাহং বিজ্ঞানামি' ইতি ; 'দেহাদিসজ্জ্বা-
তোহহং বিজ্ঞানামি,' ইতি তু সৰ্ব্বো লোকোহবগচ্ছতি । নমু দেহাদিসজ্জ্বাতশ্চাপি
শব্দাদিস্বরূপত্বাবিশেষাদ্বিজ্ঞেয়ত্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বম্ । যদি হি দেহাদি-
সজ্জ্বাতো রূপাণ্ডাত্মকঃ সন্ রূপাদীন্ বিজানীয়াৎ, তর্হি বাহ্যে অপি রূপাদয়োহন্যোহন্যং
স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীযুঃ ; ন চৈতদস্তুি । তস্মাৎ দেহাদিলক্ষণাংশ্চ রূপাদীন্
এতেনৈব দেহাদিব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেন আত্মনা বিজানাতি লোকঃ । যথা,
যেন লৌহো দহতি, সোহগ্নিরিতি তদ্বৎ । আত্মনোহবিজ্ঞেয়ং কিমত্র অগ্নিন্ লোকে
পরিশিষ্যতে, ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, সৰ্বমেব ত্বাত্মনা বিজ্ঞেয়ম্ । যস্তাত্মনো-
হবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে, স আত্মা সৰ্বজ্ঞঃ । এতদেব তৎ । কিং তৎ ? যৎ
নচিকেষতস্মা পৃষ্টম্, দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতম্, ধর্মাদিত্যোহন্যং বিজ্ঞোঃ পরমং
পদম্, যস্মাৎ পরং নাস্তুি, তদেব এতদধিগতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যাহাকে জানিলে পর ব্রাহ্মণগণ অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না,
তাহাকে জানা যায় কি উপায়ে ? তাহা বলিতেছেন,—সমস্ত লোক
যেই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন
অর্থাৎ সংযোগ-জাত সুখানুভূতি বিস্পষ্টরূপে জানিতে পারে ।
ভাল, আমরা যে দেহাদি-ব্যতিরিক্ত বা দেহাদি জড় পদার্থ হইতে

সম্পূর্ণ পৃথক-স্বভাব আত্মা দ্বারা সমস্ত বিষয় জানিতেছি, এ-রূপ ত লোকপ্রসিদ্ধি নাই; অর্থাৎ কেহই ঐরূপ মনে করে না; পরন্তু 'দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাতরূপী আমি জানিতেছি,' এইরূপই সকলে মনে করিয়া থাকে। [বেশ কথা,] জিজ্ঞাসা করি, [অচেতন] দেহাদি-সমষ্টির, যখন শব্দাদি বিষয় হইতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, এবং জ্ঞেয়ত্ব অংশেও যখন উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের দ্বারা দেহাদি-সংঘাতও যখন অচেতন এবং জ্ঞেয় পদার্থ, তখন দেহাদি-সংঘাতেরও জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হইতে পারে না। আর দেহাদি-সংঘাত যদি রূপাদির 'স্বরূপ' বা অনুরূপ হইয়াও রূপাদি বিষয়সমূহকে জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বয়ং দৃশ্যরূপাদি বিষয়-সমূহও পরস্পরে পরস্পরকে জানিতে পারিত; অথচ তাহা কখনই হয় না। অতএব লোকে দেহেন্দ্রিয়াদিগত শব্দাদি বিষয়সমূহকেও দেহাদি হইতে পৃথক—এই বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মার সাহায্যেই অবগত হইয়া থাকে। যেমন লৌহ যাহার সাহায্যে দাহ হয়, তাহার নাম অগ্নি; এখানেও তেমনি ভাব বুঝিতে হয়। এই জগতে আত্মার অবিজ্ঞেয় কি পদার্থ আছে? কিছুই নাই; সমস্ত বস্তুই আত্মার বিজ্ঞেয়। যে আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ যে আত্মার কিছুই জানিতে বাকি নাই, সেই আত্মাই সর্বজ্ঞ। ইহাই সেই বস্তু; সেইটি কি, না—যাহা নচিকেতার জিজ্ঞাসিত, দেবতা প্রভৃতিরও সংশয়স্থল ও ধর্ম্মাদি হইতে পৃথক বিষ্ণুর পরম পদ এবং যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই; তাহাই এই পরিজ্ঞাত বস্তু ॥ ৭৪ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্তং চোভৌ যেনাস্তুপশ্যতি ।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মহা ধীরো ন শোচতি ॥ ৭৫ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনরপি ভবেদার্থং ব্যক্তীকরোতি স্বপ্নাস্তমিত্যাदिना]—স্বপ্নাস্তম্ (স্বপ্নস্তিম্) জাগরিতাস্তম্ (জাগ্রস্তিম্), মহা, স্বপ্নাস্তম্ (স্বপ্নাস্তম্) জাগরিতাস্তম্ (জাগ্রস্তম্)

৫, উত্তো (স্বপ্নস্থি-বর্ণো) যেন (চৈতন্যায়না) [প্রেরিতো জীবঃ] অনুপশতি ।
[তম্] মহাস্তং বিভূম্ আত্মানং মহা (বিদিত্বা) ধীরঃ (বিবেকী) ন শোচতি
[স বুচ্যতে ইতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

জীব, স্বপ্নাস্ত অর্থাৎ স্বপ্নকালীন দৃশ্য ও জাগরিতাস্ত অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়
দৃশ্য বস্তু, এই উভয়প্রকার দৃশ্য বস্তু যাহা দ্বারা দর্শন করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান
বিভূ আত্মাকে মনন করার পর আর ছুখ বোধ করেন না ॥ ৭৫ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অতি সূক্ষ্মতাং দুর্বিজ্ঞেয়মিতি মহা এতমেবার্থং পুনঃ পুনরাহ—স্বপ্নাস্তং স্বপ্ন-
মধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ । তথা জাগরিতাস্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ং চ,
উত্তো স্বপ্ন-জাগরিতাস্তে যেনায়না অনুপশতি লোক ইতি শব্দং পূর্ববৎ । তং
মহাস্তং বিভূম্ আত্মানং মহা অবগম্য আত্মভাবেন শাক্তাং ‘অহমস্মি পরমাত্মা’
ইতি, ধীরো ন শোচতি ॥ ৭৫ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

[পরমাত্মার] অতিসূক্ষ্মতাই দুর্বিজ্ঞেয়তার কারণ ; ইহা মনে
করিয়া এই একই বিষয়কে বারংবার বলিতেছেন,—স্বপ্নাস্ত অর্থ—
স্বপ্নমধ্য অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ; সেইরূপ, জাগরিতাস্ত অর্থ—জাগরিত-
মধ্য অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যাহা বিজ্ঞেয় । লোকে যে আত্মার
সাহায্যে এই উভয়বিধ স্বপ্নাস্ত ও জাগরিতাস্ত বস্তুনিচয় দর্শন করে ।
অগ্ৰাণু কথা সমস্তই পূর্ববৎ । ধীর ব্যক্তি সেই মহান বিভূ (ব্যাপক)
আত্মাকে মনন করিয়া—অর্থাৎ আমিই পরমাত্মাস্বরূপ, এইরূপে আত্ম-
শাক্তাকার করিয়া আর শোক করেন না ॥ ৭৫ ॥ ৪ ॥

য ইমং মধবদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকাং ।

ঈশানং ভূত-ভব্যশ্চ ন ততো বিজুগুপসতে ॥

এতদৈ তৎ ॥৭৬॥৫॥

অর্থার্থ্য ।

ধঃ (অধিকারী) ইমং মধবদম্ (মধু—কর্মফলম্ অস্তীতি—মধবদঃ, তং সঙ্গা-
রিণমিতি দাবৎ) জীবম্ (প্রাণাদিধারকম্) আত্মানং ভূত-ভব্যশ্চ (বস্তুকমস্তাবৎ,

ভূত-ভাবিনোঃ) ঈশানম্ (প্রেরকম্) অস্তিকাৎ (স্বসমীপে অশ্মিয়েব দেহে) যেদ
(জানাতি) । [সঃ] ততঃ [অদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ] ন বিজুগুপসতে
[আত্মৈকত্ব-দর্শিনঃ ভেদজ্ঞানাভাবাৎ অগ্ৰতো ভয়েন আত্মানং রক্ষিতুং নেচ্ছতীতি
ভাবঃ] । এতদৈ তৎ, যৎ ত্বরা পৃষ্টম্ । যদা, ততঃ (তস্মাৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শিনঃ
সকাশাৎ অগ্ৰঃ কশ্চিৎ ভয়েন আত্মানং গোপায়িতুং নেচ্ছতীতি ভাবঃ) । অগ্ৰৎ
সমানম্ ॥

অনুবাদ ।

যে অধিকারী পুরুষ কর্মফলভোক্তা ও প্রাণধারক এই আত্মাকে এই দেহেই
অতীত ও অনাগত বিষয়ের ঈশান অর্থাৎ প্রেরক বলিয়া জানেন, তিনি সেই
জ্ঞানবশতঃ [ভয়ে] আত্মাকে গোপন করিবারা রাখেন না । অর্থাৎ সর্বত্র এক
ব্রহ্মসত্তা দর্শন করায় তাঁহার ভয় থাকে না ; সুতরাং আত্ম-গোপনের প্রয়োজন হয়
না । অথবা তাঁহার নিকটও কেহ আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না ॥৭৬॥৫॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যঃ কশ্চিৎ ইমং মধ্বদং কর্মফলভুজং জীবং প্রাণাদিকলাপশ্চ ধারয়ি-
তারম্ আত্মানং দেদ বিজানাতি, অস্তিকাৎ অস্তিকে সমীপে ঈশানম্ ঈশিতারং
ভূতভব্যশ্চ কালক্রয়শ্চ, ততঃ তদ্বিজ্ঞানাৎ উর্দ্ধমাত্মানং ন বিজুগুপসতে—ন গোপা-
য়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ । যাবৎ হি ভয়মধ্যাহ্নোহনিত্যম্ আত্মানং মগ্ৰতে, তাবৎ
গোপায়িতুমিচ্ছতি আত্মানম্ । যদা তু নিত্যম্ অদ্বৈতম্ আত্মানং বিজানাতি,
তদা কিং কঃ কুতো বা গোপায়িতুমিচ্ছেৎ । এতদৈ তদ্বিত্তি পূর্ববৎ ॥৭৬॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—যে কোন লোক মধ্বদ অর্থাৎ কর্ম-ফল-ভোক্তা
ও প্রাণাদিসমুদায়ের ধারক—জীব আত্মাকে স্বসমীপে ভূত-ভব্যের
অর্থাৎ ত্রিকালের ঈশান বা ঈশ্বর বলিয়া জানেন, [তিনি] সেই
বিজ্ঞানের পর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না ; কারণ,
তিনি অভয় (ভয়রহিত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন । জীব যে পর্য্যন্ত
ভয়মধ্যবর্তী থাকিয়া আত্মাকে অনিত্য মনে করে, সেই পর্য্যন্তই
আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে । কিন্তু, যখন অদ্বৈত
আত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কে-কাহার নিকট হইতে কেন বা কি

গোপন করিবে ? 'ইহাই সেই ত্রিজ্ঞাসিত বিষয়' ; ইহার ব্যাখ্যা
পূর্ববৎ ॥ ৭৬ ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্বং তপসো জাতমন্ত্যঃ পূর্বমজায়ত ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তঃ যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ।

এতন্মৈ তৎ ॥ ৭৭ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।

যঃ (পরমপুরুষঃ) পূর্বম্ (প্রথমম্) তপসঃ (জ্ঞানময়াং ব্রহ্মণঃ) জাতম্
(উৎপন্নং সৎ) অন্ত্যঃ [অত্র অ্পৃশকঃ পঞ্চভূতৌপলক্ষকঃ, ততশ্চ—পঞ্চ-
ভূতেভ্যঃ] পূর্বম্ (অগ্রে) অজায়ত ১° গুহাম্ (সর্ব-প্রাণি হৃদয়ম্) প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্
(তত্র স্থিত্বা শব্দাদি-বিষয়ান্ উপভূজানম্) ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ—ভূতকার্যৈঃ
দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ উপলক্ষিতম্) [তম্] যঃ (যুমুকুঃ) ব্যপশ্যত (বিশেষেণ পশ্যতি
ইত্যর্থঃ) । “এতৎ বৈ তৎ” ইত্যেতৎ সর্বং পূর্ববৎ ॥

অনুবাদ ।

তপঃ অর্থাৎ তপোময় (জ্ঞানময় ব্রহ্ম) হইতে প্রথমজাত যে পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ)
জলের (বস্তুতঃ সমস্ত ভূতের) পূর্বে জন্মলাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়রূপ

* তাৎপর্য,—অভিপ্রায় এই যে, জীব যতকাল বৈতজ্ঞানের অধীন থাকে—‘আমি পৃথক্, অমুক পৃথক্’, এইরূপে ভেদদর্শন করে, ততকালই ভয় অনুভব করিয়া থাকে ;—‘অমুকে আমার অনিষ্ট করিবে, অমুকে আমায় বধ করিবে’ ইত্যাদি চিন্তায় ভীত হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন সেই বৈত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়—সর্বত্র একত্ব দর্শন করে, তখন কে কাহার নিকট ভয় পাইবে ?—শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্মাৎ ॥” অর্থাৎ—দ্বিতীয়ত্ব বোধ হইতেই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে । বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে এই কথাটি আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে । সেখানে আছে—‘সৃষ্টির প্রথমে একটি পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, তিনি এত বড় বিশ্বরাজ্যের মধ্যে একাকী থাকিয়া প্রথমে ভীত হইলেন ; অপর একটি সহায় পাইতে ইচ্ছা করিলেন । পরেই তাহার প্রবোধ জন্মিল,—তিনি মনে করিতে লাগিলেন, “যৎ মদশ্চৎ নাস্তি, কুতো নু বিভেমি ?” ‘যখন আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, তখন কি কারণে আমি ভয় করিতেছি ?’—“তত এবাস্ত ভয়ং বীয়ায়,” ‘ইহার পরই তাহার ভয় অপগত হইল ।’ “কস্মাৎ ব্যভেষ্টং ? দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি ।” অর্থাৎ ‘কেন ভীত হইবে ?—দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেই ভয় হইয়া থাকে ।’ অভিপ্রায় এই যে,—সেই সময় দ্বিতীয় যখন কেহই ছিল না, তখন আর অনিষ্টেরও সম্ভাবনা ছিল না, সূতরাং প্রথমজাত পুরুষের মনে আর ভয় স্থান পায় নাই । সেইরূপ পরবর্তী লোকদিগের মধ্যেও যাহার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, সজে সজে তাহার ভয়বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়—অন্তর মোক্ষপদে অবস্থান হয় । তখন আর আত্ম-গোপনের প্রয়োজন বা ইচ্ছা হয় না ।

ঐহিক প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভূতের পরিণাম দেখেজিয়াদি-সমযিত সেই পুরুষকে যে
যুমুকু ব্যক্তি দর্শন করেন, বস্তুতঃ তিনিই সেই আত্মাকে দর্শন করেন । ইহাই
নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মত্ব ॥ ৭৭ ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যঃ প্রত্যগাত্মা ঐশ্বর্যভাবেন নির্দিষ্টঃ, স সর্কাত্মা, ইত্যেতৎ দর্শয়তি,—যঃ
কশিৎ যুমুকুঃ পূর্বং প্রথমং তপসো জ্ঞানাদিলক্ষণাৎ ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ, জাতমুৎপন্নং
হিরণ্যগর্ভম্ । কিমপেক্য পূর্বম্? ইত্যাহ—অদ্ব্যঃ পূর্বম্, অপসহিতেভ্যঃ
পঞ্চভূতেভ্যঃ, ন কেবলাভ্যোহদ্ব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ । অজায়ত, উৎপন্নো যঃ, তৎ
প্রথমম্, দেবাদিশরীরানি উৎপাণ্ড-সর্ক,প্রাণিগুহীং হৃদয়াকাশং প্রবিষ্ট তিষ্ঠন্তং
শকাহীন উপলভমানম্, ভূতেভির্ভূতৈঃ কার্য্য-কারণলক্ষণৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং যো ব্যপশ্যতঃ
—যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ । যঃ এবং পশ্যতি, স এতদেব পশ্যতি—যৎ তৎ প্রকৃতং
ব্রহ্ম ॥ ৭৭ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্বে যাহাকে প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে, তিনিই যে সকলের আত্মস্বরূপ, এখন তাহা প্রদর্শন
করিতেছেন,—প্রথমে তপঃ অর্থাৎ জ্ঞানাদিময় ব্রহ্ম হইতে জাত—
হিরণ্যগর্ভকে—, কাহার পূর্বে জাত ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিলেন—
জলের পূর্বে ; অভিপ্রায় এই যে, কেবল জলেরই পূর্বে নহে—জল
ও অপর চারি ভূত, এই পঞ্চভূতেরই পূর্বে যিনি জন্মধারণ করিয়া-
ছেন এবং দেবতা প্রভৃতির শরীর সমুৎপাদন-পূর্বক সমস্ত প্রাণীর
গুহা বা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ
শব্দাদি বিকল্পসমূহ ভোগ করিতেছেন ; ‘ভূত’ অর্থ কার্য্য-কারণময়
দেহেজিয়াদিসমষ্টি ; তৎসহযোগে কর্তমান সেই প্রথমজাত হিরণ্য-
গর্ভকে যে যুমুকু পুরুষ দর্শন করেন ;—যিনি উক্তপ্রকার আত্মতার
দর্শন করেন, তিনি বস্তুতঃ পূর্বকথিত সেই ব্রহ্মকেই দর্শন
করেন ॥ ৭৭ ॥ ৬ ॥

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতিদেবতাময়ী ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভিব্যজায়ত ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৮ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনরপি হিরণ্যগর্ভমেব, বিশিষ্টাং,—যা ইতি ।] যা দেবতাময়ী (সর্বদেবতা-
অত্মিকা) [তত্র প্রাধাত্যাং দেবতোল্লেক্ষঃ] অদितिঃ (অদনাং—সর্বজগদভোকৃত্বাং
'অদिति'-শব্দ-বাচ্যা দেবতা) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপেণ) সংভবতি (অভিব্যজ্যতে) ।
যা [চ] ভূতেভিঃ (ভূতৈঃ, সম্বিতা) ব্যজায়ত (উৎপন্ন) । গুহাং প্রবিশ্য
তিষ্ঠন্তীম্ [তাং যঃ পশুতি সং] এতৎ 'এব [পশুতি ; যৎ তৎ নচিকিতসা
পৃষ্ঠম্ ইত্যাদি সর্বং পূর্ববৎ] ।

অনুবাদ ।

সর্বদেবতাময়ী যে অদिति (সর্বজগদভোকৃত্বী) প্রাণরূপে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে
সম্ভূত হইয়াছিলেন এবং যিনি সর্বভূত-সম্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন,
গুহাবস্থিত তাঁহাকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নচিকিতার
জিজ্ঞাসিত সেই আত্মরূপ দর্শন করেন ॥ ৭৮ ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যা সর্বদেবতাময়ী সর্বদেবাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরম্বাদব্রহ্মণঃ
সম্ভবতি, শব্দাধীনাম্ অদনাং অদितिঃ, তাং পূর্ববদ্ গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্
অদितिম্ । তামেব বিশিষ্টি,—যা ভূতেভিঃ ভূতৈঃ সম্বিতা ব্যজায়ত—
উৎপন্নৈত্যেতৎ ॥ ৭৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ ।

সর্বদেবাত্মিকা যে অদिति প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে পরব্রহ্ম
হইতে সম্ভূত হন, শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া তাঁহাকে
অদিতি বলা হয় । পূর্বেবক্ত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত সেই
অদিতিকে [যিনি জানেন,] সেই অদিতিকেই বিশেষ করিয়া বলিতে-
ছেন যে, যেই অদिति ভূতবর্গসম্বিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন ।
[অগ্ণাণ্ড অংশ পূর্বেবক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায়ই অনুরূপ] ॥ ৭৮ ॥ ৭ ॥

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদা-

গর্ভ ইব স্ফুভতো গর্ভিণীভিঃ ।

দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-

ইবিষ্মদ্ভির্মমুশ্চেভিরগ্নিঃ ॥

এতদৈ তৎ ॥৭৯॥৮॥

ব্যাখ্যা ।

গর্ভিণীভিঃ (গর্ভবতীভিঃ) স্ফুভতঃ (স্বপথ্যভোজনাদিনা পরিপোষিতঃ) গর্ভ ইব অরণ্যোঃ (উত্তরাধরারণ্যোঃ, তৎসদৃশে যজ্ঞে হৃদয়ে চ) নিহিতঃ (স্থিতঃ) [ঘঃ] জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ, জাতং সর্কং বেত্তীতি জাতবেদাঃ—সর্কজ্ঞঃ বিরাট পুরুষশ্চ) মমুশ্চেভিঃ জাগৃবদ্ভিঃ (জাগরণশীলৈঃ, প্রমাদরহিতৈঃ যোগিভিঃ) ইবিষ্মদ্ভিঃ (হবন-কর্তৃভিঃ কশ্বিভিঃ চ সস্তিঃ ইত্যর্থঃ) দিবে দিবে (প্রত্যাহ্ম) ঈড্যঃ (যজ্ঞে স্তবনীয়ঃ, হৃদয়ে চ ধ্যাতঃ) [ভবতি] ; এতৎ বৈ তৎ ইতি পূর্ববৎ ॥

অনুবাদ ।

গর্ভিণীগণ গর্ভস্থ শিশুকে যেরূপ উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ জাগৃবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে প্রমাদরহিত ও হবিষ্মৎ (যাঁহারা যজ্ঞে হোম করেন) মমুশ্চগণ দ্বিবিধ অরণীতে (উত্তরারণী ও অধরারণীতে, অর্থাৎ হৃদয়ে ও যজ্ঞে) নিহিত বা অবস্থিত যে জাতবেদাকে—অগ্নিকে (ভৌতিক অগ্নি ও বিরাট পুরুষ, এই উভয়কে) [উপযুক্ত ক্রিয়া ও সদাচার দ্বারা] পরিপুষ্ট করেন, এবং প্রত্যাহ [হৃদয়ে] ধ্যান ও [যজ্ঞে] স্তব করেন, তিনি সেই বস্তু ॥ ৭৯ ॥ ৮

শাকরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, ষোড়শিযজ্ঞে উত্তরাধরারণ্যোনিহিতঃ স্থিতো জাতবেদা অগ্নিঃ ; পুনঃ সর্কহবিষাং ভোজনা, অধ্যাত্মঞ্চ যোগিভির্গর্ভ ইব গর্ভিণীভিরস্তুর্কভীভিঃ অগর্হিতান্ন-পানভোজনাদিনা যথা গর্ভঃ স্ফুভতঃ স্ফু সন্ম্যগ্ ভূতো লোক ইব, ইথম্বেব ঋত্বিগ্ভির্যোগিভিঃ স্ফুভত ইত্যেতৎ ।

কিঞ্চ, দিবে দিবে অহুহনি ঈড্যঃ স্তব্যো বন্দ্যশ্চ কশ্বিভির্যোগিভিঃ—অধ্বরে হৃদয়ে চ, জাগৃবদ্ভির্জাগরণশীলৈঃ অপ্রমত্তৈরিত্যেতৎ ; ইবিষ্মদ্ভিঃ আত্মাদিমদ্ভিঃ ধ্যানস্তাবনাবদ্ভিঃ, মমুশ্চেভির্গমুশ্চৈরগ্নিঃ । এতদৈ তৎ—তদেব প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৭৯॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—অধিযজ্ঞে অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য যজ্ঞে উত্তর ও অধর অরণীতে * স্থিত অগ্নি সমস্ত হবিঃ (যজ্ঞে প্রদেয় বস্তুকে ‘হবিঃ’ বলা হয়) ভোগ করেন, এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে—গর্ভীগণ কর্তৃক গর্ভ (গর্ভস্থ সন্তান) যেরূপ অদূষিত অন্নপানাদি দ্বারা যথোপযুক্তরূপে পরিপোষিত হয়, সেইরূপ যোগিগণ কর্তৃক সম্যগ্রূপে পরিপোষিত হন অর্থাৎ যাজ্ঞিক (যাজ্ঞিক) ও যোগিগণ কর্তৃক স্ভূত হন ।

আরও এক কথা, এই অগ্নি জাগুবান্—জাগরণশীল অর্থাৎ প্রমাদ-শূণ্য যোগিগণ কর্তৃক হৃদয়ে বন্দনীয় এবং হবিশ্নুং অর্থাৎ আজ্যাদি যজ্ঞোপকরণ-সম্পন্নগণ কর্তৃক যজ্ঞে অর্চনীয় । [অভিপ্রায়ঃ এই যে,] তিনি যাজ্ঞিক ও ধ্যানী, উভয়প্রকার মনুষ্যেরই সেবনীয় । এই বিরাদ্রূপী অগ্নিই সেই প্রস্তাবিত ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৯ ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেতি সূর্য্য অস্তুং যত্র চ গচ্ছতি ।

তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তু নাত্যেতি কশ্চন ।

এতদ্বৈ তৎ ॥৮০॥৯॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনশ্চ মহিমোক্তিপূর্ব্বকং তৎ পৃষ্টং বিশিষ্যাহ, যতশ্চোদেতীতি]—সূর্য্যঃ [প্রত্যহম্] যতঃ (যস্মাৎ প্রাণাৎ উদেতি), [প্রলয়কালে চ] যত্র (যস্মিন্ চ) অস্তম্ (অদর্শনম্) গচ্ছতি । সর্বে দেবাঃ (প্রকাশন-স্বভাবানি ইন্দ্রিয়ানি) তম্ (প্রাণম্) অর্পিতাঃ (তমাশ্রিত্য স্থিতা ইত্যর্থঃ) । তৎ (তৎ সর্বদেবাপ্রয়ম্) কশ্চন (কোহপি) [গুণতঃ স্বরূপতো বা] ন উ (নৈব) অত্যেতি (অতিক্রামতি) । এতদ্বৈ তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ ॥

* তাৎপর্য্য,—অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠখণ্ডকে ‘অরণী’ বলা হয় । যে দুই খণ্ড কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার উপরের খণ্ডকে ‘উত্তর অরণী’ ও নিম্নের খণ্ডকে ‘অধর অরণী’ বলা হয় । এখানে ‘অগ্নি’ শব্দে ভৌতিক অগ্নি ও বিরাদ্রী পুরুষ, উভয়ই বুঝিতে হইবে । কর্ণীগণ লৌকিক যজ্ঞে যেরূপ কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নির অভিব্যক্তি সম্পাদন করেন, সেইরূপ যোগিগণ স্বীয় হৃদয়ে বিরাদ্রী পুরুষের ধ্যান করেন ।

অনুবাদ ।

[পুনশ্চ মহিমপ্রদর্শন-পূর্বক নচিকেতার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন]—সূর্য্যদেব সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উদ্ভূত হন এবং প্রলয়কালেও যাহাতে অন্তর্ভুক্ত হন, সমস্ত দেবতাগণ অর্থাৎ প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ কেহই তৎস্বরূপাতিরিক্ত নহে । ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, যতশ্চ যস্মাৎ প্রাণাৎ উদেতি উত্তিষ্ঠতি সূর্য্যঃ, অন্তঃ নিয়াননং তিরোধানং যত্র যস্মিন্বেব চ প্রাণে অহ্নুহনি গৃচ্ছতি ; তৎ প্রাণমাত্মানং দেবাঃ সর্কেৎগ্যাদয়ঃ অধিদৈবম্, বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মম্, সর্কে বিশ্বে অরা ইব রথনাভৌ অর্পিতাঃ সম্ভবেশিতাঃ স্থিতিকালে ; সোহপি ব্রহ্মৈব ; তদেতৎ সর্কাত্মকং ব্রহ্ম । তৎ উ নাতেতি নাভীত্য তদাত্মকতাং তদন্তঃ গচ্ছতি কশ্চন কশ্চিদপি । এতদে তৎ ॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—সূর্য্য প্রতিদিন যে প্রাণ হইতে উদয় লাভ করেন এবং যে প্রাণে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হন, সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ দেবদিকারে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, আর দেহদিকারে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণরূপী আত্মাতে অর্পিত আছে, অর্থাৎ অবস্থিতিকালে তাঁহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে । উল্লিখিত প্রাণও নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই ব্রহ্মই সর্কাত্মক বা সর্ব্বময় ; [অতএব] কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ তদাত্মকতা ত্যাগ করিয়া তন্তিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় না । ইহাই সেই—॥ ৮০ ॥ ৯ ॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদস্মিহ ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥৮১॥১০॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীম্ আত্মনঃ সার্বকালিকমেকত্বং দর্শয়িতুমাহ, যদিতি] । ইহ (‘অস্মিন্ লোকে’) যৎ (আত্মবস্তু), অমুত্র (পরকালেহপি) তৎ (তদেব, ন তু

ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ) । [তথ'] অমুক্ত (পরলোকে) যৎ (আত্মবস্তু), ইহ' (অগ্নিন্ লোকেহপি) তৎ অমুক্ত (অমুক্তম্, ন ততঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ) । অথবা,— ইহ (প্রত্যক্ষপরিদৃশ্তে কার্যোপাধৌ দেহে) যৎ (চৈতন্যম্), অমুক্ত (অদৃশ্তে কারণোপাধৌ মায়ায়াম্ অপি) তদেব (ন ততোহত্ৰুদিত্যর্থঃ) । [তথা] অমুক্ত (কারণোপাধৌ যৎ (চৈতন্যম্), ইহ (কার্যোপাধৌ অপি) তৎ (তদেব চৈতন্যম্) অমুক্ত (অমুক্তম্) । যুঃ (জনঃ) ইহ (আত্ম-চৈতন্যয়োঃ) নানা ইব (উপাধিভেদাৎ ভেদমিব) পশুতি, সঃ (ভেদদর্শী) মৃত্যোঃ মৃত্যাম্ (মরণাৎ পরমপি মরণম্, ভূয়োভূয়ো মরণমমৃত্যবতীত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

এখন আত্মচৈতন্যের সার্বকালিক 'একত্ব' প্রদর্শন করিতেছেন, ইহলোকে যে আত্মা, স্বর্গাদি পরলোকেও সেই আত্মাই, এবং পরলোকে যে আত্মা, ইহলোকেও সেই আত্মাই অমুক্ত থাকে । অথবা, এই কার্যোপাধি দেহে যে চৈতন্য, অদৃশ্য কারণোপাধি (ঈশ্বরোপাধি) মায়াতেও সেই চৈতন্যই; আর সেই কারণোপাধিতে যে চৈতন্য, এই কার্যোপাধি দেহেও সেই একই চৈতন্য অমুখ্যত রহিয়াছেন । যে লোক এই চৈতন্যে নানাভাবেয় জ্ঞায় দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণ-প্রবাহ লাভ করে ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।

যদ্ ব্রহ্মাদি-স্বাবরীভেষু বর্তমানং তত্তত্বপাধিত্বাদব্রহ্মবদবভাসমানং সংসার্যাত্মং পরস্মাদব্রহ্মণ ইতি মাভূৎ কশ্চিদাশঙ্কা, ইতীদমাহ—

যদেবেহ কার্যকারণোপাধিসম্বিতং সংসারধর্মবৎ অবভাসমানম্ অবিবেকিনাম্, তদেব স্বাত্মস্বম্ অমুক্ত, নিত্যবিজ্ঞানঘনস্বভাবং সর্বসংসারধর্মবর্জিতং ব্রহ্ম । যচ্চ অমুক্তে অমুগ্নিন্ আত্মনি স্থিতম্, তদস্বিহ—তদেবেহ নাম-রূপ-কার্য-কারণো-পাধিমমু বিভাব্যমানং নাশ্রুৎ ৷ তত্রৈবং সতি উপাধিস্বভাব-ভেদদৃষ্টিলক্ষণয়াহবিজ্ঞয়া মোহিতঃ সন্ য ইহ ব্রহ্মণি অনানাত্বতে 'পরস্মাদন্তোহহং, মন্তোহত্মং পরং ব্রহ্ম' ইতি নানৈব ভিন্নমিব পশুতি উপলভতে; স মৃত্যোঃ মরণাৎ মৃত্যুং মরণং পুনঃ পুনর্জন্ম-মরণভাবম্ আপ্নোতি প্রতিপশুতে । তস্মাৎ তথা ন পশ্যেৎ । বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্যেণ আকাশবৎ পরিপূর্ণং ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি পশ্যেদেতি বাক্যার্থঃ ॥ ৮১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্যন্ত সর্ব বস্তুতে অবস্থিত এবং বিভিন্ন উপাধি-
যোগে অব্রহ্মভাবে প্রতীয়মান যে সংসারী বা জীব-চৈতন্য, সেই
সংসারী চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ; এইরূপ কাহারও আশঙ্কা
হইতে পারে, সেই আশঙ্কা-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে এই কথা বলিতেছেন—

এখানে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ কার্য-কারণোপাধিসম্বিত থাকায় (১)
বিবেকহীন জনগণের নিকট যে চৈতন্য [জন্ম-মরণাদিরূপ] সংসার-
ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হন ; স্বহৃদয়াভিব্যক্ত সেই চৈতন্যই পশ্চাৎ
নিত্য বিজ্ঞানময় ও সর্ববিধ সংসার-ধর্ম্মরহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব
প্রাপ্ত হন । পশ্চান্তরে, সেই কারণোপাধিতে (অমূত্র) যে চৈতন্য
অবস্থিত, সেই চৈতন্যই আবার এই নাম-রূপ ও কার্যকারণাত্মক
উপাধিতে অনুগতভাবে প্রতীত হন, কিন্তু [তাহা হইতে] অন্য নহে ।
জীব ও ঈশ্বরোপাধিতে যখন চৈতন্যের একত্বই নির্দ্ধারিত হইল, তখন
যে ব্যক্তি উপাধিসম্বন্ধ ও ভেদজ্ঞানের কারণীভূত অবিজ্ঞা দ্বারা
বিমোহিত হইয়া অভিন্নস্বরূপ এই ব্রহ্মে 'আমি পরব্রহ্ম হইতে অন্য,
এবং পরব্রহ্মও আমি হইতে পৃথক্' এইভাবে যেন নানাভূই দর্শন করে,
অর্থাৎ ভেদবৎ উপলব্ধি করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু—মরণ
অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণভাব প্রাপ্ত হয় । অতএব, ঐরূপ ভেদদর্শন

(১) তাৎপর্য—বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, “কার্যোপাধিরূপঃ জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ ।”
অভিপ্রায় এই যে, যে মায়া হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মায়াতে প্রতিফলিত
চৈতন্যের নাম 'ঈশ্বর', এবং ঈশ্বরোপাধি সেই মায়ার নাম 'কারণোপাধি' । সেই মায়া
হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চৈতন্যের নাম 'জীব' ও তদুপাধি অন্তঃকরণের নাম
'কার্যোপাধি' । দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি জীবোপাধি হইলেও প্রধানতঃ অন্তঃকরণই তাহার অভিব্যক্তি-
স্থান বলিয়া, অন্তঃকরণকেই সাধারণতঃ তাহার 'উপাধি' বলিয়া ব্যবহার করা হয় । সংসার-
দশায় উক্ত কার্যোপাধি-পরিচ্ছিন্ন ও সুখ-দুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতীয়মান যে জীবচৈতন্য,
আর কারণোপাধিগত সর্বব্যাপক যে ঈশ্বরচৈতন্য, উভয়ই এক—অভিন্ন, কেবল অবিজ্ঞাবশতঃ
উপাধিক ভেদ বোধ হয় মাত্র ; সেই অবিজ্ঞা-বিগমে উপাধিকৃত পরিচ্ছদ বিলুপ্ত হইয়া যায় ;
সুতরাং উভয়ের ভেদ-বোধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উভয়ের—উভয়ের কেন, সর্বত্রই এক-
মাত্র চৈতন্যের স্মৃতি হইতে থাকে ।

করিবে না ; পরন্তু, 'আমি আকাশবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই বটে
এইরূপে দর্শন করিবে ॥৮১॥১০॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ।

এতদ্বৈ তৎ ॥৮২॥১১॥

ব্যাখ্যা :

[ইদানীং চৈতন্যৈকত্বদর্শনোপায়ং বিবক্ষন্ ভেদদর্শনম্ অপবদতি,—
মনসৈবেতি] । মনসা (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশসংশোধিতেন অস্ত্যঃকরণেন) এব ইদম্
(ব্রহ্মৈকত্বম্) আপ্তব্যম্ (উপলভ্যম্) [নাগ্নেন কেনচিৎ, ইত্যভিপ্রায়ঃ] । ইহ
(ব্রহ্মণি) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি অত্যল্পমপি ইত্যর্থঃ) নানা (ভেদঃ) নাস্তি,
[ইত্যেতৎ ব্রহ্মাবগতো বুদ্ধ্যতে, ইতি বাক্যশেষঃ] । য ইহ নানা ইব [নতু
নানাভ্যমস্তি] পশ্যতি, স মৃত্যোঃ [পরম্] মৃত্যুং গচ্ছতি । [অগ্ন-ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥

অনুবাদ :

একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব (ব্রহ্মের একত্ব) প্রাপ্ত বা অবগত
হইতে হইবে । এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাভ্য নাই । শেবাংশের অর্থ
পূর্ব্ববৎ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

প্রাগৈকত্ববিজ্ঞানাৎ আচার্য্যাগম-সংস্কৃতেন মনসৈব ইদং ব্রহ্ম একরসমাপ্তব্যম্—
'আত্মৈব নাগ্নদস্তি' ইতি । আপ্তে চ নানাভ্যপ্রত্যুপস্থাপিকায়্যা অবিজ্ঞায়্যা নিবৃত্তত্বাৎ
ইহ ব্রহ্মণি নানা নাস্তি কিঞ্চন—অণুমাত্রমপি । যস্ত পুনরবিজ্ঞা-তিমিরদৃষ্টিং ন
মুঞ্চতি—ইহ ব্রহ্মণি নানেব পশ্যতি ; স মৃত্যোর্মৃত্যুং গচ্ছত্যেব—স্বল্পমপি
ভেদমধ্যারোপয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ ১১ ॥

• ভাষ্যানুবাদ ।

ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশ মনের
সংস্কার বা নির্মলতা সম্পাদন করিয়া সেই সংস্কৃত মনের দ্বারাই এক-
রস (এক—অধগু) ব্রহ্মকে পাইতে হইবে, অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই
(ব্রহ্মই) সৎ, তন্তিন্ন আর সমস্তই অসৎ, [ইহা বুঝিতে হইবে] ।

এই ব্রহ্মৈকত্ব বিজ্ঞাত হইলে বানাহ বা ভেদবুদ্ধি-সমুৎপাদক অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হইয়া যায় ; সুতরাং তখন এই ব্রহ্মে কোনরূপ অর্থাৎ অত্যন্ন-মাত্রও নানা (ভেদ) থাকে না বা প্রতীতির বিষয় হয় না ! কিন্তু, যে লোক অবিজ্ঞা-তিমিরদৃষ্টি (অবিজ্ঞাময় মোহদর্শন) ত্যাগ করে না, এই ব্রহ্মে যেন নানাভাবই দর্শন করে, সে লোক সেই অত্যন্নমাত্র ভেদ আরোপণের ফলেও নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥৮২॥১১॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূতভব্যশ্চ ন ততো বিজুগুপসতে । *

এতদৈ তৎ ॥৮৩॥১২॥

ব্যাখ্যা ।

[আত্মনঃ ছজ্জৈরিত্বাৎ পুনরপি তৎস্বরূপমেবাহ,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি] । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ ; উপাধিবৃত্তান্তঃকরণশ্চ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তৎপরিমাণ ইত্যর্থঃ) । পুরুষঃ (আত্মা) মধ্য আত্মনি (শরীরমধ্যে) তিষ্ঠতি ; [স এব চ] ভূত-ভব্যশ্চ (মতীতশ্চ অনাগতশ্চ) [বর্তমানশ্চ চ] ঈশানঃ (প্রভুঃ শাসকঃ) । ততঃ (তৎস্বরূপবিজ্ঞানাৎ পরম্) ন বিজুগুপসতে (সর্বভয়-বিরহিতব্রহ্মস্বরূপলাভাৎ আত্মানং ন কুতশ্চিৎ গোপায়িতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ) । অগ্ৰং সর্বং পূর্ববৎ ॥

অনুবাদ ।

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হওয়ার অঙ্গুষ্ঠমাত্র অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ (আত্মা) আত্ম-মধ্যে অর্থাৎ দেহাত্মান্তরে অবস্থান করেন ; অথচ সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ [ও বর্তমান, এই কালত্রয়ের] ঈশ্বর (শাসক) । তাঁহাকে জানিলে [কেহই আর] আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না । ইহাই সেই বস্তু ॥৮৩॥১২

শাকরভাষ্যম্ ।

পুনরপি তদেব প্রকৃতং ব্রহ্মাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রোহঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ । অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকম্, তচ্ছিত্তবর্ত্যন্তঃকরণোপাধিরঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র-বংশপর্বমধ্যবর্ত্য-স্বরবৎ । পুরুষঃ—পূর্ণমনেন সর্বমিতি । মধ্য আত্মনি শরীরে তিষ্ঠতি যঃ তমাত্মান-মীশানং ভূত-ভব্যশ্চ বিদিত্বা ন তত ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ সেই প্রস্তাবিত ত্রৈলোক্য বিষয়ই বলিতেছেন,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র
অর্থ—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ; সাধারণতঃ হৃৎপদ্মের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ ;
সুতরাং সেই হৃৎপদ্মের ছিদ্রস্থিত অন্তঃকরণরূপ জীবোপাধিটিও অঙ্গুষ্ঠ-
পরিমিত ; অতএব অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বংশ-পর্বের মধ্যবর্তী আকাশের
যে রূপ 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' ব্যবহার হয়, সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তঃকরণে
প্রতিফলিত আত্ম-চৈতন্যকেও 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা
হইয়া থাকে । ইহাদ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণতা লাভ করে, সেই
'পুরুষ' পদবাচ্য যে চৈতন্য আত্ম-মধ্যে—শরীরে অবস্থান করেন ; ভূত
(অতীত) ও ভব্য (যাহা হইবে), এতদুভয়ের ঈশানকে (শাসন-
কর্তাকে) জানিয়া—“ন ততঃ” ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা
পূর্ববৎ ॥ ৮৩ ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ ।

ঈশানো ভূতভব্যশ্চ স এবাশ্চ স উ শ্বঃ ।

এতদৈ তৎ ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনরপি তদেবাহ,—অঙ্গুষ্ঠেতি] । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (পূর্ববৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ)
পুরুষঃ (আত্মা) অধুমকঃ (অধুমকং ধূমরহিতম্) জ্যোতিঃ (.তেজঃ) ইব, ভূত-
ভব্যশ্চ ঈশানঃ [চ] । স এব (পুরুষঃ) অশ্চ [বর্ততে] ; .শ্বঃ উ (ষ্ণোহপি
ভবিষ্যৎকালেহপি) সঃ [এব পুরুষঃ] [বর্তিষ্যতে] । অশ্চৎ পূর্ববৎ ॥

অনুবাদ ।

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সেই পুরুষই নিধূম জ্যোতির গায় (উজ্জল) এবং ভূত ও
ভব্যের ঈশান । সেই পুরুষই অশ্চ [বর্তমান আছেন] এবং কল্যাণ সেই পুরুষই
[বর্তমান থাকিবেন], অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে একই অবিকৃত
আত্মা থাকুক ; পৃথক্ নহে ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ, অধুমকমিতি ধূমং জ্যোতিঃ-

‘পরত্যাং । যদ্বৈশং লক্ষিতো যোগিত্ত্বদর ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত, স এব নিতাঃ কূটস্থোহস্তোদানীং প্রাণিষু বর্তমানঃ, ঋ উ শ্বোহপি বর্তিষ্যতে, নাশ্চস্তুংসমোহস্তচ অনিষ্যত ইত্যর্থঃ । অনেন “নারমস্তীতি চৈকে” ইত্যয়ং পক্ষো ত্রায়তো- হপ্রাশ্ণোহপি স্ববচনেন শ্রুত্যা প্রত্যুক্তঃ ; তথা ক্ষণভঙ্গবাদশ্চ ॥ ৮৪ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ :

অপি চ, সেই অক্ষুণ্ণ-পরিমিত পুরুষ অধুমক (ধূমহীন) জ্যোতির গায় । ~~অধুমকঃ~~ ‘অধুমকঃ’ শব্দটি পুংলিঙ্গ থাকিলেও ক্লীবলিঙ্গ জ্যোতির বিশেষণ হওয়ায় ‘অধুমকম্’ বুঝিতে হইবে । যোগিগণ স্বহৃদয়ে অর্থাৎ সমাহিতচিত্তে ঐহিক এইরূপ ভূত-ভব্যের ঈশান বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই নিত্য কূটস্থ পুরুষই অতঃ অর্থাৎ এখনও সমস্ত প্রাণীতে বর্তমান আছেন, এবং কল্যাণ বর্তমান থাকিবেন । অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে পৃথক্ কেহ জন্মিবে না । কেহ কেহ বলেন, ‘পরলোকগামী আত্মা নাই’ পূর্বেবাক্ত এই পক্ষটি যুক্তি-বিরুদ্ধ ; সুতরাং অসম্ভব হইলেও ~~অধুমকঃ~~ নিজস্বাক্যে তাহার প্রত্যাখ্যান করিলেন, ইহা দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদও (১) প্রত্যাখ্যাত হইল ॥ ৮৪ ॥ ১৩ ॥

যথোদকং ছুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি ।

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্তানেবানুবিধাবতি ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

[ভেদদর্শনফলম্ অনর্থ-লাভং স্পষ্টয়তি,—যথেন্তি] । পর্বতেষু ছুর্গে (ছুর্গমে উর্ন-ভাগে) বৃষ্টম্ উদকং যথা বিধাবতি (বিবিধতয়া অধোভাগে ধাবতি গচ্ছতি) ; এবম্ [আত্মনঃ] ধর্ম্মান্ পৃথক্ (আত্মনো ভিন্নান্) পশ্যন্ (জানন্-জনঃ) তানেব (শরীর-ভেদান্) অনু (তদর্শনানন্তরমেব) বিধাবতি (প্রাপ্নোতি), [ন মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥

(১) তাৎপর্য—ক্ষণভঙ্গবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি মত । সেই মত এইরূপ—ক্ষণভঙ্গ-বাদীরা বলেন যে, জগতে যে কোন পদার্থ আছে, সমস্তই ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী ; অতোক সমস্তই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে এবং পরক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে । আত্মাও ক্ষণিক ; বুদ্ধিই আত্মা ; বুদ্ধির অতিরিক্ত নিত্য স্থির কোন আত্মা নাই ; সুতরাং আত্মার পরলোক-সম্বন্ধও নাই ; বুদ্ধি ক্ষণিক হইলেও তাহার প্রবাহ বা ধারাটি চিরস্থায়ী ; যেমন স্রোতের জল স্থির না থাকিলেও স্রোতটি স্থির থাকে, ক্ষণাত্ম বুদ্ধির অবস্থাও সেইরূপ । এখানে একই আত্মার পূর্বাপর কালসম্বন্ধ উল্লেখ থাকায় সেই ক্ষণভঙ্গবাদের প্রতিবাদ করা হইল, বুঝিতে হইবে ।

অনুবাদ ।

ভেদদর্শনের অনর্থমর ফল প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন পর্বতে ছর্গমপ্রদেশে পতিত মেঘোদক নিম্নপ্রদেশে নানাভাবে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি আত্মার বিবিধ ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি সেই ভেদদর্শনের পরই নানাবিধ শরীর-প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥ ১৪

শাক্তরভাষ্যম্ ।

পুনরপি ভেদদর্শনাপবাদং ব্রহ্মণ আহ,—যথা উদকং ছর্গে ছর্গমে দেশে উচ্ছিতে বৃষ্টং সিক্তং পর্বতেষু পর্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু বিধাবতি বিকীর্ণং সদ্ বিনশতি এবং ধর্ম্মান্ আত্মনো ভিন্নান্ পৃথক্ পশুন্ পৃথগেব প্রতিশরীরং পশুন্ তানেব শরীরভেদামুবর্তিনঃ অনুবিধাবতি—শরীরভেদমেব পৃথক্ পুনঃ পুনঃ প্রতিপত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ ১৪

ভাষ্যানুবাদ ।

পুনশ্চ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভেদদর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—ছর্গ অর্থাৎ ছর্গম উন্নতপ্রদেশে বৃষ্ট অর্থাৎ মেঘনির্ম্মুক্ত উদক যেমন পর্বতে অর্থাৎ পর্বতবিশিষ্ট নিম্নপ্রদেশসমূহে বিশেষরূপে ধাবমান হয়—ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ যে লোক আত্মধর্ম্মসমূহ প্রত্যেক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করে, সেই লোক বিভিন্ন শরীরগত সেই সকল ভেদাভিমুখে ধাবিত হয় ; অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় ; [কখনও আর মুক্ত হইতে পারে না] ॥ ৮৫ ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুক্রে শুক্ৰমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবং মূনের্বিজানত আত্মা ভবতি গোতম ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়োধ্যায়ৈ প্রথম বর্ষী সমাপ্তা ॥ ২ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।

[ব্রহ্মৈকত্বদর্শিনস্ত নৈবুমিত্যাহ,—যথেন্তি] । হে গোতম ! যথা শুক্ৰম্ উদকং শুক্রে [উদকে] সিক্তম্ (নিক্সিপ্তং সৎ) তাদৃগেব (শুক্ৰমেব) ভবতি, [ন তু পৃথক্ তিষ্ঠতি] বিজানতঃ (একত্বং পশুতঃ) মূনেঃ (মননশীলস্ত) আত্মা (অদ্বিতীয়-ব্রহ্মস্বরূপম্) এব ভবতি, [ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত্যা বিমুচ্যতে ইতি ভাবঃ] । গোতমেতি নচিকेतসঃ সঙ্ঘোধানম ॥

অনুবাদ ।

হে গৌতম নচিকেতঃ ! শুদ্ধ বা নির্মল জল নির্মল জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন তাদৃশই (নির্মলই) হইয়া যায়, তেমনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্বাভিজ্ঞ মুনির আত্মাও ব্রহ্মই হয় ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

অশ্রু পুনর্বিজ্ঞাবতো বিধবস্তোপাধিকৃতভেদদর্শনশ্রু বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনৈকরসম্ অদ্বয়ম্ আত্মানং পশুতো বিজ্ঞানতো মুনের্মননশীলশ্রু আত্মস্বরূপং কথং সম্ভবতীতি উচ্যতে, যথা উদকং শুদ্ধে প্রসরে শুদ্ধং প্রসন্নম্ আসিক্তং প্রক্ষিপ্তম্ একরসমেব নাশ্রুথা তাদৃগেব ভবতি আত্মাপ্যেবমেব ভবতি, একত্বং বিজ্ঞানতো মুনেঃ মনন-শীলশ্রু; হে গৌতম ! তস্যাং কুতর্কিকঃ ভেদদৃষ্টিং নাস্তিককুদৃষ্টিঞ্চ উজ্জিত্বা মাতাপিতৃ-সহস্রেভ্যোহপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টম্ আত্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্শৈ-রাদরণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীমদাচার্য্য-শ্রীশকরভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে বিদ্বানের উপাধিকৃত ভেদদর্শন বা ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গিয়াছে, বিশুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিভূত পরিচ্ছেদরহিত, বিজ্ঞানঘন, একরস অদ্বিতীয় আত্মদর্শী সেই মুনির আত্মা কি প্রকার হয় ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, শুদ্ধ অর্থাৎ প্রসন্ন বা নির্মল জল অপর শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, একাকার অর্থাৎ তদ্রূপই হইয়া যায়, ইহার অন্তথা হয় না, হে গৌতম (নচিকেতঃ) ! বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আত্মৈকত্বদর্শী মুনির (মননশীলের) আত্মাও ঠিক সেইরূপই হইয়া যায় । অতএব, কুতর্কিকগণের ভেদোপদেশ ও নাস্তিকগণের অসদ্বুদ্ধি পরিত্যাগ-পূর্বক সহস্র সহস্র মাতাপিতা অপেক্ষাও হিতৈষিণী শ্রুতির উপদেশে অভিমান ত্যাগ করিয়া আদর করা উচিত ॥ ৮৬ ॥ ১৫ ॥

ইতি কঠোপনিষদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লীর ভাষ্যানুবাদ

সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ১ ॥

द्वितीया बली ।

पुरमेकादशद्वारमज्जावक्रचेतसः ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ।

. एतद्वै तत् ॥ ८१ ॥ १ ॥

व्याख्या ।

[पुरमिति] । एकादशद्वारम् (शीर्षग्यानि सप्त, नाभिरैका, प्रायुपस्थे द्वे, शिरसि एकम्, इति एकादश द्वारानि यत्र, तत् एकादशद्वारम्) पुरम् (देहम्), अवक्रचेतसः (अवक्रम् अकुटिलम् आदित्यप्रकाशवत् नित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो विज्ञानमश्नुति, नित्यप्रकाशरूपम्) अज्जम् (जन्मरहितम्) ब्रह्मणः, [अधीनमिति] अनुष्ठाय (तदधीनतया निश्चित्य) [ममतात्यागात् विवेकी ज्ञनः] न शोचति । [देहत्यागात् प्रागेव अविद्याकृपात्] विमुक्तः (अहकारादिवक्त्ररहितः सन्) [देहपातात् परम्] विमुच्यते (कैवल्यं प्राप्नोति भवति) [न पुनर्जायते इत्यभिप्रायः] । एतत् वै तत् इति प्रागेव व्याख्यातम् ॥

अनुवाद ।

मस्तके—चक्रुर्वर, कर्णवर, नासिकाद्वय, मुख, এই সপ্ত এবং ব্রহ্মরক্ত এক, অধোদেশে নাভি এক, ও মল-মূত্রদ্বার দুই, এই একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট পুর অর্থাৎ নগরস্বরূপ এই দেহটি অপরিবর্তনশীল চৈতন্যময় অজ—জন্মরহিত ব্রহ্মের অধীন; বিবেকী জ্ঞান এইরূপ অবধারণ করিয়া [আমি, আমার ইত্যাদি বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ] শোক বা দুঃখ ভোগ করে না; এবং [অবিজ্ঞানকর হওয়ায়] এই দেহেই বিমুক্ত হইয়া পশ্চাৎ দেহপাতের পর বিশেষভাবে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়; সে লোক আর জন্মধারণ করে না] ॥৮১॥১॥

शाकरोभायम् ।

पुनरपि प्रकारान्तरेण० ब्रह्मत्वनिर्द्धारणार्थोऽयमारम्भः—दुर्विज्ञेयत्वादब्रह्मणः । पुरं पुरमिव पुरम्, द्वारपालाधिष्ठात्राद्यनेकपुरोपकरणसम्पत्तिदर्शनात् शरीरं पुरम् । पुरं सोपकरणं स्वात्मना असंहतस्वतन्त्रस्वाम्यर्थं दृष्टम्, तथेदं पुर-सामान्यात् अनेकोपकरणसंहतं शरीरं स्वात्मना असंहतराजस्थानीयस्वाम्यर्थं उचितमिति । तच्चेदं शरीराद्यं पुरम् एकादशद्वारम्; एकादश द्वारान्याम्—सप्त

শীর্ষ-্যানি, নাভ্যা সহার্কাঞ্চি ত্রীণি, শিরশ্চেকম্, তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্ । কশ্চ ?
—অকশ্চ জন্মাদিক্রিয়ারহিতশ্চ আত্মনো রাজহানীয়শ্চ পুরধর্মবিগ্ৰহশ্চ ।
অবক্রচেতসঃ, অক্রম্ অকুটিগম্ আদিত্যপ্রকাশবৎ নিত্যমেবাবস্থিতম্ একরূপং
চেতো বিজ্ঞানমশ্বেতি অবক্রচেতাঃ, তশ্চ অবক্রচেতসো রাজহানীয়শ্চ ব্রহ্মণঃ ।
যশ্চেতং পুরম্, তং পরমেশ্বরং পুরস্বামিনম্ অনুষ্ঠায় ধ্যাওয়া ; ধ্যানং হি তশ্চানুষ্ঠানং
সমাগ্-বিজ্ঞানপূর্বকম্ । তং সর্বেষণাবিনিমুক্তং সন্ সমং সর্বভূতস্থং ধ্যাওয়া ন
শোচতি । তদ্বিজ্ঞানাদভয়প্রাপ্তেঃ শোকাবসরাভাবাৎ কুতো ভয়েক্ষা । ইহৈবা-
বিগ্নাকৃতকামকর্মবন্ধনৈর্বিমুক্তো ভবতি । বিমুক্তশ্চ সন্ বিমুচ্যতে—পুনঃ শরীরং
ন গৃহ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ ।

ব্রহ্ম অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয় ; এই কারণে পুনঃ প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্ব
নিরূপণের উদ্দেশ্যে এই বল্লী আরম্ভ হইতেছে,—‘পুর’ অর্থ—পুর-
সদৃশ, প্রসিক পুরে (নগরে) যেমন দ্বারপাল, পুরস্বামী ও পুরোপযোগী
অগ্ৰাণ্য বস্তু থাকে, এই শরীরেও সেই সমস্ত বিচ্যমান থাকায় এই
শরীর ‘পুর’ বলিয়া কথিত হয় । দেখা যায়—পুর ও পুরোপকরণ
বস্তুগুলি, পুরের সহিত যিনি সংহত নহেন, অর্থাৎ পুরের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে
যাঁহার স্বরূপতঃ ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, এমন একজন স্বাধীন স্বামীর
(পুরাধিপতির) অধীন থাকে ; পুরসদৃশ থাকায় অনেকপ্রকার
উপকরণ (দ্বারপালাদিস্থানীয় ইন্দ্রিয়াদি-) সমন্বিত এই শরীরও
সেইরূপ শরীরের সহিত অসংহত (শরীরের হ্রাসবৃদ্ধিতে যাঁহার হ্রাস-
বৃদ্ধি নাই, এমন) একজন রাজহানীয় স্বামীর অধীন থাকা আবশ্যিক ।
সেই এই শরীরসংক্রমক পুরটি একাদশ দ্বারযুক্ত ; তন্মধ্যে মস্তকে
সপ্ত (চক্ষুরয়, শ্রোত্রবয়, নাসারয় ও মুখ), নাভিসহ অধোবর্তী তিন
(নাভি, পায়ু ও উপস্থ), ব্রহ্মরক্ষ এক ; এই একাদশটি দ্বার থাকায়
শরীররূপ পুরটিও একাদশ দ্বারযুক্ত * । এই পুরটি কাহার ?

* তাৎপর্য—পুরসদৃশমাহ্বারৈতি । দৃষ্টান্তে দ্বারপালাঃ—ভট্টাঃ, তেবাম্ অধিষ্ঠাতারঃ—
অধিপত্যঃ । ‘আদি’ শব্দেন মন্দি-বন্দি-সপ্তপ্রাকার-বহ্নাটালিকাদিগৃহ্যতে । দাষ্ট্যাস্তিকে তু—মূর্ধ-

[উত্তর—] যিনি অঙ্গ অর্থাৎ জন্মাদিবিকার-রহিত, পুর হইতে বিভিন্নপ্রকার ও স্বাধীন রাজস্থানীয় আত্মা, এবং যিনি অবক্রচেতা অর্থাৎ মাহার চৈতন্য—বিজ্ঞান কখনও বক্র বা কুটিল নহে, পরন্তু সূর্যের ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান ও কূটস্থ বা চিরস্থিত, সেই আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের [পুর বা অভিব্যক্তি-স্থান]। যাহার এই পুর, সেই পুরস্বামী পরমেশ্বরকে অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ ধ্যান করিয়া লোকে আর শোকপ্রাপ্ত হয় না। তাঁহার যথার্থস্বরূপ বিজ্ঞানপূর্বক যে ধ্যান, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠান, অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান-পূর্বক যে ধ্যান, তাঁহার পক্ষে তস্তিন্ন আর কোনরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব-পর হয় না। [বিবেকী পুরুষ] সর্বপ্রকার কামনা-রহিত হইয়া সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সেই পুরস্বামী আত্মাকে ধ্যান করিলে

নাভিসহিত-চক্ষুঃশ্রোত্র-নাসিকা-মুখাধোরক্তাণি দ্বারাণি ; দ্বারপালাঃ—চক্ষুরাদৌনি ইল্লিয়াণি । নাভেঃ সমানঃ, মূৰ্দ্ধশ্চ প্রাণঃ, তেষামধিষ্ঠাতারঃ—দিগ্বাতাদয়ঃ । ‘আদি’শব্দেন ত্বঙ্মাংস-রুধির-মেদো-মজ্জাহিঙ্গায়বঃ প্রাকারসদৃশাঃ । মূলাধারাজ্জাণানি অট্টালিকাসদৃশানি ; সন্ধয়ঃ যন্ত্রাণি ; রোমাণি প্রাকারোপরিস্থিত-বিশাখসদৃশানি, ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্ । (গোপাল-যতীন্দ্র-টীকা) ।

ভাবার্থ—ভাষ্যে ‘দ্বারপাল’ ইত্যাদি কথায় লোক-প্রসিদ্ধ পুরের সহিত শরীরের সাদৃশ্য সূচিত হইতেছে ; দৃষ্টান্ত-স্থলে দ্বারপাল হয় ভটগণ (বীরগণ) ; অধিপতি বা স্বামী হন—তাহাদের অধিষ্ঠাতা বা নেতা । ভাষ্যোক্ত ‘আদি’ পদে মল্লী, বন্দী (স্তুতিপাঠক) সপ্ত প্রাকার—প্রাচীর, যন্ত্র ও অট্টালিকা প্রভৃতি পুরোপযোগী বস্তুসমূহ বুঝিতে হইবে । দার্ষ্টান্তিক স্থলেও (শরীররূপ পুরে) মূৰ্দ্ধন (ব্রহ্মরক্ত), নাভি, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, নাসিকা ও মুখ এবং অধোবর্তী—রক্তদ্বয় (মল-মূত্রদ্বার), এই একাদশটি রক্তকে দ্বার এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইল্লিয়-সমূহকে সেই দ্বারের দ্বারপাল বলা হইয়াছে । আর সমান-নামক বায়ু নাভির এধঃ প্রাণবায়ু ব্রহ্মরক্তের দ্বারপাল । দিক্, বাত, সূর্য, প্রচেতা, জম্বিনীকুমার, এই দেবতাগণ আবার সেই দ্বারপাল-স্থানীয় ইল্লিয়গণের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক । ভাষ্যোক্ত ‘আদি’ শব্দে—ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ু প্রভৃতিকে শরীর-পুরীর প্রাচীর-স্থানীয় বুঝিতে হইবে । আর মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত বিদ্বন্ধ ও আজ্জা, এই ষট্চক্র দেহ-পুরের অট্টালিকা-স্থানীয় । দৈহিক সন্ধিসমূহ যন্ত্রস্থানীয়, এবং রোমনিচয় প্রাচীরোপরিস্থিত তুণাদিসদৃশ । এইরূপে পুরের অঙ্গাঙ্গ অংশেও শরীরের সাদৃশ্য যোজনা করিয়া লইতে হইবে ।

লোকপ্রসিদ্ধ পুরী ও পুরস্বামী সম্পূর্ণ পৃথক্—পুরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পুরস্বামীর বাস্তবিক পক্ষে কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না ; এদিকে শরীররূপ পুর ও তৎস্বামী আত্মাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ : দেহের উপচয় বা অপচয়ে দেহস্বামী আত্মার কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না ; কূটস্থ একরূপই থাকেন । আর শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্বে কোনই বাধা ঘটে না ; এই কারণে আত্মাকে ‘বতন’ বলা হইয়াছে ।

আর কখনও শোক করেন না ; কারণ, আত্মজ্ঞানে অভয়প্রাপ্তি হয় ; তৎকালে শোকের অবসরই থাকে না ; সুতরাং ভয়দর্শন হইবে কোথা হইতে ? [অধিকন্তু] সেই ব্যক্তি এই দেহেই অবিজ্ঞা ও তৎকৃত কামকর্মাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, বিমুক্ত থাকিয়াও [দেহপাতের পর] আবার বিমুক্ত হন—পুনর্বার আর শরীর গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর জন্ম হয় না ॥ ৮৭ ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরস্তুরিক্ষসদ-

হোতা বেদিষদতিথিহুরোণসৎ ।

নৃষদ্বরসদৃতসদ্যোমস-

দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীং তশ্চৈবাত্মনঃ সর্বপুরসম্বন্ধিত্বমাহ—হংস ইতি ।] হংসঃ (হস্তি গচ্ছতি সর্বং ব্যাপ্নোতীতি হংসঃ—পরমাত্মা সূর্য্যশ্চ) । শুচিষৎ (শুচৌ দিবি সীদতি বসতি ইতি শুচিষৎ) । বসুঃ (বাসয়তি সর্বমিতি বসুঃ—সর্বলোকস্থিতিহেতুঃ) । অন্তুরিক্ষসৎ (বায়ুরূপেণ অন্তুরিক্ষে সীদতীতি অন্তুরীক্ষগ ইত্যর্থঃ) । হোতা (অগ্নিঃ), [যদ্বা জুহোতি শব্দাদিবিষয়ান্ অতি অনুভবতীতি—ইন্দ্রিয়াদিস্বঃ) । বেদিষৎ (বেদ্যাং পূজ্যতয়াস্তীতি বেদিষৎ), অতিথিঃ (সোমঃ সন্) ছরোণসৎ (ছরোণে সোমরসপাত্রে—কলসে সীদতীতি ছরোণসৎ) । নৃষৎ (নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ) । নরসৎ (বরেষু ব্রহ্মাদিদেবেষু সীদতি অস্তীতি বরসৎ) । ঋতসৎ (ঋতে যজ্ঞে সত্যস্বরূপে বেদে বা সীদতীতি ঋতসৎ) । ব্যোমসৎ (ব্যোমি আকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ), [যদ্বা ব্যোতমশ্চ জগদিতি জগৎ-প্রসূঃ প্রকৃতিঃ ব্যোমেতু্যচ্যতে ; প্রকৃতিস্ব ইত্যর্থঃ] । অব্জাঃ (অপ্সু শব্দ-মৎস্তাদি-রূপেণ জায়তে ইত্যজাঃ) । গোজাঃ (গবি পৃথিব্যাং জায়ত ইতি গোজাঃ) । ঋতজাঃ (সত্যকলযজ্ঞাদিরূপেণ জায়ত ইতি ঋতজাঃ) । অদ্রিজাঃ (অদ্রিত্যো জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ) । ঋতম্ (সত্যম্), [যদ্বা ঋতং মুখ্যতো বেদ প্রতি-পাঠম্] । বৃহৎ (সর্বকারণহাৎ মহৎ), এতদ্বৈ তদ্বিতি । [অত্র পরমাত্ম-পক্ষে সূর্য্যপক্ষে চ সর্বাণি বিশেষণানি যথাসম্ভবং বোজ্যানি] ॥

অনুবাদ ।

পূর্বোক্ত আত্মার যে সর্বশরীরে তুল্যরূপ সম্বন্ধ আছে, এখানে তাহাই কথিত হইতেছে,—সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরমাত্মা ও সূর্য, উভয়ই ‘হংস’-পদবাচ্য । সেই হংসই আবার স্বর্গরূপ শুচি প্রদেশে অবস্থিতি করেন বলিয়া ‘শুচিষৎ’; সর্বলোকের স্থিতিসাধক বলিয়া ‘বসু’; বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া ‘অন্তরিক্ষসৎ’; স্বয়ংই অগ্নিস্বরূপ বলিয়া কিংবা শব্দাদি বিষয়সমূহ ভোগ করেন বলিয়া ‘হোতা’; পৃথিবীরূপ বেদিতে [পূর্বোক্ত হোতার আশ্রয়ে] বাস করেন বলিয়া ‘বেদিষৎ’; অতিথিরূপে অর্থাৎ সোমরস-রূপে ছুরোণে (কলসে) বাস করেন বলিয়া ‘অতিথি’ ও ‘ছুরোণসৎ’; নৃতে (মনুষ্যে) অবস্থান করায় ‘নৃষৎ’; সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থিতি করেন বলিয়া ‘বরসৎ’; শব্দ ও মৎস্যাদিরূপে জলে জন্ম ধারণ করেন বলিয়া ‘অব্জা’, গোরূপা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গোজা, ঋত অর্থ সত্য—অবশ্যস্তাবী কর্ম-ফল, তাহাতে প্রকটিত হন বলিয়া ‘ঋতজা’; এবং পর্কতে প্রকাশ পান বলিয়া ‘অদ্ভিজা’ [শব্দে অভিহিত হন] । আর তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ এবং মহৎ; ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তু ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

স তু নৈকপুরবর্ত্তোবায়া, কিন্তুর্হি ?—সর্বপুরবর্ত্তী । কথম্ ? হংসঃ—হস্তি গচ্ছ-
তীতি, শুচিষৎ শুচৌ দিবি আদিত্যায়না সীদতীতি । বসুঃ বাসয়তি সর্বানিতি ।
বায়ুয়না অন্তরিক্ষে সীদতীত্যন্তরিক্ষসৎ । হোতা অগ্নিঃ, “অগ্নির্কৈ হোতা” ইতি
শ্রুতৈঃ । বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি বেদিষৎ । “ইয়ং বেদিঃ পরোহস্তঃ পৃথিব্যাঃ”
ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ * । অতিথিঃ সোমঃ সন্ ছুরোণে কলসে সীদতীতি ছুরোণসৎ ।
ব্রাহ্মণোহতিথিরূপেণ বা ছুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি ছুরোণসৎ । নৃষৎ—নৃষু মনুষ্যেষু
সীদতীতি নৃষৎ । বরসৎ—বরেষু দেবেষু সীদতীতি বরসৎ । ঋতসৎ—ঋতং সত্যং
যজ্ঞো বা, তস্মিন্ সীদতীতি ঋতসৎ । ব্যোমসৎ—ব্যোমি আকাশে সীদতীতি
ব্যোমসৎ । অব্জা অপ্সু শব্দ-শুক্টি-মকরাদিরূপেণ জায়ত ইতি অব্জাঃ । গোজাঃ
—গবি পৃথিব্যাং ত্রীহিষবাদিরূপেণ জায়ত ইতি গোজাঃ । ঋতজাঃ—যজ্ঞাকরূপেণ

তাৎপর্য—বা যজ্ঞে প্রসিক্তা বেদিঃ, পৃথিব্যাঃ পরোহস্তঃ পরম্ভাবঃ ইতি বেদ্যাঃ পৃথিবী-
ষভাবসংকীর্ণনাং পৃথিবী বেদি-শব্দবাচ্যা ভবতীত্যর্থঃ । (আনন্দগিরিঃ) ॥

জায়ত ইতি ঋতজ্ঞাঃ । অদ্রিজাঃ—পর্বতেভ্যো নগাদিরূপেণ জায়ত ইতি অদ্রিজাঃ ।
সর্কাত্মাপি সন্ ঋতম্ অবিতথস্বভাব এব । বৃহৎ—মহান্ সর্ককারণত্বাৎ । যদাপ্যাদিত্য
এব মজ্জেনোচ্যতে, তদাপ্যাত্ম-স্বরূপত্বমাদিত্যাত্মীকৃতমিতি ব্রাহ্মণব্যাখ্যানেন্ধ্য-
বিরোধঃ । সর্কথাপ্যেক এবাত্মা জগতো নাঅভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কিন্তু সেই আত্মা যে একটিমাত্র শরীররূপ পুরে বাস করেন, তাহা
নহে ; তবে কি ?—তিনি সমস্ত শরীরপুরে বাস করেন । কি
প্রকারে ?—তিনি হনন অর্থাৎ (সর্বত্র) গমন করেন বলিয়া ‘হংস’-
পদ-বাচ্য, এবং শুচি অর্থাৎ ছালোক “ সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন
বলিয়া শুচিষৎ ; সমস্ত বস্তুতে অবস্থিতি করেন, এই কারণে ‘বসু’,
অন্তরিক্ষে (আকাশে) বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ‘অন্তরিক্ষসৎ’,
শ্রুতিতে যে অগ্নিকে ‘হোতা’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি
সেই অগ্নিরূপ হোতা ; এবং পৃথিবীরূপ বেদিতে অবস্থান করেন বলিয়া
‘বেদিষৎ’ । শ্রুতি বলিয়াছেন—‘এই যে যজ্ঞ-প্রসিদ্ধ বেদী, ইহা
পৃথিবীরই স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে ।’ তিনিই আবার সোমরূপী
অতিথি হইয়া দুরোগে (কলসে) অবস্থান করেন বলিয়া, অথবা ব্রাহ্মণ
অতিথিরূপে গৃহে (দুরোগে) উপস্থিত হন বলিয়া ‘অতিথি ও দুরোগ-
সৎ’ ; নৃসমূহে—মনুষ্য-সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া নৃষৎ, দেবাদি
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে প্রকাশ পান বলিয়া ‘বরসৎ’ ; ‘ঋত’ অর্থ সত্য অথবা
যজ্ঞ, তাহাতে থাকেন বলিয়া ‘ঋতসৎ’ ; আকাশে অবস্থিতি হেতু
‘ব্যোমসৎ’ । শম্ব, শুক্রি (ঝিনুক) ও মকরাদিরূপে জলে জন্মধারণ
করেন বলিয়া ‘অব্জা’, পৃথিবীতে ধান্য-সবাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া
‘গোজা’, যজ্ঞাঙ্গদ্রব্যরূপে জন্ম লাভ করেন বলিয়া ‘ঋতজা’, পর্বত
হইতে নদী প্রভৃতিরূপে জন্মলাভ হেতু ‘অদ্রিজা’ । কিন্তু, তিনি
সর্বাত্মক বা সর্বময় হইয়াও স্বয়ং ঋতই অর্থাৎ সত্যস্বরূপই
থাকেন (বিকৃত হন না), এবং তিনি সর্ব জগতের কারণ, এই জন্ম

বৃহৎ—মহৎ । কঠ-ব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যানুসারে উল্লিখিত মন্ত্রে যদি সূর্য্যকেই অভিধেয় বা বর্ণনীয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়, * তাহা হইলেও সূর্য্যকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করায় ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যায়ও কোন বিরোধ হইতে পারে না । ফলকথা, যে কোন রকমেই হউক, সর্ব্ব-প্রকারেই জগতে একই আত্মা, অত্মভেদ নাই [ইহা প্রমাণিত হইল] ॥ ৮৮ ॥ ২ ॥

উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগশ্চতি ।

मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा উপাসতে ॥৮৯॥৩॥

∴ ব্যাখ্যা ।

উর্দ্ধমিতি । [যতচ্ছবাবত্র গ্রাহো । অসুষ্ঠমাত্রত্বাদিনা প্রাপ্তক্ৰঃ যঃ] প্রাণম্ (প্রাণবায়ুম্) উর্দ্ধম্ উন্নয়তি (উর্দ্ধগতিমত্তয়া প্রেরয়তি), অপানঞ্চ [বায়ুম্] প্রত্যক্ (অধঃ) [বিশ্মুত্রাদিনিক্ষাসনহেতুতয়া] অশ্চতি (ক্ষিপতি প্রেরয়তি), মধ্যে (হৃদি) আসীনম্ (অবস্থিতম্) [তম্] বামনং (মুমুকুভিঃ ভজনীয়ম্), বিশ্বে (সর্বে) দেবাঃ (চক্ষুরাদয়ঃ) উপাসত ইতি । বিশ্বদেবা ইতি পাঠান্তরম্ । [এতেন প্রাণাপানপ্রেরকত্বলিঙ্গেন প্রাপ্তক্ৰেশানো মুখ্যঃ 'প্রাণঃ' ইত্যপি শব্দা নিরস্তা, নিরবকাশবামনশ্চত্যাদেঃ] ॥

অনুবাদ ।

যিনি প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ব্যাপারকে উর্দ্ধগামী করেন এবং অপান বায়ুর বৃত্তিকে অধোগামী করেন, হৃদয়মধ্যে অবস্থিত, মুমুকুর উপাস্ত সেই বামনকে

তাৎপর্য্য—“অসৌ বা আদিত্যঃ হংসঃ শুচিবৎ” ইতি ব্রাহ্মণেন আদিত্যো মন্ত্রার্থতয়া ব্যাখ্যাতঃ । কথং তদ্বিকল্পমিদং ব্যাখ্যাতম্ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—যদ্যপি আদিত্য এবতি । “সূর্য্য আত্মা জগতন্তুভূবশ্চ” ইতি মন্ত্রাৎ মণ্ডলোপলক্ষিতস্ত চিদ-ধাতোরিচ্ছিত এব সর্বাঙ্গকত্বমিত্যর্থঃ । (আনন্দগিরিঃ) ॥

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—“হংসঃ শুচিবৎ” মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থলে কঠব্রাহ্মণে যখন ‘এই আদিত্যই হংস ও শুচিবৎ’ ইত্যাদি কথায় স্পষ্টাকরেই আদিত্যের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন এই মন্ত্রের ব্রহ্মপক্ষে অর্থ করা যায় কিরূপে ? তদন্তরে ভাষ্যকার বলিলেন—না, তাহাতেও এই ব্যাখ্যার ব্যাঘাত ঘটে না ; কারণ, ‘জগৎ অর্থ গমনশীল—জঙ্গম ও তস্থিবস্ অর্থাৎ স্থিতি-শীল—স্থাবর ; সূর্য্যই এতদুভয়ের আত্মা,’ এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত যে চিহ্নর ব্রহ্ম, তিনি সর্বাঙ্গক ; সূত্রাৎ তাহার সর্বাঙ্গকতা লইয়াই আদিত্যেরও সর্বাঙ্গকতা গ্রহণ করা বাইতে পারে ॥

(আত্মাকে) সমস্ত দেবগণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন, অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে, বা তাঁহারই প্রেরণায় নিজ নিজ কার্য করিয়া থাকে ॥৮৯॥৩॥

শাকরভাষ্যম্ ।

আত্মনঃ স্বরূপাধিগমে নিঙ্গমুচ্যতে,—উর্দ্ধং হৃদয়াং প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ু-
মুন্নয়তি উর্দ্ধং গময়তি । তথাপানং প্রত্যক্—অধোহশ্রুতি ক্রিপতি । য ইতি
বাক্যশেষঃ । তং মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং বিজ্ঞান-
প্রকাশনম্, বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ম্, বিশ্বে সর্কে দেবাঃ চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি-
বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে, তাদর্থ্যোনানুপরতব্যাপারা
ভবন্তীত্যর্থঃ । যদর্থা যৎপ্রবুক্তাশ্চ সর্কে বায়ুকরণব্যাপারাঃ ; সোহত্ৰঃ সিদ্ধ ইতি
বাক্যার্থঃ ॥ ৮৯ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে ;—[যিনি]
প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর ব্যাপারকে হৃদয়-প্রদেশ হইতে উর্দ্ধে লইয়া
যান, এবং অপান বায়ুকেও অধোদিকে প্রেরণ করেন, শ্রুতিতে ‘যঃ’
এই কর্তৃপদটি অনুক্ত রহিয়াছে [তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে] ।
হৃৎপদ-মধ্যবর্তী আকাশে (হৃদয়াকাশে) অবস্থিত, অর্থাৎ বুদ্ধিতে
যাহার জ্ঞান প্রকাশ, অভিব্যক্ত বা প্রকটিত হয়, মুমুকুগণের সম্যক
ভজনীয় (উপাস্য) সেই বামনকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর—প্রেরক
[আত্মাকে] চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রজাগণ যেরূপ
রাজার উপহার প্রদান করতঃ উপাসনা করে, সেইরূপ রূপরূপাদি
বিষয়ে জ্ঞান (অনুভূতি) সমুৎপাদন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে ।
অভিপ্রায় এই যে, হৃৎ-পদ-মধ্যস্থ সেই আত্মার উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয়গণ
স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হয় না । প্রাণাদি করণবর্গের ব্যাপার-
নিচয় যাহার উদ্দেশে এবং যাহার প্রেরণায় সম্পাদিত হয়, তিনি এই
করণবর্গ হইতে পৃথক্—স্বতন্ত্র পদার্থ । ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য-
লভ্য অর্থ ॥৮৯॥৩

অশ্চ বিস্রংসমানশ্চ শরীরস্থশ্চ দেহিনঃ ।

দেহাদ্বিমুচ্যমানশ্চ কিমত্র পরিশিষ্যতে ।

এতদ্বৈ তৎ ॥৯০॥৪॥

ব্যাখ্যা ।

অশ্চেতি । শরীরস্থশ্চ অশ্চ দেহিনঃ (দেহবতো জীবশ্চ) বিস্রংসমানশ্চ (সূগং দেহং তাজ্জতঃ) দেহাৎ বিমুচ্যমানশ্চ [সতঃ] অত্র (প্রাণাদিসম্বন্ধিতে দেহে) কিং পরিশিষ্যতে ? [ন কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ] । এতদ্বৈ তদ্বিত্তি [যশ্চ অপগমে অত্র ন কিঞ্চিদপি তিষ্ঠতি], এতৎ বৈ (এব) তৎ, যৎ [ত্বয়া পৃষ্টম্] ॥

অনুবাদ ।

এই শরীরস্থ দেহী (দেহাভিমাত্রী জীব) বিস্রংসমান হইলে—দেহ হইতে বহির্গত হইলে, এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ প্রাণাদি করণনিচয় কিছুই থাকে না । [যাহার অপগমে প্রাণাদি করণবর্গ পলায়ন করে], তাহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই আশ্রয়বস্তু ॥ ৯০ ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ,—অশ্চ শরীরস্থশ্চ আশ্রনো বিস্রংসমানশ্চ অবস্রংসমানশ্চ ভ্রংশমানশ্চ দেহিনো দেহবতঃ । বিস্রংসনশকার্থমাহ—দেহাদ্ বিমুচ্যমানশ্চেতি । কিমত্র পরিশিষ্যতে প্রাণাদিকলাপে, ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে ; অত্র দেহে, পুরস্বামি-বিদ্রবণ ইব পুরবাসিনাম্ । যশ্চ আশ্রনঃ অপগমে ঋণমাত্রাৎ কার্য্যকারণ-কলাপরূপং সর্কমিদং হতবলং বিধ্বস্তং ভবতি বিনষ্টং ভবতি ; সোহশ্চঃ সিদ্ধ আশ্রা ॥ ৯০ ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা, 'এই শরীরস্থ দেহী অর্থাৎ দেহাভিমাত্রী আশ্রা (জীব) বিস্রংসমান বা ভ্রংশমান হইলে—(নিজেই বিস্রংসন শব্দের অর্থ বলিতেছেন)—দেহ হইতে বিমুক্ত অর্থাৎ বহির্গত হইলে প্রাণাদি সমষ্টিময় এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে ? অর্থাৎ কিছুই থাকে না । পুরাধিপতির অপগমে যেরূপ পুরবাসিগণ বিধ্বস্ত বা পলায়িত হয়, সেইরূপ যে আশ্রার অপগমে কার্য্যকারণাত্মক এই প্রাণাদি সমষ্টি

তৎক্ষণাৎ বলহীন—বিধ্বস্ত—বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই আত্মা প্রাণাদি-
হইতে পৃথক্ ইহা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল (*) ॥৯০॥৪॥

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৯১॥৫॥

অর্থঃ ।

কশ্চন (কশ্চিদপি) মর্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা মনুষ্যঃ) প্রাণেন ন জীবতি, অপানেন
(বায়ুনা চ) ন [জীবতি] । তু (পুনঃ) ইতরেণ (তদ্বিলক্ষণেন) জীবন্তি
(প্রাণান্ ধারয়ন্তি), [ইতরেণ কেন ? ইত্যাহ]—যস্মিন্ (পরাত্মনি) এতৌ
(প্রাণাপানৌ) উপাশ্রিতৌ (অধীনতয়া বঁধুতে) ॥

অনুবাদ ।

মরণশীল মনুষ্য প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবিত থাকে না ; পরন্তু এই
উভয়ই (প্রাণ ও অপান) যাহাতে আশ্রিত আছে, প্রাণাপানবিলক্ষণ সেই
পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত থাকে ॥ ৯১ ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

শ্রাণতম্—প্রাণাপানাণ্ডপগমাদেবেদং বিধ্বস্তং ভবতি, ন তু ব্যতিরিক্তাঅপগমাৎ
প্রাণাদিভিরেবেহ মর্ত্যো জীবতীতি । নৈতদস্তু,—ন প্রাণেন, ন অপানেন
চক্ষুরাদিনা বা মর্ত্যঃ মনুষ্যো দেহবান্ কশ্চন জীবতি । ন কোহপি জীবতি । ন
হেতুং পরার্থানাং সংহত্যাকারিত্বাৎ জীবনহেতুত্বম্ উপপত্ততে । স্বার্থেনাসংহতেন
পরেণ কেনচিদপ্রযুক্তং সংহতানামবস্থানং ন দৃষ্টম্ ; যথা গৃহাদীনাং লোকে, তথা
প্রাণাদীনামপি সংহতত্বাদ্ভবিতুমর্হতি । অত ইতরেণ তু ইতরেণৈব সংহতপ্রাণাদি-
বিলক্ষণেন তু সর্বে সংহতাঃ সন্তো জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি । যস্মিন্ সংহত-
বিলক্ষণে আত্মনি সতি পরস্মিন্ এতৌ প্রাণাপানৌ চক্ষুরাদিভিঃ সংহতৌ উপা-

* তাৎপর্য—আত্মা যদি দেহেল্লিঙ্গাদির অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু না হইত, তাহা হইলে
কখনই দেহেল্লিঙ্গাদি সত্ত্বৈ মৃত্বা ঘটত না । পক্ষান্তরে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎস্বামী আত্মা
আছে বলিয়াই সেই আত্মার অপগমে ইল্লিঙ্গাদি চলিয়া যায় । ইহা হইতে অনুমান করা
যায় যে, চেতন আত্মার অভাবেই যখন এই দেহ ভোগের অযোগ্য—জড়বৎ গড়িয়া থাকে, তখন
নিশ্চয়ই এই দেহ সেই চেতনের অধীন ; অধিকন্তু, পুর ও পুরস্বামী যেরূপ পৃথক্, এই দেহ ও
দেহস্বামী আত্মাও সেইরূপ পৃথক্ পরার্থ ।

শ্রিতৌ ; বস্তু অসংহতস্থার্থে প্রাণাপানাদিঃ সর্কং স্বব্যাপারং কুর্কন্ বর্ততে সংহতঃ
সন্ ; স ততোহন্নাঃ সিক ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯১ ॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ ।

শক্কা হইতে পারে যে, প্রাণাদি বায়ুর অপগমেই এই দেহ বিধ্বস্ত
বা বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণাদির অতিরিক্ত আত্মার অপগমে
বিধ্বস্ত হয় না ; কারণ, এ জগতে মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল প্রাণিগণ
প্রাণাদি দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে । না, এরূপ হইতে পারে
না ; কারণ, মর্ত্য—মনুষ্য অর্থাৎ দেহধারী কেহই প্রাণের দ্বারা কিংবা
অপানের দ্বারা অথবা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা জীবন ধারণ করে
না ; কেননা, ইহারা সকলেই সংহত্যকারী অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে
কার্য্যসম্পাদক, সুতরাং পরার্থ (অপরের প্রয়োজনসাধনার্থ উৎপন্ন) ;
পরার্থ বলিয়া ইহারা জীবনধারণের কারণ হইতে পারে না । জগতে
স্বার্থ বা পরোদ্দেশ্যশূন্য—অসংহত অপর কাহারও দ্বারা পরিচালিত না
হইয়া যেমন গৃহাদি কোন সংহত (সাবয়ব) বস্তুকেই অবস্থান করিতে
দেখা যায় না, প্রাণাদি করণনিচয়ও যখন সংহত, তখন তাহাদের
সম্বন্ধেও তেমনি ব্যবস্থা হওয়া উচিত । অতএব নিশ্চয়ই প্রাণপ্রভৃতি
সংহত পদার্থ হইতে বিভিন্নরূপ (অসংহত) অপরের দ্বারা সমস্ত
বস্তু সংহত (সম্মিলিত বা সাবয়ব) হইয়া জীবিত থাকে । সংহতবিলক্ষণ
যে—পরমাত্মা বিद्यমান থাকিলে এই প্রাণ ও অপান চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের সহিত সংহতভাবে বর্তমান থাকে । [অভিপ্রায় এই যে,]
প্রাণ ও অপানাদি করণনিচয় সংহত হইয়া যে অসংহত আত্মার
উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য্য করতঃ অবস্থান করে, সেই অসংহত পদার্থটি
যে প্রাণাদি হইতে পৃথক্, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল * ॥৯১॥৫॥

* তাৎপৰ্য্য—সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল পদার্থ সংহত অর্থাৎ অবয়বরাশির পরস্পর
সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন এবং সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পদার্থই পরার্থ ;
অর্থাৎ অপর কোন পদার্থের প্রয়োজনসাধনাই সে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজের কোনও
প্রয়োজন থাকে না । গৃহ, শয্যা, আনন প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত । সাংখ্যদর্শনেও এই নিয়মটি

হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গোতম ॥৯২॥৬॥

ব্যাখ্যা ।

[“যেষং প্রেতে” ইত্যাদিনা নচিকৈতস্যা যঃ পরলোকাস্তিস্থে সন্দেহঃ কৃতঃ, ইদানীং তন্নিবৃত্ত্যর্থং বিশিষ্টাহ—হস্ত ত ইতি] । হে গোতম, হস্ত ইদানীং তে (তুভ্যম্) ইদং গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামি । [যদবিজ্ঞানাৎ] আত্মা মরণং প্রাপ্য চ যথা ভবতি ; [তচ্চ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি] ॥

অনুবাদ ।

হে গোতম ! [তোমার সংশয় নিবৃত্তির জন্তু] এই গুহ্য (গোপনীয়) সনাতন (নিত্য) ব্রহ্মরূপ তোমাকে বলিতেছি, এবং আত্মা (জীব) [ব্রহ্মকে না জানিয়া] মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যেরূপে সংসার লাভ করে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

হস্ত ইদানীং পুনরপি তে তুভ্যমিদং গুহ্যং গোপ্যং ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং প্রবক্ষ্যামি । যদবিজ্ঞানাৎ সর্বসংসারোপরমো ভবতি অবিজ্ঞানাচ্চ যশ্চ মরণং প্রাপ্য যথা চাত্মা ভবতি—যথা সংসরতি, তথা শূন্য, হে গোতম ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

‘হস্ত’ কথাটি আহ্লাদসূচক ; হে গোতম (নচিকৈতঃ) ! এখন পুনশ্চ তোমার উদ্দেশে এই গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় (যে-সে লোকের নিকট অপ্রকাশ্য), সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন বা চিরস্থির ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব ; যাঁহার (ব্রহ্মের) জ্ঞানে সংসারের উপরম বা নিবৃত্তি (মুক্তি)

সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে । সেই সূত্রটি এই—“সংহতপরার্থহাৎ পুরুষশ্চ ॥” (সাংখ্যদর্শন, ১।৬৬ সূত্র) ইহার অর্থ এই যে, যেহেতু পরিদৃশ্যমান গৃহ, শকাদি সংহত পদার্থ মাত্রই পরার্থ—অপর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সাধনার্থ সৃষ্ট হয়, অতএব, ইন্দ্রিয়ারদির সমষ্টিভূত এই সংহত দেহও পরার্থ—অর্থাৎ অপর কোনও অসংহত পদার্থের প্রয়োজনসাধনার্থ প্রস্তুত হইয়াছে । সেই অপর পদার্থটিই পুরুষ—আত্মা । সেই আত্মাকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থত্ব হইতে পারে ; আবার সেই পদার্থটিকেও সংহত বলিলে তাহারও পরার্থত্ব হইতে পারে ; এইরূপ অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে । এই কারণে প্রথমেই আত্মাকে অসংহত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ।

হয়, আর যাঁহার অবিজ্ঞানে অর্থাৎ যে ব্রহ্মকে না জানার কলে, আত্মা (দেহী) মরণ প্রাপ্ত হইয়া (মৃত্যুর পর) যে প্রকার হয়, অর্থাৎ যে প্রকারে সংসার লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯২ ॥ ৬ ॥

যোনিমন্তে প্রপত্তন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।

স্থাগুমন্তেহনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাক্রমতম্ ॥৯৩॥৭॥

ব্যাখ্যা :

[পূর্বোক্তম্ “যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি” ইতি বিবৃথন্ আহ— যোনিমিতি] । অন্তে (কেচন) দেহিনো (দেহধারণযোগ্যাঃ জীবাঃ) যথাকর্ম যথাক্রমতম্ (স্বকর্ম-বিজ্ঞানুসারেণ) শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং যোনিং প্রপত্তন্তে (জরায়ুজা ভবন্তি) । অন্তে (দেহিনঃ) [যথাকর্ম যথাক্রমতম্] স্থাগুম্ (স্থাবরদেহম্) সংযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥

অনুবাদ :

নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় (শুক্র-শোণিত-সংযোগে উৎপন্ন হয়) । অপর কোন কোন দেহী স্থাগু অর্থাৎ বৃক্ষ-পাষাণাদি স্থাবর দেহ লাভ করে ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।

যোনিং যোনিদ্বারং শুক্র-বীজসমন্বিতাঃ সন্তোহন্তে কেচিদবিজ্ঞাবস্তো মূঢ়াঃ প্রপত্তন্তে, শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং দেহিনো দেহবন্তঃ, যোনিং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ । স্থাগুং বৃক্ষাদিস্থাবরভাবম্, অন্তে অত্যস্তাধমা মরণং প্রাপ্য অনুসংযন্তি অনুগচ্ছন্তি । যথাকর্ম—যদ্ যশ্চ কর্ম—তদ্ যথাকর্ম, বৈর্যাদৃশং কর্ম ইহ জন্মনি কৃতম্, তদ্বশেন ইত্যেতৎ । তথা যথাক্রমতম্—বাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জিতম্, তদনুরূপমেব শরীরং প্রতিপত্তন্ত ইত্যর্থঃ ; “যথা প্রজ্ঞং হি সন্তবাঃ” ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ ॥৯৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ :

কতকগুলি অবিজ্ঞাশালী দেহী—দেহধারী মূঢ় ব্যক্তি শরীর গ্রহণের নিমিত্ত শুক্র-বীজ সমন্বিত হইয়া যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ; অপর অতিশয় অধম ব্যক্তির মরণ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্থাগু অর্থাৎ বৃক্ষাদি স্থাবরভাব প্রাপ্ত

‘হয় । [বুদ্ধিতে হইবে] বাহাদের যেরূপ কর্ম, অর্থাৎ ইহ জন্মে বাহারা
যেরূপ কর্ম করিয়াছে, তদনুসারে—এবং বাহারা যেরূপ জ্ঞান
উপার্জন করিয়াছে, তদনুসারে শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কারণ,
অপর শ্রুতিতে আছে,—[বাহার] যেরূপ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সঞ্চিত
আছে, [তাহার] তদনুসারেই জন্ম হইয়া থাকে’ * ॥ ৯৩ ॥ ৭ ॥

য এষ সৃশ্বেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্চিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ।

এতদ্বৈ তৎ ॥৯৪॥৮॥

ব্যাখ্যা ।

[পূর্বপ্রতিজ্ঞাতং শুক্রং ব্রহ্মস্বরূপমাহ—য এষ ইতি] । য এষ পুরুষঃ
সৃশ্বেষু (প্রাণাদিষু নির্বাপারেষু সংসৃ) কামম্ (কাম্যমানম্ ভোগ্যবিষয়ম্) কামং
(স্বেচ্ছানুসারেণ) নিশ্চিমাণঃ (সম্পাদয়ন্ সন্) জাগর্তি (অনুপহতস্বভাব এব
তিষ্ঠতীত্যর্থঃ) । তৎ (স পুরুষঃ) [তদেবেতি বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকত্বম্],
এব শুক্রম্ (শুক্রম্ উজ্জলম্), তৎ [এব] ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতম্ (অনম্বরম্)
উচ্যতে [প্রাট্জরিতি শেষঃ] । [তস্মৈব মহিমান্তরমাহ]—সর্বে লোকাঃ
(পৃথিব্যাদয়ঃ) তস্মিন্ (পরমকারণে ব্রহ্মণি) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) । কশ্চন
উ (কশ্চিদপি) তৎ (ব্রহ্ম) ন অত্যেতি (অতিক্রম্য ন বর্ততে ইত্যর্থঃ) ।
এতৎ বৈ (এতদেব) তৎ, [যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্ আত্মতত্ত্বম্] ॥

* তাৎপর্য—এই লোকেই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদত্ত হইল,—
ব্রহ্মস্বরূপ উপলক্ষি না করা পর্যন্ত, দেহী মৃত্যুর পর পুনশ্চ দেহান্তর লাভ করে ; তাহার অনুষ্ঠিত
কর্ম ও জ্ঞানের তারতম্যানুসারে স্বাবয়ব-ব্রহ্মস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার শরীরপ্রাপ্তি হয় ; জীব
বোপার্জিত কর্ম ও জ্ঞানের স্বল্প সংস্কার অনুসারে ভোগোপযোগী দেহে প্রবেশ করে, এবং
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারানুযায়ী প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে ।
এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাবী মঙ্গলের জন্ত শুভ কর্ম ও সচ্ছিত্তার অনুশীলন করা
আবশ্যক । শ্রুতির এই সংক্ষিপ্ত কথাই মনুসংহিতায় সুস্পষ্টভাবে অভিহিত হইয়াছে । মনু
বলিয়াছেন,—“শরীররঞ্জঃ কর্মদোষৈর্ধাতি স্বাবরতাং নরঃ । বাচিকৈঃ পক্ষিষোনিভঃ মানসৈ-
রন্যজাতিতাম্ ॥” ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।

অমৃতবাদ ।

এখন পূর্বপ্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপ অভিহিত হইতেছে—প্রাণাদি কারণবর্গ সুপ্ত অর্থাৎ নির্ঝাপার হইলে পর এই যে পুরুষ (আত্মা) ইচ্ছামত বা প্রচুরপরিমাণে কামা (অভীষ্ট ভোগ্য) বিষয়সমূহ নির্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন, অর্থাৎ স্বীয় স্বপ্রকাশভাব পরিত্যাগ করেন না, তিনিই শুক্র (প্রকাশময়) তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী বলিয়া কথিত হন ; পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই তাঁহাতে আশ্রিত ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম প্ররক্ষ্যামীতি তদাহ—য এষ সুপ্তেষু প্রাণাদিষু জাগর্তি—ন স্বপিতি । কথম্ ?—কামং কামং তৎ তমভিপ্রেতং জ্যাগুর্ধম্ অবিদ্যা নিৰ্দ্ধিমাণো নিস্পাদয়ন্ জাগর্তি পুরুষো যঃ, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুক্রম্, তদ্ ব্রহ্ম, নাগুদগুহ্যং ব্রহ্মাস্তি । তদেব অমৃতম্ অবিনাশি উচ্যতে সৰ্বশাস্ত্রেষু । কিং চ, পৃথিব্যাদয়ো লোকাস্তস্মিন্নেব সৰ্ব্বে ব্রহ্মণি শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সৰ্বলোককারণত্বাৎ তস্ম । তদু নাতেতি কশ্চনেত্যাদি পূর্ববদেব ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ইতঃপূর্বে 'গুহ্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিব' বলিয়া যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন,—

এই যে পুরুষ প্রাণ প্রভৃতি সুপ্ত হইলেও জাগ্রৎ থাকেন—সুপ্ত হন না । কি প্রকারে [জাগ্রত থাকেন] ? কাম্যমান স্ত্রী প্রভৃতি অবিদ্যা-বলে তদে ভোগ্য পদার্থ নির্মাণকরতঃ—সম্পাদনকরতঃ যে পুরুষ জাগ্রৎ থাকেন, * তিনিই শুক্র—শুভ্র বা নির্দোষ, তিনিই ব্রহ্ম ; তদতিরিক্ত আর কোনও গুহ্য ব্রহ্ম নাই, এবং সমস্ত শাস্ত্রে তিনিই অমৃত অর্থাৎ বিনাশরহিত বলিয়া কথিত হন । আরও এক

* তাৎপর্য—স্নানবস্থায় যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্য হইতে বিরত হয়, নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তখনও আত্মা জাগরিত থাকে—স্বপ্রকাশরূপে তাৎকালিক বিষয়রাশি প্রকাশ করিতে থাকে । অধিকতর, আত্মাই স্বীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যার সাহায্যে তৎকালে স্বপ্নদৃশ্য বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া নিজেই সে সমস্ত প্রকাশিত করিয়া ভোগ করে । “নির্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ।” [ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১] এই সূত্রে আত্মাকেই স্বপ্নদৃশ্য পুত্রাদি পদার্থের নির্মাতা বলিয়া স্পষ্টাকারে নির্দেশ করা হইয়াছে । “ন তত্র রথ রথযোগাঃ পস্থানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ

কথা,—পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোকই সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত আছে, কারণ তিনিই সমস্ত লোকের কারণ [কার্য্য মাত্রই কারণে আশ্রিত থাকে]। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বেই মত ॥ ৯৪ ॥ ৮ ॥

অগ্নির্ঘথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥৯৫॥৯॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীং দেহভেদেহপি আত্মন একত্বং প্রতিপাদয়িতুং সদৃষ্টান্তমাহ—অগ্নিরিত্যাदि मन्त्रद्वयम्] । যথা এক [এব] অগ্নিঃ ভুবনম্ (ইমং লোকম্) প্রবিষ্টঃ [সন্] রূপং রূপম্ প্রতি (কাষ্ঠাদি-দাহভেদানুসারেণ) প্রতিরূপঃ (তত্তদুপাধি-সদৃশপ্রকাশঃ) বভূব, তথা সর্বভূতান্তরায়া (সর্বেষাং ভূতানাম্ অভ্যন্তরস্থ আত্মা) একঃ [এক সন্] রূপং রূপম্ (প্রতিদেহম্) প্রতিরূপঃ (তত্তদ-দেহো-পাধ্যমুরূপঃ) [ভবন্ অপি] বহিঃ চ (সর্বভূতেভ্যঃ পৃথক্ এব, স্বয়মবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যায়ঃ) । যদ্বা, তথা এক [এব] আত্মা সর্বভূতানাম্ অন্তঃ (অভ্যন্তরে) বহিষ্চ (বহিরপি) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥

অনুবাদ ।

দেহভেদেও যে আত্মার ভেদ হয় না, পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই কথিত হইতেছে, —একই অগ্নি বেরূপ জগতে প্রবেশপূর্বক বিভিন্ন দাহ পদার্থানুসারে তদমুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুসারে সেই সকল উপাধির অমুরূপ হইয়াও বহিঃ অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হইতে পৃথক্—অবিকৃতভাবেই থাকেন । অথবা একই আত্মা সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অমুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন ॥৯৫॥৯

স্বভূতে ।” অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে যে রথ, রথবাহক অশ্ব ও তদুপযোগী পথ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় একত্বপক্ষে তৎকালে বিদ্যমান না থাকিলেও আত্মাই স্বগত অজ্ঞান দ্বারাই ঐ সকল রথাদি দৃশ্য পদার্থ নির্মাণ করিয়া থাকে । এই শ্রুতি স্পষ্টাকরেই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুনিচয়কে আত্ম-নির্মিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অনেক-কুতর্কিক-পাষণ্ড-কুবুদ্ধি-বিচালিতাস্তঃকরণানাং প্রমাণোপপন্নমপি
 আত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্ অসকৃৎ উচ্যমানমপি অনুজুবুদ্ধীনাং ব্রাহ্মণানাং চেতসি
 নাধীমতে ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী পুনঃপুনরাহ শ্রুতিঃ—অগ্নির্ষথা এক এব
 প্রকাশাত্মা সন্ ভুবনং—ভবন্ত্যগ্নিন্ ভূতানীতি ভুবনম্—অয়ং লোকঃ, তমিমং
 প্রবিষ্টোহনুপ্রবিষ্টঃ, রূপং রূপং প্রতি—দার্বাদিদাহভেদং প্রতীত্যর্থঃ, প্রতিক্রপ-
 স্তত্র তত্র প্রতিক্রপবান্—দাহভেদেন বহুবিধো বভূব । এক এব তথা সর্বভূতা-
 ন্তরাত্মা রূপং রূপং সর্বেষাং ভূতানামভ্যন্তর আত্মা অতিসূক্ষ্মত্বাৎ দার্বাদিষ্ণিব সর্ব-
 দেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ প্রতিক্রপো বভূব, বহিষ্চ স্বেনাবিক্রুতেন রূপেণ
 আকাশবৎ ॥ ৯৫ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

বহুতর কুতর্কিক ও পাষণ্ডগণের অসদ্বুদ্ধি দ্বারা যাহাদের অন্তঃ-
 করণ বিচালিত বা বিকৃত হইয়াছে, সেই সকল কুটিলমতি ব্রাহ্মণগণের
 হৃদয়ে এই আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান প্রমাণ-সমর্থিত হইলেও এবং পুনঃ পুনঃ
 উপদিষ্ট হইলেও স্থান পায় না ; এই কারণে শ্রুতি সেই আত্মৈকত্ব
 প্রতিপাদনে আগ্রহান্বিত হইয়া পুনঃ পুনঃ [তাহাই] প্রতিপাদন
 করিতেছেন * —একই অগ্নি যেরূপ প্রকাশস্বভাব হইলেও ভুবনে
 অর্থাৎ সমস্ত ভূত যেখানে উৎপন্ন হয়, সেই 'ভুবন' পদবাচ্য এই
 লোকে (জগতে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রূপ অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি

* তাৎপর্য—এস্থলে 'কুতর্কিক' শব্দে ঞ্চয়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি
 দর্শনের রচয়িতাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহার! সকলেই দ্বৈতবাদী ; তাহার! বলিয়া
 থাকেন যে, একের জন্মে যখন অপরের জন্ম হয় না,—একের মরণে যখন অপরের মরণ হয়
 না,—একের ব্যাপারে যখন অপরের কার্যসিদ্ধি হয় না,—একের চেষ্টায় যখন অপর কাহারো
 চেষ্টা হয় না,—ইত্যাদি কারণে এবং আরও বহু কারণে বলিতে হয় যে, আত্মা এক নহে—
 দেহভেদে ভিন্ন ; বত দেহ, তত আত্মা, সকলেই পরস্পর-নিরপেক্ষ ও নিত্যসিদ্ধ । এই কারণেই
 জন্মমরণাদি কার্যগুলির অব্যবস্থা হয় না । জনসাধারণ পাছে সেই সকল কুতর্কিকগণের
 অসদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আত্মার নানাসিদ্ধান্তে শঙ্কাবান্ এবং আত্মৈকত্ববিজ্ঞানে উপেক্ষা
 বা অনাদর প্রকাশ করে, এই আশঙ্কায় শ্রুতি নিজেই পুনঃ পুনঃ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ
 প্রদান করিতেছেন । আত্মার উপাধিভূত দেহ অনেক হইলেও আত্মা যে অনেক নহে—
 সর্বদেহে এক, ইহাই পরবর্তী শ্রুতিবাক্যে পরিস্কৃত হইবে ॥

প্রত্যেক দাহ ভেদানুসারে প্রতিক্রম হয় ; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দাহ পদার্থানুসারে বহুবিধ হইয়াছে (হইয়া থাকে) ; সেইরূপ কাষ্ঠাদির মধ্যগত অগ্নির গায় সর্বভূতের অন্তরালে স্থিত—অন্তরাত্মা এক হইয়াও অতি সূক্ষ্মতাহেতু সর্বদেহে প্রবেশ বশতঃ [সেই সকলের] প্রতিক্রম (সদৃশ) হইয়াছে ; তথাপি [তিনি] বহিঃ অর্থাৎ আকাশের গায় স্বরূপতঃ নির্বিকার ॥৯৫॥৯॥

বায়ুর্ধৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রমো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রমো বহিঃ চ ॥৯৬॥১০॥

ব্যাখ্যা ।

[পুনরপ্যাহ]—এক [এব] বায়ুঃ যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ সন্ রূপং রূপং প্রতি-
রূপং বভূব ; তথা এক এব সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্ (প্রতিদেহম্) প্রতিক্রমঃ
[ভবন্ অপি] বহিঃ চ [স্বরূপেণ অবিকৃত এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ] ॥

অনুবাদ ।

একই বায়ু বেরূপ জগতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অল্পরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদল্পরূপ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন ; তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই আছেন ॥৯৬॥১০॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।

তথা অন্তো দৃষ্টান্তঃ—বায়ুর্ধৈক ইত্যাদি । প্রাণাত্মনা দেহেষু অল্পপ্রবিষ্টঃ ।
রূপং রূপং প্রতিক্রমো বভূবেতি সমানম্ ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেইরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত এই যে,—‘বায়ু যেমন এক হইয়াও’
ইত্যাদি । [একই বায়ু] প্রাণরূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক
দেহানুসারে তদল্পরূপ হইয়াছেন । অপর সমস্তই “ পূর্বে
গায় ॥ ৯৬ ॥ ১০ ॥

সূর্যো যথা সৰ্বলোকশ্চ চক্ষুঃ

ন লিপ্যতে চাক্ষুৰ্বৈবাহদোষৈঃ ।

একস্তথা সৰ্বভূতান্তরায়া

ন লিপ্যতে লোকহুঃখেন বাহুঃ ॥৯৭॥১১॥

ব্যাখ্যা ।

[ক্লিষ্টমানজগদন্তঃপ্রবিষ্টশ্চ আত্মনোহপি তদ্বদেব ক্লেশঃ শ্ৰাং, ইতি শঙ্কাং পরিহরন্ সদৃষ্টাস্তমাহ] সূর্যো যথেষতি । যথা সূর্য্যঃ সৰ্বলোকশ্চ চক্ষুঃ (চক্ষুর্নিয়ন্তৃতয়া চক্ষুরন্তহঃ সন্নপি) চাক্ষুৰ্বৈঃ বাহুদোষৈঃ (চক্ষুঃসম্বন্ধিত্তিঃ বাহুৈঃ দোষৈঃ) ন লিপ্যতে । তথা সৰ্বভূতান্তরায়া একঃ [সন্ অপি] লোক-হুঃখেন ন লিপ্যতে (ন সম্পৃগ্তে) । [যতঃ] বাহুঃ (অঙ্গ-স্বভাবঃ) ।

অনুবাদ ।

যেমন একই সূর্য্য সৰ্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্ত্ৰরূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুঃসম্বন্ধী বাহুশব্দার্থগত দোষে লিপ্ত হন না, তেমনি সৰ্বভূতের অন্তরায়া এক হইয়াও লোকহুঃখে লিপ্ত বা সম্বন্ধ হন না ; [কারণ, তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও] বাহু অর্থাৎ সৰ্বভূতভাবে অঙ্গ ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

একশ্চ সৰ্বাত্মনে সংসারহুঃখিত্বং পরশ্চৈব শ্ৰাং, ইতি প্রাপ্তম্ ; অত ইদমুচ্যতে, —সূর্য্যো যথা চক্ষুৰ্ণ আলোকেন উপকারং কুৰ্ব্বন্ মূত্রপূরীষাণ্ডুচিপ্রকাশনেন তদর্শিনঃ সৰ্বলোকশ্চ চক্ষুরপি সন্ ন লিপ্যতে চাক্ষুৰ্বৈঃ অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ আধ্যাত্মিকৈঃ পাপ-দোষৈঃ, বাহুৈশ্চ অশুচ্যাদিসংসর্গদোষৈঃ । একঃ সন্ তথা সৰ্বভূতান্তরায়া ন লিপ্যতে লোকহুঃখেন বাহুঃ । লোকো .হবিগ্নয়া স্বাত্মনি অধ্যস্তয়া কামকর্ষোহিবং হুঃখমহুভবতি, ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি । যথা রজু-শুকতিকোষরগগনেষু সর্প-রজীতোদক-মলানি ন রজ্জাদীনাং স্বতো দোষরূপাণি সন্তি, সংসর্গিনি বিপরীতবুদ্ধাধ্যাত্মনিমিত্তাত্ম তদ্দোষবদ্ বিভাবান্তে । ন তদ্দোষৈবৈব্যাং লেপঃ, বিপরীতবুদ্ধাধ্যাত্মবাহু হি তে । তথা আত্মনি সৰ্বো লোকঃ ক্রিয়া-কারক-কলাস্বকং বিজ্ঞানং সর্পাদিহানীয়াং বিপরীতমধ্যস্ত তন্নিমিত্তং জন্ম-জরা-মরণাদি-হুঃখমহুভবতি, নহাত্মা সৰ্বলোকায়াপি সন্ বিপরীতাধ্যাত্মোপ-

নিমিত্তেন লিপ্যতে লোকদুঃখেন । কুতঃ ?—বাহো রজ্জ্বাদিবদেব বিপরীতবুদ্ধ্যাদ্যাস-
বাহো হি সঃ ॥৯৭॥১১

ভাষ্যানুবাদ ।

এক পরমাত্মাই সর্বাত্মক হইলে সংসার-দুঃখও তাঁহারই হইতে পারে ? এই শঙ্কায় কথিত হইতেছে,—আলোক দ্বারা চক্ষুর উপকারক সূর্য্য যেরূপ মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুর প্রকাশন দ্বারা সেই সকল অপবিত্রদর্শী লোকের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও চাক্ষুষ পাপদোষে এবং বাহুদোষে লিপ্ত হন না ; অপবিত্র বস্তু দর্শনে মনের মধ্যে যে পাপোদয় হয়, তাহাই এখানে ‘আধ্যাত্মিক ‘চাক্ষুষ’ দোষ ; আর অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ-জনিত যে দোষ হয়, তাহাই এখানে ‘বাহুদোষ’ নামে অভিহিত হইয়াছে ; সেইরূপ সর্ববভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোক-দুঃখে লিপ্ত হন না ; কারণ, তিনি বাহু (ভ্রমের অতীত) । [সাধারণতঃ] সমস্ত লোকই আপনাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত অবিद्या-বশতঃই কামনা ও তদনুযায়ী ক্রিয়া-সমুৎপন্ন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আত্মাতে সেই অবিद्या নাই ; স্বভাবতঃই রজ্জু প্রভৃতির দোষরূপী অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতির ভ্রাস্তি বা অজ্ঞান-কল্পিত সর্প, রজত, জল ও মালিণ্য (নীল আভা) পদার্থ যেরূপ [যথাক্রমে] রজ্জু, শুক্রিকা (ঝিনুক), উষরভূমি ও আকাশে [দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ] থাকে না ; কেবল বিপরীত বুদ্ধির অধ্যাস বা আরোপ-বশতঃই সেগুলি ঐ সকল বস্তুর ন্যায় প্রকাশ পায় মাত্র । কিন্তু সেই সমস্ত আরোপিত বস্তুর দোষ সেই রজ্জু প্রভৃতি পদার্থের কিছুমাত্র লেপ বা সংস্পর্শ হয় না ; কারণ, সেই সকল পদার্থ বিপরীত বুদ্ধি বা ভ্রাস্তি-অধ্যাসের অতীত । সেইরূপ সমস্ত লোকে আত্মাতেও সর্পাদির ন্যায় ক্রিয়া, কারক ও ক্রিয়াফলাত্মক বিপরীত বিজ্ঞানের অধ্যাস করিয়া সেই অধ্যাস-জনিত জন্ম-মরণাদি দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে । কিন্তু আত্মা সর্বলোকের আত্মস্বরূপ হইয়াও বিপরীত বুদ্ধির

(আমি শূল, কৃশ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞানের) অধ্যাস বশতঃ লোক-
দুঃখে অর্থাৎ সাধারণ লোকের অনুভূত দুঃখে লিপ্ত হয় না ; কারণ,
সেই আত্মা বাহ্য অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিরই গায় বিপরীতবুদ্ধ্যাক্ষক
(ভ্রান্তিময়) অধ্যাসের অতীত ॥ ৯৭ ॥ ১১ ॥

একো বর্গী সর্বভূতাস্তুরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ কেরোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং সুখং শাস্ত্রতং নেতরেষাম্ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।

[তশ্চৈব মহিমাস্তুর-প্রদর্শন-পূর্বকমুপাসনফলমাহ—এক ইতি] । বর্গী (সর্ব-
নিয়ন্তা) যঃ সর্বভূতাস্তুরাত্মা একঃ (এক এব সন্) একম্ [এব] রূপম্
(অদ্বিতীয়মাত্মানমেব) বহুধা (দেবতির্ঘ্যাক্ষমমুখ্যাতি-ভেদেন অনেকপ্রকারম্)
কেরোতি । আত্মস্থম্ (স্বহৃদয়ে প্রকাশমানম্) তম্ (আত্মানম্) যে ধীরাঃ
(বিবেকশালিনঃ) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ অনুভবন্তি) । তেষাম্ [এব] শাস্ত্রতম্
(নিত্যম্) সুখম্ [ভবতি], ইতরেষাম্ (অনাত্মদর্শিনাম্) ন [অবিষ্টাবৃত-চিত্তস্থা-
দিত্তি ভাবঃ] ॥৯৮॥১২॥

অনুবাদ ।

[তাঁহারই অপর মহিমা কথনপূর্বক উপাসনাফল বলিতেছেন],—বর্গী (সর্ব-
নিয়ন্তা) ও সর্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ যিনি এক হইয়াও স্বীয় একটি রূপকে
(আপনাকে) দেব, তির্ঘ্যাক্ষ ও মমুখ্যাতিভেদে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন ; নিজ
নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরগণ (বিবেকিগণ)
সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না ॥৯৮॥১২

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, স হি পরমেশ্বরঃ সর্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ একঃ ন তৎসমোহত্যধিকো
বা অস্তৌশ্চন্তি । বর্গী সর্বং হস্ত জগদ্ বশে বর্ততে । কুতঃ ?—সর্বভূতাস্তুরাত্মা । যত
একমেব সর্দৈকরসমাত্মানং বিগুহ্ববিজ্ঞানঘনরূপং নামরূপান্তত্বোপাধিভেদবশেন
বহুধা অনেকপ্রকারেণ যঃ কেরোতি, স্বাত্মসত্ত্বাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিষাৎ । তম্

আত্মস্থং স্বশরীর হৃদয়াকাশে বুদ্ধৌ চৈতন্যাকারেণ অভিব্যক্তমিত্যেতৎ । ন হি শরীরস্ত আধারত্বমাত্মনঃ ; আকাশবদমূর্ত্ত্বাৎ ; আদর্শস্থং মুখমিতি যদ্বৎ । তমৈতমীশ্বরম্ আত্মানং যে নিবৃত্তবাহুবৃত্তয়ঃ অনুপশুন্তি আচার্য্যাগমোপদেশম্ অনু সাক্ষাদনুভবন্তি ধীরাঃ বিবেকিনঃ । তেষাং পরমেশ্বরভূতানাং শাশ্বতং নিত্যং সুখম্ আত্মানন্দলক্ষণং ভবতি, নেতরেষাং বাহ্যাসক্তবুদ্ধীনাং অবিবেকিনাং স্বায়ত্ত্বমপি অবিজ্ঞাব্যবধানাৎ ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—সেই পরমেশ্বরই সর্বগত ও স্বতন্ত্র (স্বাধীন) এবং তাঁহার সমান বা অধিক 'আর' কেহই নাই । [তিনি] বশী, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া আছে ; কারণ—তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; যেহেতু, যিনি এক হইয়াও একরস (একই-প্রকার) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে (আপনাকে) অশুদ্ধ (সদোষ) নাম-রূপাদি উপাধিভেদ অনুসারে বহুধা অর্থাৎ অনেক প্রকার করিয়া থাকেন ; কারণ, তিনি স্বরূপতঃই অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন । আত্মস্থ অর্থাৎ স্বশরীরস্থিত হৃদয়াকাশে—বুদ্ধিতে চৈতন্যরূপে প্রকাশমান ; আকাশের গায় অমূর্ত্ত (পরিচ্ছেদশূন্য) আত্মার পক্ষে এই শরীর কখনই আধার বা আশ্রয় হইতে পারে না ; [এই কারণেই 'আত্মস্থ' শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হইল], আদর্শে প্রতিবিম্বিত মুখকে যেমন আদর্শস্থ বলা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত সেই ঈশ্বররূপী আত্মাকে যে সকল বাহ্যবিষয়াসক্তি-রহিত ধীর অর্থাৎ বিবেকশালী লোক আচার্য্য ও আগমোপদেশানুসারে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহারা পরমেশ্বর-ভাব-প্রাপ্ত হন । পরমেশ্বর-ভাবপন্ন সেই সকল ধীর ব্যক্তিরই শাশ্বত (নিত্য) আত্মানন্দস্বরূপ সুখ লাভ হয়, কিন্তু তন্নিম্ন যাহারা বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত—অবিবেকী, স্বস্বরূপ হইলেও অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত থাকায় তাহাদের পক্ষে উক্ত সুখ প্রকাশ পায় না ॥ ৯৮ ॥ ১২ ॥

নিত্যেহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং*

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহ্নুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।

[অগ্নিচ]—অনিত্যানাম্ (°বিনাশশীলানাম্) নিত্যঃ (অবিনাশী কারণশক্তি-
রূপঃ), চেতনানাম্ (বুদ্ধিমতাম্—ব্রহ্মাদীনামপি) চেতনঃ (বোধসম্পাদকঃ),
যঃ একঃ [সন্] বহুনাং (সংসারিণাম্) কামান্ (অভিলষিতার্থান্—কর্মফলানি)
বিদধাতি (প্রদদাতি) ; আত্মস্থং (বুদ্ধিস্থং) তম্ (আত্মানম্)^১ যে ধীরাঃ অহ্নুপশ্যন্তি,
তেষাম্ [এব] শাস্বতী (নিত্য) শান্তিঃ [ভবতি], ইতরেষাং ন ॥

অনুবাদ ।

[আরও এক কথা,]—সমস্ত অনিত্য পদার্থের নিত্য (অবিনাশী কারণস্বরূপ),
এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত চেতনের চৈতন্যপ্রদ যিনি এক হইয়াও বহুর (সংসারীর)
কাম অর্থাৎ কর্মফল প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি
সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অপর সকলের
হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ, নিত্যঃ অবিনাশী, অনিত্যানাং বিনাশিনাম্ । চেতনঃ চেতনানাং
চেতয়িতৃণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রাণিনাম্ । অগ্নিনিমিত্তমিব দাহকত্বম্ অনগ্নীনাম্
উদকাদীনাম্ আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চেতয়িতৃণত্বেষাম্ ।

কিঞ্চ, স সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরঃ কামিনাং সংসারিণাং কর্মানুরূপং কামান্ কর্ম-
ফলানি স্বাত্মগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্ য একো বহুনাং অনেকেষাম্ অনায়াসেন,
বিদধাতি প্রযচ্ছতীত্যেতৎ । তম্ আত্মস্থং যে অহ্নুপশ্যন্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ
উপরতিঃ শাস্বতী নিত্য স্বাত্মভূতৈব স্মাৎ, ন ইতরেষাম্ অনেবংবিধানাম্ ॥৯৯॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও এক কথা,—অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল পদার্থ-নিচয়ের

* নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‘নিত্য—অবিনাশী শক্তি-স্বরূপ * এবং চেতন অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্রহ্মা
প্রভৃতিরও চেতন অর্থাৎ বোধ-সম্পাদক,—অর্থাৎ অগ্নিসম্পর্কবশতঃ
জলাদি পদার্থের যেমন দাহকতা উৎপন্ন হয়, তেমনি অপর সমস্ত
প্রাণীর চেতয়িত্ব বা চৈতন্যও আত্মচৈতন্য-সম্পর্কধীন ।

আরও এক কথা, সকলের ঈশ্বর ও সর্বজ্ঞ যিনি এক হইয়াও
কামনাশালী সংসারিগণের কৰ্ম্মানুরূপ কৰ্ম্মকল এবং স্বীয় অনুগ্রহ
প্রদত্ত ও বহু কাম্য বিষয় অনায়াসে বিধান করেন—প্রদান করেন,
আত্মস্থ (বুদ্ধিতে প্রকাশমান) সেই আত্মাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি
সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদেয়ই ‘নিত্য স্বাত্মস্বরূপ শান্তি অর্থাৎ
উপশম হইয়া থাকে ; কিন্তু অপর সকলের—যাহারা উক্তপ্রকার নহে,
তাঁহাদিগের হয় না ॥ ৯৯ ॥ ১৩ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেহনির্দেশ্যং পরমং সুখম্ ।

কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১০০॥১৪

ব্যাখ্যা ।

[যৎ পূর্কোক্তম্] অনির্দেশ্যম্ (ইয়ত্তয়া নির্দেষ্টুমশক্যম্) পরমং সুখম্
(আত্মানন্দলক্ষণম্) ‘তৎ এতৎ’ (প্রত্যক্ষযোগ্যম্) ইতি মন্যন্তে । নু (বিতর্কে) কথম্
(কেন প্রকারেণ) তৎ (পরমং সুখম্) বিজানীয়াম্ (আত্মবুদ্ধিগম্যং কুর্যাম্) ? [তৎ-
স্বপ্রকাশভাবম্ আত্মসুখম্] ভাতি কিমু ? (প্রকাশতে কিং) ? [যতঃ তৎ]
বিভাতি বা ? ‘অন্যৎ’-প্রতীতি-বিষয়তয়া বিস্পষ্টং দৃশ্যতে বা নবা ? ‘অহং’-প্রতীতি-
বিষয়তয়া কথঞ্চিৎ প্রতীয়মানত্বেন তদ্বিজ্ঞানে সমাখ্যাসো জায়তে ইতি ভাবঃ ॥

অনুবাদ ।

পূর্কোক্ত অনির্দেশ্য (বিশেষরূপে নির্দেশের অযোগ্য) যে পরম-সুখকে

* তাৎপৰ্য্য—‘বিধাতা পূৰ্বকালের অনুরূপ সূৰ্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি
সৃষ্টি এবং জগদ্বেচিত্তাদর্শনেও বুঝা যায় যে, এলয়াস্তে পূৰ্বকল্পানুরূপ বস্তুনিচয়ই সৃষ্ট হয় ;
কিন্তু এলয়কালে বিলীয়মান বস্তুনিচয় যদি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, কিছুমাত্রও না
থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ অনুরূপ সৃষ্টি কখনই হইতে পারিত না ; এই কারণে এলয়কালে
বিনষ্ট বস্তুনিচয়েরও সূক্ষ্ম শক্তি অবশিষ্ট থাকে—বিনষ্ট হয় না ; সেই কারণ-শক্তি অনুসারেই
এলয়াস্তে পুনর্বার জগতের রচনা হইয়া থাকে । এখানে বিনাশশীল পদার্থ-সমূহের সেই
কারণ-শক্তিকেই ‘নিত্য’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

(আত্মানন্দকে) [যতিগণ] ‘তদেতৎ’ অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়া মনে করিবু-
তাহা কি প্রকারে অনুভব করিব ? উহা প্রকাশ পায় কি ? যেহেতু, ‘আমি’ এই
আত্মবুদ্ধির বিষয়রূপে উহা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায় কি না পায় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যত্তদাত্মবিজ্ঞানসুখম্ অনির্দেশ্যং নির্দেশ্যৈশ্বর্যমশক্যং পরমং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতপুরুষ-
বাস্তবসয়োঃ অগোচরমপি সৎ নিবৃত্তৈষণা য়ে ব্রাহ্মণাঃ, তে তদেতৎ প্রত্যক্ষমেবেতি
মন্তস্তে। কথং সু কেন প্রকারেণ তৎ সুখমহং বিজ্ঞানীয়াম্—ইদমিত্যাত্মবুদ্ধিবিষয়ম্
আপাদয়েয়ম্, যথা নিবৃত্তবিষয়ৈষণা যতয়ঃ । কিমু তদ্ব্যতি দীপ্যতে প্রকাশাত্মকং
তৎ ? যতোহস্মদ্বুদ্ধিগোচরত্বেন বিভাতি বিস্পষ্টং দৃশ্যতে কিংবা-নেতি ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

সেই যে আত্মানুভূতিরূপ সুখ, উহা অনির্দেশ্য অর্থাৎ নির্দেশের
(বিশেষরূপে জ্ঞাপনের) অযোগ্য, এবং পরম বা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ
অসংস্কৃত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণের বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও
যাঁহারা বীতস্পৃহ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ), তাঁহারা উহাকে “তৎ এতৎ”
অর্থাৎ ‘ইহা সেই সুখ’ এইরূপে প্রত্যক্ষযোগ্য বলিয়াই মনে করেন ।
আমি কি প্রকারে সেই সুখ বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি, অর্থাৎ
সেই বীতস্পৃহ যতিগণের গায় ‘ইহা’ এইরূপে স্ববুদ্ধির বিষয় করিতে
পারি ? সেই প্রকাশসম্ভাব সুখ কি প্রকাশিত হয় ? যেহেতু,
‘আমি’ এইরূপে ‘অস্মৎ’-বুদ্ধির বিষয় হইয়া উহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ
পায় অর্থাৎ অনুভূত হয় কি না হয় ? ॥ ১০০ ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১০১ ॥ ১৫ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বঙ্গী ॥ ২ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।

[প্রাকৃতপ্রকৃষ্টভাষ্যং বক্তুং তস্য অ-পরপ্রকাশ্যমাহ—ন তত্রৈতি] । তত্র

(তস্মিন্ স্বপ্রকাশানন্দ-স্বরূপে আত্মনি) সূর্য্যঃ ন ভাতি (ন তৎ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ) ।
চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্রঃ তারকাসমূহ) ন [ভাতি] । ইমাঃ (দৃশ্যমানাঃ) বিদ্যাতঃ ন
ভাস্তি ; অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (কারণবিশেষাৎ) [ভায়াৎ] ? [কিং বহুনা—]
ভাস্তম্ (প্রকাশমানম্) তম্ (আত্মানম্) এব অহু (অনুসৃত্য) সৰ্বম্ (সূর্য্যাদিকং
জ্যোতিঃ) ভাতি (প্রকাশং লভতে) ; ইদং সৰ্বম্ (জগৎ) তশ্চ (আত্মজ্যোতিষঃ)
ভাসা (দীপ্ত্যা) বিভাতি (প্রকাশতে) । [অতঃ তৎ ব্রহ্ম সূর্য্যাদিজ্যোতিঃ-
স্বরূপেণ ভাতি চ বিভাতি চ, ইত্যাদিঃ] ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ দ্বিতীয়া বল্লী ব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।

[পূর্ব-শ্লোকোক্ত 'কিঞ্চি ভাতি বিভাতি' বা' এই প্রশ্নের উত্তর-প্রদানার্থ
আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলিতেছেন—] সেই স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মাকে সূর্য্য,
চন্দ্র ও তারকাসমূহও প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যাসমূহও প্রকাশ করিতে
পারে না ; এই লোক-লোচনগোচর অগ্নি আর প্রকাশ করিবে কি প্রকারে ?
অধিক কি ? সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ প্রকাশমান সেই আত্মারই
অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তিমান
হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ ১৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তত্রোক্তরমিদং—ভাতি চ বিভাতি চেতি । কথম্—ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে
ব্রহ্মণি সৰ্বাবভাসকোহপি সূর্য্যো ভাতি, তদ্ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । তথা ন
চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি, কুতোহয়ম্ অগ্নদৃষ্টিগোচরোহগ্নিঃ । কিং বহুনা
যদিদমাদিত্যাদিকং সৰ্বং ভাতি, তত্তমেব পরমেশ্বরং ভাস্তং দীপ্যমানম্ অনুভাতি
অনুদীপ্যতে । যথা জলোলমুকাদি অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমনুদহতি, ন স্বতঃ, তদ্বৎ
তশ্চৈব ভাসা দীপ্ত্যা সৰ্বমিদং সূর্য্যাদি বিভাতি । যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ
বিভাতি চ । কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা তশ্চ ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোহবগম্যতে ।
ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমগ্ৰশ্চ কর্তুং শক্যম্ । ঘটাদীনাং অন্ত্রাবভাসকত্বা-
দর্শনাৎ, ভাসনরূপাণাঞ্চ আদিত্যাদীনাং তদর্শনাৎ ॥ ১০১ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-

শ্রীমচ্ছকর-ভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে

দ্বিতীয়-বল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

পূর্ব-শ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই—তিনি সামান্য ও বিশেষ-
 কারে প্রকাশ পান ; কি প্রকার ?—সূর্য্য সর্ববস্তু-প্রকাশক হইয়াও
 সর্ববাস্তুভূত সেই ব্রহ্মে প্রকাশ পান না ; অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রকাশিত
 করিতে পারেন না ; চন্দ্র এবং তারকাও সেইরূপ ; এই বিদ্যাৎসমূহও
 প্রকাশ পায় না । আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে
 কোথা হইতে ? অধিকের প্রয়োজন কি ? এই যে সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত
 [জ্যোতিঃ] পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সেই পরমেশ্বরে
 প্রকাশমান বলিয়াই তাঁহার অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে । জল,
 উল্লুক (জলৎকাষ্ঠখণ্ড) প্রভৃতি পদার্থ যেমন অগ্নিসংযোগ বশতঃ
 দাহকারী অগ্নির অনুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে,
 তেমনি এই সূর্য্যাদি পদার্থসমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হয় ।
 যেহেতু, এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাত হন এবং
 কার্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তি-রূপতা স্বতঃই অবগত
 হয় । কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই, সে কখনই অগ্নের
 দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না । দেখিতে পাওয়া যায়,—দীপ্তি-
 হীন ঘটাদি পদার্থসমূহ অগ্নের অবভাসক হয় না, অথচ প্রকাশস্বরূপ
 আদিত্যাদি অগ্ন্যপ্রকাশক হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥ ১৫ ॥

ইতি কঠোপনিষদ্ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত ॥২॥২

তৃতীয়া বলী ।

উর্দ্ধমূলোহ্বাক্ষাথ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রঃ তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্‌ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে তদু নাতেতি কশ্চন ।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।

[ইদানীং সংসারমূলত্বেন ব্রহ্ম প্রস্তোতি—উর্দ্ধমূল ইত্যাদিনা] । এষঃ (সংসার-
রূপঃ) অশ্বথঃ (শ্বঃ—আগামিনি দিবসেহপি ন স্থাতা, ইতি অশ্বথঃ, তদাশ্বথঃ
বৃক্ষশ্চ), উর্দ্ধমূল (সর্কোচ্চতমং ব্রহ্ম) মূলম্ (আদিকারণম্) যশ্চ সঃ উর্দ্ধমূলঃ,
অবাচ্যঃ (অধোবর্জিতঃ) শাখাঃ (দেবাসুর-মনুষ্যাদিরূপঃ বিস্তারঃ) যশ্চ সঃ—
অহ্বাক্ষাথঃ, সনাতনঃ (অনাদিপ্রবাহরূপঃ) [চ প্রবৃত্তঃ] । “তদেব শুক্রম্”
ইত্যোগংশঃ পূর্বমেব (২।২।৮ শ্লোকে) ব্যাখ্যাতঃ ॥

অনুবাদ ।

[এখন সংসারবৃক্ষের মূলরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন]—এই যে
সংসাররূপ বৃক্ষ, ইহা অশ্বথ অর্থাৎ আগামী দিবসেও থাকিবে কি না, বলা যায়
না ; উর্দ্ধ অর্থাৎ সর্কোচ্চতম ব্রহ্ম ইহার মূল বা আদি কারণ, ইহার শাখা অর্থাৎ
দেবাসুরাদি বিস্তার অধঃ—নিম্নদেশে বিস্তৃত, এবং ইহা সনাতন বা অনাদিকাল
হইতে প্রবৃত্ত ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তুল্যাবধারণেনৈব মূল্যাবধারণং বৃক্ষশ্চ ক্রিয়তে লোকে যথা, এবং সংসারকার্য-
বৃক্ষাবধারণেন তন্মূলশ্চ ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবধারণায়িষয়া ইয়ং তৃতীয়া বলী আরভ্যচ্চত—
উর্দ্ধমূলঃ—উর্দ্ধং মূলং—যৎ তদ্বিক্রোঃ পরমং পদমশ্বেতি সোহয়ম্ অব্যক্তাদিস্থাবরাস্তঃ
সংসারবৃক্ষ উর্দ্ধমূলঃ । বৃক্ষশ্চ ব্রহ্মণাৎ, বিনশ্বরত্বাৎ । অবিচ্ছিন্ন-জন্ম-জরা-মরণ-
শোকান্বনেকানর্থান্নকঃ প্রতিক্রমমন্ত্যথাস্বভাবো মায়ামরীচ্যদক-গন্ধর্ষ-নগরাদিবৎ
দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদবসানে চ বৃক্ষবৎভাবান্নকঃ, কদলী-স্তম্ভবৎ নিঃসারঃ অনেকশত-
পাষাণ্ডবৃদ্ধিবিক্রমাস্পদঃ, তদ্বিভিজ্ঞান্ভূতিরনির্ধারিতেদংতত্বো বেদাস্ত-নির্ধারিত-

পরব্রহ্মমূলসারঃ, অবিদ্যা-কাম-কর্মাব্যাক্রবীজ-প্রভবঃ 'অপরব্রহ্ম-বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি-
দ্রয়ায়ক-হিরণ্যগর্ভাকুরঃ, সর্বপ্রাণিলিঙ্গভেদস্বকঃ, তত্ত্বত্বজ্ঞানসেকোদ্ধৃতদর্পঃ
বৃক্ষীন্দ্রিয়বিষয়-প্রবালাকুরঃ, শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রবিদ্যোপদেশপলাশঃ, যজ্ঞ-দান-তপ-
আত্মনেকক্রিয়ামুপ্পঃ, সুখদুঃখ-বেদনানেকরসঃ, প্রাণ্যপজীব্যানন্তফলঃ তত্ত্বজ্ঞা-
সলিলাবসেক প্রকটজটিলীকৃতদৃঢ়ব্রহ্মমূলঃ, সত্যনামাদিসপ্তলোক-ব্রহ্মাদিভূতপক্ষি-
কৃতনীড়ঃ, প্রাণিসুখদুঃখোদ্ধৃত-হর্ষ-শোক-জাত-নৃত্যগীতবাদিত্রক্লে, লিতা-ফোটিত-
হসিতাক্রুষ্টকৃদিত-হাহা-মুঞ্চমুঞ্চেত্যাত্মনেকশব্দকৃততুমুলীভূতমহারবঃ, বেদান্তবিহিত-
ব্রহ্মায়-দর্শনাসঙ্গ-শব্দ-কৃতোচ্ছেদঃ এব সংসারবৃক্ষঃ অশ্বখঃ—অশ্বখবৎ কামকর্ম-
বাতেরিতনিত্যপ্রচলিতস্বভাবঃ, স্বর্গনরকৃতির্ধ্যাক্শ্রেতাডিভিঃ শাখাভিরবাক্ষাখঃ,
(অবাঞ্চঃ শাখা যশ্চ সঃ) । সনাতনঃ অনাদিত্বাচ্চিরপ্রবৃত্তঃ । যদশ্চ 'সংসার-বৃক্ষস্য
মূলম্, তদেব শুক্রং শুক্রং শুক্রং জ্যোতিষ্যং চৈতন্যায়-জ্যোতিঃস্বভাবম্, তদেব ব্রহ্ম
সর্বমহত্বাৎ, তদেবামৃতম্ অবিনাশস্বভাবম্ উচ্যতে কথ্যতে, সত্যত্বাৎ । 'বাচারম্ভগৎ
বিকারো নামধেয়ম্,' অন্তমত্বেদতো মর্ত্যম্ । তস্মিন্ পরমার্থস্যো ব্রহ্মণি লোকা
গন্ধর্সনগরমরীচ্যদক-মায়াসমাঃ পরমার্থদর্শনাভাবাবগম্যমানাঃ, শ্রিতা আশ্রিতাঃ,
সর্বের সমস্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়েষু । তহ তদ্বৃক্ষ নাভ্যেতি নাভিবর্ত্ততে, মৃদাদিক-
মিব ঘটাদিকার্য্যং কশ্চন কশ্চিদপি বিকারঃ । এতদ্বে তৎ ॥ ১১০ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

জগতে [শিমূল প্রভৃতি] বৃক্ষের তুলা দর্শনেই যেমন তাহার
মূলেরও অস্তিত্ব অবধারণ করা হইয়া থাকে, তেমনি কার্য্যভূত এই
সংসাররূপ বৃক্ষের অবধারণে অর্থাৎ অস্তিত্ব দর্শনেই তন্মুলীভূত
ব্রহ্মেরও অবধারণ হইতে পারে (১) এই কারণে ব্রহ্মস্বরূপাবধারণার্থ
এই [তৃতীয়] বল্লী আরম্ভ হইতেছে,—

'উর্কমূল' অর্থ—উর্ক (উৎকৃষ্ট) যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাই

(১) তাৎপর্য্য—শাল্মল্যাদি-তুলদর্শনে অদৃষ্টমপি বৃক্ষমূলং যথা অস্তিত্যবধারণ্যতে, তদ্বৎ
অদৃষ্টমপি ব্রহ্মণোঃ অবধারণায় প্রক্রমতে—তুলাবধারণেনেতি । (আনন্দগিরিঃ) ।

অস্তিত্বপ্রায় এই যে, দূর হইতে শাল্মলী (শিমূল) প্রভৃতি বৃক্ষের তুলা দেখিয়াই যেমন সেই
বৃক্ষের মূল না দেখিলেও 'আছে' বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, সেইরূপ সংসাররূপ কার্য্য দর্শনে
তন্মুলীভূত ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট না হইলেও অবধারণ করা যাইতে পারে ; এতদর্থে 'তুলাবধারণেন'
কণার অবতারণা করা হইতেছে ।

যাহার মূল, (আদি কারণ) ; অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে আরম্ভ করিয়া
 স্থাবর (স্থিতিশীল বৃক্ষাদি) পর্য্যন্ত যে এই সেই সংসার-বৃক্ষ, ইহাই
 'উর্দ্ধমূল' এবং ব্রহ্মচন-বশতঃ (ছেছত্ত্ব নিবন্ধন) 'বৃক্ষ' পদবাচ্য । জন্ম,
 জরা, মরণ, শোক প্রভৃতি বহুবিধ অনর্থাত্মক (দুঃখময়), প্রতিক্ষণে
 বিকারস্বভাব মায়া (ভেঙ্কী), মরীচিজল (মরীচিকা) ও গন্ধর্বদ-
 নগর প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্ট-নষ্টস্বভাব অর্থাৎ দেখিতে দেখিতে নষ্ট
 হওয়া যাহার স্বভাব, পরিণামেও বৃক্ষের ন্যায় অভাবাত্মক (অভাবে
 পর্য্যবসিত হয়), কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার, শত শত পাষাণগণের
 নানাবিধ কল্পনার বিষয়, অথচ তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ যাহার 'ইদংতত্ত্ব' অর্থাৎ
 প্রকৃত তত্ত্ব নির্ধারণ করিতে অক্ষম, বেদান্তশাস্ত্রে নির্ধারিত পরব্রহ্মই
 যাহার সারভূত মূল, অবিद्या (অজ্ঞান), কাম (বাসনা), কর্ম ও
 অব্যক্তরূপ (প্রকৃতি—মায়ারূপ) বীজ হইতে সমুৎপন্ন, অপরব্রহ্মের
 (মায়োপহিত ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিসম্মিত হিরণ্যগর্ভ
 (সূক্ষ্ম শরীরসমষ্টিগত চৈতন্য) যাহার অক্ষুর, সমস্ত প্রাণিগণের
 সূক্ষ্মদেহের (২) বিভাগাবস্থা (যাহার স্কন্ধ, ভোগতৃষ্ণারূপ জলসেকে
 যাহার বৃদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষুঃকর্ণাদির) বিষয় (রূপ-রস-শব্দাদি)
 যাহার নবপল্লবের অক্ষুর, শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়বিচার উপদেশ যাহার
 পত্র ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয় যাহার উৎকৃষ্ট পুষ্প,
 সুখদুঃখানুভব যাহার বিবিধ রস, প্রাণিগণের উপভোগ্য স্বর্গাদি
 ফলই যাহার ফল, ফলতৃষ্ণারূপ সলিলসেকে সমুৎপন্ন ও যাহার
 দৃঢ়বন্ধন (অবাস্তুর মূলসমূহ), [সাত্ত্বিক-রাজস ও তামসভাব] মিশ্রিত

(২) তাৎপর্য—বেদান্তমতে দেহ তিনপ্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ । তন্মধ্যে, হস্ত-
 পদাদিসংযুক্ত দৃশ্যমান এই দেহই 'স্থূল দেহ' । ইহাকে "অন্নময় কোষ"ও বলে । সূক্ষ্ম দেহের
 অবয়ব বা অংশ সপ্তদশ । 'বুদ্ধি-কর্মেন্দ্রিয়-প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিরা । শরীরং সপ্তদশভিঃ
 সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥' অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ, পঞ্চ প্রাণ মূন ও বুদ্ধি,
 এই সপ্তদশ পদার্থে 'সূক্ষ্ম' শরীর হয়, ইহার নামাস্তুর 'লিঙ্গ শরীর' । এই শরীরই জীবের
 প্রধানতঃ ভোগসাধন । যে অজ্ঞানের বশে ব্রহ্মেরও জীবিত্য হইয়াছে, সেই অজ্ঞানেরই নাম
 'কারণ শরীর' ।

সত্যাদিনামক (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য) এই সপ্তলোক
 ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় (পক্ষীর বাসা) নিশ্চিত
 করিয়াছে ; প্রাণিগণের সুখজাত হর্ষে ও দুঃখজাত শোকে সমুদ্ভূত
 নৃত্য, গীত, বাণ, ক্রীড়া, আক্ষেপন (গর্ভপ্রকাশ), হাস্য, রোদন,
 আকর্ষণ, 'হায় হায়' ! ছাড় ছাড় ! ইত্যাদি বহুবিধ শব্দই যাহাতে
 তুমুল মহাকোলাহল ; 'বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মাত্মদর্শনরূপ অসঙ্গ
 (অনাসক্তিময়) শস্ত্র দ্বারা যাহার ছেদন হয় ; এবস্তূত এই সংসারই
 অশ্বখ বৃক্ষ, অর্থাৎ অশ্বখবৃক্ষের গায় কামনা ও তদনুগত কর্মরূপ
 বায়ু দ্বারা সতত চঞ্চলস্বভাব ; * স্বর্গ, নরক, 'তির্যক্' ও প্রেতাদি
 দেহপ্রাপ্তিরূপ শাখাসমূহ দ্বারা অবাক্ষাখ অর্থাৎ ইহার শাখাসমূহ
 অবাক্—অধোগামী, সনাতন অর্থাৎ অনাদি বলিয়াই চিরন্তন । এই
 সংসার-বৃক্ষের যিনি মূল, তিনিই শুক্র—শুভ্র বা শুক্র—জ্যোতির্ময়
 অর্থাৎ চৈতন্যাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বভাবাত্মক ; সর্ববাপেক্ষা মহত্ত্বনিবন্ধন
 তিনিই ব্রহ্ম, সত্যস্বভাব বলিয়া তিনিই অমৃত—অবিনাশ বলিয়া
 কথিত হন । [কারণ, অগ্নত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] [ঘটপটাদি]
 'বিকার আর কিছুই নহে, কেবল বাক্যারক নাম মাত্র ।' 'অঘ
 (ব্রহ্মভিন্ন) সমস্তই অনৃত (মিথ্যা) অতএব মর্ত্য (মরণশীল) ।'
 গন্ধর্বনগরী, মরীচিকা-জল ও মায়ার সদৃশ ও তদৃষ্টিতে মিথ্যা বলিয়া
 প্রতীয়মান সমস্ত লোক (জগৎ) সৃষ্টি, স্থিতি, ও বিনাশাবস্থায়
 পরমার্থ, সত্য সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত থাকে । ঘটাদি কার্যসমূহ যেরূপ
 সৃষ্টিকারী অতিক্রম করিয়া থাকে না, সেইরূপ কেহই—কোন বিকারই
 সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে না বা করিতে
 পারে না । ইহাই সেই বস্তু [নচিকেতা যাহা জানিতে চাহিয়া-
 ছিলেম] ॥১১০॥১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।

মহদুয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিভূরমৃতান্তে ভবাস্তি ॥১১১॥২॥

ব্যাখ্যা ।

[যদিদমিতি] যদিদং কিঞ্চ সৰ্বং জগৎ (সৰ্বমেব জগদিত্যর্থঃ) প্রাণে (প্রাণাথ্যে ব্রহ্মণি) [স্থিতম্, তত এব চ] নিঃসৃতম্ (উৎপন্নং সৎ) এজ্জতি (যৎ-প্রেরণয়া চেষ্টতে) । এতৎ (প্রাণাথ্যং ব্রহ্ম) মহৎ ভয়ম্ (ভয়ানকম্) উত্তমম্ (উৎকৃষ্টম্) বজ্রম্ (বজ্রমিব) যে বিহঃ, তে অমৃতাঃ (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

অনুবাদ ।

এই যে কিছু জগৎ (জাগতিক পদার্থ) সমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত (উৎপন্ন) এবং প্রাণসত্তায় স্পন্দমান হইয়া থাকে । যাহারা এই প্রাণ ব্রহ্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুত্তম বজ্রের গায় মনে করেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন ॥ ১১১ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যদিজ্ঞানাদমৃতা ভবন্তীত্যুচ্যতে, জগতো মূলং তদেব নাস্তি ব্রহ্ম, অসত এবদং নিঃসৃতমিতি ।

তন্ন ; যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চ ইদং জগৎ সৰ্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি এজ্জতি কম্পতে । তত এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে । যদেবং জগৎপত্যাাদিকারণং ব্রহ্ম, তৎ মহত্তয়ম্, মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ—বিভেত্যস্মাদিতি মহত্তয়ম্ । বজ্রমুত্তমম্ উত্তমমিব বজ্রম্, যথা বজ্রোত্তকরং স্বামিনম্ অভিমুখীভূতং দৃষ্টা ভূত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্তন্তে, তথৈদং চন্দ্রাদিত্যগ্রহনক্ষত্রতারকাদিলক্ষণং জগৎ সেশ্বরং নিয়মেন ক্ষণমপ্যবিশ্রাস্তং বর্ত্তত ইত্যুক্তং ভবতি । যে এতৎ বিহঃ স্বায়প্রবৃত্তি-সাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম, অমৃতা অমরণধৰ্ম্মাণস্তে ভবন্তি ॥ ১১১ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ভাল, যাহার বিজ্ঞানে লোকসমূহ অমৃত হয় বলা হইতেছে, জগতের মূল কারণ সেই ব্রহ্মেরই ত অস্তিত্ব নাই ? কারণ, এই জগৎ অসৎ হইতেই নিঃসৃত বা সমুৎপন্ন হইয়াছে ; [সূত্ররাং ইহার মূলীভূত কোন সৎপদার্থই থাকিতে পারে না] । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; [কারণ,] যাহা এই কিছু অর্থাৎ এই যে কিছু জগৎ, বা জাগতিক পদার্থ, তৎসমস্তই প্রাণের অর্থাৎ পরব্রহ্মের সত্তায়ই স্পন্দ-

মান হইতেছে,—সেই পরব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে । যিনি এবস্তুত—জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির কারণস্বরূপ—ব্রহ্ম, তিনি মহৎ ভয় ; তিনি মহৎও বটে এবং ভয়ও বটে,—অর্থাৎ সকলে তাঁহা হইতে ভয় পাইয়া থাকে । ‘বজ্র উত্তত’ অর্থ যেন উত্তত (উত্থাপিত) বজ্রই এই কথা উক্ত হইল যে, প্রভুকে, উত্তত বজ্রহস্তে সম্মুখাগত দর্শন করিয়া, ভূতাগণ যেরূপ নিয়মিতভাবে তাঁহার শাসনে থাকে, সেইরূপ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাদি ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ক্ষণকালও বিশ্রাম না করিয়া, তাঁহার নিয়মাধীন হইয়া থাকে । আত্মকর্ম্মের সাক্ষিভূত এই এক ব্রহ্মকে যাহারা জানেন, তাহারা অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত হন ॥ ১১১ ॥ ২ ॥

ভয়াদশ্মাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।

পূর্ব্বোক্তমেবার্থঃ প্রপঞ্চয়তি—ভয়াদিত্তি । অগ্নিঃ অশ্র (জগৎকারণশ্র ব্রহ্মণঃ) ভয়াৎ তপতি, সূর্য্যঃ [অশ্র] ভয়াৎ তপতি । [অশ্র] ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (যমশ্চ) ধাবতি (নিয়মেন স্বস্বব্যাপারান্ সম্পাদয়তি ইত্যর্থঃ) । [অশ্রাণা মহেশ্বরানাং তেবাং স্বস্ব-কর্ম্মসু ঔদাসীন্মপি সম্ভাব্যেত ইত্যশয়ঃ] ॥

অনুবাদ ।

পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই প্রকাশার্থ বলিতেছেন,—অগ্নি ইহার ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইহারই ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং [পূর্ব্বোপেক্ষায়] পঞ্চম মৃত্যুও (যমও) ধাবিত হন, অর্থাৎ যথানিয়মে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কথং তত্ত্বয়াৎ জগৎকর্ত্তে ?—ইত্যাহ, ভয়াৎ ভীত্যা অশ্র পরমেশ্বরশ্র অগ্নিস্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ । ন হি ঈশ্বরানাং

স্বলোকপালানাং সমর্থানাং সত্যং নিয়ন্তা চেৎ বজ্রোত্তরকরবৎ ন স্তাৎ, স্বামিতয়-
ভীতানাশিব ভূতানাং নিয়তা প্রবৃত্তিরূপপদ্মতে ॥ ১১২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ইহারই ভয়ে জগৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ; কি প্রকারে ?
এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন,—এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ
দিতেছেন, সূর্য্য ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম মৃত্যুও
(যমও) [নিজ নিজ কার্যে] ধাবিত (সত্বর অগ্রসর) হইতেছেন ।
কারণ, ঐহার স্বয়ং ঈশ্বর অর্থাৎ শাসনক্ষমতাপ্রাপ্ত, লোকপাল (ভিন্ন
ভিন্ন স্থানের অধিপতি) এবং সমর্থ বা শক্তিশালী, তাঁহাদের যদি
বজ্রোত্তর করের গায় [ভয়ানক একজন] নিয়ন্তা বা পরিচালক না
ধাকিত, তাহা হইলে কখনই প্রভুভয়ে ভীত ভূত্যের গায় তাঁহাদেরও
সুনিয়মিত ভাবে কার্যসম্পাদন সম্ভবপর হইত না ॥১১২॥৩॥

ইহ চেষ্টাকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ ।

ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরস্য কল্পতে ॥১১৩॥৪॥

ব্যাখ্যা ।

[তৎস্বরূপাধিগমফলমাহ—ইহেতি] । ইহ (অগ্নিন্ এব দেহে) চেৎ (যদি)
বোদ্ধুন্ (ব্রহ্ম অবগস্তুন্) অশকৎ (শক্তো ভবেৎ), [তদা] শরীরস্য বিস্রসঃ
(বিস্রংসনাৎ—পতনাৎ) প্রাক্ (পূর্বমেব) [বন্ধনাৎ মুচ্যতে, জীবন্তুক্তো
ভবতীত্যর্থঃ] । [বোদ্ধুন্ অশকঃ চেৎ, তদা] ততঃ (অনববোধাদেব) সর্গেষু
(ভোগস্থানেষু স্বর্গাদিষু) শরীরস্য (দেহলাভায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি, ন
মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ) । অথবা, ইহ (লোকে) শরীরস্য বিস্রসঃ (পতনাৎ) প্রাক্
চেৎ (যদি) [ব্রহ্ম] বোদ্ধুন্ অশকৎ (অ শকৎ ইতি ছেদঃ, অশকু বন্—অসমর্থঃ
ভবেৎ), ততঃ (অসামর্থ্যাৎ) সর্গেষু লোকেষু শরীরস্য কল্পতে, (লোকবিশেষে
শরীরবিশেষং লভতে ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

পূর্বোক্ত ভয়ানকের অবগতির ফল বলিতেছেন—এই দেহেই যদি কেহ সেই
ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হন এবং জানেন, শরীর-পাতের পূর্বেই সেই লোক

সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন । আর যে লোক বুদ্ধিতে অশক্ত হয়, সে তাহার কলেই স্বর্গাদি ভোগস্থানে শরীর-লাভের অধিকারী হয় ॥

অথবা—ইহলোকে শরীর-পাতের পূর্বে যদি ব্রহ্মকে বুদ্ধিতে শক্ত না হয়, তাহা হইলে নানাবিধ লোকে শরীর লাভ করে ; [পক্ষান্তরে তাঁহাকে জানিতে পারিলে আর শরীর লাভ করিতে হয় না—মুক্তি হয়] ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তচ্চেহ জীবনৈব চেৎ যদি অশকৎ—শক্তঃ সন্ জানাতি ইত্যেতৎ ভয়-
কারণং ব্রহ্ম বোদ্ধুমবগন্তুং—প্রাক্ পূর্কং শরীরশ্চ বিশ্রমোহবিস্রংসনাৎ পতনাৎ
সংসারবন্ধনাৎ বিমুচ্যতে । ন চেদশক্তবোদ্ধুং ততোহনবরোধাৎ সর্গেষু—সৃজ্যন্তে
যেষু স্রষ্টব্যঃ প্রাণিন ইতি সর্গাঃ—পৃথিব্যাদয়ো লোকাঃ, তেষু সর্গেষু লোকেষু
শরীরত্বায় শরীরভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি—শরীরং গৃহীতীত্যর্থঃ । তস্মা-
চ্ছরীরবিস্রংসনাৎ প্রাগান্নাববোধায় যত্র আস্থেরঃ ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

এই দেহে অর্থাৎ জীবদবস্থায়ই যদি ভয়কারী সেই ব্রহ্মকে
বুদ্ধিতে—অবগত হইতে শক্ত হন এবং শক্ত হইয়া জানিতে পারেন,
সেই লোক শরীরবিস্রংসন অর্থাৎ দেহপাতের পূর্বেই সংসার-বন্ধন
হইতে বিমুক্ত হন । আর যদি অবগত হইতে শক্ত না হয়, তাহা
হইলে সেই অবগতির অভাবেই স্রষ্টব্য প্রাণিগণ যে সকল লোকে
সৃষ্ট হয়, সেই সকল পৃথিবী প্রভৃতি লোকে শরীরত্ব (শরীরিত্ব) অর্থাৎ
শরীরলাভে সমর্থ হয়, উপযুক্ত শরীর গ্রহণ করে । অতএব শরীর-
পাতের পূর্বেই আত্মজ্ঞানের জগ্য যত্ন করা আবশ্যিক ॥ ১১৩ ॥ ৪ ॥

যথাদর্শে তথান্ননি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে ।

যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে

চ্ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ১১৪ ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।

[আত্মনো দর্শনপ্রকারমাহ—যথোক্তি] । আদর্শে (দর্পণে) [বৃথম্] যথা

[প্রতিবিষভূতঃ দৃশ্যতে] ; 'আত্মনি (বুদ্ধৌ) [পরমায়া] তথা পরিদৃশে (পরিদৃশ্যতে) [জ্ঞানিভিরিতি শেষঃ] । স্বপ্নে যথ [অস্পষ্টরূপম্] পিতৃলোকে তথা । অস্মু (জলে) যথা, গন্ধর্কলোকে তথা পরিদৃশে ইব (পরিদৃশ্যতে ইব) [পরমায়া ইতি শেষঃ] । [কেবলম্] ব্রহ্মলোকে ছায়াতপরোঃ (আলোকাক্র-কারয়োঃ) ইব (অত্যন্তবিলক্ষণেন আত্মানাঅনোঃ দর্শনং ভবতি, ইতি ভাবঃ) ॥

অনুবাদ ।

এখন আত্মদর্শনের প্রকারভেদ বলা হইতেছে,—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব যেরূপ, বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব সেইরূপ ও স্বপ্নে যেরূপ, পিতৃলোকেও সেইরূপ, এবং জলে যেরূপ, গন্ধর্কলোকেও সেইরূপই জ্ঞানিগণ পরমায়াকে দর্শন করিয়া থাকেন । কেবল একমাত্র ব্রহ্মলোকেই আলোক ও অন্ধকারের গায় অত্যন্ত বিলক্ষণভাবে আত্মা ও অনাত্ম-পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥১১৪॥৫॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যস্মাদিহৈবাঅনো দর্শনম্ আদর্শস্থশ্চেব মুখশ্চ স্পষ্টমুপপত্ততে, ন লোকান্তরেষু ব্রহ্ম লোকাদন্যত্র । স চ দুস্প্রাপঃ । কণম্ ? ইত্যাচ্যতে—যথা আদর্শে প্রতিবিম্বভূতম্ আত্মানং পশ্যতি লোকঃ অত্যন্তনিবিকৃতম্ ; তথা ইহ আত্মনি স্ববুদ্ধাবাদর্শবিশ্বম্বলী-ভূতায়ং বিবিকৃতমাত্মনো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ । যথা স্বপ্নে অবিবিকৃতং জাগ্রদাসনো-দ্ভূতম্, তথা পিতৃলোকে অবিবিকৃতমেব দর্শনম্ আত্মনঃ কৰ্ম্মফলোপভোগানকৃত্বাৎ । যথা চ অস্মু অবিবিক্তাবয়বমাত্মস্বরূপং পরীব দৃশে পরিদৃশ্যত ইব, তথা গন্ধর্কলোকে অবিবিকৃতমেব দর্শনমাত্মনঃ । এবঞ্চ লোকান্তরেষপি শাক্তপ্রামাণ্যাদ-বগম্যতে । ছায়াতপরোরিব অত্যন্তবিবিকৃতং ব্রহ্মলোক এবেকস্মিন্ । স চ দুস্প্রাপঃ অত্যন্তনিশ্চিকৰ্ম্মজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ । তস্মাদাত্মদর্শনার ইহৈব যত্নঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১৪॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যেহেতু, এই দেহেই আদর্শস্থ মুখের গায় আত্মার স্পষ্ট দর্শন সম্ভবপর হয়, পরন্তু ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য কোন লোকেই সেইরূপ দর্শন হইতে পারে না । অথচ সেই ব্রহ্মলোকও অতিদূর্লভ ; কেন, দূর্লভ ? তাহাই বলা হইতেছে,—

মানুষ আদর্শে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে যেরূপ অত্যন্ত পরিকাররূপে

দর্শন করে, আদর্শের ন্যায় অতি নির্মলীভূত আত্মাতে—স্বীয় বুদ্ধিতেও সেইরূপ অতি পরিষ্কারভাবে আত্মদর্শন হইয়া থাকে । স্বপ্নে যেরূপ অবিবিক্ত অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন সংস্কারসহকৃত, পিতৃলোকেও সেইরূপ অবিবিক্তরূপে (সন্মিশ্রিতভাবে) আত্মার দর্শন হইয়া থাকে ; কারণ, (আত্মা তৎকালেও) কর্মফল-ভোগে আসক্ত থাকে । জলে যেরূপ অবয়ব-বিভাগহীন অবস্থায়ই যেন আত্মা পরিদৃষ্ট হয়, গন্ধর্বলোকেও সেইরূপ অবিবিক্তাবস্থায় আত্মার দর্শন হয়, অর্থাৎ সেই অবস্থায় আত্মার বিশেষভাব প্রতীত হয় না । শাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারে অন্যান্য লোকেও এইভাবে প্রতীতির তারতম্য জানা যায় । একমাত্র ব্রহ্মলোকেই ছায়াও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অত্যন্ত বিবিক্ত বা পরিস্ফুটরূপে [দর্শন হয়], সেই ব্রহ্মলোকও অতিশয় দুর্লভ ; কারণ, ঐ লোকটি অতিশয় বিশিষ্ট কর্ম (অশ্বমেধাদি) ও জ্ঞান বা উপাসনাদ্বারা লভ্য । অভিপ্রায় এই যে, অতএব, আত্মদর্শনের জন্ম ইহ জন্মেই যত্ন করা আবশ্যিক ॥১১৪॥৫॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ ভাবমুদয়াস্তময়ো চ যৎ ।

পৃথগ্‌পদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥১১৫॥৬॥

ব্যাখ্যা ।

[আত্মবোধে প্রকারান্তরমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি] । পৃথগ্ (আকাশাদিভ্য একৈকশঃ) উৎপদ্যমানানাং ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবম্ (আত্মনো ভিন্নত্বম্), উদয়াস্তময়ো (জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থয়োঃ উৎপত্তি-প্রলয়ো) চ যৎ ; ধীরঃ (জনঃ) এতৎ মত্বা (বিবেকেন জাত্বা) ন শোচতি (হুঃখতাক্ ন ভবতি, মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥

অনুবাদ ।

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রকারান্তর কথিত হইতেছে,—আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্‌পৃথক্‌ ভাবে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের যে, চেতন আত্মা হইতে পার্থক্য, এবং উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বৃত্তিলাভ আর স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় বা বৃত্তিহীনতা, ধীর ব্যক্তি ইহা জানিয়া আর হুঃখ ভোগ করেন না, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥১১৫॥৬

‘শাকরভাষ্যম্ ।

কথমসৌ বোদ্ধব্যঃ ? কিংবা তদববোধে প্রয়োজনম্ ? ইত্যুচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনে স্বকারণেভ্য আকাশাদিভ্যঃ পৃথগ্ভূতপ্ৰমাণানাং অত্যন্তবিশুদ্ধাৎ কেবলাচ্চিন্মাত্রাৎ আত্মস্বরূপাৎ পৃথগ্ভাবৎ স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাম্, তথ তেষামেবেন্দ্রিয়াণাম্ উদয়ান্তময়ৌ চ যৎ পৃথগ্ভূতপ্ৰমাণানাং উৎপত্তিপ্রলয়ৌ চ জাগ্রৎস্বাপাবস্থা প্রতিপত্ত্যা নাঅন ইতি যত্র জ্ঞাত্বা বিবেকতঃ, ধীরো ধীমান্ ন শোচতি । আত্মনো নিত্যৈকস্বভাবত্বাব্যভিচারচ্ছেদ্যাদি- কারণত্বানুপপত্তেঃ । তথা চ শ্রুত্যন্তরম্—“তরতি শোকমাঅবিৎ” ইতি ॥১১৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ।

কি প্রকারে ইহাকে (আত্মাকে) বুঝিতে হইবে ? এবং তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজনই বা কি ? এই নিমিত্ত বলিতেছেন,—নিজ নিজ বিষয় (শব্দাদি) গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বকারণ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন * শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-সমূহের যে অতিশয় বিশুদ্ধ কেবলই চিন্ময় আত্মা হইতে পৃথগ্ভাব অর্থাৎ স্বভাববৈলক্ষণ্য, এবং পৃথগ্ভাবে উৎপন্ন সেই ইন্দ্রিয়গণের যে উদয় ও অন্তময় অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় উৎপত্তি ও স্বপ্নাবস্থায় প্রলয় (বৃত্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি), ইহাও সেই ইন্দ্রিয়গণেরই—আত্মার নহে ; ধীর অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী বুদ্ধিশালী ব্যক্তি বিবেকপূর্বক ইহা অবগত হইয়া শোক করেন না ; কারণ, আত্মা স্বভাবতঃই নিত্য ও এক, কখনই তাঁহার সে স্বভাবের ব্যত্যয় হয় না ; সুতরাং ভিন্নিমিত্ত শোক-দুঃখাদির কিছুমাত্র কারণও থাকিতে পারে না ।

* শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি প্রণালী এইরূপ—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী এই পঞ্চভূতের এক একটি সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্রাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে । অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে শ্রুত্ব, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়াছে । আকাশাদি পঞ্চভূতের এক-একটি রাজস অংশ হইতে ক্রমে বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ণেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়াছে, আর পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে । জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক ভূতেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয় সমান ভাবে নিহিত আছে ।

এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে—‘আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক অতীত হইয়া থাকেন’ ॥ ১১৫ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুক্তমম্ ।

সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুক্তমম্ ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।

[সর্কবশেষত্বেন আত্মা অধিগন্তব্যঃ, ইতি তৎক্রমমাহ—“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ” ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন] । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্, মনসঃ [অপি] সত্ত্বম্ (বুদ্ধিঃ) উত্তমম্ । মহান্ আত্মা (হিরণ্যগর্ভোপাধিভূতা বুদ্ধিসমষ্টিঃ) সত্ত্বাৎ অধি (অধিকঃ), অব্যক্তম্ (প্রকৃতিঃ, মায়া) মহতঃ উত্তমম্ ॥ ’

অনুবাদ ।

বাহু সর্ক-পদার্থের পরিশেষরূপে আত্মাকে জানিতে হইবে ; এই নিমিত্ত তাহার ক্রম বলা হইতেছে,—ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভেব উপাধি মহত্ত্ব-সমষ্টি শ্রেষ্ঠ, মহৎ অপেক্ষাও অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) শ্রেষ্ঠ ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

যস্মাদাত্মন ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাব উক্তঃ, নাসৌ বহিরধিগন্তব্যঃ ; যস্মাৎ প্রত্যগাত্মা স সর্কশ্চ । তৎকথমিত্যুচ্যতে,—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মন ইত্যাদি । অর্থানামিহেইন্দ্রিয়সমানজাতীয়ত্বাৎ ইন্দ্রিয়গ্রহণেনৈব গ্রহণম্ । পূর্ববদন্ত্যৎ । সত্ত্বশব্দাবুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যে আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথগ্ভাব (পার্থক্যের উপদেশ) উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মা বাহিরে জ্ঞাতব্য নহে ; যেহেতু, সেই আত্মা সকলেরই প্রত্যক-স্বরূপ । তবে তাঁহাকে কিরূপে [জানিতে হইবে,] তাহা কথিত হইতেছে—ইন্দ্রিয়-সমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি । ইন্দ্রিয়—অর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ শব্দাদি বিষয়-সমূহ ও ইন্দ্রিয়ের সমান-জাতীয় (অচেতন জড় পদার্থ) ; এই কারণে ইন্দ্রিয়-গ্রহণেই সেই বিষয়সমূহের গ্রহণ করা হইয়াছে । অপর সমস্তই প্রথম

দ্বিতীয় বর্ষীয় দশম শ্লোকের ব্যাখ্যার অনুরূপ । এখানে 'সর্ব' শব্দে বুদ্ধিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোল্লিঙ্গ এব চ ।

তং জ্ঞাত্বা * মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

° ব্যাখ্যা ।

ব্যাপকঃ (সর্বব্যাপী), [ন বিত্ততে লিঙ্গং যশ্চ, সঃ] অলিঙ্গঃ (সর্বধর্ম-বিবর্জিতঃ) এব পুরুষঃ (পূর্ণঃ পরমাত্মা) তু (পুনঃ) অব্যক্তাং চ (অপি) পরঃ (নাতঃ পরমপি কিঞ্চিদন্তীতি ভাবঃ) । জন্তুঃ (প্রাণী) তম্ (পুরুষম্) জ্ঞাত্বা (বিবেকতঃ অধিগম্য) মুচ্যতে [সংসার-বন্ধনৈরিত্তি শেষঃ ।] অমৃতত্বং চ (অপি) গচ্ছতি ॥

অনুবাদ ।

সর্বব্যাপী, অলিঙ্গ (সর্বপ্রকার চিহ্নবর্জিত) পুরুষ (পরমাত্মা) অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; তাঁহাকে জানিয়া লোকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, এবং অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকঃ ব্যাপকশ্রুত্যাশাশাধেঃ সর্বশ্চ কারণত্বাৎ । অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্—বুদ্ধ্যাদি, তদবিত্তমানং যশ্চেতি সোহয়ম্ অলিঙ্গ এব চ । সর্বসংসারধর্মবর্জিত ইত্যেতৎ । তং জ্ঞাত্বা আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ, মুচ্যতে জন্তুঃ অবিদ্যাদিহৃদয়গ্রন্থিভির্জীবনৈব ; পতিতেহপি শরীরেহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি । সোল্লিঙ্গঃ পরোহব্যক্তাং পুরুষ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

ব্যাপক আকাশাদি সর্ব পদার্থেরও কারণ বলিয়া সর্বব্যাপী এবং অলিঙ্গ—যদ্বারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, তাহার নাম লিঙ্গ—বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন ; সেই লিঙ্গ যাহার নাই, তিনিই অলিঙ্গ, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাঁহার কোনরূপ 'লিঙ্গ' নাই—তিনি সর্ববিধ সংসার-ধর্মরহিত । জন্তু (পুরুষ) আচার্য্য ও শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানিয়া জীবদরহায়ই

* যং জ্ঞাত্বা ইতি বা পাঠঃ ।

অবিছাপ্রভৃতি হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হয় । শরীরপাতের পর অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে । সেই অলিঙ্গ পুরুষ অব্যক্ত অপেক্ষাও পর ; এইরূপে পূর্বেবাক্ত বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ করিতে হইবে ॥ ১১৭ ॥ ৮ ॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতে রূপমশ্চ,

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্ । *

হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তো

য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি † ॥ ১১৮ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।

[তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনম্ যথা ভবতি, তদাহ—নেতি] । অশ্চ (পূর্বেবাক্তস্য অলিঙ্গস্য) রূপম্ (স্বরূপম্) সংদৃশে (প্রত্যক্ষবিষয়ে) ন তিষ্ঠতে (তিষ্ঠতি) ; [অতঃ] কশ্চিৎ (কোহপি) এনম্ (পুরুষম্) চক্ষুষা (কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েণ) ন পশ্যতি (ন অবগচ্ছতি), [পরন্তু] মনীষা (বিকল্পহীনয়া) হৃদা (হৃদয়স্থয়া বুদ্ধ্যা করণেন), মনসা (মননেন) [পুরুষঃ] অভিকুপ্তঃ (অভিব্যক্তঃ বিজ্ঞাতঃ ভবতীত্যর্থঃ) । যে (জনাঃ) এনম্ (পুরুষম্) বিদুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাস্তে (মুক্তাঃ) ভবন্তি ॥

অনুবাদ ।

যে উপায়ে সেই অলিঙ্গ পুরুষের দর্শন হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে— ইহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষবিষয়ে থাকে না ; সুতরাং কেহই চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পায় না । [পরন্তু] বিকল্পহীন, হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা মনের (মননের) সাহায্যে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন ; যাহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত বা বিমুক্ত হন ॥ ১১৮ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কথং তর্হি তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যতে ? ইত্যাচ্যতে,—ন সংদৃশে দর্শন-বিষয়ে ন তিষ্ঠতি প্রত্যগায়নোহশ্চ রূপম্ । অতো ন চক্ষুষা সর্বেক্দিয়েণ ; চক্ষু-গ্রহণশ্চোপলক্ষণার্থত্বাৎ । পশ্যতি নোপলভতে কশ্চন কশ্চিদপ্যেনং প্রকৃত-

* কশ্চনেনম্ ইতি বা পাঠঃ ।

† য এতদবিদুরিতি বা পাঠঃ ।

স্থিরাং নিশ্চলান্) ইন্দ্রিয়ধারণাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মনি স্থাপনম্) 'যোগম্' ইতি মন্বন্তে [যোগিন ইতি শেষঃ] । [যদা খলু যোগসাধনে প্রবৃত্তো ভবতি], তদা [এব] অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিতো) ভবতি, [যোগী ইতি শেষঃ] । হি (যস্মাৎ) যোগঃ প্রভবাপ্যায়ৌ (হিতসাধকঃ অহিতসাধকশ্চ ভবতি), [যোগারম্ভে প্রমাদাৎ অহিতম্, অপ্রমাদাচ্চ হিতং ভবতি, তস্মাৎ অহিত- পরিহারায় প্রমাদঃ পরিবর্জনীয় ইতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

পূর্বোক্ত অবস্থাকেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন,—সেই পূর্বকথিত স্থিরতর ইন্দ্রিয়ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরীকরণকেই [যোগিগণ] যোগ বলিয়া মনে করেন । সেই যোগারম্ভকালে সাধক প্রমাদ- (অনবধানতা-) রহিত হইবে । কারণ, যোগই প্রভব (সিদ্ধি) ও অপায়ের (বিনাশের) কারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রমাদে অপায়, আর অপ্রমাদে সিদ্ধি হইয়া থাকে । অতএব প্রমাদ পরিত্যাগে যত্ন-পর হইবে ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

তামীদৃশীং তদবস্থাং যোগমিতি মন্বন্তে বিয়োগমেব সন্তম্ । সর্বানর্থসংযোগ- বিয়োগলক্ষণা হি ইয়মবস্থা যোগিনঃ । এতস্মাৎ হবস্থায়াম্ অবিজ্ঞানারোপণবর্জিত- স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা আত্মা । স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্—স্থিরামচলান্ ইন্দ্রিয়ধারণাং বাহ্যাস্তঃ- করণানাং ধারণামিত্যর্থঃ । অপ্রমত্তঃ প্রমাদবর্জিতঃ সমাধানং প্রতি নিত্যং প্রযত্বান্, তদা তস্মিন্ কালে, যদৈব প্রবৃত্তযোগো ভবতীতি ধামর্থ্যাদবগম্যতে । ন হি বুদ্ধাদিচেষ্টাভাবো প্রমাদসম্ভবোহস্মি । তস্মাৎ প্রাগেব বুদ্ধাদিচেষ্টোপরমাৎ অপ্রমাদো বিধীয়তে । অথবা, যদৈবেন্দ্রিয়াণাং স্থিরা ধারণা, তদানীমেব, নিরঙ্কুশ- মপ্রমত্তত্বম্, ইত্যতোহভিধীয়তে অপ্রমত্তস্তদা ভবতীতি । কুতঃ ? যোগো হি যস্মাৎ প্রভবাপ্যায়ৌ উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ ইত্যর্থঃ ॥ অতঃ অপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২০ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

প্রকৃত পক্ষে বিয়োগাত্মক (ভোগত্যাগ-স্বরূপ) হইলেও যোগিগণ ইদৃশ সেই অবস্থাকে 'যোগ' বলিয়া মনে করেন । কারণ, এই অবস্থাটি যোগীর সর্বপ্রকার অনর্থ সম্বন্ধের বিয়োগাত্মক । এই অব-

স্বাভাবিক আত্মা অবিভার আরোপ-রহিত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়।
 স্থির অর্থ—চাক্ষুঃ-রহিত, ইন্দ্রিয়-ধারণা অর্থ—বাহ্য ও অন্তঃকরণ-
 সমূহের ধারণা (আত্মাভিমূখীকরণ) । [সাধক ব্যক্তি] যখনই যোগে
 প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই সমাধির প্রতি অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ বর্জিত
 হইবেন । মূলে ‘যখনই’ ইত্যাদি অংশ না থাকিলেও “তদা” শব্দ
 থাকায় কল্পনা করিয়া লইতে হয় । কারণ, বুদ্ধি প্রভৃতি করণসমূহের
 চেষ্ঠার অভাব হইলে, কখনই প্রমাদের সম্ভাবনা হয় না । অতএব,
 বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়া-বিরামের পূর্বেই প্রমাদত্যাগ বিহিত হইতেছে ।
 অথবা, যখনই ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরতর-ধারণা হয়, তখনই অব্যাহত
 ভাবে অপ্রমাদ সুপন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণে তখন ‘অপ্রমত্ত
 হইবার’ বিধান করা হইতেছে । ইহার কারণ,—যেহেতু যোগই
 প্রভব ও অপায়-স্বরূপ, অর্থাৎ হিত ও অপায়ের (অহিতের) কারণ
 হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, অতএব, অপায় বা অহিত পরি-
 হারার্থ অপ্রমাদ বা অনবধানতা ত্যাগ করা আবশ্যিক ॥১২০॥১১॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অস্তীতি ক্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।

আয়নো হৃদ্বিজ্ঞেয়ত্বেন গুরুপদেশমাত্রগম্যত্বমাহ নৈবেতি । বাচা (বাক্যেন)
 ন এব, মনসা (অন্তঃকরণেন) ন এব, চক্ষুষা (চক্ষুরিত্যপর্জনকং সর্বেন্দ্রিয়াণাং,
 ততশ্চ কেনাপি ইন্দ্রিয়েণ) ন এব প্রাপ্তুং (জ্ঞাতুং) শক্যঃ (বিজ্ঞেয়ঃ) [পরমাত্মা
 ইতি শেষঃ] । [তন্মাং] [আত্মা] ‘অস্তি’ ইতি ক্রবতঃ (আত্মাস্তিত্ববাদিনঃ
 আচার্য্যঃ) অন্তত্র (নাস্তিকাদৌ) তৎ (আত্মস্বরূপং) কথম্ উপলভ্যতে ?
 [ন কথমপি, ইতি ভাবঃ] ॥

অনুবাদ ।

হৃদ্বিজ্ঞেয় আত্মাকে কেবল গুরুর উপদেশ সাহায্যেই জানা যাইতে পারে, ইহা
 প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে,—আত্মা নিশ্চয়ই বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে,

সুপ্রবৃত্ত চক্ষুঃ দ্বারাও (কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও) প্রাপ্তির যোগ্য নহে । অতএব আত্মার অস্তিত্ববাদী গুরু ভিন্ন অশ্রুত (নাস্তিকাদির নিকট) কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে ? ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

বুদ্ধ্যাদিচেষ্টাবিষয়ং চেদ্ ব্রহ্ম, 'ইদং তৎ' ইতি বিশেষতো গৃহ্যেত, বুদ্ধ্যাভ্য-
পরমে চ গ্রহণকারণাভাবাদনুপলভ্যমানং নাস্ত্যেব ব্রহ্ম । যদ্বি করণগোচরং তৎ
'অস্তি' ইতি প্রসিদ্ধং লোকে ; বিপরীতঞ্চাসদিতি । অতশ্চানর্থকো যোগোহনুপ-
লভ্যমানত্বাদ্ বা 'নাস্তীতি' উপলক্ষ্যব্যং ব্রহ্ম ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে ।
সত্যম্—

নৈব বাচ্য, ন মনসা, ন চক্ষুশা—মার্গৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ ।
তথাপি সর্ববিশেষরহিতোহপি জগতো মূলমিত্যবগতত্বাদশ্চেষ্ট্যব ; কার্য্যপ্রবিলাপ-
নশ্চাস্তিত্বনিষ্ঠত্বাৎ । তথা ইদং কার্য্যং সৌন্দর্য্যতারতম্যপারম্পর্য্যেণ অনুগম্যমানং
সদ্বুদ্ধিনিষ্ঠামেবাবগময়তি । যদাপি বিষয়প্রবিলাপনে প্রবিলাপ্যমানা বুদ্ধিঃ,
তদাপি সা সৎপ্রত্যয়গর্ভেব বিলীয়তে । বুদ্ধির্হি নঃ প্রমাণং সদসতোর্ষাথাঅ্যাব-
গম্যে । মূলং চেজ্জগতো ন শ্চাৎ, অসদশ্চিতমেবেদং কার্য্যমসদিত্যেব গৃহ্যেত, ন
হেতদস্তি—সৎ-সদিত্যেব তু গৃহ্যেত । যথা মৃদাদিকার্য্যঘটাদি মৃদাশ্চৈবিতম্ ।
তস্মাজ্জগতো মূলমায়া অস্তীত্যেবোপলক্ষ্যব্যঃ ।

তস্মাদস্তীতি ক্রবতোহস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্ধধানাদশ্রুত নাস্তিক-
বাদিনি নাস্তি জগতো মূলমায়া, নিরনয়মেবেদং কার্য্যমভাবান্তুং প্রবিলীয়ত
ইতি মন্ত্যমানে বিপরীতদর্শিনি কথং তৎ ব্রহ্ম তত্ত্বত উপলভ্যতে, ন কথঞ্চনোপ-
লভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :

ব্রহ্ম যদি বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের বিষয়ীভূত হইতেন, জ্ঞান
হইলে 'ইহা সেই ব্রহ্ম,' ইত্যাকার বিশেষভাবে অবশ্যই তাঁহাকে গ্রহণ
করা যাইতে পারিত ; কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতির উপরম অর্থাৎ ব্যাপারের
অবিষয়তা নিবন্ধন জানিবার উপায় না থাকায় উপলক্ষির বিষয় না
হওয়ায় নিশ্চয়ই ব্রহ্ম নাই বা অসৎ । কারণ, জগতে যাহাঁ করণ-
গোচর (জ্ঞানসাধনের বিষয়), তাহাই 'সৎ', আর তদ্বিপরীতমাত্রই

‘অসৎ’ বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই কারণে যোগ-সাধন অনর্থক (বিকল)
 অথবা, যখন উপলব্ধি হয় না, তখন নিশ্চয়ই ত্রুটি নাই ; এইরূপ সম্ভা-
 বনার এই কথা বলিতেছেন যে, সত্য বটে, বাক্য দ্বারা নহে, মনের
 দ্বারা নহে, চক্ষুঃ দ্বারা নহে কিংবা অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারাও পাইবার
 যোগ্য নহে ; তথাপি কার্যের বিলয়ন বা বিনাশ যখন সৎ বস্তুকে
 (কারণকে) অবলম্বন না করিয়া হইতেই পারে না, তখন ত্রুটি
 সর্বপ্রকার বিশেষ গুণ-রহিত হইলেও জগতের মূল কারণ-রূপে
 নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতীতি আছে । সেইরূপ দেখাও যায়,
 [ধ্বংসোশ্মুখ] কোন একটি কার্য বা জন্ত বস্তু উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতা-
 প্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে উহা যে সৎরূপেই অবস্থান করে,
 এইরূপই প্রতীতি (সদ্বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । * যখন বুদ্ধির
 বিষয়ের (সূক্ষ্মভাগের) বিলয়ন বা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিষয়ক
 বুদ্ধিও বিলীন (বিনষ্ট) হইয়া যায়, তখনও সেই বুদ্ধি যেন ‘সৎ’
 প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হইয়া যায় । কোনটি যথার্থ সৎ,
 আর কোনটি যথার্থ অসৎ, এই তত্ত্ব নির্ণয়ে বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র
 প্রমাণ । জগতের মূল কারণ যদি অসৎই হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকা
 প্রভৃতি কারণ সমুৎপাদিত ঘটাদি কার্য যেরূপ মৃত্তিকা-সংবলিত-রূপে
 গৃহীত (প্রতীত) হয়, সেইরূপ অসৎকারণাশ্রিত কার্য—জগৎও

* তাৎপর্য—দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণুক (সম্মিলিত দুইটি
 পরমাণু), তাহার পর ত্রসরেণু (সম্মিলিত তিনটি পরমাণু), তাহার পর মৃত্তিকার্চুর্ণ, অন্তর,
 যে দুই অংশের সম্মিলনে ঘট প্রস্তুত হয়, সেই দুই অংশ কপাল ও কপালিকা ; অবশেষে মূল
 ঘট প্রস্তুত হয় । আরম্ভকালে যেমন ক্রমিক স্থলহে পযাবসান, বিনাশ বা বিলয়কালে তেমন
 উল্টোভাবে পরমাণুরূপে পযাবসান হয়—ঘটের ধ্বংসে কপাল ও কপালিকা, তাহার ধ্বংসে আবার
 চূর্ণভায়ে ত্রসরেণু, দ্ব্যণুক, পরমাণু, ক্রমে অব্যক্তভাবে উপস্থিত হয় । সেই অব্যক্তও
 আবার পরমাণুরূপে নিত্য সত্য ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে । অতএব, কার্যবস্তু যতই বিনষ্ট হউক—
 সূক্ষ্মতার চরমসীমার উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই আকাশকুম্ভের স্থায় ‘অসৎ’ হইয়া
 যায় না । কারণ-বস্তুতে পরিণতিই কার্যবস্তুর বিনাশ বা বিলয়, অতান্ত উচ্ছেদ নহে । এই
 কারণেই ভাস্কর বলিলেন যে, বিলীয়মান ঘটাদি কার্যসমূহ যতই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হউক না
 কেন, পরিণামে তখনও যে, উহা সৎ-বিদ্যমানই আছে, এই বোধই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

‘অস্তিত্ব’ বলিয়াই প্রতীতি হইত ; কিন্তু সেরূপ ত হয় না, বরং ‘সৎ’ বলিয়াই পরিগৃহীত হয় । অতএব, জগতের মূল কারণ আত্মা যে আছেন, ইহা নিশ্চয়ই উপলক্ষি করিতে হইবে, অর্থাৎ বুঝিতে হইবে ।

অতএব, ‘[আত্মা] আছে’ ইহা যিনি বলেন, সেই আত্মাস্তিত্ববাদী, শাস্ত্রার্থানুসারী শ্রদ্ধাবান্ ভিন্ন অন্যত্র নাস্তিকবাদী অর্থাৎ যিনি মনে করেন যে, জগতের মূল কারণ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এই জগৎকার্য্যটি নিরুপায় অর্থাৎ ‘কারণের সহিত সম্বন্ধ-বৃহিতভাবেই অভাবে পর্যাবসিত হইবে,’ এই প্রকার বিপরীতদর্শী নাস্তিকের নিকট সেই ব্রহ্ম কিরূপে মধ্যমধর্মরূপে উপলক্ষি বা প্রতীতির বিষয় হইবেন ? কোন একারেই উপলক্ষ হইতে পারেননা ॥১২১॥১২॥

অস্তীত্যেবোপলক্ষব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ ।

অস্তীত্যেবোপলক্ষ্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥১২২॥১৩॥

ব্যাখ্যা ।

আত্মোপলক্ষিপ্রকারমাহ—অস্তীত্যাदि । উভয়োঃ (সোপাধিক-নিরূপাধিকয়োর্মধ্যে) [নিরূপাধিক আত্মা] তত্ত্বভাবেন (অপরিণামি-সত্যরূপেণ) ‘অস্তি’ (সৎ) ইত্যেব উপলক্ষব্যঃ (বোদ্ধব্যঃ) । ‘অস্তি’ ইতি (এবম্) উপলক্ষ্য (উপলক্ষুঃ —জাতুঃ সকাশে) তত্ত্বভাবঃ (নিরূপাধিকত্বভাবঃ) প্রসীদতি (নিঃসংশয়ং প্রতীতিবিষয়ো ভবতি, ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

পুনশ্চ আত্মোপলক্ষির প্রণালী বলিতেছেন—“উপাধিযুক্ত ও তদ্বিযুক্ত, এতদ্ব্যতিরেক প্রকারের মধ্যে নিরূপাধিক আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে ‘অস্তি’ অর্থাৎ ‘সৎ’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যে লোক ‘অস্তি’ বলিয়া উপলক্ষি করে, তাহার নিকট পূর্বেকৃত তত্ত্বভাব আত্মার কৃষ্ণ সত্যরূপ প্রকাশিত হইবে, নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায় ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

তস্মাদপৌহাসদ্বাদিপক্ষমাস্তুরম্ অস্তীত্যেব আত্মা উপলক্ষব্যঃ সৎকার্য্যবুদ্ধ্যা-

হ্যপাধিভিঃ । যদা তু তদ্রহিতোহবিক্রিয় আত্মা, কার্যক কারণব্যতিরেকেণ
নাস্তি, “বাচ্যরক্তং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্” ইতি শ্রুতেঃ । তদা
তস্ত নিরূপাধিকস্ত, অলিঙ্গস্ত সদসদাদিপ্রত্যয়বিষয়ত্ববর্জিতস্ত আত্মনঃ তত্ত্বভাবো
ভবতি । তেন চ রূপেণাশ্বোপলক্য ইত্যনুবর্ততে । তত্রাপ্যভয়োঃ সোপাধিক-
নিরূপাধিকরোরস্তিত্বতত্ত্বভাবয়োঃ নির্কারণার্থা ষষ্ঠী । পূর্বম্ অস্তীত্যেবোপলক্য
আত্মনঃ সংকার্যোপাধিকৃতান্তি-প্রত্যয়েনোপলক্যেত্যর্থঃ । পশ্চাৎ প্রত্যন্তমিত-
সর্বোপাধিরূপ আত্মনঃ তত্ত্বভাবঃ বিদিতাবিদিতাভ্যামন্তোহদ্বয়ত্বভাবো “নেতি
নেতি” “অস্থলবনগ্হস্বম্” “অদৃশোহনাশ্চো নিরুক্তেহনিলয়নে” ইত্যাদিশ্রুতি-
নির্দিষ্টঃ প্রসীদতি যতিমুখীভবতি . আত্মনঃ প্রকাশনায় পূর্বমস্তীত্বোপলক্যত
ইত্যেতৎ ॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

অতএব, অস্মরসম্মত অসদ্বাদীদিগের মত পরিত্যাগ পূর্বক সং-
কার্য (সদব্রহ্মসম্বৃত) বুদ্ধ্যাদি উপাধি-সমম্বিত আত্মাকে ‘অস্তি’ (সৎ)
বলিয়াই বুঝিতে হইবে । যখন বিকারহীন আত্মা পূর্বোক্ত উপাধি-
রহিত হয় এবং বিকার (ঘটাদি কার্য) কেবল ‘বাক্যারক নাম মাত্র,
যুক্তিকাই সত্য ।’ এই শ্রুতি অনুসারে যখন জানা যায় যে, কারণের
অতিরিক্তও কার্যের সত্তা নাই ; তখন সেই উপাধিরহিত, অলিঙ্গ এবং
সদসদাত্মক (কার্য-কারণভাবময়) বুদ্ধির অবিষয় আত্মার ‘তত্ত্বভাব’
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় ; সেইরূপেই আত্মার উপলক্ষি করা উচিত ।
তন্মধ্যেও সোপাধিক ও নিরূপাধিক অর্থাৎ অস্তিত্ব ও তত্ত্বভাব
এতদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে ‘অস্তি’ রূপেই উপলক্ষ হয়, অর্থাৎ প্রথমে
বুদ্ধি বাস্তবিক কার্য সম্বন্ধ বশতঃ যে আত্মা ‘সৎ’ প্রতীতির বিষয় হয়,
পশ্চাৎ সেই আত্মারই সর্বোপাধি-রহিত ‘তত্ত্বভাব’, যাহা বিদিত ও
অবিদিত হইতে পৃথক, স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় এবং যাহা ‘ইহা ব্রহ্ম নহে
ইহা নহে, কস, কসু ও কস্ব নহে’, এবং ‘অদৃশ্য, অনাত্ম্য (দেহাদি-
রহিত) ও বিলয়-রহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই
তত্ত্বভাব প্রসন্ন হয় অর্থাৎ তাহার সন্মুখীন হয় । [কাহার ? না—]

আজ্ঞাপ্রকাশের উদ্দেশ্যে যে লোক তৎপূর্বে 'অস্তি' বলিয়া আজ্ঞার উপলক্ষি করিয়াছে, তাহার—॥ ১২২ ॥ ১৩ ॥

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ম হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা ।

মুমুক্শোঃ তাদৃশ প্রসাদসাধ্যং ফলমাহ,—যদেতি । অস্ম হৃদি শ্রিতাঃ (অস্ত্যঃকরণ-গতাঃ) সর্বে কামাঃ (বাসনাঃ) যদা প্রমুচ্যন্তে, [কৰ্মকর্তৃন্নি প্রয়োগঃ, মুক্তা ভবন্তি, অপগচ্ছন্তীতি যাবৎ] । অথ (অনন্তরং) মর্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) ভবতি । অত্র (অস্মিন্ এব দেহে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ত্রৈকৈব ভবতীত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

এই মুমুকুর হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন বিমুক্ত হইয়া যায় (আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়), তাহার পর সেই মর্ত্য (মরণশীল মনুষ্য) অমৃত হন; এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব উপলক্ষি করেন ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।

এবং পরমার্থদর্শিনো যদা যস্মিন্ কালে সর্বে কামাঃ কাময়িতব্যশ্রাণশ্রাভাবাৎ প্রমুচ্যন্তে বিশীৰ্য্যন্তে—যেহস্ম প্রাক্ প্রতিবোধাদ্বিদ্রবো হৃদি বুদ্ধৌ শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ । বুদ্ধির্হি কামানাশ্রয়ঃ, নাস্মা, “কামঃ সঙ্কল্প” ইত্যাদিশ্রুত্যস্তরাচ্চ । অথ তদা মর্ত্যঃ প্রাক্ প্রবোধাদাসীৎ, স প্রবোধোত্তরকালমবিষ্টাকামকৰ্মলক্ষণশ্চ মৃত্যোঃ বিনাশাৎ অমৃতো ভবতি গমনপ্রযোজকশ্চ বা মৃত্যোর্বিনাশাদগমনানু-পপত্তেঃ । অত্র ইহৈব প্রদীপনির্মাণবৎ সৰ্ব্ববন্ধনোপশান্ত্যাদ্ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ত্রৈকৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥ ১৪ ॥

ভাস্করানুবাদ ।

এইপ্রকার পরমার্থতত্ত্বদর্শী পুরুষের প্রতিবোধ ~~অস্ম~~ সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি সমুদিত হইবার পূর্বে যে সমস্ত কামনা (বিশেষ কামনা) ~~অস্ম~~ অস্মকে আশ্রয় করিয়াছিল, আর কিছু কাময়িতব্য (প্রার্থনীয়) ~~আ~~ আশ্রয় যখন সেই সকল কামনা প্রমুক্ত অর্থাৎ বিশীর্ণ (অসার) হইয়া যায় ।

বুঝিই কামনার আশ্রয়, আত্মা নহে ; ইহা বুদ্ধিতে এবং 'কামনা-
সংকল্প [প্রভৃতি স্বয়ং সকল মনেরই], ইত্যাদি অপর শ্রুতি অনুসারেও
[জানা যায়] । তখন, আত্মজ্ঞানোদয়ের পূর্বে যিনি মর্ত্য (মরণশীল)
ছিলেন, জ্ঞানোদয়ের পর অজ্ঞান, কামনা ও তদনুরূপ চেষ্টাত্মক
মৃত্যুর বিনাশ হওয়ায় সেই মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল জীবই অমৃত হন ।
অথবা, জীবের লোকান্তরে গমনসাধক যে মৃত্যু, তাদৃশ মৃত্যুর অভাব
বশতঃ অমৃত হন ; কারণ, মৃত্যুর পর জ্ঞানীর আত্মার অগ্রতর গমন
সম্ভবপর হয় না ; পরন্তু প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায় সমস্ত বন্ধনের একে-
বারে উপশম হওয়ায় এই দেহেই তিনি ব্রহ্ম ভোগ করেন, অর্থাৎ
ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান ॥ ১২৩ ॥ ১৭ ॥

যদা সর্বে প্রভিধ্যন্তে হৃদয়শ্চেহ গ্রহয়ঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ॥১২৪॥১৫॥

ব্যাখ্যা ।

কদা পুনঃ সর্বকামানাং সম্যক্ সমুচ্ছেদো ভবেৎ ? ইত্যাহ—যদেতি । ইহ
(মানুষদেহে) হৃদয়শ্চ সর্বে গ্রহয়ঃ (গ্রহিবৎ অবিদ্যাবন্ধনানি) যদা প্রভিধ্যন্তে
(অপযান্তি) । অথ (তদা) মর্ত্যঃ [সর্বকাম-প্রহানেন] অমৃতঃ (মুক্তঃ) ভবতি ।
এতাবৎ (এতাবদেব) অনুশাসনম্ (নিকামকর্ম্ম-শ্রবণ-মনন-ধ্যান-কর্তব্যোক্তিপরঃ
বেদান্ত-শাস্ত্রশ্লোপদেশ ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ ।

সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদ কখন ? তাই বলিতেছেন যে,—এই মানুষ-
দেহেই যে সময় হৃদয় সমস্ত অবিদ্যা-গ্রহি ভিন্ন বা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সময়ই
সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে ।
এই বাক্যই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ [ইহার অধিক আর উপদেশ নাই] ॥১২৪॥১৫॥

শাকরভাষ্যম্ ।

কদা পুনঃ কামানাং মূলতো বিনাশঃ ? ইত্যুচ্যতে । যদা সর্বে প্রভিধ্যন্তে
ভেদমূপযান্তি বিনশন্তি হৃদয়শ্চ বুদ্ধিরিত্য জীবত এত গ্রহয়ো গ্রহিবদ্ভবন্ধনরূপা
অবিদ্যাপ্রত্যয়া ইত্যর্থঃ । 'অহমিদং শরীরং, মমিদং ধনং, সুখী হুঃখী চাহম্' ইত্যেব-

আদিলাক্ষণাঃ তদ্বিপরীতাৎ ব্রহ্মায় প্রত্যয়োপজননাৎ 'ব্রহ্মৈবাহমসংসারী' ইতি ।
বিনষ্টেষু অবিজ্ঞাগ্রন্থিষু তন্নিমিত্তাঃ কামা মূলতো বিনশ্চন্তি । অথ মর্ত্যোহমৃতো
ভবতি, এতাবন্ধি—এতাবদেবৈতাবন্মাত্রং, নাধিকমস্তীত্যশঙ্ক্য কুর্ক্বব্য । অনু-
শাসনম্ অনুশিষ্টিঃ উপদেশঃ সর্ববেদান্তানাং মিত্তি বাক্যশেষঃ ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।

যখন এই জীবৎ-দেহেই হৃদয়গত গ্রন্থিসমূহ, অর্থাৎ 'দৃঢ়তর
গ্রন্থিবন্ধনের গায় সমস্ত অবিজ্ঞা-বুদ্ধি (জ্ঞান সমুদয়) সর্বতো-
ভাবে ভিন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ 'আমি এই শরীর (স্থূল,
কৃশ ইত্যাদি), আমার এই ধন, আমি সুখী ও দুঃখী, ইত্যাদি প্রকার
অবিজ্ঞানক প্রতীতি সমূহ যখন তদ্বিপরীত—'আমি অসংসারী ব্রহ্ম-
স্বরূপই, এইরূপ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায় । অবিজ্ঞা-
গ্রন্থিসমূহ বিনষ্ট হইলে, তদধীন বা তন্মূলক কামনাসমূহও বিনষ্ট
হইয়া যায় । তখন, সেই মর্ত্য ব্যক্তি অমৃত হন । এই পর্য্যন্তই—
ইহা অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নহে, অনুশাসন
অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ [এতদপেক্ষা আর অধিক
তত্ত্বোপদেশ নাই] । 'সর্ববেদান্তানাং' পদটি শ্রুতিতে না থাকিলেও
উহা ঐ বাক্যের শেষাংশ ; এই কারণে ভাষ্যকার ঐটুকু বাধ্যয়
সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

শতশ্লোক! চ হৃদয়স্থ নাড্য-

স্তাসাং সূক্ষ্মানমভিদি. ২৫ বক্রা ।

তয়োন্ধিনায়ন্নমৃতত্বমেতি

বিশ্বঙুণ্ডন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১২৪ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।

এবং যোগহেতুব্রহ্মবিজ্ঞানমুক্তা জ্ঞানিনঃ চরমদেহাৎ নিষ্ক্রমণে—
শতমিত্যাদিনা । হৃদয়স্থ (হৃদয়স্বকিরঃ) শতক একা চ (হৃদয়স্থিতং)
নাড্যঃ [স্তি] ; তাসাং [মধ্যে] একা (সুষুম্নাখ্যা নাড়ী) সূক্ষ্মানমভি (প্রতি)

